আদর্শ ব্রাহ্মণ

# "উপনয়নে উপহার"—২য় ভাগ

তথা

# ব্রাহ্মণোপাধি-কথা

ডাঃ শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়, B.Sc., M.B., D.P.H.

কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত, অনূদিত ও বিশেষ ব্যাখ্যাত



[ মূল্য—

প্রকাশক ঃ—

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, এম্. এ.

বিজ্ঞান ভারতীপ্রেস, রামাপুরা, কাশীধাম।

---

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রম

B 4/23, Hanuman Ghat,

Varanasi, U.P.

২। কালীচরণ মুখার্জ্জী কোং

STRANDWAREHOUSE

G.P.O

Calcutta-1.

Phone 22-4044 ( Office )

33-1702 ( Residence )

নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে
পরমাত্মনে

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম

ওমিতি ব্রহ্ম

# গ্রন্থ-সূচনা

"সাকারঞ্চ নিরাকারঞ্চ সগুণং নির্গুণং প্রভুম্।
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বঞ্চ স্বেচ্ছারূপং নমাম্যহম্ ॥"

---

"একঃ দ্বৌ বা ত্রয়োবাপি যৎ ব্রূয়ুঃ ধর্ম্মপাঠকাঃ।
ধর্ম্মস্তদেব মন্তব্যো নেতরানাং সহস্রশঃ ॥"

---

"সত্যমেব পরংব্রহ্ম সত্যরূপো জনার্দ্দনঃ।
ন হি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্ ॥"

---

উত্তরবাহিনী শক্তিই মানবকে করে দেব ; এবং দেবত্ব হয় পরিণত "ব্রহ্মত্বে" উত্তরবাহিনী শক্তিতেই।

---

হরিঃ ওঁ তৎসৎ

# উপনয়নে উপহার দ্বিতীয় ভাগ

## —ঃ সূচী-পত্র ঃ—

---

ওঁ হরিঃ ওঁ

"উপনয়নে উপহার"—নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ তথা "ব্রাহ্মণোপাধি-কথা"—র ভূমিকা।

# ভূমিকা

পুস্তকের প্রথম ভাগের নামকরণ হ'য়েছে "ব্রাহ্মণ-প্রবেশিকা-কথা"। ভারতে ইংরাজ প্রবর্ত্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে যেমন তিনটী স্তর-বিভাগ—প্রবেশিকা ( Entrance Course ), স্নাতক ( Graduate Course ) এবং স্নাতকোত্তর ( Post-Graduate Course ), তেমন ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষাকে, শিক্ষাকর্ম্মের সুবিধার জন্য তিন স্তরীয় বিভাগ আবশ্যক—প্রাথমিক বিভাগ, যখন নবীন শিক্ষার্থীকে মন্ত্রাদির অর্থবোধ না করিয়াও অভ্যাস করিতে হইবে ব্রহ্মবিদ্যার সূত্রগুলি শুদ্ধভাবে, এইরূপে কিছুকাল অভ্যাস করিলে বায়োবৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির ক্রমোন্নতি ঘটিলে শিক্ষার্থীর লাভ হইবে এই ২য় ভাগের উচ্চস্তরীয় ব্রাহ্মণোপাধিকথা পাঠের যোগ্যতা। এই ২য় ভাগে মন্ত্রমুখস্থ করার নাই কষ্ট; ১ম ভাগের মন্ত্রাদিরই উচ্চস্তরীয় ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে; তাহাতেই তৃপ্তি পাবেন পাঠক। পরে প্রৌঢ়কালের অন্তে "ব্রাহ্মণস্নাতোকোত্তর নামীয় ৩য় ভাগ পাঠ করার স্বতঃস্ফুর্ত্ত স্পৃহা জাগিবে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে ইহাই হবে উপনয়নের শেষ উপহার! এই উপহারে ভূষিত হ'লেই সার্থক হবে আদর্শব্রাহ্মণ নাম।

"কষ্ট-না-করিলে, কেষ্ট (= কৃষ্ণ) মিলে-না" —বহুলশঃ কথিত এই সুবিদিত প্রবাদানুসারে পুস্তকের প্রথম ভাগের পাঠককে যে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহার পুরস্কার মিলিবে আনন্দবস্তু (= কৃষ্ণ) এই ২য় ভাগ পাঠে; কারণ ইহাতে আছে অনেক তত্ত্বসন্নিবেশ ও গূঢ়রহস্যের ব্যাখ্যায় আধুনিকবিজ্ঞান-সম্মত রুচিকর কথা এবং আদর্শব্রাহ্মণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ। সুধী যুবক ও প্রৌঢ় পাঠকবর্গকে মনে রাখিতে হইবে যে পুস্তকটীর ১ম্ ভাগটীই যেন এই ২য় ভাগের ভিত্তিভূমি যাহার উপর দণ্ডায়মান এই ২য় ভাগরূপ উচ্চ প্রাসাদ এবং যাহার চূড়া প্রায় আকাশচুম্বিত ৩য় ভাগ। প্রাচীন পুস্তকাদিতে ও বর্ত্তমানের সাধারণ পুস্তকাদিতে আছে উহার অভাব; তাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য বিশেষভাবে লিখিত হইল এই দ্বিতীয় ভাগ। তাঁদের কাছে ইহার আদর হ'লেই শ্রম সার্থক মনে করিবে গ্রন্থকার।

১ম্ ভাগ তথা "ব্রাহ্মণ প্রবেশিকা-কথা" পুস্তকখানি যেমন ব্রাহ্মণ সন্তানদের অবশ্যকরণীয়—অপরিহার্যারূপে ( Compulsory ) পাঠ্যবিষয়, অন্যথায় ঘটে প্রত্যবায় (= পাপ ও ক্ষতি), তেমন অবশ্য নহে ২য় ভাগের বেলায়; ইহার পঠন-পাঠন ঐচ্ছিক ( Optional ) হ'লেও, প্রভূত আনন্দপ্রদ এই ২য় ভাগ জ্ঞানার্থীর নিকট: তাই কি ব্রাহ্মণ, কি অব্রাহ্মণ-জ্ঞানার্থী ও মুমুক্ষুমাত্রের কাছেই ইহার হইবে সমাদর—ইহাই আশা করা যায়। এমন কি অব্রাহ্মণও এই ২য় ভাগ পাঠাভ্যাস করিলে

ক্রমশঃ লাভ করিতে পারেন ব্রাহ্মণত্ব ও হ'তে পারেন অজ্ঞান ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেকাংশেই শ্রেয়ঃ।

আবার সদ্যোপনীত ও নবোপনীত ছাড়াও পূর্ব্বোপনীত সজ্জন সদ্‌ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা নিষ্ঠার সহিতই মাত্র-অভ্যাস বলে নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক কর্ম্ম ক'রেই আসিতেছেন যন্ত্রবৎ কিন্তু কর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধানের অভাবহেতু সন্ধ্যাহ্নিক কর্ম্মের উপাদেয়তা উপলব্ধি করার সুযোগ পান নাই তাঁদের নিকটও এই দ্বিতীয় ভাগের আদর হবে সমধিক—আশা করা যায়। ক্রম-অগ্রগতিই মনুষ্যধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য; সুতরাং জড়যন্ত্রবৎ Mechanically-মাত্র ১ম ভাগ শেষ করিয়া ২য় ভাগ পাঠে অবসর না করিয়া নিরস্ত থাকা পুরুষকার নহে। ১ম ভাগ পাঠের নিম্নাধিকারীকে ক্রমে-ক্রমে উচ্চাধিকারে পৌঁছাইতে উপযোগী করে এই দ্বিতীয় ভাগ।

ব্রাহ্মণসমাজের করুণাসিক্ত দৃষ্টি ও অশুভহারী আশীর্ব্বাদ সঙ্কলনের জন্য মুদ্রিত হইল এই ২য় ভাগ। সেই করুণাসিক্ত দৃষ্টি ও আশীর্ব্বাদ গুরুসঞ্চারিত শক্তিকে করুক পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলিত এবং ইহাই হউক ব্যাখ্যাতার ইহলোকের অবলম্বন ও পরলোকের পাথেয়।

হরিঃ ওঁ তৎ সৎ

৺কাশীধাম
উত্তরবাহিনী - আর্ত্তাশ্রম,
B 4/23, Hanumanghat,
Varanasi, U. P.

উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রম সেবকস্য
বিনীত গ্রন্থকারস্য
শ্রীকনকভূষণ দেবশর্ম্মণঃ
( মুখোপাধ্যায়স্য )

ওঁ তৎসৎ

# উপনয়নের ভূমিকায় উদ্বোধনী বাণী

জগতের সনাতন ও স্বাভাবিক নিয়মই বিচিত্রতা; বৈচিত্র্য হইতেই জগতের প্রকাশ; বিচিত্রতাবিহীন হইলে জগতের অস্তিত্বই হয় অসম্ভব। এই জগতের অন্তর্গত ভারতভূমি পুণ্যভূমি; জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিষয়ক জ্ঞান, জীবের স্বরূপ, এবং সর্ব্ববিধ দুঃখনিবৃত্তির কারণ যে পরব্রহ্ম-তত্ত্ব (যাকে বলে ব্রহ্মবিদ্যা) তাহা এই ভূমিতেই ব্রহ্মবেত্তা ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে; ব্রহ্ম-বাদী ঋষিগণের পাদস্পর্শে ইহার ধূলিকাকণাসকল পবিত্র। এই ব্রহ্মবিদ্যা ভারতবাসিগণের বিশেষ বিদ্যা; বর্ত্তমান দুর্দ্দশাপন্ন অবস্থায়ও হিন্দুভারতই রক্ষা ক'রেছে কথঞ্চিৎ এই ব্রহ্মবিদ্যা। ইহাতে হিন্দুসন্তানগণের বিশেষ অধিকার।

পূর্ব্বোক্ত বিচিত্রতার বিশেষ বিশেষ মনুষ্যগণের সম্বন্ধে যে নিয়ম, বিশেষ বিশেষ জাতি সম্বন্ধেও ঠিক সেই নিয়ম। ভারতবাসী আর্য্যগণের প্রকৃতি স্বভাবতঃ পরমার্থচিন্তনের অনুকূল; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা এই ভারতভূমিতে যেমন আলোচিত হইয়াছে, তেমন অন্য কোন স্থানে হয় নাই; অতএব এই ভূমিতেই এই বিদ্যা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপরাপর দেশে ধর্ম্মানুশীলনে কোন-না কোনরূপ স্বর্গলাভকেই করা হয় উদ্দেশ্য; আর ভারতে পূর্ণ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে; এই বিদ্যা অন্যত্র নাই।

প্রবল কলিপ্রবাহে ঋষিকুলের উপদেশগুলিও অন্তঃসারশূন্য হইয়া এক্ষণে অনেকস্থলে নানাপ্রকার অসার মতামত বিচার ও অভিনয়মাত্রে পরিণত। ভারতবাসী এখন কষ্টের ও অধর্ম্মের এক-শেষ অবস্থায় উপনীত; তাঁহারা এক্ষণে স্বজনদ্রোহী, পরপীড়ক, পরনিন্দক, ব্যভিচারী, হীনমতি, কপটাচারী ইত্যাদি। ভারতভূমি বহুসহস্র বর্ষব্যাপী সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবের পর (রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্ম্ম-বিপ্লব…) ভারতীয় সমাজশৃঙ্খলা একেবারে হীনপ্রভ, শিথিল ও বিপর্য্যস্ত!! ঈদৃশ সঙ্কটকালেও হিন্দুভারত ভোলে নাই এখনও পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার হাতে-খড়ি যে উপনয়ন কর্ম্ম—তাহা, কেন ভোলে নাই? কারণ, উহাই তাহার অনাদিকাল প্রবর্তিত জন্মগত সংস্কার হিন্দুজাতির প্রকৃতিগত গুণ—ধর্ম্মনিষ্ঠতা; সাধারণতঃ ভারতীয় দেহই আদিকাল হইতে এই বিদ্যা সম্যক্ ধারণ করিতে সমর্থ। প্রবল কলিপ্রবাহে এবং পাশ্চাত্যপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুভারতের দ্বিজাতি সেই অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত জন্মগত সংস্কারবশতঃ বজায় রাখিয়াছেন এখনও সেই উপনয়ন প্রথা, হয়তো অন্তঃসার অন্তরাড়ম্বরশূন্য কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ তো বটেই (আপৎকালে উদ্ভিদরাজ্যের spore formationর মত)। বর্ত্তমানের বহুলশঃ প্রচারিত সমাজ-সাম্যবাদ (Socialism বা Communism) হিন্দুভারতের মুষ্টিমেয় একাংশের উপরই ক্রিয়াশীল; সমাজসাম্যবাদ-বাদীদের জানা উচিত—(১) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ জগৎসৃষ্টির সমসাময়িক পদার্থ, জাতিভেদ না হইলে সৃষ্টি হয় না। (সাম্যে সৃষ্টি

অসম্ভব ) ; জাতিভেদ না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না; জাতি-ভেদই জগতের জগত্ব। যাঁহারা জাতিভেদকে উন্নতির অন্তরায় মনে করেন বা অনুদারহৃদয়ের ফল বলিয়া বুঝেন, বিশ্বজনীন প্রেম-প্রবাহের অবরোধক বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত, এবং উন্নতির লক্ষ্যবিন্দু তাঁহাদের হয় নাই স্থির, কাহাকে উন্নতি বলে, কিসে উন্নত হওয়া যায়, আজিও তাঁহারা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। জাতিভেদ প্রাকৃতিক পদার্থ, প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিলে উন্নতি হয় না, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনে অবনতির শেষপর্ব্বে আসিয়া উপনীত বা ধ্বংস হ'তে হয়। আরও, তাঁহারা জানুন যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সমাজশরীরের যন্ত্র; সমাজশরীরের ইহারা ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব। তাহার শব্দপ্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত বেদমন্ত্র—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥" ঋঃ সং ৮।৯০।১০

অস্যার্থ ঃ—পরমাত্মারূপী পুরুষের বা সগুণ ব্রহ্মের মুখ হয় (১) ব্রাহ্মণ (=সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রহ্মত্বজাতিবিশিষ্ট—ব্রহ্মবিদ্যাদি-উৎকৃষ্ট-বিদ্যাসম্পন্ন, সংসারবিরক্ত, পরহিতৈকব্রত, শমদমাদিকর্ম্ম নিরত) তাঁহার বাহু হয় (২) রাজন্য (=ক্ষত্রিয়ত্বজাতিবিশিষ্ট, শৌর্য্যযুদ্ধাদিকর্ম্মনিরত সত্ত্বরজঃপ্রধান); তাঁহার উরু (৩) বৈশ্য (=কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মপরায়ণ রজস্তমোপ্রধান); তাঁহার চরণ হয় (৪) শূদ্র (=ব্রাহ্মণাদির শুশ্রূষাদি কর্ম্মরত তমোগুণবহুল)। আরও, গীতা বলেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ৪।১৩

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥" ১৮।৪১

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি॥" ১২।৯৭(মনু)

ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য যে প্রাকৃতিক, ইহা মানবকৃতি নহে, উদ্ধৃত শাস্ত্রবচনদ্বারা তাহাই হইয়াছে প্রতিপাদিত।

(২) হিন্দু ভালবাসে তাহার সংসারকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাধন বা উপায়বোধে, অর্থাৎ হিন্দুর সংসার Means ; আর, পাশ্চাত্যদের সংসারই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ Ends। পাশ্চাত্য-সজ্জন বুঝেন না আধ্যাত্মিকতার অর্থ, তাঁহারা সদাই আকৃষ্ট পার্থিবতার আপাতমধুর মোহন আকর্ষণে এবং অবসর পান না অন্তর্মুখ হবার; বিষয়কামনা অন্তর্মুখ হইতে দেয় না তাঁহাদিগকে, তাই বহির্দেশের সংবাদ দিতে পারিলেও অন্তর্দেশের কোন সংবাদ তাঁহারা জানেন না। অন্তর্দেশের তত্ত্ব লইবার তাঁহাদের অবকাশও নাই, প্রাকৃতিক প্রেরণায় ইচ্ছাও তাঁহাদের হয় না, সুতরাং পাশ্চাত্যজাতি আধ্যাত্মিকতার মর্ম্ম বুঝিবেন কিরূপে? হিন্দুর আধ্যাত্মিকতানুযায়ী জাতিভেদ; এই জাতিভেদের প্রাকৃতিকত্ব বুঝিতে না পারিয়াই সমাজসাম্যবাদীগণ হিন্দুকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন—জাতিভেদ উন্নতির অন্তরায়, জাতিভেদ আছে বলিয়াই হিন্দুদের মধ্যে নাই সমত্ব ও তাই হিন্দু দুর্ব্বল। তাঁহাদের এইরূপ প্রচারেই কি জাতিভেদের মূল উৎপাটিত হ'তে পারে? যাহা প্রাকৃতিক তাহা নষ্ট করিতে মানবীয়শক্তি পর্য্যাপ্ত নহে। যে প্রকৃতির প্রেরণায়

পাশ্চাত্যসজ্জনগণ আধ্যাত্মিক জাতিভেদের মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম সেই-প্রকৃতির প্রেরণাতেই স্ব-ভাবস্থিত আর্য্যজাতি, জাতিভেদকে উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বুঝিতে অনিচ্ছুক। হিন্দু বেদভক্ত জাতি, হিন্দু বেদকে'ব্রহ্মবোধে করে পূজা, যাহা বেদবিরুদ্ধ তাহাকে ত্যাগ করে হিন্দু প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া।

(৩) জাতিভেদের যুক্তিসঙ্গতত্ব :—বেদাদি শাস্ত্রমতে জাতি-ভেদ প্রাকৃতিক সামগ্রী, মানবকৃতি নহে। সাধুশব্দ মাত্রেই বেদ ; এখন দেখা যায় এই "জাতি" শব্দটী নিষ্পন্ন 'জন্' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয়ে ; এইরূপে নিষ্পন্ন জাতিশব্দটী—জন্ম, অভিব্যক্তি, সামান্য এই সকল অর্থের বাচক। অতএব, জাতি সামগ্রী বলিলে বোঝায় জন্ম, অভিব্যক্তি ও সামান্য।

বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার দোষসকল ক্ষালনপুর্ব্বক, কিরূপে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সমাজসংস্কার করা যায়, তাহা নিরূপণ করা এই পুস্তকের বিষয় নহে। তবে প্রকৃতিগত গুণ ও কর্ম্ম এই দু'য়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সমাজসংস্কার করিবার জন্য যে সকল চেষ্টা এক্ষণে হইতেছে, তাহা বিজ্ঞানমূলক বলিয়া মনে হয় না, এবং বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত সমাজ গঠন করিতে না পারিলে, বর্ত্তমান সমাজকে যথেচ্ছাক্রমে ভগ্ন করিয়া দিলেই যে দেশের কল্যাণ হইবে, তাহাও বিবেচনাসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সমাজে আছে অনেক প্রকার কুসংস্কার, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে বিদ্যমান অনেকগুলি সুসংস্কারও ; এইগুলিদ্বারা সমাজের পবিত্রতা ও স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণে রক্ষিত। মনে

অবস্থাপ্রাপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা এবং তাঁদের পুনঃরায় অভ্যুদয় অসম্ভব বিবেচনা করাও অসঙ্গত ও ভ্রান্ত।

সমাপ্তিতে লেখকের অকপটে বিনীত নিবেদন এই যে—হিন্দু ভারতীয় গৃহস্থ সমাজের অভিভাবকগণ ও নেতৃস্থানীয় সজ্জন সমূহ নিশ্চিতই জেনে রাখুন যে ভারতবাসীর স্বভাবগত প্রকৃতির প্রতি, সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বিজাতীয় প্রণালী অবলম্বন দ্বারা, ভারতবাসীকে উদ্বোধিত করার প্রয়াস সফল হবে না ; নিদ্রিতকে জাগাতে গেলে তাহার ডাক্ নাম ( বিশেষ নাম ) ধরিয়া ডাকিতে হইবে, অপর নামে শীঘ্র জাগরিত হবে না নিদ্রিত। ভারতবাসীরও প্রকৃতিগত বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলে, **ধর্ম্মপ্রাণভাই** তাঁহার প্রকৃতিগতগুণ বলিয়া অনুমিত হয়, কি দুঃখদারিদ্র্যে, কি রোগশোকাদির যাতনায়! বিজাতীয় প্রণালী দ্বারা অর্থাৎ বিজাতীয় ভাবের অনুকরণ দ্বারা হিন্দু-ভারতকে অভ্যুত্থিত করিতে চেষ্টা করিলে তাহাতে জয় জয়কার হবে বিজাতীয় ভাবের, তাহাতে ভারতবাসীর জয় ঘোষিত হবে না, বরং ভারতবাসীই বিজাতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া স্বীয় পরাজয় স্বীকার করিবেন। অতএব ভারতবাসিগণ! আপনাদের যথার্থ জাতীয় অধিকার বোধগম্য করিয়া পূর্ব্বপুরুষদের জ্ঞানবত্তার প্রতি করুন লক্ষ্য, এবং তাঁদের আদর্শ ও কর্ম্মানুষ্ঠানবিধি নিয়ত সম্মুখে রাখিয়া তাঁদের পদাঙ্ক করুন অনুসরণ। আপনারা ধর্ম্মসাধন সম্পন্ন এবং স্বীয় চরিত্রবলে বলীয়ান হইলে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অপর সর্ব্ববিধ উন্নতি আপনাদের পক্ষে অনায়াস

লব্ধ হইবে। তপস্যাই ভারতবাসীর ব্রহ্মাস্ত্র এবং ঋষিদের প্রদর্শিত পথই তাঁদের পন্থা। এই ভারতভূমি দেবপ্রকৃতিক জীবের স্বাভাবিক বাসস্থান; আপন প্রকৃতিগত দেবস্বভাব ভুলিয়াই ভারতবাসী নিমগ্ন দুঃখে ও দারিদ্র্যপঙ্কে!!

অন্তে স্মরণ করায় লেখক ভারতবাসীকে গীতার শ্রীকৃষ্ণের পরম মূল্যবান নিম্নোদ্ধৃত আশ্বাসবাণী :—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব,স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥
মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥ গীতা ৯ অঃ

হরিঃ ওঁ তৎসৎ

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥

ইহাই ভারতভদ্রমহোদয়গণের নিকট অকিঞ্চনের বিনীত নিবেদন। ইতি

তাং শুভ ১লা বৈশাখ বাং ১৩৭৪

B4/23, Hanumanghat,
Varanasi, U. P.

উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রমসেবক
শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

# ( ক ) জাতিধর্ম্ম

## ( উপনয়নকর্ম্ম )

পূর্ব্বকথিত জাতিভেদের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের জাতিভেদের চাতুর্ব্বর্ণ্যং ( ব্রাহ্মণ + ক্ষত্রিয় + বৈশ্য + শূদ্র )—এর তিনটী জাতিই—( ব্রাহ্মণ + ক্ষত্রিয় + বৈশ্য ) দ্বিজাতি ; অর্থাৎ দ্বি (দুই) জাতি (জন্ম) যাহার সেই দ্বিজাতি, অথবা দ্বিজ—দুইবার জন্ম যে [ দ্বি + √জন ( জন্মানো ) + ড ; যেমন অণ্ডজ প্রাণী—পক্ষী, সর্প প্রভৃতি ] শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে—যাহারা দ্বিজ অর্থাৎ বৈদিকী দীক্ষার ফলে যাহাদের ২য় জন্ম লাভ হয়, তাহারাই সাধক, তাহারা সকলেই শাক্ত ; শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ও কার্য্যতঃ এই শক্তিরই করে উপাসনা, তবে যতদিন শক্তির সন্ধান না পায়, ততদিন আপনাদিগকে শাক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে পারেই না। ভারতের তথা হিন্দুভারতের বৈশিষ্ট্য যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সাধন (আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক), তাহার হাতে-খড়ি হবার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থারূপ এই উপনয়নকর্ম্মানুষ্ঠান ; দ্বিজাতির যজ্ঞসূত্রধারণরূপ বেশ পরিবর্ত্তন একটী সংস্কার কর্ম্ম, শাস্ত্রবিহিত দশবিধসংস্কারের নবম সংস্কারকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বিজাতির এই **উপনয়নকর্ম্ম**, দ্বিজাতিপুরুষের শেষ বা দশম সংস্কারকর্ম্ম বিবাহ।

ব্রাহ্মণাদিজাতিচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ( বা চাতুর্ব্বর্ণ্য ) এইরূপঃ—

প্রথমবর্ণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, দান-প্রতিগ্রহ; দ্বিতীয়বর্ণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—যজন (যাগ-যজ্ঞকরণ), অধ্যয়ন, দান ও ত্রাণ-রক্ষণ পালনকর্ম্ম; তৃতীয়বর্ণ বৈশ্যের ধর্ম্ম—যজন, অধ্যয়ন, দান ও কৃষিবাণিজ্যাদিকর্ম্ম; চতুর্থবর্ণ শূদ্রের ধর্ম্ম—পূর্ব্বোক্ত বর্ণত্রয়ের সেবা শুশ্রূষা; এবং উহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে ব্যবসায়াদি কর্ম্ম। এই সূত্রে এখানে ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু সংক্ষেপে বলা যায় √ধৃ (ধারণ করা)+মন্ প্রত্যয়ে ধর্ম্ম-শব্দটী নিষ্পন্ন; মহতী চিতিশক্তির যে অংশটুকু সমভাবাপন্ন বা সমগুণসম্পন্ন ব্যষ্টিগুলিকে (=ব্যক্তিগুলিকে) এক গণ্ডী বা এক গোষ্ঠীর মধ্যে বদ্ধ ক'রে রাখে তাহাই সেই গোষ্ঠির ধর্ম্ম—ইহা হইতে নিত্যানিত্য দ্বিবিধকল্যাণই হয় সাধিত; যাহা অভ্যুদয় ও স্থিরকল্যাণের হেতু তাহা ধর্ম্ম; "ধর্ম্ম" শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইতে জানা যায়—যাহা অবস্থান করে—বিদ্যমান থাকে, ধর্ম্মী বা বস্তুকে যাহা ধরিয়া রাখে অর্থাৎ যদ্দ্বারা কোন কিছু হয় ধৃত, অথবা পুণ্যাত্মদিগদ্বারা যাহা ধৃত হইয়া থাকে, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানে গুণ বা শক্তি। বেদই নিখিল ধর্ম্মের মূল, বেদই বিশ্ববিদ্যার মূল; যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। আরও বলা যায়—ইহলোকের ব্যবহারিক রাজ্য ও পরলোকের আত্মরাজ্য এদুটীর মধ্যে ধর্ম্ম যেন একটী সেতুস্বরূপ (=বিধৃতি); পরমাত্মাই লোক-স্থিতিরক্ষার জন্য বিধৃতিরূপে—সেতুরূপে—ধর্ম্মরূপে বিরাজিত; মনের যে-প্রবৃত্তি বিশ্ববিধাতার উপর ভক্তি আনয়ন করে, তাহাই

ধর্ম্ম। এ জগতে থাকিয়াই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভে আসে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব; যে মনুষ্যরা ধর্ম্মাচরণ না করিয়া কেবল অর্থ ও কামনার পশ্চাতে দৌড়ায়, তাহারাই হয় পুনঃ পুনঃ জর্জ্জরীভূত দুঃখতাপে; তাই দেখা যায় অধিকাংশই অধুনা ধর্ম্মহীন হইয়া কেবলমাত্র অর্থকামের সেবা করিতে করিতে শোচনীয় দুর্দ্দশায় পতিত! চতুর্দ্দিক হইতে জ্বলিয়া উঠেছে অভাবের দারুণ দাবানল, দুর্ভিক্ষ-মহামারী-রোগ-শোক-অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা এত উৎপীড়িত হইতেছে যে, শান্তি বা আনন্দ বলিয়া যে একটা জিনিষ এ জগতে আছে এ কথাটা যেন ভুলে গেছে তাহারা; ত্রিবিধ দুঃখে জর্জ্জরীভূত হইয়া—এই আনন্দময় জগৎকে দুঃখময় বলিয়া করিতেছে ঘোষণা!

হে দয়াময় নারায়ণ! তুমি দয়া ক'রে তাহাদিগকে ব'লে দাও—তুমি তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দাও—ধর্ম্ম ব্যতীত সুখলাভ হয় না; এ জগৎ যে আনন্দঘন—ইহা বুঝিতে হইলে, সেই আনন্দভোগ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেবা করিতে হইবে ধর্ম্মের। মানুষ যে পরিমাণে ধর্ম্মপরায়ণ হয়, সেই পরিমাণেই চিত্তপ্রসাদ লাভ করে, চিত্ত প্রসন্ন হইলে অভাববোধ যায়, অভাববোধ না থাকিলে অর্থেরও অভাব হয় না, সুতরাং ধর্ম্মানুমোদিত কামনার পূরণের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না কামনা পূর্ণ হলেই মানুষটী হন নিষ্কাম তখন মোক্ষ ফলও হয় তাঁহার করতলগত এবং পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য অমৃতের আস্বাদভোগে পূর্ণানন্দে হ'ন বিভোর! এইরূপ সহজ সরল উদারপন্থা থাকিতেও,

অধিকাংশ মানুষ পথভ্রান্ত হইয়া কেন যে উচ্ছৃঙ্খল গতি অবলম্বন পূর্ব্বক অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করে—তাহা ইচ্ছাময়ই জানেন। ঠাকুর! তাদের কানে কানে ব'লে দাও—স্বধর্ম্মই পালনীয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। এইসকল শ্রেণীর ব্যক্তি ঈদৃশ স্বেচ্ছাচারে রত যে ইন্দ্রিয় বা মনের সামান্য স্বতন্ত্রতা বর্জ্জনপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম পালন করিতে হয়—সে বিধি পালন করিতেও বিমুখ; যাহা মনে সুখকর উদিত হইবে তাহাই আচরণ করিবে, অথচ ধাৰ্ম্মিক নাম নেবার জন্য দু'চারটা ধর্ম্মের কথা কহিবে, কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় স্বেচ্ছাচারিতা রক্ষা করিবে। বর্ত্তমানের পাশ্চাত্যপ্রিয় শিক্ষিত-ম্মন্যসমাজের কোন কোন সজ্জন হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মকেও পাশ্চাত্যকথিত Religion তালিকাভুক্ত করেন যেমন Hindu religion, Muslim religion, Christian religion etc. কিন্তু বস্তুতঃ সর্ব্বাংশে সমানপদার্থ নহে ধর্ম্ম ও "Religion"; সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম সমুদ্র, religion নদী; ধর্ম্ম পূর্ণ, religion ইহার অংশ; ধর্ম্ম প্রকৃতি, Religion ইহার বিকৃতি; ধর্ম্ম অপরিচ্ছিন্ন, Religion ইহার পরিচ্ছিন্ন ভাববিশেষ। ইংরাজি শব্দ Religion-মানে. re=back এবং ligo=to bind; ইহার ভাবার্থ—that which binds one back from doing something অতএব ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য মূল অর্থ= সংযমন (restraint) অর্থাৎ যাহা অবিবেকবিষয়নিম্না বা পাপ-কর্ম্মা প্রবৃত্তিকে করে সংযত, উদ্দামবিষয়স্রোতস্বিনীবৃত্তিকে যাহা করে বন্ধন তাহাই Religion নামক বিদেশীয় পদার্থ।

পক্ষান্তরে পূর্ব্ববব্যাখ্যাত হিন্দু-সনাতন ধর্ম্ম অতিমাত্রায় ব্যাপকতর।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে বেদাধ্যায়ান্তবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ" অর্থাৎ মানব-শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে শূদ্র, পরে সেই শিশু বালকত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে সংস্কারকর্ম্ম দ্বারা করা হয় দ্বিজ, বেদপাঠে হয় বিপ্র এবং ব্রহ্মকে জানিলে হয় ব্রাহ্মণ—উপবীত পুরুষ, [ প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যায় বালিকার এইরূপ কোন সংস্কারানুষ্ঠান কর্ম্ম নাই ]। এই যজ্ঞসূত্রধারণরূপ সংস্কার কর্ম্মানুষ্ঠানই যেন বালকের দ্বিতীয়জন্ম, তাই সেই উপবীত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সন্তান কথিত হন এখন থেকে "দ্বিজ"। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যেমন ধান্য কদাচ মনুষ্যের আহারোপযোগী নয় আপন-স্বরূপে, তাহাকে বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা সংস্কৃত করিলে তবে ধান্য লাভ করে মনুষ্য-আহার-তালিকাভুক্ত হবার যোগ্যতা চাউলরূপে, এবং পরে আরও সুসংস্কৃত হইলে তবে হয় দেবমানবভোগ্য অন্ন, বা পরমান্ন; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বলা যায় যেমন মেদিনীগর্ভস্থিত খনিজ স্থূল গাঢ় অশোধিত তৈল পদার্থ ( Crude oil )-কে নানা প্রক্রিয়া সাহায্যে সুসংস্কৃত করিলে হয় পাত্‌লা কেরোসিন, সূক্ষ্ম শোধিত পেট্রোল ও বাষ্পীয় ( Gasolene ), তেমনই জন্মশূদ্র মানবশিশুকে-ও যে সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ করিয়া দ্বিজত্বে আনা হয় সেই সংস্কার কর্ম্মানুষ্ঠানকেই বলে "উপনয়ন"।

এখানে স্মরণ করিতে হইবে—(১) প্রতি জীবেই আছে

তিনটী ভাব যথা—(i) **পশুভাব** অর্থাৎ জীবভাবীয় অজ্ঞানভা ( Ignorance ) (ii) স্বভাব—আপন-নিজ-ভাব বা **জীবভাব** ( আহার-নিদ্রাদি লক্ষ্য ) = ( Animality ) (iii) **দেবভাব** বা ব্রহ্মভাব অর্থাৎ পরমাত্মভাব।

( ২ ) আরও, মানুষ পূর্ণ হ'লেই হয় দেবতা, আর পশু পুর্ণ হ'লেই হয় মানুষ, তাই মনুষ্য স্তরটী যেন সন্ধিস্থল—একদিকে দেবক্ষেত্র, অন্যদিকে পশুক্ষেত্র। এই পূর্ণত্ব শুধু জ্ঞানাংশ নিয়ে। "জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"। অর্থাৎ, অজ্ঞান বালক শিশু পশুর সমান শূদ্র, বয়োবৃদ্ধিতে লাভ করে বিজ্ঞান এবং দ্বিজাতি বালকগণকে উপনয়ন-বাসরে উপবীত করা যায় সেই বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে পুর্ণজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে। ঋষিরা আত্মসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়াই আত্মসম্বেদনে সংস্কৃত বাক্যসকল করিতেন প্রয়োগ।

দেশজ ভাষায় উপনয়নকে বলে পৈতা ; শাস্ত্রীয় ভাষাতে দ্বিজের বামাংসস্থাপিত (অংস = স্কন্ধ) যজ্ঞসূত্রটীকেবলে উপবীত। এখন এই দুইটী শব্দ "উপনয়ন" ও "উপবীত" কিরূপে নিষ্পন্ন হয় দেখা যাক্ ঃ উপনয়ন = উপ + √নী ( লওয়া ) + অনট্ ভা ;

উপ + √বী ( ব্যাপা – সর্ব্বত্রস্থিত হওয়া ) + ক্ত ক

[ শাস্ত্রব্যবস্থায় মানবশরীরের দশবিধ সংস্কারের নবম সংস্কার এই উপনয়ন ; দশবিধ সংস্কার যথা—(i) গর্ভাধান, (ii) পুংসবন, (iii) সীমন্তো-ন্নয়ন, (iv) জাতকর্ম্ম, (v) নামকরণ, (vi) নিষ্ক্রামণ, (vii) অন্নপ্রাশন, (viii) চূড়াকরণ, (ix) উপনয়ন, (x) বিবাহ ]।

উপ—এই সুবিখ্যাত উপসর্গটীর বহুবিধ অর্থের মধ্যে দু'টী অর্থ যথা "আধিক্য ও "ব্যাপ্তি" বুঝিলে দেখা যায় যে এই উপনয়ন সংস্কারে উপবীতীর দৃষ্টি খুলিবে ব্যাপকতর ভাবে ও কেটে যাবে সঙ্কীর্ণতা অথবা কথান্তরে জ্ঞাননেত্র হইবে উন্মীলিত —অন্তর্দৃষ্টি পাইবে বৃদ্ধি। হিন্দুদের অনেক দেবদেবী প্রতিমায় ( শিব, দুর্গা, কালী-প্রভৃতি ) ত্রিনয়ন কল্পিত ও অঙ্কিত ; এই আলোচ্যবিষয় উপনয়নকর্ম্মটীও যেন চক্ষুর্দান—তৃতীয় চক্ষুর্দান ব্যাপার। অতএব সেই সম্বন্ধে এখানে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে নাঃ—নয়নই প্রকাশসাধন ইন্দ্রিয় বা যন্ত্র এবং তেজস্তত্ত্বেরই প্রকাশসাধন; ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ হয় চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিন রূপ ত্রিনয়ন দ্বারা। তাই চক্ষু তিন প্রকার যেমন (১) স্থূল চক্ষু ( সূর্য্য )—ইহা দ্বারা সন্নিহিত ভৌতিক রূপের অতি সামান্য অংশ হয় প্রকাশিত (২) মনশ্চক্ষু ( চন্দ্র )—ইহা দ্বারা অসন্নিহিত স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের কিয়দংশ হয় প্রকাশিত (৩) জ্ঞানচক্ষু ( অগ্নি )—ইহা দ্বারা স্থূলসূক্ষ্ম অতীত অনাগত অর্থাৎ যাবতীয় জ্ঞেয় বস্তুর যথার্থ স্বরূপ হয় প্রকাশিত।

আধুনিক বিজ্ঞানের ছাত্র স্মরণ করুন তাঁর অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র যাহা সহায়তা করে তাঁর চর্ম্মচক্ষুকে তাঁহার অগোচর বস্তুর দর্শন লাভে। এই কথাটা বালকের পক্ষে সরল-সহজ সুখবোধ্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"উপ" উপসর্গটীর অর্থ করিতে হয় উপর দিকে—আকাশে, যেখানে চর্ম্মচক্ষু দু'টী ফিরানোর সাথে সাথে মনশ্চক্ষুটী বা জ্ঞাননয়নটী দিয়ে ভগবান্

বিষ্ণুকে ভাবিতে অভ্যাস করার হাতে-খড়ি এই উপনয়ন-আসর। দ্বিজদের এই উপনয়ন-আসরের উপবীতী বালকটী যদি হ'ন ব্রাহ্মণ সন্তান, তাহ'লে তাহার এখন থেকে জন্মালো অধিকার আর কতকগুলি উচ্চস্তরের পদবী প্রাপ্তিতে যেমন—দ্বিজোত্তম বিপ্র ও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণসন্তান দ্বিজোত্তম; আর বিপ্রও বলে উপবীতী ব্রাহ্মণসন্তানকে, কারণ বিপ্র শব্দটী নিষ্পন্ন√বপ (বীজ বপনে)+র ক, অথবা বি+√প্রা (পূরণ করা) ড ক; শাস্ত্রবচন যথা—

"বিপ্রো বৃক্ষঃ সন্ধ্যা হি তস্য মূলম্, বেদাঃ শাখাঃ।
ধর্ম্মকর্ম্মাণি পত্রম্, ছিন্নে মূলে নৈব শাখা ন চ পত্রম্"॥

অস্য মর্ম্ম—বীজ থেকে হয়েছে বিপ্ররূপ বৃক্ষ যাহার মূল (শিকড়) হচ্ছে সন্ধ্যাহ্নিক, যাহার শাখা হয় বেদসকল, যাহার পাতা হয় ধর্ম্ম কর্ম্ম, মূল সন্ধ্যাহ্নিক ছিঁড়ে গেলে অর্থাৎ সন্ধ্যাহ্নিক ছেড়ে দিলে শাখাও থাকে না, পাতাও থাকে না। এইবার ব্রাহ্মণশব্দের ব্যাখ্যা দেয়া হয় নিম্নে যথাজ্ঞান বিস্তারিতভাবে ঃ—

ব্রাহ্মণ=ব্রহ্মণ শব্দের ভাবে ষ্ণ্য প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।

(i) ব্রহ্মণা (বেদেন) নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি ব্রাহ্মণাঃ অর্থাৎ বেদসম্মত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম যাঁরাই করেন তাঁরাই ব্রাহ্মণ; (ii) ব্রহ্মাধীয়তে (ব্রহ্ম+অধীয়তে) বিদন্তি বা ব্রাহ্মণাঃ অর্থাৎ যাঁরা ব্রহ্মপাঠ (বেদপাঠ অথবা গায়ত্রীরূপ সংক্ষিপ্ত বেদপাঠ অন্ততঃ) করেন, কিম্বা ব্রহ্মবস্তুকে জানেন সম্যক্ বা আংশিকভাবে তাঁরাই ব্রাহ্মণ;

(iii) ব্রহ্মণোঽপত্যানি ( ব্রহ্মণঃ + অপত্যানি ) অর্থাৎ ব্রহ্মের অপত্যগুলিকেও (= সন্তানগুলি বা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুগুলিও) ব্রাহ্মণ বলা যায়।

মনুর কথায়—ব্রাহ্মণের শরীর ধর্ম্মের ( প্রকৃষ্টগতির ) সনাতন মূর্ত্তি, ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণই মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র; প্রকৃষ্টগতি ( বা প্রেতি ) যাকে বলে সরলগতি, তাহারই নাম ধর্ম্ম। পাণিনির কথায়—যিনি ধর্ম্মকে জানেন, যিনি ধর্ম্মকে অধ্যয়ন করেন এবং যিনি ধর্ম্মের নিষ্ঠ অনুষ্ঠাতা তিনি ধার্ম্মিক; ইতিপূর্ব্বে উল্লেখিত হ'য়েছে বেদই ধর্ম্ম, সুতরাং যিনি ( বেদজ্ঞ ও বেদবোধিত ধর্ম্মের নিষ্ঠ অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক। শাস্ত্রবচন—"তপসা পারমীপ্‌সিতঁব্যং" ঈপ্সিততম পরমপদার্থ পরমাত্মা তপস্যাসাপেক্ষ। ব্রাহ্মণলক্ষণসম্বন্ধে শাস্ত্রবচন—

(১) "যোগস্তপো দমো দানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥

[ বিঃ দ্রঃ—ঘৃণা = √ঘৃণ ( দীপ্তি পাওয়া ) + ক স্ত্রিয়াং আপ্ = ( জ্যোতির্ম্ময়তা )

(২) যঃ কশ্চিদাত্মানং অদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মিষড়্ভাবেত্যাদি সর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দান্ত-স্বরূপং······দাম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্তত, এবমুক্ত লক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণঃ ইতি শ্রুতি—স্মৃতি—পুরাণেতি হাসানাভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি নাস্ত্যেব বঃ, সূঃ, উঃ।১০

বর্ত্তমানে এইরূপে গুণবান্ ব্রাহ্মণের সংখ্যা বিরল। পৃথিবীর মানবগণের চিরকাল পরিবর্ত্তন (উন্নতি ও অধোগতি) প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্রে সে সকলের উল্লেখ আছে।

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতিশূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব॥"

গুণের তারতম্য অনুসারে চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ হইয়াছিল। পৃথিবীতে শূদ্ররূপে জন্মিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে জাতক কর্ম্ম ও সাধনা দ্বারা হ'তে পারে বৈশ্য ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, পীর, পয়গম্বর, মুনি ইত্যাদি। বহু শূদ্রবৎ ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন যথা— (১) মাণ্ডুকী (ভেকী গর্ভসম্ভূত মুনিরাজ মাণ্ডব্য (২) নাবিকপুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাল (৩) গণিকাত্মজ বশিষ্ঠ (৪) মৃগী (ব্যাধকন্যা ?) জাত ঋষ্যশৃঙ্গ (৫) উলুকীজাত কণাদ (৬) শুকীজাত শুকদেব (৭) কৈবর্ত্তিনীজাত ব্যাসদেব (৮) শ্বপাকজাত পরাশরমুনি (৯) চন্দ্র-বংশীয় গাধিরাজের পুত্র বিশ্বামিত্র মুনি ইত্যাদি।

আরও, শাস্ত্রপাঠে দেখা যে ব্রহ্মার বিবিধ নামের অন্যতম নাম মনঃ, আবার মনঃ হইতেই মনু, সুতরাং মনঃ ও ব্রহ্মা একার্থ-বাচক ও এক ব্যক্তি। ব্রহ্মা হইতে "ব্রাহ্মণ' শব্দের এবং "মনু" হইতে মনুষ্যশব্দের উৎপত্তি। অতএব ব্রাহ্মণ ও মনুষ্য একার্থবাচক; প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব ও প্রকৃতমনুষ্যত্বলাভ বহুযত্ন-কষ্ট-সাধনা সাপেক্ষ পুর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তিকে ব্রহ্মা উপাধি প্রদত্ত হইত, আর মনন-শীলব্যক্তিকে মনু উপাধি দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ-শব্দটীর আর একটীপর্য্যায়ভুক্ত শব্দ "সূত্রকণ্ঠ" শাস্ত্রে দেখা যায়; এখানে

"সূত্রকণ্ঠ" শব্দে উপবীতস্কন্ধ (গলায় দড়ি বা পৈতা) নহে। ইহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ—সূত্র অর্থে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্ত-সূত্র; তাই বেদান্তসূত্র-অভ্যস্ত অর্থাৎ বেদান্তসূত্র কণ্ঠাগ্রেই যে ব্যক্তির তিনিই সূত্রকণ্ঠ বা ব্রাহ্মণ।

সর্ব্ববেদার্থসার গীতাশাস্ত্রের কথাতেও দেখা যায়

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ" ॥১ ।৪১

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্মগুলি প্রকৃতি-জাত ত্রিগুণানুসারেই প্রকৃষ্টরূপে (পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে) বিভক্ত।

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্" ॥৪২

শমঃ অন্তরিন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার) সংযম দমঃ বাহ্যেন্দ্রিয়ের—৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্) ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ) সংযম, তপঃ [=**কায়িক তপস্যা** (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন ও প্রাজ্ঞগণের পূজা+শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা)+ **বাচিক তপস্যা** (প্রাণিগণের দুঃখকর নয় এমন অর্থাৎ অনুদ্বেগকর বাক্য ও সত্য-প্রিয়-হিতকর বাক্য বলা+বেদাদিশাস্ত্রপাঠ)+**মানসিক তপস্যা** (মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, বাক্‌সংযম, মনের নিরোধ, ব্যবহারকালে ছলনারাহিত্য, মন ও মুখ এক করা)],শৌচ (অন্তর্বহিঃ) ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জব (সরলতা), জ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান), বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বানুভূতি) এবং আস্তিক্যবুদ্ধি (শাস্ত্রে ও ভগবানে বিশ্বাস)—এই সকল

ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। পরের দুটী শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ যথা—
৪৩। ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত ( স্বভাবজ সত্ত্বমিশ্র রজোগুণ দ্বারা প্রবিভক্ত ) কর্ম্ম যেমন পরাক্রম, তেজঃ ধৃতি, কর্ম্মকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা, ও শাসনক্ষমতা। ৪৪। বৈশ্যের স্বভাবজাত ( স্বভাব তমোমিশ্ররজোগুণ দ্বারা প্রবিভক্ত ) কর্ম্ম যেমন কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য; আর শূদ্রদের স্বভাবজাত ( স্বভাবজ রজোমিশ্রতমোগুণ দ্বারা প্রবিভক্ত ) কর্ম্ম যেমন সেবা-শুশ্রূষা-পরিচর্য্যা।

নীতিশাস্ত্র বলেন—"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ; ভগবৎ-ইচ্ছায় জগতের ব্রাহ্মণবর্ণ ধী-শক্তিতেই বিশেষ সমৃদ্ধ; প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী মন্ত্রে এই ধী-শক্তি প্রার্থনা করেন, এবং উহা জগৎময় ছড়াইয়া দিয়া ধীরে ধীরে সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ বপন করিয়া জীবসঙ্ঘকে মহাসত্যের দিকে করেন আকর্ষণ; তাই ব্রাহ্মণ এত পূজ্য—জগৎপূজ্য, তাই বিষ্ণুবক্ষে ব্রাহ্মণের (ভৃগুমুনির) পদচিহ্ন সুশোভিত, জগন্মঙ্গলই ব্রাহ্মণের ব্রত। ব্রাহ্মণের আসন যে কত উচ্চে, ব্রাহ্মণগণ যে জগতের কি উপকার করেন তাহা সাধারণ জীব ধারণাই করিতে পারে না, ব্রহ্মবস্তু অজ্ঞেয় অগম্য কিন্তু ব্রাহ্মণ নিত্যাশ্রয়; ব্রাহ্মণরূপ মহাকেন্দ্র স্থির আছে বলিয়াই জীবসঙ্ঘ—সৃষ্টিচক্র আছে স্থির, নতুবা কক্ষচ্যুত গ্রহমালার ন্যায় কোথায় হইত অদৃশ্য। ধী বা বুদ্ধিতত্ত্বই যেন শরীরগ্রহণ করেছে ব্রাহ্মণরূপে; কথান্তরে Personified বুদ্ধিতত্ত্বই ব্রাহ্মণশরীর; এই বুদ্ধিতত্ত্বেই ব্রহ্মের বা নির্গুণ

চৈতন্যের সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি,এই বুদ্ধিময়ক্ষেত্রে আত্মবোধ উপসংহৃত করিতে পারিলেই মানুষ জানিতে পারে ব্রহ্মস্বরূপ।

ব্রাহ্মণই মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্ম—জগতের একমাত্র ধর্ত্তা; ব্রাহ্মণের স্থূলশরীরের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম্ অংশটি পর্য্যন্ত নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, অতএব বিশুদ্ধ; সুতরাং কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই যে ব্রাহ্মণগণ জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহাদের ভৌতিক দেহের অস্থি পর্য্যন্ত জগতের মঙ্গল সাধনে সমর্থ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যে-দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণ দধীচি মুনির তপস্যাভঙ্গ করিয়াছিলেন সেই ইন্দ্র বিপদে পড়িয়া যখন উক্ত দধীচি মুনির দ্বারে ইতস্ততঃ ও সংশয়িতচিত্তে উপস্থিত হইয়া বজ্রনির্ম্মাণার্থে মুনির অস্থি প্রার্থনা করিলেন, তখন মুনিবর অকুণ্ঠিত চিত্তে পরোপকারার্থ আত্মজীবনদানে স্থিরসংকল্প হইয়া বলিলেন, "হে দেবরাজ! এই নশ্বর অস্থিপঞ্জর লোকহিতার্থে বিশেষতঃ দেবকার্য্যে নিয়োগ করা অপেক্ষা জীবের পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে?" অতঃপর দধীচি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলে, ইঁহার পবিত্র অস্থিতে বজ্র হইল নির্ম্মিত, এবং সেই বজ্রাঘাতে বৃত্র নামক অসুরকে নাশ করিয়া জগতে শান্তি ও মঙ্গল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন ইন্দ্র। ব্রাহ্মণের অস্থি ব্যতীত অসুরঘাতক বজ্র নির্ম্মিত হয় না; তাই তো জগতে অদ্যাপি একমাত্র ব্রাহ্মণগণই অসুরঘাতনে সমর্থ। ব্রহ্মজ্ঞানের আচার্য্যরূপে, আসুরিক ভাবসমূহের দলনকারিরূপে এ জগতে একমাত্র ব্রাহ্মণই নিত্য বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ দ্বারাই ব্রহ্ম

জগতে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত। সমুন্নত ব্রাহ্মণ না হইলে ঋষি হওয়া যায় না, ঋষি সদানন্দময় মহাপুরুষ, ঋষি ব্রহ্মলিপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ; বাহ্যলক্ষণে ঋষি চেনা বড় কঠিন। কাহাকেও আত্মপরিচয় দিবার জন্য ঋষি কোনরূপ মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া থাকেন না। গত্যর্থে ঋষ্ হইতে ঋষি-শব্দটী নিষ্পন্ন; যাঁহারা পরমাত্মক্ষেত্রে নিত্য-বিচরণশীল তাঁহারাই ঋষি ও সত্যদর্শী এবং তাঁহারাই মন্ত্রদ্রষ্টা। সত্যস্থ হইয়া তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা প্রত্যক্ষদর্শনেরই ফল; উহা অধ্যয়ন বা উপদেশজনিত জ্ঞান নহে, তাঁহাদের সেই ধর্ম্ম্যবাণীসমূহই মন্ত্র বা বেদ। ঋষি-শব্দটী দু'চারবার উচ্চারণ করিলেও মন হয় পবিত্র! সে স্থানের বায়ু-ব্যোম পর্য্যন্ত পুত হইয়া যায়, এমনই জিনিষ ঋষি! আর্যযুগে ঋক্‌মন্ত্রে সাম-গানে, যজুর্মন্ত্রে পরমাত্মাপরমেশ্বরের ভজনোপাসনা করিতেন আর্য্য-ঋষিরা। সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিদের কখন হইতে পারে না ভ্রম; ঋষিরা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎ সমুদয়ই যে বেদমূলক, তাহাও নিঃসন্দেহ। ঋষিদের সকল কথাই বেদমূলক। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে মতভেদ হওয়াই স্বাভাবিক; সুতরাং ঋষিদেরও মতভেদ দৃষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নহে। তাঁরা সকলেই তুল্যপূজ্য।

---

## (খ) আদর্শ ব্রাহ্মণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু

(i) সৃষ্টিতত্ত্বঃ—যখন জল-স্থল-অম্বরতল কিছুই ছিল না, ছিলেন মাত্র সুষুপ্তা—অচেতনপ্রায়া মহতী-চিতিশক্তি তাহাও প্রলয়ের গাঢ়তম আবরণে আবৃতা !! স্বভাবতঃ মহতীশক্তির আশ্রিতা ত্রিগুণময়ী শক্তিতে (=মায়াতে) রজোগুণ হইল বিক্ষুব্ধ, রজোগুণের এই চালনায় নিবিড় তমোগুণ হইল শ্লথঃ—জাগিল সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা পরিণত হইল এক **সঙ্কল্পে** "অহং বহুস্যাম প্রজায়েয়" ( অর্থাৎ আমি বহু হইব, অনন্ত নামে ও রূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া জন্মিব অর্থাৎ প্রজাসৃষ্টি করিব। মহতী চিতি-শক্তির কেন্দ্রস্থ এই **সঙ্কল্পটী** অমিত বলশালী ! ! কেন্দ্র হইতে বহুদূরে পরিধির কাছাকাছি কতই না সঙ্কল্প জাগিতেছে কিন্তু সেগুলো বিক্ষিপ্ত, দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর ও ক্রমশঃ দুর্ব্বলতম হইয়া পড়িতেছে, এরূপ দুর্ব্বলতম সঙ্কল্প কোন বস্তুর সৃষ্টিসাধনে সমর্থ হয় না। পরন্তু সঙ্কল্পে বলাধান যে সাধক **একনিষ্ঠ সাধনায়** করিতে পারেন, তাঁরই সঙ্কল্প বলিষ্ঠ হইয়া সুনিয়ন্ত্রিত পথেঅভিনব বস্তুর সৃষ্টিসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে ! প্রবলরজোগুণ-বিক্ষুব্ধ-মহতীশক্তিরূপ ব্রহ্মা ঠাকুরও প্রথমতঃ ওই নিমিত্তই সৃষ্টি-সাধনে সমর্থ হন নাই।

অনন্তর তপস্যাদ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় সত্ত্বগুণ ব্রহ্মার মধ্যে, সেই সত্ত্বগুণের সুপরিচালনায় আসিয়া সুনিয়ন্ত্রিত রজোগুণ হইতে

আরম্ভ হয় সৃষ্টিকর্ম্ম। অমিতশক্তিসম্পন্ন সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মার সঙ্কল্প মাত্রে উৎপন্ন হইল আকাশ, ক্রমে তাহা হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী ; এইরূপে সূক্ষ্ম (অবিমিশ্র) তন্মাত্র পঞ্চ মহাভূত হইল উৎপন্ন। মহতীচিতি-শক্তি—মায়া, ত্রিগুণময়ী বলিয়া ইহা হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় সকলই হয় ত্রিগুণময়। সুতরাং সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতও গুণত্রয়-যুক্ত (সত্ত্ব+রজঃ+তমঃ)। পরে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের স্ব-স্ব সাত্ত্বিক অংশের **সমষ্টি** হইতে উৎপন্ন হইল পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান)। আর তাহাদের (সূক্ষ্ম পঞ্চভূতদের) ব্যষ্টি (অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্) সাত্ত্বিক অংশ হইতে ক্রমে ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ব্যষ্টি রাজসিক অংশ হইতে ক্রমে ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয় হয় উৎপন্ন নিম্ন তালিকামত :—

| সূক্ষ্ম পঞ্চভূত | সত্ত্বাংশে জ্ঞানেন্দ্রিয় | রাজস অংশে কর্ম্মেন্দ্রিয় |
|---|---|---|
| আকাশ | কর্ণ | বাক্ |
| বাতাস | ত্বক | পাণি |
| তেজঃ | চক্ষুঃ | পাদ |
| জল | রসনা | পায়ু |
| ক্ষিতি | নাসিকা | উপস্থ |

এইক্রমে সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতের সাত্ত্বিক অংশগুলির সমষ্টি হইতে

(১) মনঃ (২) বুদ্ধি এবং রাজসিক অংশগুলির সমষ্টি হইতে (৩) পঞ্চপ্রাণ (=প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান) এবং ব্যষ্টিরূপে (পৃথক্ পৃথক্) (৪) সাত্ত্বিকাংশে ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও (৫) রাজসাংশে ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয়—একুনে ১৭টী অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীর হয় উৎপন্ন। এই সূক্ষ্মশরীর দ্বিবিধ-সমষ্টি ও ব্যষ্টি; প্রতি জীবের স্থূলশরীরের ভিতরে যে সূক্ষ্মশরীর আছে তাহাই ব্যষ্টি (বা পৃথক্) সূক্ষ্মশরীর। আর এই ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরসমূহের সমষ্টিকেই বলে সমষ্টিসূক্ষ্মশরীর; এই সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরধারী পুরুষকে বলে এক কথায় প্র্যাণ বা সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ এবং ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরধারী পুরুষকে বলে **তৈজস**।

এইরূপে সূক্ষ্মশরীর উৎপত্তির পরে সূক্ষ্মভূতসমূহ পঞ্চীকরণ প্রণালীতে হয় পঞ্চীকৃত। পঞ্চীকরণ প্রণালী এইরূপ:—

| পঞ্চীকৃতভূত | তন্মাত্র (অবিমিশ্র) | অন্য ৪টী তন্মাত্র ভূতের প্রতিটীর ১/৮ অংশ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| আকাশ ১ = | তন্মাত্র আকাশ ১/২ অংশ | তন্মাত্র বায়ু ১/৮ + | তন্মাত্র তেজঃ ১/৮ + | তন্মাত্র জল ১/৮ + | তন্মাত্র ক্ষিতি ১/৮ |
| বায়ু ১ = | তন্মাত্র বায়ু ১/২ অংশ | তন্মাত্র তেজঃ ১/৮ + | তন্মাত্র জল ১/৮ + | তন্মাত্র ক্ষিতি ১/৮ + | তন্মাত্র আকাশ ১/৮ |
| তেজঃ ১ = | তন্মাত্র তেজঃ ১/২ অংশ | তন্মাত্র জল ১/৮ + | তন্মাত্র ক্ষিতি ১/৮ + | তন্মাত্র আকাশ ১/৮ + | তন্মাত্র বায়ু ১/৮ |
| জল ১ = | তন্মাত্র জল ১/২ অংশ | তন্মাত্র ক্ষিতি ১/৮ + | তন্মাত্র আকাশ ১/৮ + | তন্মাত্র বায়ু ১/৮ + | তন্মাত্র তেজঃ ১/৮ |
| ক্ষিতি ১ = | তন্মাত্র ক্ষিতি ১/২ অংশ | তন্মাত্র আকাশ ১/৮ + | তন্মাত্র বায়ু ১/৮ + | তন্মাত্র তেজঃ ১/৮ + | তন্মাত্র জল ১/৮ |

এইরূপে পঞ্চীকৃত বা বিমিশ্র হইয়া সূক্ষ্মপঞ্চভূত পরিণত হয় স্থূলমহাভূতরূপে এবং স্থূল আকার করে ধারণ। সূক্ষ্মপঞ্চভূতের (পঞ্চ তন্মাত্রার) প্রতিটী ভূতই অন্য চারিটী ভূতের সাথে বিমিশ্র। এই স্থূল পঞ্চমহাভূত হইতেই ভোগ্য স্থূল বিষয়রাশি, জীবের ভোগায়তন অনন্ত-বিচিত্রশরীর ও ভোগাশ্রয় চতুর্দ্দশ-( ভূ, ভুবঃ স্বঃ, মহ, জন, তপঃ, সত্য ; অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল )-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডগোলক ( বিরাটশরীর ) উৎপন্ন। ইহাই বেদান্তের সৃষ্টি-প্রণালী।

সংক্ষেপে সাংখ্যের সৃষ্টি প্রণালী এইরূপ অনুলোম গতিতে ( Contrifugal motion ) যথা পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :—

**পরমাত্মা-পরব্রহ্ম**= [ (১) নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত + (২) ঈশ্বর পুরুষোত্তম ] ইঁহা হইতে মহামায়া অথবা মায়াশক্তি।৩

* মহামায়া অথবা মায়াশক্তি

পুরুষ ( দৃক্‌শক্তি )
( জীবশক্তি বা জীবব্রহ্ম )

( প্রধান ) প্রকৃতি ( দৃশ্যশক্তি )
[ ইহা সত্ত্ব, রজস্তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক ; এই গুণত্রয় নিষ্ক্রিয় সাম্যাবস্থায় অব্যক্ত থাকিলেই প্রকৃতি ]

মহত্তত্ত্ব ( বুদ্ধিতত্ত্ব )

অহংতত্ত্ব ( অহঙ্কার—Virtuous Ego )

( প্রধানতঃ সত্ত্বাংশে )
মনঃ

( প্রধানতঃ রাজসাংশে )

৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়
( সত্ত্বাধিক্যযুক্ত )

৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়
( রাজসাংশাধিক্যযুক্ত )

( প্রধানতঃ তামসাংশে )

পঞ্চ তন্মাত্র
( শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধ )
[ ইহাতে সত্ত্ব অপ্রকাশ-প্রায় রজঃও ক্ষীণ ]

পঞ্চ মহাভূত
( ব্যোম্-মরুৎ-তেজঃ-অপ্-ক্ষিতি ) *

* [ এই গুলিতে সত্ত্ব অপ্রকাশ-প্রায় এবং রজোগুণও ক্রমশঃ অতি ক্ষীণ হইয়া ক্ষিতিতে প্রায়পূর্ণ অপ্রকাশ । ]

বৈশেষিকদর্শনের উপদেশে দেখা যায়—প্রলয়ের পর যখন পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয় আরম্ভ, তখন প্রথমে পবনপরমাণুসমুহেই কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। পবনপরমাণুপুঞ্জে কর্ম্মোৎপত্তির **সমবায়িকারণ,** পবনপরমাণুপুঞ্জ লব্ধবৃত্তি—উপজাতক্রিয় (শান্ত অবস্থা হইতে উদিত-অবস্থাতে আগত) অদৃষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্ব-সংস্কারবিশিষ্ট আত্মা ও পরমাণুর সংযোগ **অসমবায়িকারণ** (Incoherent Cause) এবং অদৃষ্ট তার **নিমিত্তকারণ;** পবনপরমাণুসকলের পরস্পর সংযোগ হইতে ক্রমশঃ দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকাদির উৎপত্তি; তারপর স্থূল (মহান) বায়ুর হয় বিকাশ। উৎপন্ন স্থূলবায়ু আকাশে দোধূয়মান (প্রতিহত বা বাধিত না হওয়ায়, অতিমাত্র বেগযুক্ত) হইয়া করে অবস্থান; তৎপরে সেই বায়ুতে আপ্য (জলীয়) পরমাণুসমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ সলিলনিধি উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্রই প্লাবমানাবস্থায় (প্রতি-রোধকের অভাববশতঃ) অবস্থান করে। জলনিধির উৎপত্তির পরে সেই জলনিধিতে পার্থিব পরমাণুপুঞ্জ হইতে (স্থূল) মহাপৃথিবী সংহত (aggregated) হইয়া, স্থিরভাবে করে অবস্থান। তারপর উক্ত মহান্ সমুদ্রে পূর্ব্ববৎ দ্ব্যণুকাদিক্রমে উৎপন্ন মহান্ তেজোরাশি, কাহারও দ্বারা অভিভূত (আক্রান্ত-প্রতিহত) না হওয়ায়, বিদ্যমান থাকে দেদীপ্যমান হইয়া। এইরূপক্রমে বায়ু প্রভৃতি মহাভূত উৎপন্ন হইলে, স্রষ্টার সঙ্কল্পমাত্র হইতে পার্থিব পরমাণুসহিত তৈজসপরমাণুদ্বারা মহদণ্ড (মহদ্বিম্ব] হয় আরব্ধ=ব্রহ্মাণ্ড।

(ii) **বুদ্ধিতত্ত্বঃ**—গীতায় শ্রীকৃষ্ণের অভয়বাণী কথা—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥" ১০।১০

মর্ম্ম ঃ—নিত্যযুক্ত হইয়া কোনরূপ প্রার্থনাশূন্যপ্রাণে কেবল প্রীতিপূর্ব্বক আমায় পূজা করে যাহারা, তাহাদিগকে আমি প্রদান করি বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ আমার তত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান, যে জ্ঞান বা বুদ্ধিযোগ দ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে আমাকে আত্মারূপে। বুদ্ধি দ্বারা ভগবানে যুক্ত হওয়ার নাম বুদ্ধিযোগ; অন্যান্য তত্ত্বগুলি অপেক্ষা বুদ্ধিতত্ত্ব সমধিক সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ। বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্বেই **চৈতন্যের সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি,** সুতরাং বুদ্ধি দ্বারা যত সহজে ভগবানে যুক্ত হওয়া যায়, প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয় দ্বারা তত সহজে যুক্ত হওয়া যায় না; কারণ, উহারা বুদ্ধি অপেক্ষা স্থূল ও সমধিক জড়ধর্ম্মী। সমধর্ম্ম পদার্থদ্বয়ের মিলন যত সহজে ঘটে অসমান পদার্থদ্বয়ের মিলন তত সহজে হয় না। দৃষ্টান্তে বলা যায় আকাশের সহিত আকাশের মিলনে কোনরূপ প্রযত্নেরই প্রয়োজন হয় না; ঠিক এইরূপে বুদ্ধি দ্বারা আত্মায় যুক্ত হইয়া থাকা অতি অল্পায়াসেই সম্ভব হয়। বুদ্ধিকে (জ্ঞান-উপলব্ধি) ভাগ করা যেতে পারে দুইভাগে যথা (১) অনুভূতি (২) স্মৃতি। **বুদ্ধি=জগৎমুখী নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিবিশেষ;** যদিও মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অপেক্ষা বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও স্থির উদাসীনবৎ অবস্থিত, তথাপি বুদ্ধির সাম্‌নে মন আনে একটীর পর একটী সংস্কাররাশি প্রতিক্ষণ, তাহাতেই প্রতীতি হয়

বুদ্ধিকেও চঞ্চল বলিয়া (যেমন—চলন্ত যানের আরোহীর হয়)। যাইহোক্, বুদ্ধিসত্ত্ব নির্ম্মল হইলে প্রকাশ-শক্তি হয় অক্ষুণ্ণ; যাবতীয় বৈষয়িক প্রকাশ বুদ্ধিতে গিয়া হয় পর্য্যবসিত, অর্থাৎ বুদ্ধির পরে আর বৈষয়িক প্রকাশ নাই। রজোগুণের চাঞ্চল্য-বশতঃ সাধারণ জীবের ঐ প্রকাশশক্তি অতি ক্ষীণ—সম্মুখে যে কোন পদার্থ আসে তাহার অতি সামান্য অংশকে প্রকাশিত করে; বুদ্ধিসত্ত্বের মলিনতাই ইহার হেতু; কিন্তু সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ হইলে এরূপ হয় না, বিষয়টীর যাবতীয় অংশ যুগপৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এই বুদ্ধিতত্ত্বের অপরাংশের নাম মেধা; যে শক্তি প্রভাবে বহুজন্মসঞ্চিত জ্ঞানরাশি পরিধৃত থাকে সেই বেদার্থধারণাবতী শক্তিকে বলে ধী বা মেধা।

মানুষ সচরাচর যে বুদ্ধি লইয়া জগতে বিচরণ করে, ব্যব-হারিক জীবনযাপন করে, সেই বুদ্ধি রজস্তমোগুণ দ্বারা মলিনীকৃত বুদ্ধি, সুতরাং সেই বুদ্ধি অ-বিশুদ্ধা। কিন্তু কামনাহীন হইয়া যখন ভগবানকে স্মরণ করে ও তাঁর শরণাগত হয় তখন ভগবৎ কৃপায় তাহার বুদ্ধির মলিনতা বিদূরিত হয়—বুদ্ধিসত্ত্ব হয় নির্ম্মল।

পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে জগৎমুখী নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিবিশেষের নাম বুদ্ধি; এই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিবিশেষটী যখন পরমাত্মামুখী হয় তখন তাহার নাম হয় "প্রজ্ঞা"। মহাবাক্য চতুষ্টয়ের প্রথম মহাবাক্য "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"; ইহা সেই প্রজ্ঞা।

বুদ্ধির বিশেষবৃত্তি বস্তুনিশ্চয়; বুদ্ধি যে বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয়

হয়, দেহ-প্রাণ-মন প্রভৃতি জীবের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহারই সেবায় করে আত্মনিয়োগ। সাধারণ অধমজনের বুদ্ধি—জগৎ যে তাহার উপভোগের বস্তু,—এ বিষয়ে অনাদিকাল হইতে দৃঢ়নিশ্চয় রহিয়াছে, সুতরাং **মন** নিরন্তর ভাবিতেছে—কিরূপে জগৎ হইতে ভোগসংগ্রহ করিবে, **প্রাণবর্গও** স্পন্দিত হইতেছে এই ভোগসংগ্রহের পথে, প্রাণের প্রেরণায় **দেহও** ছুটিয়াছে আকুল আগ্রহে ভোগ আহরণের জন্য। এইরূপে অগণিত জীব অনন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ভোগের পথে প্রধাবিত! কিন্তু জাগতিক ভোগ যতই অধিক হউক, আকাঙ্ক্ষার তুলনায় তাহা পরিমিত। এইরূপে পরিমিত ভোগের ভাণ্ডার এই জগতে যদি অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার নির্দ্দেশে লোক হয় অগ্রসর তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। জগতে যে এত হিংসা-দ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ !!—তাহার মূলে রহিয়াছে বুদ্ধির এই কুনিশ্চয়—যে জগৎ তাহার **উপভোগের বস্তু।** বস্তুতঃ জগৎ তাহার উপভোগের বস্তু নহে, বরং **উপাসনার বস্তু।** এইরূপ অজ্ঞানই বুদ্ধির মল; উপযুক্ত মার্জ্জনা দ্বারা যেমন গৃহ প্রাঙ্গনাদি মার্জ্জনা, তেমন সন্ধ্যাহ্নিকে অঘমর্ষণমন্ত্রাদি অনুসারে বুদ্ধি মার্জ্জনার ব্যবস্থা। বুদ্ধি হইতে অজ্ঞানমল অপনোদিত না হইলে দেহ-প্রাণমন প্রভৃতি মার্জ্জিত হইলেও সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না সাধনায়।

বস্তুতত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞানই বিবেক; নিত্যবস্তুর নিত্যত্বজ্ঞান এবং অনিত্য বস্তুর অনিত্যত্ব জ্ঞানই বিবেক।

এই গ্রন্থের ১ম ভাগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারাই গায়ত্রীপাঠক প্রার্থনা করিতেছে ধীশক্তির—বুদ্ধির উন্মেষের জন্য ; এ সম্বন্ধে শাস্ত্রবচন—"শুশ্রূষা শ্রবণঞ্চৈব গ্রহণং ধারণন্তথা। ঊহাপোহার্থবিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধীগুণাঃ॥

এই অষ্টবিধ বুদ্ধি ( উহ্য আছে ) অন্তর্নিহিত আছে এই মন্ত্র মধ্যে যথা, Following are the eight Intellectual Powers :—

(i) কৌতুহলরূপ বুদ্ধিবৃত্তি ( Curiosity )

(ii) মনঃযোগপূর্ব্বক শ্রবণের জন্য বুদ্ধিবৃত্তি ( Listening )

(iii) শ্রবণের পর বিষয়বস্তুকে গ্রহণ ( অর্জ্জন ) অথবা ত্যাগ ( বর্জ্জন ) করার সুবুদ্ধি (Acceptance and Acquisition, Or, Rejection).

(iv) স্মৃতিতে ধারণ ( মনে রাখা ) করার বুদ্ধিশক্তি ( Retention in memory ).

(v) বিতর্ক, যুক্তিবিচার করার বুদ্ধিশক্তি ( Reasoning )

(vi) যুক্তি ও বিচার দ্বারা খণ্ডন করার বুদ্ধিশক্তি ( Disproving or Refutation ).

(vii) গূঢ় অর্থবিজ্ঞান ( ভাবার্থ ) জানার বুদ্ধিশক্তি (Comprehension).

(viii) তত্ত্বজ্ঞান—খাঁটিসত্য বুঝিবার বুদ্ধিশক্তি (Knowledge of Truth ).

বুদ্ধিতত্ত্বের সমাপ্তিতে বলা যায়—বুদ্ধি সাত্ত্বিক পদার্থ, দর্পণ যেমন স্বতঃস্বচ্ছ, সেইরূপ স্বতঃস্বচ্ছ। দর্পণের মত ইহাতেও কখন কখন পড়ে আগন্তুক মল, তখন বস্তুর স্বরূপদর্শনে সামর্থ্য

থাকে না বুদ্ধির, বস্তুজ্ঞান প্রতিফলিত হইয়া থাকে বিকৃতভাবে। প্রতি মানবের এইরূপ বুদ্ধিদর্পণ আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে অধিকাংশস্থলেই ঐ মানববুদ্ধিদর্পণ বিকৃতিপ্রাপ্ত। এই বিকৃতির রূপ বিভিন্ন, সুতরাং বস্তুর বিকৃতজ্ঞানও বিবিধ। এইজন্য একজন একরূপ বিকৃতি লইয়া একরূপ অপসিদ্ধান্ত নির্ণয় করেন, অপরে তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করেন। তারপর আর এক উপদ্রব— অমার্জ্জিত বুদ্ধি প্রসব করে দুর্জ্জয় তামসিক অহঙ্কার। এইরূপে দুর্জ্জয় দুর্দ্দমনীয় অহঙ্কার লইয়া যখন বাদী প্রতিবাদী আপন আপন অপসিদ্ধান্ত পরস্পর পরস্পরের মধ্যে স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর, তখন সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য অঙ্কিত হইতে থাকে— ফলে রাগদ্বেষ যায় বাড়িয়া এবং ভগবদনুরাগ হয় না উদিত।

গীতায় গোবিন্দ গেয়েছেন—"কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে, ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" ইহাই ব্রাহ্মণের পক্ষে অমূল্য হিতকারী সতর্কবাণী !!!

(iii) **বেদতত্ত্ব** :—ইতি পূর্ব্বে বেদের পরিচয়-শীর্ষক অংশে বেদের কথা বলা হ'য়েছে বটে তবুও অফুরন্ত বেদের কথা আবার কিছু বলা যায় এখানে। বেদনা বা অনুভূতিরই নাম বেদ, পূর্ব্ব কথিত অনুভূতি স্মৃতিবুদ্ধিতত্ত্বেরই অসদ্বয়। আদিম ঋষি-কুলের অন্তরে যে আত্মানুভূতি লাভ হইয়াছিল, সেই অনুভূতি যখন শব্দের আকারে বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছিল, তখনই তাহাকে বলা হইলু **বেদ**। উহা সত্যস্বরূপ আত্মসম্বেদন

হইতে আসিয়াছিল বলিয়াই উহার নাম বেদ। উহা কোনও মানুষের মস্তিষ্ক ধর্ম্মপ্রসূত কতকগুলি শব্দবিন্যাস নহে। ইহা সত্যানুভতি বা অভ্রান্ত বেদন হইতে আবির্ভূত, এইজন্যই বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়। এইরূপ বেদ সকলদেশেই অল্পবিস্তর আছে। ঋক্ যজুঃ সাম—ইহারা বেদ; যতক্ষণ কোনও মন্ত্রের (শব্দের) সাহায্যে আত্মানুভতি লাভ ঘটে, ততক্ষণ উহার নাম ঋক্; শ্রুতিও "ঋক্‌কেই" বলেছেন "ঋক্।" ক্রমে ঐ অনুভতি যখন একটু বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, সর্ব্ব-শরীরব্যাপী একটা আনন্দময় বোধের উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে, তখন ঐ ঋক্‌ই পরিণত হয় যজুঃ রূপে। সে অবস্থায় আর মন্ত্রাদির ছন্দোবদ্ধরূপে উচ্চারণ হয় না, অর্থাৎ ছন্দঃ যতি (=উচ্চারণের বিচ্ছেদসূচক জিহ্বার বিরামার্থ ব্যবহৃত চিহ্ন) প্রভৃতি বিষয়ে বড় একটা লক্ষ্য ছিল না; সুর-হীন, তান-হীন কতকগুলি শব্দ মাত্র উচ্চারিত হইত—এই অবস্থার নামই যজুঃ। ক্রমে যখন ভাবরাজ্য আয়ত্তীভূত হইয়া যায়, উচ্ছ্বাসটা যায় কমিয়া, প্রশান্তভাবে অনুভূতি প্রকাশ পায়, তখন ধীরে ধীরে—শান্তভাবে, সুরতান সহকারে শব্দসমূহ উচ্চারিত হইতে থাকে—ইহাকে বলে সাম। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দৈনন্দিন ভজনোপাসনার মধ্যেও এই ত্রিমূর্ত্তির বিকাশ দেখা যায় কীর্ত্তনাদিতে ঐ ত্রয়ীর বিকাশ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কেবল কীর্ত্তন কেন সকল দেশের ও সকল সম্প্রদায়ের ভজনোপাসনার

ভিতরই নাদময়ী মহতীশক্তির এই ত্রয়ীমূর্ত্তির অভূতপূর্ব্ব বিকাশ চক্ষুষ্মান ব্যক্তির নিকট হয় প্রতিভাত।

(iv) **ব্রহ্মচর্য্যতত্ত্ব**—উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাসপুর্ব্বক বেদাধ্যয়নকারী দ্বিজকেই সাধারণতঃ বলা হয় ব্রহ্মচারী বা প্রথমাশ্রমী। পরে দ্বিতীয়-আশ্রমগার্হস্থ্যাশ্রম বা সংসারাশ্রম, তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থাবলম্বন ও চতুর্থাশ্রম ভৈক্ষ্যাবলম্বন। এখানে আলোচ্যবিষয় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সম্বন্ধে এইরূপ—গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর আদেশ পালন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করা; এখানে, প্রাচীন ব্যবস্থায় এই ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় রাজপুত্র হইতে দরিদ্র পুত্র পর্য্যন্ত সকলকেই সমানভাবে গুরুর আজ্ঞাপালন, দুঃখ সহিষ্ণুতা ও সুখে-স্থিরতা অভ্যাস-করিতে হবার কথা। জীবনের এই অংশই পরবর্ত্তী অংশসমূহের মূল। যিনি এই অবস্থায় যেমন কৃতকার্য্য হন, তিনিই পরবর্ত্তিনী অবস্থায় (সংসারাশ্রমে বা বানপ্রস্থাশ্রমে) তদনুরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মচারীকে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তন্মধ্যে নিরামিষ ভোজন ছিল একটী প্রধান কার্য্য; ব্রহ্মচারী মাত্রকেই ঊর্দ্ধরেতা হইবার প্রচেষ্টা করিতে হয়। এই আশ্রমে অবস্থানকালেই যৌবনকাল হয় উপস্থিত এবং ঐ যৌবনকালের কিয়দংশ এই আশ্রমাবস্থানকালেই অতিবাহিত হয়। সুতরাং এই সময়েই শাস্ত্রাধ্যয়ন, অধ্যয়নলব্ধ শাস্ত্রজ্ঞান, গুরূপদেশ শ্রবণ এবং ঐ সকল ও উহাদের অনুরূপ ব্যাপার দ্বারা মনঃসংযম অভ্যাস একান্ত আবশ্যক। যাহাতে কোনও প্রকারে মনোমধ্যে ষড়রিপুর,

বিশেষতঃ কামরিপুর আধিপত্য বা সঞ্চার না হয়, তজ্জন্য এই আশ্রমে সবিশেষ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য। কি জাগরণ, কি স্বপ্ন কোনও অবস্থায় যাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে এবং চিত্তচাঞ্চল্যজনিত রেতঃ স্খলন না হয়, তন্নিমিত্ত কঠোরমার্গ অবলম্বন করা ব্রহ্মচারীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। হঠযোগে অনেকগুলি আসনের উল্লেখ আছে, ঐ সকল আসনের মধ্যে যেগুলি যাহার পক্ষে সুগম, তাহার পক্ষে তাহাই অবলম্বনীয়। ঐ সকল আসন সাধিত হইলে, চিত্তচাঞ্চল্যের বহুপরিমাণে নিবৃত্তি হইতে পারে। মূল কথা, দুর্নিবার কামরিপুকে সংগ্রামে পরাভূত করা ও আত্মবশ্য রাখাই এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমীর প্রধান কার্য্য। এই আশ্রমে সঞ্চিত পুণ্যপ্রভাবেই গার্হস্থ্যাশ্রমে সুখসমৃদ্ধি ও শান্তি লাভ হইতে পারে। শাস্ত্র বলেন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম (কামনা-বাসনা), ও মোক্ষ নামে চতুর্ব্বর্গ মধ্যে ধর্ম্মই প্রধান ও প্রথম অবলম্ব্য। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সেই ধর্ম্ম হয় উপার্জ্জিত।

শেষে ব্রাহ্মণ ইহাও জানিয়া রাখিবেন "বীর্য্যধারণম্ ব্রহ্মচর্য্যম্" ইহা ব্রহ্মচর্য্যের বহির্লক্ষণ মাত্র; কেবলমাত্র উপস্থসংযম (হঠযোগাদি দ্বারা) বা বিন্দুনিরোধ করিতে পারিলেই রক্ষা হয় না ব্রহ্মচর্য্য; যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য তখনই হবে নিষ্পন্ন, যখন ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়াও, ব্রহ্মসম্বেদন ব্যতীত অপর কোনরূপ অনুভূতি আনয়ন করিবে না; আরও, যখন "ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই"—এই দৃঢ় বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইবে

ব্রহ্মচারী তখনই কেবল প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে ব্রহ্মচর্য্যসাধক।

আরও ব্রহ্মচর্য্যপালনেচ্ছু দ্বিজের জানা উচিত নিম্নদত্ত নিদ্রা-নিয়ম, যথা—জীবের প্রকৃতি ভেদে নিদ্রা তিন প্রকারঃ - সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তমঃপ্রধান প্রকৃতির লোকের হয় **তামসিক নিদ্রা**; ঐ তামসিক নিদ্রাকালে মনুষ্য প্রায় জড়ের মত হয়ে পড়ে অচেতন, বহু চেষ্টা করিয়া ঐ তামসিক নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়। নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রাকালে থাকে না প্রায় কিছুমাত্র স্ফুরণ; নিদ্রাভঙ্গের পর ঐ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি আপনাকে অতিশয় আলস্যযুক্ত বোধ করে, দেহ অতি ভারী বলিয়া মনে করে, যেন তাহা পরিচালন করিতে পারেই না, কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অল্পে অল্পে দূর হয় আলস্য এবং সে বোধ করে সুস্থ। নিদ্রিতাবস্থায় যে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞানের স্ফুরণ ছিল, তাহা সে বোধ করে না। রাজসিক প্রকৃতির লোকও অতি পরিশ্রান্ত হইলে তামস-শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া, তামসিক নিদ্রা যেতে পারে; কিন্তু তাহারা তামসিকপ্রকৃতিযুক্ত লোকের ন্যায় অতিশয় জড়তা প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু রাজসিক প্রকৃতির লোকের প্রায়শঃ রাজসিক নিদ্রাই হয়।

**রাজসিক নিদ্রা**—এই নিদ্রা তামসিক নিদ্রার মত গাঢ় নহে; স্বপ্ন দ্বারা তাহার গাঢ়তা হয় ভগ্ন; কোন না কোন প্রকার চিন্তাস্রোত মৃদু বা তীব্রভাবে স্বপ্নরূপে নিদ্রার গাঢ়তার বিঘ্ন জন্মায়। সুতরাং নিদ্রাভঙ্গে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি সহজে

আলস্য পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করে; কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক গরম বোধ হয় ও মন থাকে অপ্রসন্ন।

সাত্ত্বিক নিদ্রা—অতি লঘু ও আনন্দদায়ক। অধিক চিন্তাকুল ও বিষয় বাসনাযুক্ত ব্যক্তির এই নিদ্রা হয় না। যাঁহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল ও স্থির এবং যাঁহারা অধিক বিষয় চিন্তা করেন না, তাঁদের পক্ষেই এই নিদ্রা সুলভ। এই নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, জাগ্রৎ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ মাত্র আলস্য বোধ করেন না, তাঁহার দেহ বোধ হয় অতি লঘু এবং তিনি চিত্তের পরম প্রসন্নতা অনুভব করেন। এই সাত্ত্বিক নিদ্রা যখন অবাধে হইতে থাকে, তখনই সুপ্ত ব্যক্তির অভিমানাত্মক বৃত্তিরও ঘটে লয়, এবং তিনি নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও বস্তু নিরপেক্ষ আনন্দমাত্রে হন নিমগ্ন। জাগ্রৎ হইলে সেই জ্ঞানানন্দের কিঞ্চিৎ স্ফুরণ থাকে এবং তৎকালে অভিমানাত্মক বৃত্তিরও উদয় হওয়ায়, তিনি নিদ্রাবস্থায় আনন্দে ছিলেন বলিয়া বোধ করেন। রাজসিক প্রকৃতির লোকেরও সাত্ত্বিকবৃত্তির উদয় হইলে, কখন কখন এইপ্রকার নিদ্রাসুখ কিছুটা অনুভূত হ'তে পারে।

(v) ব্রততত্ত্ব:—সাধারণতঃ লোকের ধারণা—কর্ম্ম তিন প্রকার—(১) কতকগুলি সামান্য-সাধারণ কর্ম্ম যেমন—আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ, অর্থোপার্জ্জন ইত্যাদি, (২) আর কতকগুলি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম বা ধর্ম্ম্যকর্ম্ম যথা:—ব্রত, নিয়ম, উপবাস, সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রভৃতি এবং (৩) কতকগুলি অধর্ম্ম কর্ম্ম বা নিন্দিত কর্ম্ম যথা:—হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যাভাষণ, পরস্বহরণ প্রভৃতি।

এখানে আলোচ্য ব্রত-নিয়ম-উপবাস ; এইগুলি হওয়া চাই ধর্ম্ম্যকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্ম-কর্ত্তৃত্বদর্শন থাকা চাই ; অহং বুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, তারপর ঈশ্বরার্পণ করা নিম্নাধিকারী-কর্ম্মীর কার্য্য ; অনুষ্ঠানকালেই কর্ম্মগুলিকে যথাসম্ভব ব্রহ্ম-যুক্তভাবে করিতে হইবে তবেই হবে ধর্ম্ম্যকর্ম্ম। অন্যথা ব্রহ্ম-যোগশূন্য অর্থাৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বদর্শনশূন্য ব্রত-নিয়ম-উপবাসাদি কর্ম্মগুলি বাহিরে ধর্ম্ম্যকর্ম্মের মত দেখাইলেও, উহা বাস্তবিক ধর্ম্ম্যকর্ম্ম নহে। আর পূর্ব্বোক্ত সামান্য সাধারণ কর্ম্ম আহারবিহারাদি দৈনন্দিন ব্যবহারিক কর্ম্মগুলিও যদি ব্রহ্ম-যুক্তভাবে করা হয়, তবে সেগুলিও ধর্ম্ম্যকর্ম্মরূপে হয় পরিণত।

পুণ্যসঞ্চয়সাধন ও পাপক্ষয়সাধন কর্ম্মের কর্ম্মানুষ্ঠান যাহা কোনরূপ বিশিষ্ট নিয়ম অবলম্বনপুর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করা যায় তাহাকেই বলে ব্রত। ব্রতের আকার যেরূপই হউক, [ (ক) নামকীর্ত্তন,, (খ) তপস্যা, (গ) ধ্যান, (ঘ) যোগ, (ঙ) পূজা ইত্যাদি ] ইহাতে থাকা চাই একটা দৃঢ়তা অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি ইহা দ্বারা ভগবান্ লাভ করিব, এ বিষয়ে নাই কোন সংশয় (এই নিশ্চয়-জ্ঞানই ভগবৎ লাভের উপায়)। ব্রত-শব্দটীর ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ ইহার ব্যাকরণগত আকারেই নিহিত ; আবরণার্থক √বৃ + কিৎ ('পুষিরঞ্জিভ্যাং কিৎ'—উণাদি ৩।১০৮ )=ব্রত ; বরণকরার্থক √বৃ+অতচ্ ক্ষ্ম=ব্রত ; গমনার্থক √ ব্রজ+ঘ ণ=ব্রত।

অমরকোষ বলেন—"নিয়মো ব্রতমস্ত্রী"।

বেদাদিশাস্ত্রের ও যাস্কমুনির উপদেশ - ব্রত মানে কর্ম্ম, ব্রত শব্দের ব্যবহারিক অর্থ এইরূপ যে কর্ম্ম অভ্যুদয়ের ও নিঃশ্রেয়স (=নিশ্চিত শ্রেয় )—স্থিরকল্যাণ বা মোক্ষের হেতু, তৎকর্ম্মই, অর্থাৎ ছন্দঃ বা বেদবোধিত, ইষ্টপ্রাপক এবং অনিষ্টনাশক কর্ম্ম-সমূহই ব্রত। শুভাশুভ কর্ম্ম মাত্রেই তাহার কর্ত্তাতে বা কর্ত্রীতে হয় নিবদ্ধ আবরণরূপে অর্থাৎ সংলগ্ন হইয়া যায় সংস্কাররূপে ; এই জন্যই কর্ম্মের নাম ব্রত। যাহা আবৃত করে, যাহা কর্ত্তাতে ( কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাতে ) সংস্কাররূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে, যাহা কর্ত্তাকে বাঁধিয়া রাখে, "ব্রত" শব্দের এই অর্থ হইতে, ইহা যে শুভ ও অশুভ এই দ্বিবিধ কর্ম্মেরই বাচক তাহা বেশ বলা যায়। প্রমাদবশতঃ অনিষ্টকর্ম্ম প্রবর্ত্তমান পুরুষকে যাহা নিবারণ করে ( Resist ), অপি চ যাহা শুভ বা ইষ্টকর্ম্মে প্রবর্ত্তন করে, তাহাও ব্রত। আরও, বরণার্থক √বৃ হইতে নিষ্পন্ন "বরুণ"-শব্দটী ( √বৃ+উনন ) বিশ্বসম্রাট্ বা পরমেশ্বরের নাম বিশেষ ; তাই পরমেশ্বরের মত বরুণও আদ্যপ্রসূতি অথবা মূল-আশ্রয় বিধায় বরুণকেও প্রাচ্যশাস্ত্র বলেছেন "ধৃতব্রত"। যিনি অন্তরিক্ষে উদককে করেন আবৃত অর্থাৎ আপন কক্ষে রাখেন ধরিয়া তিনি বরুণ ; ঋগ্বেদসংহিতার ৪।৪।৩০মন্ত্রের মর্ম্ম—"অখিল ভুবনের রাজা বরুণ লোকত্রয়ের হিতার্থে মেঘকে-বিদারণপূর্ব্বক উদককে করেন অধোমুখ।

আরও, ত্রিলোক্‌কে যে শক্তি মূর্ত্তরস দ্বারা আবরণ করিয়া

আছেন সেই শক্তিই বরুণাখ্য। ঋগ্বেদের ১।২।৭ মন্ত্রের মর্ম্ম এইরূপ—"পূতদক্ষ ( পবিত্রবল ) মিত্র (=সূর্য্য ) এবং শত্রু সংহারক বরুণ, ইঁহারাই জলের যোনি (উদকের উৎপত্তির হেতু) ; ইহাতে আরও প্রতিপাদিত হয় যে তাৎকলিক ঋষিরাও জানিতেন Oxygen ও Hydrogen. Prof. R. T. H. Griffith, M.A., C.I.E., মহাশয় বলিয়াছেন—"Varuna regarded as the founder of Society united by common religious observances" অর্থাৎ বরুণ সমাজের প্রতিষ্ঠাপক এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির ও ধর্ম্মনীতির প্রবর্ত্তক। যাই হোক, "ব্রত"শব্দের মূল অর্থের সাথে "বরুণ"-পদার্থের এইরূপ সম্বন্ধ। "ব্রত"-শব্দের যথার্থভাবে অর্থ বিচারে এই প্রতীতি হয় যে "ব্রত" সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যবুদ্ধির, ধর্ম্মনীতির ও সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের বাচক।

সুবোধিনীকার বলেছেন—"সর্ব্বভোগ যাহাতে হয় বর্জ্জিত, তৎকর্ম্মই ব্রত ; তাই "উপবাস"-ও ব্রতবিশেষ।

অষ্টাঙ্গযোগের "যম" ও "নিয়ম" নামক অঙ্গদ্বয়কেও "ব্রত"-বিশেষ বলা যায়।

**বেদের কথায় ব্রতঃ—** ১। "ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্ দক্ষিণয়া শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে।" [ শুঃ যঃ সং ১৯।৩০ ]।

[ বিঃ দ্রঃ—দক্ষিণা=সরলতা, সৌজন্য, সামর্থ্য। ]

২। "অগ্নে ! ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ম্ তন্মেরাধ্যতাম্। ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি" [শুঃ যঃ সং ১।৫]

অন্বঃ ব্যাখ্যা—হে ব্রতপতে! হে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পালক অগ্নি-দেব! আমি তোমার অনুজ্ঞানুসারে ব্রত ( কর্ম্ম ) করিব; তোমার প্রাসাদে আমি যেন ব্রতের যথার্থভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারি; তোমার অনুগ্রহে আমার কর্ম্ম, যাবৎ সিদ্ধ না হয়, তাবৎ যেন, বিনা বিঘ্নে হয় অনুষ্ঠিত। অনৃত ( মিথ্যা) হইতে সত্যকে পাইবার জন্য আমি করিতেছি কর্ম্ম, অতএব আমি যাহাতে সত্যকে লাভ করিতে পারি, তুমি আমার প্রতি তাদৃশ কৃপা কর। যাহা মিথ্যা হইতে সত্যকে, অসৎ হইতে সৎকে প্রাপ্ত করায়, এতাদৃশ কর্ম্ম বুঝাইতে।এখানে "ব্রত"-শব্দ ব্যবহৃত। যে কর্ম্ম অনৃত হইতে সত্যকে ( অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকে ) পাইবার হেতু হয়, যে কর্ম্ম মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বপ্রাপ্তির কারণ হয়, তৎকর্ম্ম ভিন্ন আর সৎকর্ম্ম কি হইতে পারে? এই শ্রুতিতে "ব্রত"-শব্দের কিরূপ ব্যাপক ও বিশুদ্ধ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা চিন্তনীয়। সৎকর্ম্ম বলিতে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝে, জ্ঞানিদের দৃষ্টিতে প্রকৃত সৎকর্ম্ম বলিতে যাহা পতিত হয়, জাগতিক উন্নতিপ্রার্থী যে সকল কর্ম্মকে "সৎ"কর্ম্ম ( অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ) বলিয়া বুঝেন, সংসার-বিরক্ত, অক্ষয়পরমপদ-প্রাপ্তিকাম পুরুষগণ যে সকল কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম বলিয়া অবধারণ করেন, তৎ সমস্তই যে "ব্রত"-শব্দের বাচ্য তাহা প্রতিপন্ন হয় এই মন্ত্রটী থেকে।

৩। "মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তে অস্তু"
বিবাহকালে পাঠ্য এই মন্ত্রটী। ( যজুর্ব্বেদ সংহিতা )

**পুরাণের কথায়**—"ব্রত"-কর্ম্মে দশটী সামান্য ধর্ম্ম যথা :—"ক্ষমা সত্যং দয়া দানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

দেবপূজাহগ্নেহবনং সন্তোষস্তেয়বর্জ্জনম্। [স্তেয় = চৌর্য্য]

সর্ব্বব্রতেম্বয়ং ধর্ম্মঃ সামান্যো দশধা স্থিতঃ॥" (ভবিষ্যপুরাণ)

যে কোন ব্রতই হোক্, এই দশটী ধর্ম্ম সেখানে থাকা চাই-ই-চাই!

যিনি ক্ষমাদি গুণবিশিষ্ট নহেন, তাঁহার কোন বিশেষ ব্রত-অনুষ্ঠানের অধিকার নাই; ক্ষমাদির অভাবে সাধারণ মানব-ধর্ম্মের বিলোপ হয়; যাঁহার হৃদয় ক্ষমাশূন্য, যিনি সত্যনিষ্ঠ নহেন—যিনি মিথ্যা বলেন, যাঁহার দয়া ( পরদুঃখ দূর করার ইচ্ছা ) হয় না, যিনি পরদুঃখে দুঃখিত হন না, যিনি দান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, যিনি কাম-ক্রোধ-মাৎসর্য্য-অসূয়া প্রভৃতি আন্তর মলের শোধন করেন না, যিনি বাহ্যতঃ অশুচি, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে রোধ করার চেষ্টা করেন না, যিনি দেবপূজাবিমুখ, যে হৃদয়ে অনুত্তম সুখহেতু বাস করে না সন্তোষ, যিনি চৌর্য্যবৃত্তি-পরায়ণ, স্তেয়কে ( চৌর্য্যবৃত্তিকে ) যিনি সর্ব্বথা বর্জ্জন করেন নাই, তাঁহার সাধারণ মানবীয় ধর্ম্মই নাই, তিনি কিরূপে ব্রত-বিশেষের অনুষ্ঠান করিবার যোগ্য হবেন? যাঁহার আত্মা অত্যন্ত সংকীর্ণ, যাঁহার মন সদা চঞ্চল তিনি কোন বিশেষ নিয়মপালন করিতে পারিবেন কিরূপে? দেশভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিগত সংস্কার বা প্রতিভাভেদে মানুষের প্রবৃত্তির, রুচির, শক্তির ভেদ হওয়া স্বাভাবিক। দেশ কাল ও অবস্থাদিভেদে ধর্ম্ম সকলের বহুবিধত্ব হইয়া থাকে। মানুষ মাত্রেরই সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্ম

যথা :—দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া ( অযথা পরনিন্দা না করা, পরগুণে দোষারোপ না করা ), শৌচ, অনায়াস ( যে সকল কর্ম্মের, সুশুভ হলেও, অনুষ্ঠানে শরীর পীড়িত হ'তে পারে সেই সকল কর্ম্ম অধিক না-করার নাম অনায়াস ), মঙ্গল ( প্রশস্ত আচরণ, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যে সমস্ত আচরণকে হিতজনক বলেছেন সেই সকল কল্যাণকর আচরণ প্রশস্ত এবং যে সমস্ত আচরণকে তাঁহারা বলেছেন অকল্যাণকর সেই সব আচরণ অপ্রশস্ত ; নিত্য প্রশস্ত আচরণ করা এবং অপ্রশস্ত আচরণ বর্জ্জন করা মঙ্গলকর —এইজন্য তাহারা "মঙ্গল" নামে কথিত ), অকার্পণ্য, অস্পৃহত্ব ইত্যাদি। মহাভারতের কথায় ব্রতমাত্র চাতুর্ব্বর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম ( মানুষ মাত্রেরই নহে ) হইতেছে শ্রাদ্ধকর্ম্ম, তপঃ, সত্য, অক্রোধ, নিজ পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকা ( পরদারবিমুখতা ও পর-স্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখা ), শৌচ, নিত্য অসূয়াশূন্যতা [ অসূয়া= পরগুণে আক্রোশ, দ্বেষভাব—spite excited by another's worth or Superiority ] আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা ( ক্লেশ-সহনশীলতা )। আরও, স্বধর্ম্মের আচরণ করিয়া, তাহার অবিরোধি নিষ্কাম ব্রত-বিশেষের আচরণ-লক্ষণ যে তপঃ তাহা দ্বারা চিত্ত হয় সত্ত্বগুণপ্রধান, চিত্ত সত্ত্বগুণপ্রধান হইলে—বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইলে, উদয় হয় বিবেকবিজ্ঞানের, বিবেকবিজ্ঞানের উদয়ে লাভ হয় আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার ; এই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিলেই ঘুচে যায় সংসার বন্ধন। শাস্ত্র বলেছেন ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ তপঃ ; অতপস্কের আত্মজ্ঞানলাভ তো দূরের কথা কোন কর্ম্মই হয়

না সিদ্ধ। কি সাধারণ, কি অসাধারণ ধর্ম্মের বাচকই এই "ব্রত" শব্দটী। অতএব বলা বাহুল্য—ব্রত অবশ্যই অনুষ্ঠেয়।

তবে প্রতিটী কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেই কর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান ও তত্ত্বদর্শন; আবার, কোন বিষয়েরই তত্ত্বদর্শন হয় না—সেই কর্ম্মের বিচার ( যথারীতি বিচার ) না করিলে। বিচারশক্তি মানুষেরই বৈশিষ্ট্য; এই ভগবদ্দত্ত শক্তিতেই মানুষ ইতরজীব থেকে শ্রেষ্ঠ।

ব্রত কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ স্বেচ্ছাকৃত উপবাস তথা নিরাহার। উপবাস-শব্দটী নিষ্পন্ন উপ ( কাছাকাছি )+ √বস্ ( বাস করা )+ঘঙ্ অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় উপাস্যের কাছাকাছি বাস করা সম্ভব হয়। সাধারণতঃ দেহযন্ত্রের জীবকোষগুলি জৈব ধর্ম্ম পালনের জন্য সদাই ব্যস্ত থাকে বহিরাগত আহার্য্যদ্রব্যগুলির পরিপাকপূর্ব্বক আত্মসাৎকরণে ও অসাররূপ মলমূত্রাদি নিঃসরণে, নিরাহার দ্বারা তাহাদের এই দৈনন্দিন কর্ম্ম স্থগিত থাকিলে তাহারা পায় অবসর অন্তর্মুখী হ'তে অর্থাৎ আত্মচিন্তা করিতে, যখন প্রকৃতপ্রস্তাবে কোষগুলি ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে স্ব-পাকে ( autolysis )। দেহকোষগুলি এইরূপে দগ্ধবৎ হইলে সঞ্চিত মলরাশি হয় বিদূরিত এবং সহায়তা করে দেহশুদ্ধির, তাহাতে পরিষ্কার হয় চিত্তশুদ্ধির পথ। জগৎ-গুরু শঙ্করাচার্য্যমতে মাত্র মুখের আহার্য্য গুলিই আহার নহে, মনের আহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোনরূপ বিষয় আহরণ করা হয় তাহাও আহার;

সুতরাং, ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়-আহরণ হইতে সম্যক্ নিবৃত্তিই নিরাহার বা উপবাস। শাস্ত্রবচনে—

(১) "উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ॥"

অর্থাৎ দোষ বা পাপসমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সদ্‌গুণের অভ্যাস করিতে করিতে ভোগবিলাসিতা বর্জ্জনপূর্ব্বক ব্রতাদি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান কর্ম্মকেই বলে উপবাস।

(২) "উপ সমীপে যো বাসো জীবাত্মপরমাত্মনো।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয় ন তু কায়স্য শোষণম্॥"

অর্থাৎ উপাস্য-দেবতার ( পরমাত্মার ) কাছাকাছি যখন উপাসক বা ব্রতী ( জীবাত্মা ) থাকেন মনে মনে; মাত্র শরীরশোষণ বা অনাহার-অনশন দ্বারা নহে; এমতাবস্থার নামই ব্রতীর উপবাস। এই সূত্রে আরও স্মর্ত্তব্য যে ( i ) পার্ব্বতী কুমারীকালে শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য ক'রেছিলেন কঠোর তপস্যা, তখন তিনি ভক্ষণ করেন নাই একটী মাত্রও গলিত পত্র (=পর্ণ); তাই তাঁহার আর একটী নাম "অপর্ণা।" (ii) খৃঃ পূঃ ১২শ শতাব্দীর বৈশেষিকদর্শন প্রণেতা কণাদ মুনি তপস্যাকালীন ভক্ষণ করিতেন তণ্ডুলের কণা মাত্র; (iii) আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবও তণ্ডুলকণা মাত্রের উপর জীবন রক্ষা করেছিলেন নির্ব্বাণের পূর্ব্বে। পূর্ব্বোক্ত সদ্‌গুণাবলীর তালিকা যথা :—

[১] দয়া = পরদুঃখ দূর করার ইচ্ছায় নিয়ত আত্মবৎ ব্যবহার করার কর্ম্ম—(ক) উদাসীনের প্রতি (=যাহার সাথে

নাই কোন প্রত্যক্ষ জাগতিক সম্বন্ধ ), (খ) বন্ধুবর্গ ও মিত্রের প্রতি ; (গ) দ্বেষ্টার প্রতি ( = যিনি তোমার বিদ্বেষ করেন )।

[২] ক্ষান্তি—কোন ব্যক্তি বাহিক বা আন্তরিক দুঃখ দিলেও তাঁর প্রতি রুষ্ট না হওয়া—কোপ না-করা অথবা তাঁর কোনরূপ অনিষ্ট না করা, এইরূপ কর্ম্মের নাম ক্ষান্তি বা ক্ষমাপরায়ণতা ; অথবা অপরাধসহনশীলতাই "ক্ষমা"।

[৩] অনসূয়া—ন অসূয়া = অসূয়াশূন্যতা ( পুর্ব্বে ব্যাখ্যাত ) ; তাছাড়াও, অন্যের দোষদর্শনে উল্লাস না করা এবং অন্যের উপর অযথা দোষারোপ না করা। [৪] শৌচ—স্বধর্ম্মপালনের নাম শৌচ অর্থাৎ আপনশাস্ত্রনিষিদ্ধ কোনরূপ আহার-বিহার না করা। [৫] মঙ্গল চিন্তা—সচ্চিন্তা করা ও পরের অনিষ্ট চিন্তা না-করা। [ ৬ ] অকার্পণ্য—প্রতিদিন যথাশক্তি ( যৎকিঞ্চিৎ হ'লেও, বিনা ক্লেশে ) অন্যকে অর্পণ[৭] অস্পৃহা—পরের অর্থাদি চিন্তা না করা ও তাহাতে কোন স্পৃহা না হওয়া, [৮] সদাই পাপকর্ম্ম হইতে বিনিবৃত্ত হওয়া ইত্যাদি।

ব্রত যোগতপস্যাদিদ্বারা কলেবরের কৃচ্ছ্রতাসাধনই আদর্শ ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য। বৈদিকী দীক্ষায় নবদীক্ষিত ব্রাহ্মণবালককে উপনয়নবাসর থেকেই **অভ্যাস** করিতে হইবে ব্রত-নিয়ম-পালনাদিরূপ কৃচ্ছ্রসাধন। ধ্রুব ( = অচঞ্চল ) প্রণিধান-প্রযত্ন ও মনোনিবেশ (Persistent attention) এবং দীর্ঘকাল নিরন্তর কর্ম্মের অনুষ্ঠান, এতদ্বারাই **অভ্যাস** হয় দৃঢ়ভূমি। প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যাঁহাতে ব্রহ্মসংস্কার পূর্ণ মাত্রায় থাকার কথা - যিনি

এক ব্রহ্ম ছাড়া অন্য বস্তু গ্রাহ্য করেন না অর্থাৎ "প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে"—মন্ত্রে দীক্ষিত, দেহাত্মবোধরূপ জীবসংস্কার অনায়াসেই উপেক্ষা করিয়া ব্রত-উদ্‌যাপনার্থে উপবাস-কাতর হ'ন না; অভ্যাস দ্বারা তাঁহার দেহাত্মবোধ শিথিল হয়। দেহাত্মবোধরূপ জীবসংস্কার দূর করিয়া ব্রহ্ম সংস্কারের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতিই ব্রাহ্মণ সন্তানের একমাত্র আদর্শ কর্ম্ম; ইহজগতে তাঁহার অন্য কোন কর্ত্তব্য আর নাই; জাগতিক অন্য কর্ম্মাদি সম্পাদনের জন্য দ্বিজাতির অন্য দ্বিজরা ও শূদ্রগণ ব্যবস্থাপিত! তবে বর্ত্তমান যুগে শরীরে কোনরূপ বাধা না হয়, এইভাবে উপবাস অভ্যাস করিলে, মধ্যে মধ্যে আহার বন্ধ দিলে কিংবা অল্পাহার করিলে শরীরযন্ত্রটী শরীরনিয়মানুসারে সুস্থই থাকে। আর, শাস্ত্রীয় উপবাসের একটী বিশেষ গুণ যে যথাশাস্ত্র উপবাসব্রত অল্প অল্প করিয়া অভ্যাস করিলে আত্মজ্ঞান বিকাশের পথ হয় সুপরিষ্কৃত ও শেষে দেহাত্মবোধ স্বতঃই হয় শিথিল। মনে রাখিতে হইবে অবশ্য উপবাসকালীন ভগবানের ধ্যানে বা নামজপাদিতে থাকিলে অনাহার—অনশন-জনিত ক্লেশানুভবই হয় না। এইরূপে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা শেষে স্থির-নিশ্চিত কল্যাণলাভ অবশ্যম্ভাবী।

শাস্ত্রে বহুবিধ ব্রতের ব্যবস্থা আছে যেমন—একাদশী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, জন্মাষ্টমী ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য ব্রত, রামনবমী ব্রত ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের অবশ্যই অনুষ্ঠেয় একাদশী শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমী, একাদশী ব্রত অকরণে প্রত্যবায় নিমিত্ত

গুরুতর পাপ জন্মিয়া থাকে, ব্রাহ্মণ উপনয়ন হইতে আমরণ এই একাদশীব্রত পালন অবশ্যই করিবে, অশৌচেও একাদশীর নাই বাধা।

ষোল কলা চন্দ্রের ১১ ( একাদশ ) কলা (অংশ) সূর্য্যের দৃষ্টি হইতে যে কালবিভাগে—সময়ে বাহির হইয়া যায়, সেই কাল-বিভাগকে (৮ প্রহর প্রায়) বলে শুক্লা একাদশী ; আবার, চন্দ্রের একাদশ (১১) কলা সূর্য্যের দৃষ্টির ভিতর থাকে যে কলাবিভাগে, সেই কালবিভাগকে ( প্রায় ৮ প্রহর ) বলে কৃষ্ণা একাদশী। দশহরার পর জ্যৈষ্ঠ শুক্লা একাদশীকে বলে নির্জ্জলৈকাদশী ; উল্টোরথে—আষাঢ় শুক্লা-একাদশীকে বলে শয়নৈকাদশী ( শ্রীহরিশয়ন ), জন্মাষ্টমীর পরের পর একাদশীকে বলে পার্শ্বৈকা-দশী ( শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন ) ; ৺জগদ্ধাত্রী পূজার পর শুক্লা-একাদশীকে বলে উত্থানৈকাদশী ( শ্রীহরির উত্থান ) ; ৺সরস্বতী পূজার পর শুক্লা-একাদশীকে বলে ভৈমী একাদশী। কঠোর ব্রত উপবাস পালন করা বিধেয় ব্রাহ্মণের এই ৫টী একাদশীতে অর্থাৎ ঐ একাদশীগুলিতে ফলমূলাদি আহার পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় নিষেধ।

একাদশী ব্রতপালন বিধি :—পূর্ব্বদশমী দিবসে স্ত্রীসংসর্গ ও মৎস্যমাংস ত্যাগ। পরদিবসে একাদশীর যঙ্কল্প বাক্য যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে একাদশ্যাম্ তিথৌ অমুকঃ গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ একাদশী-ব্রতমহং করিষ্যে। পরে হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা মন্ত্র যথা :—

"একাদশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা চৈবাপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যেঽহং পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত॥"

পরে জপ—"ওঁ নমো নারায়ণায়"—এই মন্ত্রে।

একাদশী দিবসে প্রাতঃক্রিয়া ও সন্ধ্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া একাদশীর সঙ্কল্প বাক্যটী পাঠ কর্ত্তব্য। পরে সারাদিন বিশুদ্ধ ও পবিত্রচিত্তে জপপূজাপাঠাদিতে ঈশ্বরচিন্তাপরায়ণ থাকিয়া কালযাপন কর্ত্তব্য। পর দিবস প্রাতঃ সন্ধ্যাদি সমাপনে দ্বাদশী মধ্যেই পারণা করণীয়; এ দিবসেও বর্জ্জনীয় স্ত্রীমৎস্যমাংস মধু মসূরাদি, কাংসপাত্রে ভোজন এবং সমর্থ হইলে তবে ব্রাহ্মণ ভোজনও করণীয়।

এই একাদশীব্রতকর্ম্মানুষ্ঠানটী প্রধানতঃ করা হয় শ্রীবিষ্ণু তথা শ্রীহরি—অচ্যুত-অনন্ত-গোবিন্দ বা নারায়ণ স্মরণে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দশটী বাহ্যেন্দ্রিয় পূর্ব্বকথিত ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয় + ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয় ) এবং ৪টী অন্তরেন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয় মনঃ—এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের উপর কর্ত্তৃত্বকারিণী শক্তি, যে ধী-শক্তি-বুদ্ধিশক্তি শাস্ত্রমতে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অচ্যুত বা অনন্ত বা গোবিন্দ বা হরি বা বিষ্ণু বা নারায়ণ তথা সূর্য্যনারায়ণ; এখানে উল্লেখ থাকে যে মনের অধিপতি দেবতা হ'ন চন্দ্র। এই সূর্য্যচন্দ্রে লুকোচুরি খেলাতেই পড়ে একাদশী তিথি, একবার চাঁদ লুকায় পৃথিবীর আড়ালে ( কৃষ্ণপক্ষে ) এবং অন্যবার সূর্য্যদেব লুকান পৃথিবীর আড়ালে ( শুক্লপক্ষ )। অবশ্য এই

সূর্য্যনারায়ণই ব্রাহ্মণের ভজনোপাসনায় উপাস্যদেবতা ইঁহার ধ্যান মন্ত্রটী পুস্তকের প্রারম্ভেই প্রদত্ত হইয়াছে।

( vi ) বিষ্ণু-পুণ্ডরীকাক্ষ-নারায়ণতত্ত্ব :—"ন্যরায়ণ"-শব্দটী নিষ্পন্ন এইরূপে—নারস্য ( জলস্য বা তত্ত্বস্য ) অয়নম্ ( আশ্রয় ) যঃ সঃ নারায়ণঃ ; √নৃ হইতে উৎপন্ন "নর"শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে= নার, এবং অয়ন=√ই (গমনে) অথবা অয় ( গমনে )+অনট্ অধি। অর্থাৎ যিনি জলসমুদ্রের অথবা তত্ত্বসমূহের আশ্রয় তিনিই নারায়ণ।অগ্নিসোমাত্মক ব্রহ্মসমুদ্রই নারায়ণ; নারায়ণোপনিষদের কথায়—"ওঁ। অথ পুরুষঃ বৈ নারায়ণঃ। স অকাময়ত প্রজাঃ, সৃজয় ইতি। নারায়ণাৎ প্রাণঃ ( হিরণ্যগর্ভঃ ) জায়তে। মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। নারায়ণাৎ ব্রহ্ম ( পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড ) জায়তে। নারায়ণাৎ রুদ্রো জায়তে। নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে। নারায়ণাৎ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাবসবঃ সর্ব্বাণি ছন্দাংসি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে। নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। এতৎ ঋগ্বেদশিরঃ। ওঁ নারায়ণায় নমঃ।"

সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মার যে শক্তিপুঞ্জ তাঁর বিরাট নিরাকার বায়ুরাজ্যস্থ Hydrogen ও Oxygen নামক দু'টী মূল উপাদানকে সংঘবদ্ধভাবে সংমিলিত করিয়া এক সাকার অভিনব দ্রব্যের উদ্ভব ঘটায়, যার নূতন নাম হয় "নার" বা জল, আপ ( অপ্ ) এবং সেই "নার"-কে নিজের মধ্যেই সংলগ্ন রাখিয়া তাহার হন একমাত্র আশ্রয় বা অবলম্বনস্বরূপ—সেই শক্তিপুঞ্জের নামই

নারায়ণ। পরমাত্মা = বিষ্ণু ( সর্ব্বব্যাপক বা সর্ব্বানুপ্রবেশকারী ); সুতরাং, নারায়ণ = বিষ্ণুর বিশেষ অংশমাত্র।

## সত্যনারায়ণ পূজা ব্যাখ্যা

ভারতে মুসলমান আমলে মুসলমানদেবতা পীরের পূজা থেকেই হয় সত্যপীরের পূজা এবং তাহা হইতে হিন্দূসংস্কৃতি অনুসারে প্রচলিত হয় সত্যনারায়ণপূজা; এই পূজায় তাই মুসলমানী শব্দ কয়েকটী ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায় যেমন পীর, ফকির, মোকাম, শিরোণী বা সিন্নী। তৎকালে হিন্দুমুসলমান **ভেদ** ভুলবার জন্যই বোধ হয় তৎকালীন মনীষিগণ ঐ মিশ্রিত দেবারাধনার ব্যবস্থা করেছিলেন; উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহেই ছিল মহৎ। অবশ্য স্কন্দপুরাণে সত্যনারায়ণের পূজাবিধি ও মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে; অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মাননা করিয়া গৃহস্থ ইঁহার পূজা করেন। সায়ংকালে পান-সুপারি প্রভৃতি দ্বারা **পাঁচটী মোকাম** প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ইঁহার পূজা করা হয়, এবং দুগ্ধ-রম্ভা-আটা-গুড় প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সিন্নী ( কাঁচা ) ও বাতাসাদি শুষ্ক পদার্থের পাকা সিন্নী ইহার উদ্দেশ্যে হয় নিবেদিত; ঐ সিন্নী প্রস্তুতি কর্ম্মে লক্ষ্যণীয় যে প্রতিটী পদার্থ-পরিমাণ অবশ্য হইবে **পাঁচ অঙ্কের ( সংখ্যায় ) গুণিতক** এবং সমস্ত সামগ্রী সংমিশ্রিত করা হয় একটী শুদ্ধ বৃহৎ পাত্রে এবং সেই গৃহস্থের পাড়ার **পাঁচজন** সত্যনারায়ণ পূজায় যোগদানের জন্য ডাকা হয়। যাই হেকা গৃহস্থের এই সকল-সাধারণ কর্ম্মটী হইতে একটা গূঢ় সুন্দর উপদেশ

মূলক তত্ত্ব নিষ্কাশন করা যেতে পারে। পূর্ব্বাচার্য্য ঋষিগণ অল্পবুদ্ধি গৃহস্থ জনসাধারণের সুখবোধ্য করিয়া গূঢ় দুর্ব্বোধ্য আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক সৃষ্টিতত্ত্বকে বুঝাইতে চেষ্টা ক'রেছেন এই সত্যনারায়ণ পুজারূপে যথা—"সত্যনারায়ণ"-শব্দটী থেকে বোঝা যায় যিনিই সত্য তিনিই নারায়ণ ( কর্ম্মধারয় সমাস ); এখন 'সত্য'-শব্দটী বলিলে বুঝায় যাহার নাই নড়্ চড়্ তাহাই সত্য ; "সত্য" শব্দটী নিষ্পন্ন সৎ শব্দ + ভাবে ষ্ণ্য ; আবার সৎ = থাকা বা বিদ্যমান থাকা অর্থে √ অস + শতৃ ক। অর্থাৎ যাহা চিরস্থায়ী চিরবিদ্যমান স্বচ্ছ-স্থিতিধারা সৎবস্তু, তাহার ভাবকেই বলা হয় **সত্য** ; যে শক্তি এই সত্যকে করেন সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত সেই শক্তিই পরমাত্মশক্তি নারায়ণ। অগ্নি সোমাত্মক ব্রহ্মসমুদ্রই নারায়ণ ; শাস্ত্রবাক্য যথা—"সমুদ্রবন্তি ভূতজাতানি যস্মাৎ সঃ সমুদ্রঃ পরমাত্মা" ; আরও বাক্য, "নবানি দ্রব্যানি"—( আত্মা → মনঃ → দিক → কাল → ব্যোম → মরুৎ → তেজঃ → অপ্ → ক্ষিতি ) = এই নয়টীর খেলাই বিশ্ব; সত্যনারায়ণকে —সত্যের শক্তিকে জীব দেখে অপরিচ্ছিন্ন স্থূল বিরাট সত্তারূপে বিশ্বরঞ্জনরূপে দেখিতে পায় এবং যজমান আপন মঙ্গলের জন্য কল্পনা করেন ও পূজা করেন ঐ মূর্ত্তি বা প্রতিচ্ছবি আপন-আপন গৃহ-প্রাঙ্গনে বা প্রকোষ্ঠে। বৈদিক যুগের ব্রহ্মর্ষিদের সত্যসাধনা বা সত্যপ্রতিষ্ঠা ছিল সরল ; আর আজ এই জড়ত্বের যুগে—এই অনুভূতিহীন প্রাণহীন মৃতকর্ম্মানুষ্ঠানের যুগে, হে নারায়ণ ! তুমি সত্যমূর্ত্তিতে হও প্রকটিত এবং যজমানের জড়বুদ্ধি

রূপ স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া চৈতন্যময় আত্মস্বরূপটী কর উদ্ভাসিত ( ভক্ত প্রহ্লাদের ডাকে যেমন করেছিলে !! ); প্রহ্লাদের হরি-নারায়ণ দর্শনরূপ সত্যজ্ঞানের প্রবল প্রভাবে নারায়ণের নৃসিংহরূপে আবির্ভাব অর্থাৎ আত্মস্বরূপ-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হউক্ উদ্বুদ্ধ। প্রহ্লাদের মত কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া যজমান-গৃহীর আনন্দময় ক্ষুদ্র সত্যজ্ঞানটী সর্ব্বত্র সত্যদর্শনের অভ্যাসে হউক সুদৃঢ়, পরিবর্দ্ধিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত; জগতের প্রতিটী পদার্থে নারায়ণের অস্তিত্ব স্বীকার করাই সত্যপ্রতিষ্ঠা, নারায়ণ-অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হওয়াই সৎ-উপলব্ধি। যাঁহার আস্তিক্যবুদ্ধি কখনও সন্দেহবাত্যায় আন্দোলিত হয় নাই, তাঁহার—সেই সত্যপ্রতিষ্ঠ সজ্জনের সাধনার যথার্থ মূলধন ঐ একমাত্র আস্তিক্যবুদ্ধি।

যজমানের বাড়ীতে আলপোনাযুক্ত চৌকীর উপর রক্ষিত—মধ্যস্থলে-কেন্দ্রে ঘটে পটে বা নারায়ণশিলায় নারায়ণমূর্ত্তির চারিধারে সূত্রধারা ৪টী বংশ ( কঞ্চিকাটি ) সাহায্যে বেষ্টনী, উনিই আত্মার তথা সত্যের প্রতীক ( Symbol ), তাঁর বিস্তারের ( প্রসারের ) জন্য **সমষ্টিমন** তিনি প্রভাব বিস্তার ক'রেছেন গৃহীযজমানাদির **ব্যষ্টিমনের** উপর উপযুক্ত **কালে** ( যথা পুর্ণিমা বা সঙ্কটকাল-সায়ংকাল ), গৃহীযজমান দ্বারা দিগ্বন্ধনীকৃত ( সূত্রবেষ্টনীদ্বারা ) হইয়া লীলাভিনয় করিতেছেন ( লীলার ভাণ করিতেছেন ) ১০টি পঞ্চমহাভূত আকারে ( ব্যোম-মরুৎ-তেজঃ অপ্‌ক্ষিতি )। এই পাঁচটী ভূত নিয়ে লীলাভিনয়ই তাঁর বিশ্বসৃষ্টি; তাই, সত্যনারায়ণ পুজার আয়োজনে পাঁচটী

মোকাম (=বাটী)—তথা বিশ্ববাটীর প্রতীক্—(i) ৫টী ভূত, (ii) ৫টী তন্মাত্র (=বিষয়-শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ) (iii) ৫টী অন্তরেন্দ্রিয় (=মন-বুদ্ধি-চিত্ত; অহঙ্কার-জ্ঞাতৃত্ব) (iv) ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয় ( চক্ষু-কর্ণ-নাসিক-জিহ্বা-ত্বক্ ) (v) ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্-পাণি-পাদ-উপস্থ-পায়ু)। আরও, পুজার আসরে ( পূর্ব্বোল্লিখিত ) পাড়ার পাঁচজন ; এই "পাঁচ"এর অর্থ সংখ্যা ৫ নহে ইহার অর্থ—ব্রাহ্মণ + ক্ষত্রিয় + বৈশ্য + শূদ্র + সঙ্করবর্ণ এই পাঁচ শ্রেণী অর্থাৎ ভেদজ্ঞান শূন্য হইয়া উদার প্রাণে সার্ব্বজনীন ভাবেই এই সত্যনারায়ণ পূজাকর্ম্ম করণীয়। ইহাতে মুসলমানেরও অবাধ প্রবেশ আছে তাহার প্রমাণ সত্যনারায়ণের কথামৃতই দিবে সাক্ষী।

**আধিভৌতিক সত্যনারায়ণঃ**—সাকারভাবে সূর্য্যনারায়ণই সত্যনারায়ণ ; সত্যনারায়ণ পূজার বেদীতে বা চৌকিতে পূজার জন্য যে ৪টী তীরকাটি পুতিয়া তাহাতে সূত্র বেষ্টন করা হয়, তাহার উদ্দেশ্য—জ্যোতিঃসূত্রে সূর্য্যদেব যেমন সৌরজগতের গ্রহ নক্ষত্র সকল ধরিয়া আছেন, ইহা তাহারই অনুকরণ মাত্র।

**আধ্যাত্মিক সত্যনারায়ণঃ**—নিরাকারভাবে সত্যনারায়ণ হ'ন পরমাত্মা—পীঠিকোপরি পঞ্চ মোকাম পঞ্চতত্ত্বের যেন পরিচায়ক ( পূর্ব্ব বর্ণিত )। সত্যনারায়ণের ব্রতোপাখ্যানে যে সাধুর কথা আছে, তাহা সাধু-মহাত্মাব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া সাধারণ জনগণের তুষ্টির জন্য "সাধুবণিক"-নাম দিয়া উপাখ্যানটি রচিত ; সাধুমহাত্মা ব্যক্তির যে যোগবিভূতি, তাহাই সাধুবণিকের ধনরত্ন ভাণ্ডার। যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সংসারমার্গ গমনই যেন নৌকাডুবি।

যাই হোক বড়ই ক্ষোভের কথা, আজ বড় অন্ধ জগৎ ! বড় সন্তপ্ত জগৎ ! ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন, সত্যবিমুখ গৃহস্থযজমান পরিচ্ছিন্নে মুগ্ধ ; চঞ্চলতা ও দুর্ব্বলতাই তাদের একমাত্র সম্বল। তাই, সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সত্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া, সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যখন তোলা হবে সত্যনাদ—তখন যেন সে নাদে সমস্ত আকাশ হইয়া উঠে কম্পিত, যজমানের জড়দেহ যেন হইয়া উঠে সত্যনাদে সঞ্জীবিত ! প্রতিটি পরমাণু যেন সত্যের সম্বেদনে উদ্বুদ্ধ হইয়া দিয়ে উঠে ঝঙ্কার ! সত্যকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া "জয় সত্য, জয় নারায়ণ" বলিয়া এমনই উচ্চধ্বনি করিবে সমবেত জনসংঘ, যেন সমগ্র বিশ্ব—স্থাবর জঙ্গম, তাদের সে নাদে হইয়া উঠে কম্পিত ; এ জগৎ যেন জড়ত্ব ছাড়িয়া ধারণ করে প্রাণময় ভাব। এমনই ভাবে "নারায়ণ"-"নারায়ণ" বলিয়া ডাকিবে তাহারা, যেন সে ডাকে ইন্দ্রিয়বৃত্তির মর্ম্মে হয় ভীতির সঞ্চার। একদিন সমগ্র বিশ্বমানবমণ্ডলী সমবেত কণ্ঠে "নারায়ণ"-"নারায়ণ" বলিয়া ডাকিবে, সেই ঘনীভূত ধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য করিয়া দিবে একত্র !

বিষ্ণুঃ [ বেবেষ্টি = সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি ইতি, √বিষ্ ( to pervade ব্যাপন )+নুক্ ] যিনি সর্ব্বব্যাপকরূপে এই প্রপঞ্চের অধিষ্ঠাতা তিনিই বিষ্ণুঃ ; ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কিন্তু ব্যাপক বিষ্ণু এক।

আরও, প্রবেশার্থক √বিশ হইতেও বিষ্ণুশব্দটী গঠিত ; যিনি অন্তর্যামীরূপে ও অন্তরযামীরূপে সর্ব্ববস্তুতে এবং সর্ব্ববস্তুর ব্যবধানে আছেন প্রবিষ্ট তিনিই পরমেশ্বর বিষ্ণু ; বিষ্ণু অর্থে,

অতএব, সর্ব্ব-প্রবিষ্ট অণু হইতে অণু সূক্ষ্মতম পুরুষ। "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুবিশৎ"—তিনি যাহাই ক'রেছেন সৃষ্টি তাহারই মধ্যে হইয়াছেন অনুপ্রবিষ্ট; এই সকল সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে অন্তর্যামী-রূপে যিনি একমাত্র বর্ত্তমান, তিনিই বিষ্ণু।

পুণ্ডরীকাক্ষ :—সমস্ত ধর্ম্মীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রাথমিক বাক্যের দু'টী মন্ত্রে ব্যবহৃত পুণ্ডরীকাক্ষ শব্দটীর প্রকৃত অর্থ নিম্নরূপে নিষ্কাশিত করা যায়। মন্ত্র দু'টী যথা—

(১) "শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্॥"

(২) "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥"

দু'টী মন্ত্রের ভাবার্থেই পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে স্মরণের উপদেশ; সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করিলেই, ভিতর-বাহির অর্থাৎ দেহ-মন পবিত্র শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যেমনই থাকুক স্মরণকারী স্মরণ মাত্রই শুচি বা পবিত্র হ'য়ে যান এবং তৎকর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্যতা করেন লাভ। অপরিচিতকে ঠিক্ ঠিক্ স্মরণ করা সম্ভব নয়; স্মর্ত্তব্যের পূর্ব্ব-পরিচয় প্রয়োজন; তাই যথাজ্ঞান যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ পুণ্ডরীকাক্ষ-পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস নিম্নে করা গেল। মনে রাখিতে হইবে পুণ্ডরীক মানে শ্বেতপদ্ম; এইবার পুণ্ডরী-কাক্ষশব্দটীর শব্দার্থে দেখা যায় (ক) পুণ্ডরীকং অক্ষতি যঃ সঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ( ব্যাপ্তি অর্থে √অক্ষ )—শ্বেতপদ্মকে যিনি ব্যাপ্ত ক'রে আছেন; (খ) পুণ্ডরীকে (=শ্বেতপদ্মে) অক্ষি (=আঁখি)

নজর যাঁহার (গ) লোকাত্মক পুণ্ডরীক ( পদ্ম ) পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন যিনি ; (ঘ) পদ্মপলাশলোচন—পদ্মপত্রের মত বিশাল ও সুন্দর নয়ন যাঁহার। এমতে পুণ্ডরীকাক্ষ-শব্দটীর শব্দার্থ থেকে বোঝা গেল—শ্বেতপত্ম, অক্ষি ও ব্যাপ্তি কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় সেই কারণার্ণবসলিলে—বিরাট বারিধিতে বিকশিত হচ্ছে বিশ্বটী পদ্মরূপে ; এবং যিনি এই বিকশিত পদ্মে ও পরে বিরাজিত পদ্মে ও অন্তে বিলোপিত পদ্মে আগাগোড়া রাখিতেছেন নজর ব্যাপকভাবে তিনিই পুণ্ডরীকাক্ষ ; ইনিই বিরাট-বিশাল ব্রহ্ম। বিশ্বজগতের প্রতিটী পদার্থ ষড়ভাববিকারাধীন ( জায়তে অস্তি, বর্দ্ধতে, পরিণমতি, অপক্ষয়তি, নশ্যতি ); এই ভাববিকারের প্রতিটীতেই নজর রাখেন অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করেন ঐ বিরাট-বিশাল ব্রহ্ম ; ইনি আবার এত বিরাট ! এত বিশাল ! যে তাহার নাই কোন বাহ্যাড়াম্বর ভেদ। অন্তর-বাহির ভেদপ্রতীতিটাই অজ্ঞান ; বাস্তবিক পক্ষে, অন্তর-বাহির বলিয়া নাই কোন স্থান-ভেদ বরং সকলই অন্তর, এই সারা বিশ্বজগৎটা—ব্রহ্মাণ্ডটা ব্রহ্মের কোলেই অবস্থিত। দর্শক যে জগৎভোগ করে, উহা দর্শকের অন্তর মাত্র ; জগতের ঐ সুদূরবর্ত্তী আকাশ, ঐ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যচন্দ্র. ঐ বিশালবারিধি, ঐ সুতুঙ্গ পর্ব্বত, সকলই দর্শকের অন্তরমাত্র ; ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র সবই দর্শকের অন্তরমাত্র ; এই রক্ত-মাংস নির্ম্মিত স্থূল দেহটা দেহীরই অন্তরের সূক্ষ্মশরীরের বা মনের বহিপ্রকাশমাত্র, অন্তরের বা মনেরই কতকটা অংশ ঘনীভূত হইয়া স্থূল দেহের আকার ধরিয়াছে মাত্র। যাই হোক্

এই ব্রহ্মক্ষেত্রের বিরাটত্ব ও বিশালত্ব এত বেশী যে সেখানে সব একাকার, একটানা সে নির্ব্বিশেষ পরমাত্মক্ষেত্র যেখানে নাই কোনই বিরুদ্ধশক্তির অভিব্যক্তি কি সৎ-অসৎ, কি পবিত্র-অপবিত্র, কি ন্যায়-অন্যায়. কি বিষ্ঠাচন্দন, কি সুখ দুঃখ কি অন্তর্বহি ইত্যাদি কোনই বিরুদ্ধ ভাব; এইরূপ ব্রহ্মভাবই বা ব্রহ্মক্ষেত্রই পুণ্ডরীকাক্ষেরস্বরূপ। আরও, অন্যদৃষ্টিভঙ্গিতে, যে আপনাকে—নিজেকে জানে এবং অন্যকেও জানিতে পারে, তাহার নাম চেতন, আর যে নিজেকেই—আপনাকেই জানে না এবং অন্যকেও জানিতে পারে না, তাহার নাম জড়; এই হিসাবে সত্বাদি গুণত্রয় বা বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় অবধি যাবতীয় দৃশ্যবর্গের নাম জড় এবং যিনি এই যাবতীয় দৃশ্যের "দ্রষ্টা" বা প্রকাশক তিনিই চেতন বা মহাপ্রাণ বা বিষ্ণু অথবা পুণ্ডরীকাক্ষ।

আরও, উপনিষদের কথায় হৃদয়-পুণ্ডরীকরূপ ব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষ যিনি তিনিই পুণ্ডরীকাক্ষ যথা :—"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি"।

বিঃ দ্রঃ—দহর = দুর্ব্বোধ; অতীব সূক্ষ্মদহরাকাশ = চিদাকাশস্থ ঈশ্বর; আকাশ হইতেও দহর (দুর্ব্বোধ), ৫ মী তৎ (দহর পদের পূর্ব্ব নিপাত)।

(VII) ভর্গতত্ত্ব :—নির্ব্ব্যবহার-নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন পরমাত্ম্য-সত্তা হইতে পরমাত্মার প্রথম ব্যবহার, প্রথম-আকার, প্রথম

রঞ্জনা দেখা দিল পরমাত্মার ১নং কোষে—বিরাট্ কোষে ; তার কোলে ২নং কোষ যার নাম হিরণ্যগর্ভকোষ—পরমাত্মা হইতে তাঁর স্বজনীশক্তির ("হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে") আবির্ভাব। এখন হিরণ্যগর্ভ-শব্দটী বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় এইরূপ :—৺ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় (=তাপে) যেমন ফুটন্ত জল হইতে ঊর্দ্ধদিকে উঠে বাষ্পাকারে ঐ জল, অর্থাৎ জলের তরলত্ব রূপান্তরিত হয় অন্যরূপে (বাষ্পরূপে), ঠিক তেমনই কোন বিশেষ কষ্টসাধ্য কায়িককর্ম্ম করার কালে শ্রমিক স্বতঃ স্বতঃই উচ্চারণ করে "হিঃ"-"হিঃ" শব্দ, যাহাতে বাড়ে তার দম্ (=শক্তি); শ্রমিকের অন্তর্নিহিত শক্তিটী রূপান্তরিত হ'য়ে উদ্ভিন্ন হয় "হিঃ"-শব্দে : এবং আরও, শক্তিটী শ্রমিকের ভিন্ন অঙ্গে হয় প্রযুক্ত ভিন্ন-ভিন্ন রূপে যেন উৎস বা আধার হইতে শক্তি উদ্ভিন্ন হইয়া ভিন্ন (=অন্য) রূপে প্রযুক্ত হয় ভিন্ন কর্ম্মের জন্য। মানবেতর জীবের গুহ্যদেশস্থ মূলাধার কেন্দ্রই কর্ম্মাশয়, প্রতিকর্ম্মের উদ্দীপনা আসে এই কর্ম্মাশয় হইতেই, যাহার বাহ্যলক্ষণ পুচ্ছচালন। শক্তির এই প্রকাশক সংজ্ঞা হয় শ্রমিকের "হিঃ"-শব্দটী ; তাই এই দু'টী শব্দ "হিঃ" ও "অন্য" মিলিত হ'য়ে হইল, হিঃ+অন্য=হিরণ্য=ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকরী শক্তির সমষ্টি (aggregate); আর সেই শক্তির উৎসটি বা আধারটিই যেন শক্তির গর্ভ, যাহা হইতে উৎসারিত হয় এই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির বিভিন্ন শক্তি। যাঁহার গর্ভে অর্থাৎ অভ্যন্তরে বা উৎপত্তিকারণে আছে প্রকটিত হিরণ্য নামে

শক্তিপুঞ্জ তাহাই হিরণ্যগর্ভ; হিরণ্য=হরণক'রে আত্মসাৎ করা অর্থে √হৃ+কন্যণ্ র্ম্ব (=হিরণ বা সোণা)+সোণার সার-বস্তু অর্থে য্যপ্ প্রত্যয়; হিরণ্যশব্দের শব্দার্থ হেম, সুবর্ণ, কনক, কাঞ্চন, রেতঃ প্রভৃতি। পদার্থের যে সোণালী বর্ণ—লোহিত-পীতাভবর্ণ—অগ্নিবর্ণ, সেই বর্ণের সহিত সাদৃশ্য কল্পনা ক'রেছেন ঋষিরা ঐ আদিশক্তিরূপ হিরণ্যপদার্থের। আরও শাস্ত্রকার পূর্ব্বাচার্য্যগণ তুলনা ক'রেছেন এই হিরণ্যগর্ভকে নবোদিত অথবা গমনোন্মুখ সূর্য্যের বর্ণের সহিত ও কপির (বানরের) নিতম্বের (পাছার) বর্ণের সহিত। এই বর্ণগুলিকে পিঙ্গল বা কপিল বর্ণ বলা হয়।

আরও, ব্যাকরণবিধি অনুসারে (বৈদিক নিরুক্তকার) অক্ষর-বিপর্য্যয় হইলে যেমন "পশ্যক"-শব্দটী প্রযুক্ত হয় "কশ্যপ"-রূপে, তেমন "হিরণ্যগর্ভ"শব্দটীর গর্ভ-অংশ=গ+র+ভ উক্ত অক্ষর-বিপর্য্যয়ে দাঁড়ায় ভ+র+গ=ভর্গ—গায়ত্রী মন্ত্রের প্রধান অঙ্গ; অতএব দেখা যায় হিরণ্যগর্ভের গর্‌ভ=ভ+র+গ (অক্ষর বিপর্য্যয়ে)। ভর্গের এই ব্যখ্যাবসরে ঋষি সহর্ষে গাইলেন—

"ভেতি" ভাসয়তে লোকান্ রেতি রঞ্জয়তে প্রজাঃ।
গেতি আগচ্ছতেঽজস্রঃ ভরগো (তেন) ভর্গ উচ্যতে।"

[ব্যাখ্যা:—ভেতি=ভ+ইতি; 'ভাসিয়ে দেন সব লোক-গুলিকে, ভাসানোর আদ্যাক্ষর "ভ"। রেতি=র+ইতি; রঙ্গাই করেন সব প্রজা অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুগুলিকে রঙ্গাই বা রঞ্জন করেন; রঞ্জনের "র"। গেতি=গ+ইতি; গমনাগমন করেন অজস্র অর্থাৎ

সর্ব্বদাই—সততই নিরন্তর ও অবিরাম; তাই এই ভ-র-গকে বলে ভর্গ]। এই ভর্গের-ও উৎপত্তিস্থান সেই হিরণ্যগর্ভ; গরভ যেন-> ভরগ, ইহা শুধু অক্ষরবিপর্য্যয় নহে, কার্য্যতঃও বিপর্য্যস্তকরণ অর্থাৎ পারমার্থিকসত্তার যেন ব্যবহারিকসত্তায় প্রথম প্রকাশ। পারমার্থিক সত্তার অপ্রকটিত অবস্থাটী আত্মা, আর তাঁর প্রকটিত অবস্থাটী হচ্ছে শক্তি অথবা সশক্তিক হিরণ্যগর্ভ—ভর্গ। এই নিখিল চরাচরাত্মক ত্রৈলোক্য (=স্থূল+সূক্ষ্ম+কারণ) ভর্গস্বরূপ অর্থাৎ ভর্গ ত্রৈলোক্যের উৎপত্তিস্থান, ভর্গ ত্রৈলোক্যের উৎপাদক, ভর্গ ত্রৈলোক্যের উচ্ছেদক। আমাদিগকে নিখিলভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মে (প্রেরণা যোগান এই সেই ভর্গ, যাহা প্রায় রূপান্তরিত হইয়া নিরন্তর আসিতেছে আত্মার হিরণ্যগর্ভকোষ হইতে। আবার, এই ভর্গাখ্য হিরণ্যগর্ভই (=সর্ব্বশক্তির উৎস ও আধার) সবিতাদেব (Generator The Great); যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির কথায়, (i) "সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।

সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে॥"

অস্যার্থঃ—সৃষ্ট সর্ব্বপদার্থের ও সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বমনোভাবের তথা অন্তঃশব্দের উৎপাদক এবং প্রসব করেন ও পবিত্র (মল শুদ্ধ) করেন বলিয়া তাঁহার নাম সবিতা।

(ii) "দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাদ্রুচ্যতে শোভতে দিবি।

তস্মাদেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্ব দৈবতৈঃ"॥

অস্যার্থঃ—ভর্গ-হন দীপ্তিযুক্ত ও ক্রীড়াযুক্ত; যেহেতু তিনি

স্বর্গ দীপ্তিলাভ করেন ও তথায় শোভাপান, সেহেতু এবং সর্ব্বদেবতাকর্ত্তৃক সংস্তুত হ'ন বলিয়া তাঁহাকে বলা হয় দেব।

(iii) "চিন্তয়ামো বয়ংভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তিং পুনঃ পুনঃ॥

অস্যার্থ :—আমরা চিন্তা করি সেই জ্যোতিঃ (=ভর্গ) যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ প্রেরণা করেন।

(iv) (v) আরও, এই ভর্গশব্দে বহুবিধ মাহাত্ম্যযুক্ত সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী আদিত্যদেবতাস্বরূপ পুরুষ হন উক্ত। তথা, ভৃজি ধাতুর উত্তর পাক করা, যেহেতু তিনি সকল পদার্থ করেন পাক, সর্ব্বদা থাকেন দীপ্যমান এবং প্রলয়কালে কালাগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সপ্তরশ্মি দ্বারা সংহার করেন জগৎ সেইহেতু তিনি কথিত হন ভর্গ।

(vi) (vii) আবার, যদিও সবিতার ভর্গ বলিলে সবিতা ও ভর্গ পৃথক মনে হয়, তথাপি পরমার্থ চিন্তাতে আদিত্য ও ভর্গের ন্যাই কোন ভেদ; যিনি আদিত্য তিনিই ভর্গ, যিনি ভর্গ তিনিই আদিত্য। ভর্গ ও আদিত্যের অদ্বৈতভাব। পুনঃ পুনঃ জন্ম-ভীরু ও সংসার-ভীরু হইয়া মুক্তিলাভেচ্ছু লোক জন্মমৃত্যুনাশের নিমিত্ত এবং ত্রিবিধ দুঃখ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) নাশের নিমিত্ত আদিত্যান্তর্গত ভর্গ নামক যে বরণীয় পুরুষ তাঁহাকে করিবেন দর্শন।

শাম্বপুরাণের কথায়—এই ভর্গ ই সহস্ররশ্মি প্রজাপতি পরমাত্মা।

ভবিষ্যপুরাণের কথায়—আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু হয় নাই ও হইবে না, সমস্ত বেদে ইনি পরমাত্মা বলিয়া হ'ন কীর্ত্তিত।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়ের কথায়—রবিমধ্যে চন্দ্র অবস্থিত, চন্দ্রমধ্যে আছেন অগ্নি (তেজঃ), তেজোমধ্যে সত্য এবং সত্যমধ্যে আছেন অচ্যুত, আমি বলিয়াছি সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের কথা এবং শঙ্কর দেখিয়াছেন সেই সর্ব্বতেজের উৎপাদক পুরুষকে। সেই বিষ্ণু সকলবিশ্বের আধার এবং এই সমস্ত জগৎ তাঁহারই। তাহাই সবিতৃদেবের বরণীয় জ্যোতিঃ, যোগিগণের প্রার্থনীয় ও ধ্যেয় বস্তু; তাহাই অবস্থিত বিশ্বের বাহিরে ও অন্তরে।

আরও যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের কথায়—(১) এইরূপে গায়ত্রীতে তাঁহার মাহাত্ম্য উপবর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার সপ্তব্যাহৃতিরূপ বিশেষণ দ্বারা কথিত হইতেছে তাঁহার মহাপ্রভাব—ভূরাদি সপ্তলোক প্রকাশক। উপর্য্যুপরি অবস্থিত সপ্তলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই ভর্গ এই সপ্তলোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করিতেছেন। এই সপ্তলোকই সপ্তব্যাহৃতি।। ভূরাদি সত্যলোকান্ত যে সপ্ত ব্যাহৃতি তাহারাই উপর্য্যুপরি অবস্থিত সপ্তলোক, ইহারাই স্বয়ম্ভূপ্রোক্ত সপ্তব্যাহৃতি ও ইহারা সপ্ত ছন্দ ও সপ্তলোক বলিয়া কীর্ত্তিত।

(২) আর জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠ (বহ্নি) অর্চ্চিরাদি-মার্গোপাসক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীগণ (যাঁহারা কায়মনোবাক্যকে নিগৃহীত

ক'রেছেন বুদ্ধিতে ) ধ্যান করেন এই ভর্গকেই। ওঁকার ভিন্ন বেদবাক্য হয় নষ্ট—এই দোষ কাটাবার জন্য প্রতি ব্যাহৃতিতে আছে ওঁকারের প্রয়োগ। অথবা ওঁকার ভূরাদি সপ্তলোকের বিশেষণ বলিয়া সপ্ত ওঁকার আছে নির্দ্দিষ্ট; অর্থাৎ এই সপ্তলোক ওঁকারস্বরূপ। ভর্গ ব্রহ্মস্বরূপ—পরমাত্মস্বরূপ; ভর্গই পরমাত্মা। আদিত্যে ইনি ব্রহ্ম এবং ছান্দোগ, বৃহদারণ্য, তৈত্তিরীয় উপনিষদে ইনি ( ভর্গ ) নিষ্ঠা। তথা,—সত্যধর্ম্মা, পুরুষাখ্য অচ্যুত ঈশ্বর ভর্গ যাঁহার নাম বিষ্ণু তাঁহাকে জানিয়া লোকে লাভ করে অমৃত।

(৩) "আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্ব্ব জন্তূনাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥
হৃদ্ব্যোম্নি তপতি হ্যেষ বাহ্যঃ সূর্য্যস্তথান্তরে।
অগ্নৌ বা ধূমকে হ্যেষ জ্যোতিশ্চক্রধরশ্চ যৎ॥

অস্যার্থঃ—আদিত্যমধ্যস্থিত সর্ব্ব জ্যোতির উৎকৃষ্ট জ্যোতি বলিয়া যাহা তাহাই সর্ব্ব জন্তুর হৃদয়ে জীবাত্মারূপে আছেন। ইনিই হৃদয়াকাশে উদিত হন, ইনিই অন্তর ও বাহির সূর্য্য, এবং অগ্নি বা ধূমে ইনি জ্যোতিশ্চক্রধর।

(৪) "পাষাণমণিধাতূনাং তেজোরূপেণ সংস্থিত।"

অস্যার্থঃ—আছেন তিনি প্রস্তর-রত্ন-ধাতুসকলের মধ্যে তেজোরূপে।

(৫) "বৃক্ষৌষধিতৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্ঠতি।"

অন্বার্থ :—সেই ব্রহ্মস্বরূপ ভর্গ রসস্বরূপ অর্থাৎ বৃক্ষ ওষধি তৃণাদি স্থাবরে রসরূপে আছেন তিনি বর্ত্তমান।

(৬) "রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ, সোমমধ্যে হুতাশনঃ।
তেজোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ॥"
"একো হি সোমমধ্যস্থোঽমৃতং জ্যোতিস্বরূপকম্।
হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানাং চেতো দ্যোতয়তে হ্যসৌ॥

অন্বার্থ :—রবিমণ্ডলমধ্যে সোমমণ্ডল, সোমমণ্ডলমধ্যে হুতাশন (=অগ্নি), অগ্নির তেজোমধ্যে আছেন সত্য এবং সত্য মধ্যে অচ্যুত-পরমাত্মা। আর চন্দ্র মধ্যে যে তেজঃ অবস্থিত তাহাই অমৃত নামে চেতনাত্মা। চন্দ্রমধ্যস্থ জ্যোতিস্বরূপ অমৃতই সর্ব্বভূতের হৃদয়ে থাকিয়া চিত্তকে করে দীপ্তিবিশিষ্ট।
কুর্ম্মপুরাণের কথায় :—"যস্মাদিদং জগজ্জাতং লয়ং যাস্যতি যত্র চ।" অমৃতনামক চেতনাত্মা সেই ভর্গপরমাত্মারই মূর্ত্তি। কিন্তু জলে সমস্ত ত্রৈলোক্য উৎপন্ন হইয়াছে, "আপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমপাসৃজৎ"; আর ত্রিজগতের উৎপত্তির আধার-স্বরূপ জলও ভর্গ—ইহা দেখাইবার জন্য ভর্গ বিশেষণে বলেন পুরাণ, এই ভর্গ জলস্বরূপও বটে। এই ভর্গ কেবল ত্রিজগতের উৎপত্তির আধারস্বরূপ জল নহেন, কিন্তু ইনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-মূর্ত্তিতে সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়েরও কর্ত্তা—ইহা দেখাইবার জন্য পুনঃ ভর্গবিশেষণে বলিলেন পুরাণ "ভূর্ভুবঃ স্বঃ"। এই তিন ব্যাহৃতি সত্ত্বরজস্তমোময় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রস্বরূপ।

যজুর্ব্বেদীয় ভাষ্যের কথায়—"মণ্ডলং পুরুষো রশ্ময় ইতি ত্রয়ং ভর্গপদবাচ্যম্। ভর্গো বীর্য্যং বা।"

অস্যার্থঃ—তিন অর্থে ব্যবহৃত হয় ভর্গশব্দ যথাঃ (ক) দীপ্তিমান বা দীপ্তাংশুযুক্ত সূর্য্যমণ্ডল, (খ) সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভপুরুষ, (গ) সূর্য্যরশ্মি।

শতপথ ব্রাহ্মণের কথায়—"বীর্য্যং বৈ ভর্গঃ এষ বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ" [৫ অঃ মাধ্যন্দিনীয় শতপথ ব্রাহ্মণ] ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতি পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ। প্রত্যক্ষ ভর্গদর্শনের কৌশল বা উপায়—অরূপ পরমেশ্বর ভগবানের রূপই এই ভর্গ—ভগবানের স্থূলরূপ। এই ভর্গবস্তুটী সাধকের হৃদয়ে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা পরোক্ষ ভগবানকে করায় অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ। সহজসাধ্য সাধনা করিলেই একটা দিগন্তপ্রসারী জ্যোতিঃ বা প্রকাশ উপলব্ধি হইতে থাকে সাধকের; প্রথমতঃ উহা একটা আকাশীয় তত্ত্বের ন্যায় হয় প্রতীত; বাস্তবিক উহা তত্ত্বমাত্র নহে; উক্ত দিগন্তব্যাপী জ্যোতিঃসত্তার আছে সর্ব্বেন্দ্রিয়ধর্ম্ম, উহার আছে ব্যক্তিত্ব। "ভগবান সর্ব্বব্যাপী" এ কথাটা মানুষ মাত্রেই জানেন, বহুবার শুনিয়াছেন, কিন্তু অল্পলোকেই উহা করেন অনুভব। অনুভব করিতে হইলে যাহাই দেখিবে, যাহাই করিবে, যাহাই ভাবিবে সবই যে ভগবানেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি এইভাবে উদ্‌বুদ্ধ হওয়ারূপ সুকৌশল কর্ম্মই বুদ্ধিযোগ বা সত্যপ্রতিষ্ঠা। এই বুদ্ধিযোগ বা সত্যপ্রতিষ্ঠাই ভর্গদর্শনের উপায়; অন্যান্য তত্ত্বগুলি অপেক্ষা বুদ্ধিতত্ত্ব সমধিক সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ;

বুদ্ধিক্ষেত্রে বা মহৎতত্ত্বে চৈতন্যের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ সর্ব্বপ্রথম, সুতরাং বুদ্ধি দ্বারা যত সহজে ভগবানে যুক্ত হওয়া যায়, প্রাণ মন ইন্দ্রিয় দ্বারা তত সহজে যুক্ত হওয়া যায় না তাঁহাতে; কারণ বুদ্ধি অপেক্ষা উহারা স্থূল ও সমধিক জড়ধর্ম্মী। বুদ্ধি দ্বারা ভগবানে যুক্ত হইয়া থাকা অতি অল্প আয়াসেই হয় সম্পন্ন।

প্রথম প্রথম নকল করিয়া বিষয়ে বিষয়ে বুদ্ধিযোগের সাহায্যে ভগবান-খোঁজার ছলে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে ভগবৎ কৃপায় একদিন সাধক দেখিতে পান—তাঁহার সম্মুখে এক অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব স্নিগ্ধ চৈতন্যময় আকাশ পাইয়াছে প্রকাশ, ঐ আকাশ এত প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত যে, উহাকে আর নকল বা কল্পনা বলিবার উপায় থাকে না, উহার দর্শনমাত্র প্রাণ যেন নিমগ্ন হয় অমৃতরসে, অবিশ্বাসী চঞ্চল মনঃ হয় স্থির, সাধক মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন সেই শুভ্র সত্যজ্যোতিতে। প্রথমে ঐ চিদাকাশ মলিন ভাবাপন্ন, চঞ্চল ও অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়, ক্রমে সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত হইলে, উহা শুভ্র, নির্ম্মল ও বহুক্ষণস্থায়ী হয়, ইচ্ছামাত্রেই দর্শন ঘটে। ক্রমে ভগবৎ কৃপায় ঐ আকাশ নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া সাধকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে থাকে। কখনও পীত, কখনও লোহিত, কখনও শ্বেত! নয়নপথে সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধজ্যোতি সমুদ্ভাসিত! সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশীলতাহেতু ইহা তেজঃ বলিয়া প্রতীয়মান হ'লেও ইহা বহুলশঃ কথিত সেই মহতত্ত্ব! পুনঃ পুনঃ ইহাতে অবস্থান করা অভ্যাস করিলে শেষে ইচ্ছা মাত্রেই এই মহৎতত্ত্ব পর্য্যন্ত

( বুদ্ধিময়ক্ষেত্র ) একেবারেই যাওয়া যায়। ইহাই চিন্ময় জ্যোতির্ম্মণ্ডল! অথবা জ্যোতির্ম্ময় চিন্মণ্ডল!

যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গত ব্যষ্টিপ্রকাশ এক-সমষ্টি প্রকাশকেন্দ্রে পেঁছায়—অর্থাৎ যে কেন্দ্রের প্রকাশে ঐন্দ্রিয়িক প্রকাশ, সেই মূল প্রকাশে পেঁছায়, তখনই বুঝিতে পারা যায় ইহাই মহৎ-তত্ত্ব; ইনিই "ধী" বা গায়ত্রী—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধীশ্বরী। এখানে পৌঁছিলে "ঐক্য" অর্থাৎ একভাবই বিশেষভাবে পায় প্রকাশ। কি মনোরম এ স্থান! যুগপৎ একত্ব-বহুত্বের প্রকাশ যে কিরূপে ঘটে তাহা বোঝা যায় এইখানেই। বিস্ময়ে আনন্দে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হ'ন ব্রাহ্মণ। আচার্য্য শঙ্করের কথায়, "বিশ্বং-দর্পণ-দৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং"।

(VIII) গায়ত্রীতত্ত্ব ঃ

(ক) ব্যাকরণঃ—গান করা অর্থে √গৈ+শৈতৃ ক= গায়ৎ; গায়ৎ+ত্রাণ করা কর্থে √ত্রৈ+ড ক+ঈপ্=গায়ত্রী। আবার, গায়ত্রীন্ শব্দটী পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ রূপেও ব্যবহৃত হয়, যেমন—পুংলিঙ্গ গায়ত্রী মানে উদ্গাতা ও সামগায়ক; স্ত্রীলিঙ্গে গায়ত্রী মানে বেদমাতা ও উপাস্য বৈদিক মন্ত্রবিশেষ; ক্লীবলিঙ্গে গায়ত্রী মানে গায়ত্রীছন্দ।

গায়ন্তং ত্রায়তে শতৃ, গায়ৎ ত্রৈ—ণিণি আলোপাৎ সাধুঃ। গায়ন্তং ত্রায়তে গায়ৎ ত্রা—ক।

( আতোঽনুপসর্গে-কঃ পাঃ ৩।২।৩) ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। অথবা—গয়া এব গায়াঃ গয় স্বার্থে অন্ গায়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে।

গায়-ত্র ! ক·ঙীষ্ ব্যাস বলেন, "গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীত্বং ততঃস্মৃতা"। যে মন্ত্র গান বা পাঠ করিলে, গায়ক ও পাঠক ত্রাণ লাভ করে সেই মন্ত্রের নাম গায়ত্রী।

ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদেই আছে গায়ত্রী মন্ত্র।

(খ) **গায়ত্রীর ব্যাখ্যা**—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রাত্মক ওঁ (ভূলোক) ভূঃ, ( অন্তরীক্ষ ) ভুবঃ, ( স্বর্গলোক ) স্বঃ—এইরূপে উপর্যুপরি-ক্রমে অবস্থিত এই তিন লোকে ব্যাপ্ত হইয়া যিনি তৎপ্রকাশক এবং যিনি সর্ব্বজীবের সর্ব্বভাবের প্রসবকর্ত্তা দীপ্তিশালী ভর্গের বরণীয়—সম্ভজনীয়-পুজ্য-শ্রদ্ধেয় যে সারতম সামগ্রী অর্থাৎ সর্ব্বা-বরণ ও সর্ব্ববরেণ্য আত্মা তাঁহাকে করি ধ্যান বা করি তাঁরই অনুচিন্তন, তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ( 'ধী'কে ) নিয়োজিত করিতেছেন নিরন্তর ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ ব্যাপাররূপ আমাদের স্ব-স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে। মনুষ্যের কর্ত্তব্যই আশ্রণীয় ; যাঁহা হইতে স্ফুরণ হইবে সেই কর্ত্তব্য তাঁহাকেই করি অনুচিন্তন। সেই কর্ত্তব্য কি ? শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম—তাঁহার উপাসনারূপ শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম। [ বিঃ দ্রঃ—শ্রীমদ্ভাগবতের সূত্র—"জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো-যশ্চেহকর্ম্মভিঃ" অর্থাৎ ইহলোকে জীব যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে তাহার তত্ত্বজিজ্ঞাসাই উদ্দেশ্য হওয়া চাই, উহার মাত্র অর্থ জিজ্ঞাসা নহে, এই তত্ত্বজিজ্ঞাসাই শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম। ]

(গ) **মাহাত্ম্য**—যে গায়ত্রীমন্ত্র তিন বেদের সারভূতা ও চতুরাশ্রমের প্রধান অবলম্বনীয়া এবং ব্রাহ্মণাদির প্রাণস্বরূপা, যে গায়ত্রী পরমানন্দ-স্বরূপ-মোক্ষধামের অদ্বিতীয়া আরোহণী

(=সিঁড়ি, মই ), যে গায়ত্রী ব্রাহ্মণের আত্যন্ত সহায়িকা ও ঈশ্বরোপাসনার মূলমন্ত্রস্বরূপা, যে গায়ত্রী অবিদ্যাধ্বান্তনাশিনী, জ্ঞানার্কপ্রকাশিনী, মেধাসংদায়িনী, চিত্তবিশোধিনী, তত্ত্ববিকাশিনী, শ্রীবৃদ্ধিকারিণী, বিপদবারিণী, দুরিতনাশিনী ও সর্ব্বভদ্রপ্রদায়িনী এবং ভবতাপনাশিনী সেই শান্তিময়ী নির্ব্বাণদাত্রী গায়ত্রীর ব্যাখ্যান জগদ্ধিতায় হউক প্রচারিত বহুলশঃ।

শতপথ-ব্রাহ্মণে কাং ১৪।৮।১৬।৭ ও ঋগ্বেদাদিভাষ্য-ভূমিকায় প্রদত্ত মন্ত্রগুলির মর্ম্ম দেয়া যায় নিম্নে যথা—প্রাণই বল, প্রাণমধ্যে বল ও সত্য প্রতিষ্ঠিত। পরমাত্মা এই প্রাণেরও প্রাণস্বরূপ; প্রাণশব্দের নামান্তর "গয়া", এই জন্য গয়াকে ত্রাণ করে বলিয়া গায়ত্রী মন্ত্রের নাম হ'য়েছে "গায়ত্রী"। আবার এই গায়ত্রী মন্ত্রকেও নাম দেয়া যায় গয়া, কারণ উক্ত গায়ত্রীর অর্থ বিচারে হৃদয়ের সর্ব্ববিধ তাপ হয় বিদূরিত। প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে গয়া-নামক গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিলে ব্রাহ্মণের মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্তিযোগ। যথানিয়মে প্রাণায়ামে পরমাত্মার ধ্যান-ধারণায় পিতর-পিতৃপুরুষগণ সর্ব্ব দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চিত্তবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ মুক্তি লাভ করেন। পরমাত্মা প্রাণেরও রক্ষক বা ত্রাতা, এইজন্য তাঁহার নাম গায়ত্রী। আবার ছান্দোগ্য ৩।১২।১ মন্ত্রের মর্ম্মে দেখা যায়—যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ আছে, তৎ-সমুদয়ই "গায়ত্রী।" বাক্ই গায়ত্রী; কারণ বাক্ই সমস্ত ভূতকে গান করে ও রক্ষা করে। গায়ত্রীই বাণী এবং বাণীই সরস্বতী।

বক্ষ্যমান গায়ত্রী পৃথিবী ; কারণ সকল প্রাণী এই পৃথিবীতে আছে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা ছেড়ে কেহ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। এই পৃথিবী বা গায়ত্রী পুরুষের শরীর ; কারণ শরীরেই প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সকল প্রতিষ্ঠিত, এই শরীর ছেড়ে প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সকল থাকিতে পারে না। পুরুষের শরীর বা গায়ত্রী পুরুষের দেহান্তবর্ত্তী হৃদয় ; কারণ হৃদয়েই প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সকল আছে প্রতিষ্ঠিত। হৃদয় ত্যাগ ক'রে ইন্দ্রিয়সকল থাকিতে পারে না।

আবার ছান্দোগ্য ৩।১২।৫ মন্ত্র-যথা—

"সৈষা চতুষ্পদা ষড়্ বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যনূক্তম্ ।"

মর্ম্ম—সেই এই চতুষ্পদা-চতুর্বিবংশত্যক্ষরা ছন্দোরূপা গায়ত্রী বাক্ ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও প্রাণ এই ছয়রূপে ষড়বিধা। এই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম বক্ষ্যমান ঋঙ্ মন্ত্র দ্বারা সর্ববতোভাবে হ'ন প্রকাশিত।

গায়ত্রী মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বলেন—

"বেদাঃ সাঙ্গাস্তু চত্বারোঽধীতাঃ সর্ব্বেঽথবাঙ্ময়ঃ ।
গায়ত্রীং যো ন জানাতি বৃথা তস্য পরিশ্রমঃ ॥
গায়ত্রীমাত্র সন্তুষ্টঃ শ্রেয়ান্ বিপ্র সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদী চ সর্ব্বাশী সর্ববিক্রয়ী ॥"

মর্ম্ম ঃ-চতুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গপাঠে বাঙ্ময় হইয়াও যদি ব্রাহ্মণ গায়ত্রী না জানে, তাহা হইলে বৃথা হয় তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম। যে জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ গায়ত্রী মাত্র জানিয়া আছেন সন্তুষ্ট, তিনিই

শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় সর্ব্বভুক্ ও সর্ব্ববিক্রয়ী ত্রিবেদী হইলেও গায়িত্রী না জানিলে হন নিকৃষ্ট।

আরও, "আয়ুরারোগ্য কর্ত্তারঃ ওঙ্কারাদ্যাশ্চ নাকদাঃ।
ওঙ্কারঃ পরমো মন্ত্রস্তং জপ্ত্বা চামরো ভবেৎ।
গায়ত্রী পরমো মন্ত্রস্তং জপ্ত্বা ভুক্তিমুক্তিভাক্॥" অঃ পুঃ

মর্ম্মঃ—ওঙ্কারাদি মন্ত্র আয়ুষ্কর, আরোগ্যকর ও স্বর্গপ্রদ। পরমমন্ত্র ওঙ্কার জপে মানব হ'তে পারে অমর। পরমমন্ত্র গায়ত্রী জপে পাওয়া যায় ভোগ ও মোক্ষ।

অগ্নিপুরাণের ( ২১৫ অঃ ) উপদেশ—গায়ত্রীর ধ্যানে হয় পাপনাশ এবং গায়ত্রী সহ হোম করিলে সিদ্ধ হয় সমস্ত অভীষ্ট।

আরও কাশীখণ্ডে কীর্ত্তিত গায়ত্রীমাহাত্ম্য এইরূপ—অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে মীমাংসা প্রধান, মীমাংসা হইতে তর্কশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র হইতে পুরাণ, পুরাণ হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বেদ প্রধান। বেদের মধ্যে আবার উপনিষদ্ প্রধান, উপনিষদ্ হইতেও শ্রেষ্ঠতম গায়ত্রী ; গায়ত্রী অপেক্ষা অধিক আর কিছু নাই। ইনি বেদমাতা এবং ইনিই ব্রাহ্মণ প্রসবকারিণী। যে ব্যক্তি ইঁহার গান করে, ইনি তাহাকেই ত্রাণ করেন, এই কারণেই তাঁর নাম গায়ত্রী। সবিতৃ দেবতাই এই মন্ত্রের বাচ্য। এই গায়ত্রীর প্রভাবেই রাজর্ষি কৌষিক ব্রহ্মর্ষিপদ পেয়েছিলেন এবং আর একটী জগৎ সৃষ্টি করার শক্তি অর্জ্জন ক'রেছিলেন। গায়ত্রীর উপাসনা করিলে সমস্তই হয় সম্ভব। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই

গায়ত্রীরূপ। বেদপাঠে বা অনন্তশাস্ত্রপাঠে হইতে পারে না ব্রাহ্মণ, কেবল ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী উপাসনা করিলেই হইতে পারে ব্রাহ্মণ।

আরও, পদ্মপুরাণোক্ত গায়ত্রী-গল্পের গূঢ়রহস্যভেদ। গল্পটী এই—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই সূত্রে একদা ব্রহ্মা যজ্ঞে বসিয়া আপন স্ত্রী সাবিত্রীকে ডেকে পাঠালেন; কিন্তু তিনি সে সময় গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত-ব্যাপৃতা থাকায় যাইতে না পারাতে ব্রহ্মা পুনরায় দারপরিগ্রহমানসে পাত্রী খুঁজিতে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রকে দিলেন আদেশ। ইন্দ্র পৃথিবী থেকে এক গোপকন্যাকে আনিলে ব্রহ্মা তাঁহাকেই বিবাহ করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন। এই গোপকন্যাই গায়ত্রী নামে খ্যাতা; অতএব ব্রহ্মার হ'লো দু'টী পত্নী—১মা-সাবিত্রী, ২য়া-গায়ত্রী। অস্য গূঢ়রহস্য—ব্রহ্মার যজ্ঞ মানে সৃষ্টিকর্ম্ম; গোপকন্যার "গো" মানে ইন্দ্রিয় তাহাকে পালন করেন যিনি তিনি "গোপ"; ইন্দ্রিয়গণকে পালন করেন মনঃ; মনঃ হইতেই ইচ্ছাশক্তি, সৃষ্টির সহায়কারিণী। আবার "গো"-শব্দের অন্যতম অর্থ পৃথিবী।

ব্যাপারটী আধ্যাত্মিক ও যোগের বৈজ্ঞানিক ব্যাপার; যথা—সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী তেজঃ শক্তি (=সাবিত্রী) বীজাণুরূপে বা অঙ্কুররূপে আসিয়া পতিত হয় পৃথিবীতে, তাহাতেই সৃষ্টি ও উৎপত্তি হয় স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের; এবং পৃথিবীর শক্তিদ্বারা—বসুন্ধরার অন্তর্নিহিতাশক্তি (=গায়ত্রী) দ্বারাই তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া সৃষ্টির করে শোভাবর্দ্ধন। এই দুই শক্তি দ্বারা (সাবিত্রী+গায়ত্রী) ব্রহ্মার জগৎ সৃষ্টি বা

যজ্ঞ। তজ্জন্য ঐ দুই শক্তি সাবিত্রী ও গায়ত্রী ব্রহ্মার স্ত্রীরূপে পুরাণে কল্পিত। সাবিত্রী দ্বারা স্বর্গলোক সৃজন এবং গায়ত্রী দ্বারা মর্ত্ত্যলোক সৃজন কল্পনা করা যেতে পারে। সুতরাং মর্ত্ত্যবাসী-ব্রাহ্মণ আমরণ করিবেন গায়ত্রীমাতার সেবা !

(ঘ) গায়ত্রীছন্দঃ—ছন্দঃর ব্যাকরণগত শব্দার্থ এই, সংবরণ করা বা আবৃত করা অর্থে √ছদ্‌' বা আহ্লাদিত করা অর্থে √চন্দ হইতে নিষ্পন্ন এই ছন্দশব্দটী; ছন্দ শব্দের অর্থ আহ্লাদ, দীপ্তি ও সংবরণ। পরিমিত অক্ষরে বদ্ধ ও শ্রবণ-মনের প্রীতিপদ পদাবলির নাম ছন্দঃ। ছন্দঃ দুই প্রকার,—মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর; যে ছন্দে চরণদ্বয়ের অন্ত্যবর্ণে মিল থাকে তাকে বলে মিত্রাক্ষর ছন্দঃ, আর মিল নাই যেখানে তাহাই অমিত্রাক্ষর। সাধারণতঃ ছন্দ-শব্দ মানে বিশেষ ইচ্ছা, অভিলাষ-অভিপ্রায়; এবং আরও, সর্ব্বজন সুবিদিত জনপ্রিয় "তাল"-শব্দটীও এই ছন্দঃ শব্দেরই প্রায় প্রতিধ্বনি। ইংরাজিতে এই দু'টীকেই বলে "Rhythm"। তাই আলোচ্য শব্দ "ছন্দঃ" শব্দটীর বিস্তারিত আলোচনার আগেই "তাল"-শব্দটীর প্রাসঙ্গিক কথা বলা যায় এইরূপ—জগৎ নিয়তগতির বা পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি এবং গতি মাত্রেরই আছে স্ব-স্ব একটা তাল বা ছন্দঃ ( Rhythm ); প্রতিষ্ঠার্থক √তল+ঘঞ্ = তাল শব্দ নিষ্পন্ন; কাল ও ক্রিয়ার যাহা মান—প্রতিষ্ঠা, তাহাকে বলে "তাল"। সঙ্গীতশাস্ত্র মতে—পুরুষশক্তির নৃত্যকে বলে "তাণ্ডব", আর স্ত্রীশক্তির নৃত্যকে বলে "লাস্য"; এবং "তাণ্ডব"

ও "লাস্য" এই দু'টীর আদ্যাক্ষর মিলিত হইয়া, ( তা+ল ) হইয়াছে "তাল"-শব্দ। এই হরগৌরীর নৃত্য হইতে উৎপন্ন কথাটীর মধ্যে আছে অন্তর্নিহিত বিশ্ববিজ্ঞান ; জগতের সমন্বিত পুংশক্তি হয় **হর** এবং সমন্বিত স্ত্রীশক্তি হন **গৌরী**।

ক্রিয়ামাত্রই পুংশক্তির ও স্ত্রীশক্তির মিথুনে হয় উৎপন্ন। চিন্তাশীল সজ্জন বিচার করুন, "ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত" [ বাক্যপদীয় ]। সকল ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হয় তালে তালে, এবং তাল হয় **কাল ও ক্রিয়ার** মানদণ্ড ও ক্রিয়ামাত্রের প্রতিষ্ঠা।

যাই হোক, এখানে উল্লেখ থাকে যে আমাদের আলোচ্য গায়ত্রীছন্দঃটা আদি **সপ্তছন্দের** অন্তর্গত ; বেদমন্ত্রে ব্যবহৃত সপ্তছন্দ নহে ; বেদমন্ত্রসকল কেবল ঐ সপ্তছন্দে রচিত বলিয়া যে ধারণা, তাহা ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃতপক্ষে ঐ সপ্তছন্দ অপেক্ষা বহু ছন্দে গ্রথিত বেদমন্ত্র দৃষ্ট হয় ; ঋগ্বেদেই ৪০ প্রকার ছন্দের উল্লেখ আছে। ( ১০ মণ্ডল ১১৪ সূক্ত ৫-৬ ঋক্ ) উত্তরকালে কাব্যার্থে অসংখ্য ছন্দের সৃষ্টি ছন্দ-মঞ্জুরিতে দেখা যায়। যাস্কমুনি করিয়াছেন ৯টী ছন্দ যথা এই সপ্ত ছন্দ+২ ছন্দ যার নাম বিরাট ও ককুভ। আবার, ছন্দ-অর্থে কেহ ৪ বেদসংহিতা, কেহ সংহিতা ও বেদের ব্রাহ্মণ অর্থ ধরিয়া অর্থ করিয়া থাকেন ; ছন্দে গ্রথিত বলিয়া বেদের নামও হইয়াছে ছন্দ। "ছন্দ" অর্থে বেদ হইলেও, সকল স্থলে ঐ এক অর্থ প্রযুজ্য নহে, এবং ছন্দ শব্দের অর্থ যে বেদ তাহাও

সর্ব্বত্র গ্রহণীয় নহে। শুক্ল যজুর্ব্বেদেয় বিবিধ ছন্দ যথা—পৃথিবী ছন্দোঽন্তরিক্ষঃ ছন্দো দ্যৌশ্ছন্দঃ, সমাঃ ছন্দো বাক্ ছন্দো মনশ্ছন্দঃ কৃষিশ্ছন্দো হিরণ্যং ছন্দো গৌশ্ছন্দোঽজাশ্ছন্দোঽশ্বশ্ছন্দঃ। ( শুঃ, য. ১৪।১৯ )।

নিম্নোক্ত দ্বাদশ দেবতা দ্বাদশ ছন্দস্বরূপ যথা—

১। অগ্নির্দেবতা, ২। বাতো দেবতা, ৩। সূর্য্যোদেবতা, ৪। চন্দ্রমা দেবতা, ৫। বসবো দেবতা, ৬। রুদ্রো দেবতা, ৭। আদিত্যো দেবতা, ৮। মরুতো দেবতা, ৯। বিশ্বেদেবা দেবতা, ১০। বৃহস্পতির্দ্দেবতা, ১১। ইন্দ্রোদেবতা, ১২। বরুণোদেবতা। ( শুঃ, যঃ. ১৪।২০ ) তৈত্তিরীয়ে ইন্দ্রকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা ঋষভছন্দ বলা হইয়াছে যেমন, "যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভুব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু।"

**ছন্দের কাজ** :—ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন,—"দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যত স্ত্রয়ীংবিদ্যাং প্রাবিশন্, তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্, যদেভিরচ্ছাদয়ন তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্"।

অস্যার্থ :—দেবগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ত্রয়ী বিদ্যার (ঋক্+যজু+সাম ) শরণাগত হইলে, বেদ শরণাগত দেবগণকে ছন্দ দ্বারা ক'রেছিলেন আচ্ছাদিত ; যেহেতু ত্রয়ীবিদ্যা দ্বারা আবৃত ( আচ্ছাদিত ) সেইহেতুই ইহাদিগকে বলা হয় **ছন্দ**। মা'র কোলে শীতার্ত্ত শিশুকে তার মা যেমন অঞ্চল দিয়ে ঢেকে করেন রক্ষা, তেমন ত্রয়ীবিদ্যা দেবগণকে স্বীয় ছন্দের আবরণে

আবৃত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন মৃত্যুভয় হইতে। এখন ছন্দের আবরণে **আবৃত** জনের মৃত্যুভয় দূর হওয়ার ব্যাখ্যায় বলা যায় এইরূপ—শ্রুতি অনুসারে '**মৃত্যু মানে শক্তিহীনতা**; প্রাকৃতিক নিয়মে তমোগুণ উৎপন্ন করে জাড্য বা ক্রমলয় এবং **রজোগুণ** উৎপন্ন করে চিত্তচাঞ্চল্য বা বিক্ষেপ। বৈদিক শব্দরাশি ছন্দোমণ্ডিত হইলে তাদের বাড়ে **সত্ত্বগুণ** এবং তাহারা হয় অধিকতর শক্তিসম্পন্ন ; এইরূপ সমধিক শক্তিসম্পন্ন সাত্ত্বিক শব্দরাশির উচ্চারণে তমঃ ও রজোগুণ প্রশমিত হইবার ফলে জাড্যের ক্রমলয় ও চিত্তচাঞ্চল্যের বিক্ষেপ হয় দূরীভূত। ছন্দোহীন কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতেও লোক বিক্ষিপ্ত মনে দুশ্চিন্তা করিয়া থাকে ; কিন্তু সেই শব্দগুলি যখন ছন্দোবদ্ধ **কবিতার আকারে** পরিণত হয়, তখন সেই কবিতার আবৃত্তিকালে চিত্তের জাড্যভাব বা মূঢ়বৃত্তির ও চিত্তচাঞ্চল্যভাবের বিক্ষেপবৃত্তি হয় মন্দীভূত এবং উদয় হয় **একাগ্রবৃত্তির** ; আবার যখন সেই কবিতাটি স্বরলহরীযুক্ত গীতির আকারে পরিণত হয়, তখন তাহার শক্তি কবিতা অপেক্ষাও অধিকতর হয়। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সামবেদকে অপর বেদত্রয় অপেক্ষা ব'লেছেন শ্রেষ্ঠ [ "বেদানাং সাম-বেদোঽস্মি" ]। আরও, উদাত্তাদি স্বরযোগে ছন্দোবদ্ধ বৈদিক-মন্ত্র উচ্চারণকালে বাহিরের ও ভিতরের বায়ুমণ্ডল হয় পবিত্র ; দুশ্চিন্তা ও জাড্য হয় প্রশমিত।

এই বিশ্বজগতের স্পন্দন বা প্রাণশক্তি ঘটিয়াছে এই ছন্দের

দ্বারা। এই বিশ্বের দু'টী ভাব—পুরুষভাব ও প্রকৃতিভাব, প্রকৃতিভাব পুরুষভাবের আবরক বা আচ্ছাদনকারী। পুরুষভাব নিরাকার অবস্থা, আর প্রকৃতি ( প্রকরোতি ইতি প্রকৃতি )-ভাব সাকার অবস্থা। প্রকৃতির রূপ শত ( বহু ); সেই শতরূপই ছন্দের স্বরূপ। মনঃ পুরুষকে গোপন করিয়া রাখিয়াছে, বাক্যও তাঁহাকে জানিতে দেয় নাই; সুতরাং মনঃ ও বাক্য সকলেই ছন্দ। ক্লীবলিঙ্গ ছন্দস্ শব্দের বহুবচনে ছন্দাংসি; এই শব্দটী ধরিয়া গীতার শ্লোক ( ১৫।১ )।

"উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।"

এই শ্লোকস্থ "ছন্দাংসি"-শব্দটীর শব্দার্থ টীকাকারগণ ক'রেছেন "কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদসমূহ"; কিন্তু উহা মূল শ্লোকের মর্ম্মানুযায়ী হয় নাই। তাই উহা স্পষ্টীকৃত করা যায় এইরূপে—যে পদার্থনিচয় সেই অব্যয় অশ্বত্থবৃক্ষের পত্রাদিরূপে বৃক্ষটীকে রেখেছে আচ্ছাদন করিয়া, তাহারাই সেই বৃক্ষটীর ছন্দস্বরূপ; এ স্থলে মূলশব্দের অন্যতম অর্থ আদিকারণ এবং অন্তরিক্ষ ধরিলে, তাঁহার অন্তর্গত অন্তঃস্থ বসুগণ, দেবগণ, আদিত্যগণ, সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্রগণ প্রভৃতিই ঐ শ্লোকের "ছন্দাংসি"-শব্দের লক্ষ্যস্থল। অর্থাৎ ব্যোমবিহারী সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্রগণই অশ্বত্থবৃক্ষের আচ্ছাদনকারী আবরক স্বরূপ; আলোচ্যমান অশ্বত্থবৃক্ষটী অঙ্গী এবং ছন্দ সকল তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ। ছন্দ সকল সেই বৃক্ষের পত্র, সুতরাং বৃক্ষ হইতে নহে পৃথক্ পদার্থ; [মূল-কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা-

পত্র-পুষ্প-ফল এই সমস্ত লইয়াই বৃক্ষ; ইহার কোনটীই বৃক্ষ হইতে নহে পৃথক্; এইরূপ ভাবে অশ্বত্থবৃক্ষটীকে জানিতে পারিলে বেদবিৎ হওয়া যায়।

আদি সপ্তছন্দোৎপত্তির বহু পরে রচিত বেদমন্ত্র। আদি **সপ্তছন্দের নাম** (১) গায়ত্রী (২) উষ্ণিক্ (৩) অনুষ্টুপ (৪) বৃহতী (৫) পংক্তি (৬) ত্রিষ্টুপ (৭) জগতী। ছন্দ শব্দের ধাতুগত অর্থ যে আহ্লাদ-আনন্দ-দীপ্তি, সংবরণ ( সম্যক্‌রূপে আবরণ ), তাহা হইতে নিষ্কাষিত হয় ইহার গূঢ় রহস্যার্থ :—নিরাবরণ পরমাত্মা **আনন্দস্বরূপ**; এই পরমানন্দ কেবল-আনন্দ অর্থাৎ নির্ম্মল—নির্লেপ—নিষ্কল আনন্দ! আমাদের সুপরিচিত সেই সচ্চিদানন্দ! লীলাকৈবল্যবশতঃ তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর "সৎ"-অংশে আবির্ভূত হইল তাঁর "চিৎ"-অংশ; এই চিদাংশেরই মাধ্যমে নানা-আভরণরূপ-আবরণে আবৃত হইয়া বাহিত হ'লেন আদি আসল-আনন্দবস্তুটী। তাঁহার আনন্দ বিকসিত হইয়াই এই জগতের উদ্ভব; সার্থক হ'লো তাঁর **'সচ্চিদানন্দ'** নাম। এখন সেই অনন্ত-অসীম-নিরাবরণ আত্মা ( পরমাত্মা ) যে কায়দায় আংশিক আবৃত হ'য়ে আর এক অভিনব জাগতিক আনন্দ আনেন সেই কায়দাকেই ( principle ) বলা যায় ছন্দ; সুতরাং "ছন্দ"-শব্দের ধাতুগত শব্দার্থ ও এই আধ্যাত্মিক ভাবার্থ ( = আনন্দাবরণ বা আবরণানন্দ) এই উভয়েরই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে দাঁড়ায় একই তত্ত্বার্থ—ইহাই ছন্দের মূল তত্ত্ব।

এখন আদি সপ্তছন্দের নাম হইতেই তন্মধ্যস্থ গূঢ়ার্থ নিষ্কাষণ করার প্রচেষ্টায় প্রথমেই বলা যায় যে ব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্তিই শব্দ বা বাক্য। "বাগেব ইদং সর্ব্বং"— ইহাই বলেন শ্রুতিঃ।

১। গায়ত্রীছন্দ ( আদি )—ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া যে অনাহত ধ্বনি উত্থিত হইয়া সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই হইল গায়ত্রীছন্দ ; এই ছন্দের অপর নাম সরস্বতী ; কারণ, সরস্বতীই চৈতন্যরূপিণী বাক্‌দেবী। এই গায়ত্রীছন্দই সকল ছন্দের মাতৃস্থানীয়া ; এই জন্য গায়ত্রী আবাহন মন্ত্রে গায়ত্রীকে "ছন্দসাং মাতঃ" বলা হইয়াছে। কারণ, শব্দ হইতে সমস্ত জগৎ সমুদ্ভুত। মনের মধ্যে বাক্য, বাক্যের মধ্যে মনঃ। বেদমন্ত্রে ব্যবহৃত ছন্দের অক্ষরসকল ও চরণদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ক্রম ( Order and arrangement ) বর্ণিত হইয়াছে। বেদমন্ত্রে ব্যবহৃত ছন্দ এবং সৃষ্টিব্যাপারে ব্যবহৃত ছন্দ যেরূপ ভাবে অনুসৃত তাহাও বিস্ময়জনক !

গায়ত্রীছন্দ ত্রিপদী, প্রত্যেক পদে ৮টি করিয়া সর্ব্বসমেত ২৪ অক্ষর ; আবার চতুর্বিবংশতি ২৪টী তত্ত্ব (যথা মূল-প্রকৃতি তত্ত্ব ১+মহতত্ত্ব ১+অহঙ্কারতত্ত্ব ১+মনস্তত্ত্ব ১+তন্মাত্রতত্ত্ব ৫+ বিষয় ৫+ইন্দ্রিয় ১০=২৪ সমষ্টি তত্ত্ব। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে—৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়+৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়+৫বিষয়+৫ভূত+মন+ বুদ্ধি+আত্মা+প্রকৃতি=২৪টী পদার্থ চিন্তনীয় গায়ত্রীর ২৪টী

অক্ষরে। কিরূপ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেয়া যায়—

যথানিয়মে প্রণব আবাহন ও প্রণবোচ্চারণ, ব্যাহৃতি আবাহন ও ব্যাহৃতি-উচ্চারণাদি করিয়া গায়ত্রী আবাহন ও গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করণান্তর এক একটি অক্ষরের সহিত উপরোক্ত বিষয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। যথা—

### ত্রিপদী গায়ত্রীর অক্ষর ও দেবতা তালিকা—

| ১ম পাদ | ২য় পাদ | ৩য় পাদ |
|---|---|---|
| অক্ষর—দেবতা | অক্ষর—দেবতা | অক্ষর—দেবতা |
| ১। তৎ=অগ্নি। | ৯। ভ—ইন্দ্র। | ১৭। ধি—অঙ্গিরা |
| ২। স=বায়ু। | ১০। র্গ—গন্ধর্ব্ব। | ১৮। য়ো—বিশ্বদেব |
| ৩। বি=সূর্য্য। | ১১। দে—পূষা। | ১৯। য়ঃ—অশ্বিনীকুমার |
| ৪। তুঃ=বিদ্যুৎ। | ১২। ব—মৈত্রাবরুণ। | ২০। নঃ—প্রজাপতি |
| ৫। ব=যম। | ১৩। স্য—ত্বষ্টা। | ২১। প্র—সর্ব্বদেব |
| ৬। রে=বরুণ। | ১৪। ধী—বাসব। | ২২। চো—রুদ্র |
| ৭। নী=বৃহস্পতি। | ১৫। ম—মরুদ্গণ। | ২৩। দ—ব্রহ্মা |
| ৮। য়ং=পর্জ্জন্য। | ১৬। হি—সোম। | ২৪। য়াৎ—বিষ্ণু। |

গায়ত্রী মধ্যবর্ত্তী কোন্ অক্ষরের অধিপতি বা দেবতা কে তাহা লিখিত হইল উপরে।

এই চতুর্বিবংশতিঅক্ষরা গায়ত্রী মানবদেহেই রহিয়াছেন বিদ্যমান। মাতৃগর্ভে গর্ভাধানের পরই বিন্দুমাত্র রূপে জন্ম লইয়া জীব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া প্রায়-ওঁকার একটী গোলাকার

ভাঁটার মত হয় ; এই ভাঁটা বাড়িতে বাড়িতে ইহা হইতে মাথা, হাত ও পা বাহির হয়। মাথা ক্রমে বাড়িলে দুই অংশে বিভক্ত হয় যথা—(১) ওষ্ঠাদি উপর অংশ (২) অধরাদি নিম্ন অংশ। দুই হাতে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি-পরিণাম লইয়া দশ অংশ ; দুই পায়ে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি-পরিণাম লইয়া দশ অংশ ; অতঃপর অধোদেশে মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয় লইয়া দুই অংশ ; দেহের এই সর্ব্বশুদ্ধ ২৪ অংশেই ২৪-অক্ষরাগায়ত্রী করিতেছেন বিরাজ।

আরও গায়ত্রীর চতুর্বিবংশতি অক্ষর সম্বন্ধে যোগি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ—দেহের ৫টী-কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্‌পাণিপায়ুপাদউপস্থ)+ ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষুকর্ণনাসিকাজিহ্বাত্বক্)+৫টী ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় (—রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ)+৫টী ভূত (ক্ষিতি-অপতেজঃ মরুৎ-ব্যোম্)+৪টী অন্তরেন্দ্রিয় (মনবুদ্ধিচিত্তঅহঙ্কার)= ২৪টী, গায়ত্রীর ২৪ অক্ষর এবং প্রণব (সর্ব্বগামী) পুরুষ ধরিয়া ২৫ অক্ষর।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ ভূতানাঞ্চৈব পঞ্চকম্॥
মনোবুদ্ধিস্তথৈবাত্মা অব্যক্তঞ্চ যদুত্তমম্।
চতুর্বিবংশত্যথৈতানি গায়ত্র্যা অক্ষরাণি তু।
প্রণবং পুরুষং বিদ্ধি সর্ব্বগং পঞ্চবিংশকম্॥"

আরও, পূর্ব্বোক্ত আদি সপ্তছন্দের মধ্যে গায়ত্রীছন্দোযুক্ত ব্রহ্ম-স্তুতি বেদে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত। কারণ এই গায়ত্রীছন্দ

সুগেয়, সরস, সুমধুর এবং সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ; আমাদের নিত্যপাঠ্য ও জপ্য গায়ত্রী মন্ত্রও রচিত এই গায়ত্রীছন্দে।

২। উষ্ণিক্ ছন্দ—বিচারে দেখা যায়, "উষ্ণিহ্"-শব্দ উৎপন্ন উদ্+তৈলাদিদ্রব বস্তু, বাৎসল্য, প্রেম অর্থে √স্নিহ হইতে। প্রেম ও কাম মাত্র অবস্থাভেদে বিভিন্ন। "কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা" ( বেদান্তদর্শন ১।১৮ ) ; পরমাত্মার এই কামনা বা বাৎসল্য ভাবই জগৎস্থষ্টির কারণ। মন হইতেই সমুদ্ভূত কামনা ; তাহাই প্রেমযুক্ত উষ্ণিক্ ছন্দ। সৃষ্ট্যর্থে শব্দ হইতে জ্যোতিঃ ও মনঃ স্বরূপ যে বৈশ্বানর অগ্নি সমুদ্ভূত, তিনিই হিরণ্যগর্ভপুরুষ ; ইহা নহে অন্বীক্ষা ( অনুমান ), ঋষিগণের যোগনেত্রে দৃষ্ট সত্যতত্ত্ব উহা ! এই প্রেমযুক্ত উষ্ণিক্ ছন্দ সমুদ্ভূত হইলে সমস্ত বিশ্ব অগ্নি—সোমাত্মক একার্ণবরূপী মহাকাশমাত্র হইয়াছিল ব্যাহৃত ( = বি+আ+√হৃ+ক্ত )—কথিত। অতঃপর সুরু হয় সেই প্রখ্যাত সমুদ্রমন্থন ; এই উষ্ণিক্ ছন্দ চৌপদীছন্দ অর্থাৎ প্রত্যেক চরণে ৭টী করিয়া ২৮টি অক্ষর আছে ; ইহাতে সূচিত হইতেছে চারি-প্রকার বিভিন্ন সপ্তলোক যথাঃ—( ১ ) ভূরাদি সপ্তলোক। ( ২ ) সূর্য্যাদি সপ্তগ্রহ। ( ৩ ) সপ্তর্ষি লোক ( = Great Bear ) সাত ভাই ( মরীচি-অত্রি-অঙ্গিরা-পুলস্ত্য-পুলহ-ক্রতু-বশিষ্ঠ এই সপ্তঋষি সাত নক্ষত্ররূপে বিরাজিত ব্যোমে) ( ৪ ) সপ্তসমুদ্র ( লবণ-ইক্ষু-সূরা-সর্পিঃ-দধি-দুগ্ধ-জল )।

৩। অনুষ্টুপ্ ছন্দ ( অনুষ্টুভ্ ) = অনুষ্টুপ ( অনুস্তুভ্ )—

ণোপ-ষোপাদেশ সূত্রে বেদে অনেক শব্দ দন্ত ন ও স স্থলে মূর্দ্ধাণ্য ণ ও ষ-এর আছে ব্যবহার। অনু+রোধ করা অর্থে √স্তভ হইতে উৎপন্ন এই অনুষ্টুপ্ শব্দ। আবার, উচ্ছ্রায় অর্থাৎ উচ্চতা বা উৎকর্ষ অর্থে √স্তুপ হইতে উৎপন্ন ঐ অনুষ্টুপ শব্দটী। অতএব, এই অনুষ্টুপ ছন্দটীর অর্থ নিষ্কাষিত হ'তে পারে দুই প্রকারে যথা—প্রথমতঃ অব্যয়-শব্দ "অনু"-র অর্থ পশ্চাৎ, সদৃশ, সহ, সমীপ, আর স্তূপ-শব্দের অর্থ রাশিরূপে একত্রে অবস্থিতি। পঞ্চমহাভূতের অবিশেষভাবে রাশিরূপে একত্রে তন্মাত্র বা সমানভাবে অবস্থানের অবস্থা।

[ বিঃ দ্রঃ—"তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ"।
সাং দঃ—৩৮ সূঃ ]

দ্বিতীয়তঃ—অণু = সূক্ষ্মপরমাণু, স্তূপ = রাশি। ∴ অনুষ্টুপ ছন্দের অর্থ একার্ণবসমুদ্রে পরমাণু সকলের অপৃথক্ বা সমান ভাবে অবস্থান বা রুদ্ধঅবস্থায় থাকা। ইহা চৌপদী অষ্টাক্ষর বৃত্তি—৪ × ৮ = ৩২। অষ্ট প্রকার পরমাণুকে চারিবর্গের ( ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ) নিমিত্ত চারিভাবে প্রস্তুত করা হইল।

৪। **বৃহতীছন্দ**—বৃদ্ধি ও উদ্যমশীলতা অর্থে √বৃহ হইতে উৎপন্ন বৃহতী-শব্দ। সৃষ্টির জন্য পৃথক পৃথক পরমাণুগণের মধ্যে আসিল **প্রবলবেগ**; এই বেগেই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের **বিশেষ**-ভাব প্রাপ্ত হওয়া ও আকারে বৃদ্ধি হওয়ার ভাবই **বৃহতীছন্দ**। এই অবস্থা শান্তা, ঘোরা ও মূঢ়া ভেদে তিন প্রকার। এই ছন্দাবস্থায় **সাধ্যাদি**-গণদেবতার উদ্ভবে সুরু

হ'লো স্থষ্টির। [ বিঃ দ্রঃ—সিদ্ধি-সাধনা-বধ বা রোধ-গতি-পরীক্ষা-পরখ অর্থে √সাধ হইতে নিষ্পন্ন এই "সাধ্য" শব্দটী : যাহাই বহু সাধ্যসাধনা দ্বারা প্রাপ্ত তাহাই সাধ্য বা সাধ্যনিষ্ঠ ]।

এই বৃহতীছন্দ চৌপদী ৯ অক্ষর ছন্দ ; ৯×৪=৩৬। ইহা দ্বারা স্থষ্টিকর্ম্মের ৩৬ তত্ত্ব সূচিত হয় যথা প্রথমোক্ত ২৪ তত্ত্ব+৫ পঞ্চীকৃত ভূত+৩ দেহত্রয় ( স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ )+৩অবস্থাত্রয় +( জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি )+সংস্কার তত্ত্ব=৩৬

৫। পঙ্‌ক্তিছন্দ—ব্যক্তীকরা বা বিস্তারকরা অর্থে √পন্‌চ+ক্তি=পঙ্‌ক্তি শব্দটী নিষ্পন্ন ; ইহার মানে শ্রেণী, পৃথিবী ও ১০-সংখ্যা, সারি (line), পঞ্চাক্ষর ও দশাক্ষর ছন্দবিশেষ। এই পঙ্‌ক্তিছন্দের অবস্থায় পৃথ্বিতত্ত্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থষ্টির উপকরণ প্রস্তুত হইয়া সজ্জীকৃত বা শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত। **ব্রহ্মের পূর্ণভাবে বিস্তার বা ব্যক্তীকরণ** এই পঙ্‌ক্তি ছন্দাবস্থায় হইয়াছিল। পঙ্‌ক্তি স্ত্রী-লিঙ্গ শব্দ।

ইহা চৌপদী ১০ অক্ষর ; ৪×১০=৪০। ৯টী দ্রব্যপরমাণু ও তদুপরি শূন্য ০ বা পরব্রহ্ম ! সংখ্যা ৯টি ও একটি ০ শূন্যের দ্বারা সমস্ত গণনা কার্য্য সমাধা হয় এবং সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া হয় সম্পন্ন। প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যেই আছে চারিভাব যেমন জাগ্রৎ—স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়।

[ বিঃ দ্রঃ—"পঞ্চ"-শব্দটীও এই √পন্‌চ হইতে উৎপন্ন ]

৬। ত্রিষ্টুপ-(ভ্) ছন্দ—ত্রি+রোধ করা অর্থে √স্তন্‌ভ+ক্বিপ্=ত্রিষ্টুপ্ ; এই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দাবস্থায় স্থষ্টির উপকরণগুলিকে

ত্রিগুণিত বা ত্রিবৃৎকরণ [ বিঃ দ্রঃ—ছান্দোগ্যে উল্লেখ আছে সত্ত্ব—রজঃ—তমঃ এই তিনটীর প্রাধান্য দিয়া ত্রিবৃৎকরণ ] করিয়া তিন ভাবে পরিণত করা হয়; এইরূপে পঙ্‌ক্তি ছন্দে পূর্ণভাবে বিস্তৃত নির্গুণ ব্রহ্ম ত্রিগুণিত হ'লেন নিজে নিজেই ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে; এবং তিনটী স্থূল পদার্থ ( অগ্নি,—জল—পৃথ্বি ) হইল নির্ম্মিত। ইহা চৌপদী ১১ অক্ষরবৃত্তি, ৪ × ১১ = ৪৪ ; একাদশ (১১) রুদ্র = ১০টী ইন্দ্রিয় + ১মনঃ। চারি ভাবে ( উপরোক্ত তিন এবং খাস পরব্রহ্ম ভাব ) গুণিত হইয়া সম্পন্ন হয় সৃষ্টি কর্ম্ম।

৭। জগতীছন্দ—গতি বা গমনাগমন অর্থে √গম ক্বিপ করিয়া উৎপন্ন জগৎ শব্দটী; ইহার স্ত্রীলিঙ্গে জগতীশব্দ। যাহা অস্থায়ী তাহাই জগৎ শব্দের অববোধক; সুতরাং সপ্তলোকই জগৎশব্দের পর্য্যায়ভুক্ত। ইহাকে জঙ্গমও বলা যায়। জগতী শব্দের অর্থ পৃথিবী, ভুবন ও লোক।

এই ছন্দাবস্থায় সম্পন্ন হইলেন ব্রহ্মার মরিচ্যাদি ১০ জন মানসপুত্র।

এই জগতীছন্দ চৌপদী-দ্বাদশ অক্ষর বৃত্তি ; ৪ × ১২ = ৪৮। এই ছন্দাবস্থায় ১২শ রাশিরও ১২শ আদিত্যের উদ্‌ভব। দ্বাদশ রাশি বিভক্ত চারিভাগে—অগ্নি, পৃথ্বি-বায়ু, জল। এই ছন্দ উৎপন্নের পর, পৃথিবীতে উদ্ভিজ্জ-স্বেদজ-অণ্ডজ-জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

অতীন্দ্রিয় পদার্থদর্শনক্ষম প্রাচীন ঋষিগণ ছন্দের মধ্যে এই সকল বিষয় উপলব্ধি করিয়া ছন্দের নামকরণ ও অক্ষর সংখ্যা

৭

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাত্র বেদমন্ত্রগুলিই ঐ সপ্তছন্দে রচিত বলিয়া যে ধারণা, তাহা ভ্রান্তিমূলক। দৃষ্টান্তস্বরূপ দিয়া যায় নিম্নে

### ঋষি-ছন্দ-দেবতা তালিকা

| | | |
|---|---|---|
| ওঁ ভূঃ প্রজাপতি ঋষি, | গায়ত্রী ছন্দ | অগ্নির্দেবতা |
| ওঁ ভুবঃ প্রজাপতিঋষি, | উষ্ণিক্ ছন্দ | বায়ুর্দেবতা |
| ওঁ স্বঃ প্রজাপতিঋষি | অনুষ্টুপ্ ছন্দ | সূর্য্যোদেবতা |
| ওঁ মহঃ প্রজাপতিঋষি | বৃহতী ছন্দ | বৃহস্পতির্দেবতা |
| ওঁ জনঃ প্রজাপতিঋষি | পঙ্‌ক্তি ছন্দ | বরুণোদেবতা |
| ওঁ তপঃ প্রজাপতিঋষি | ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ | ইন্দ্রোদেবতা |
| ওঁ সত্যম্ প্রজাপতিঋষি | জগতী ছন্দ | বিশ্বেদেবাদেবতা |

(IX) **ওঁ-তত্ত্বঃ**—বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণমাত্রই ওঁকারের সাথে পরিচিত, ; তবে সুপরিচিত হ'তে গেলে ওঁ-কারতত্ত্ব অবশ্যই জানিবেন ব্রাহ্মণসন্তান। সর্ব্ব মন্ত্রের সার এই ত্রিধামাত্রা—ওঙ্কার = অ + উ + ম এবং ঁ অর্দ্ধচন্দ্রসদৃশ মাত্রা (= নাদ) তাহাতে স্থিতা যে বিন্দু (বিভূতিবিহীন) তাহা নির্গুণ ব্রহ্মের দ্যোতক। "অকারো ভগবান্ ব্রহ্মা উ-কারো বিষ্ণুরুচ্যতে ম-কারো ভগবান্ রুদ্রোঽপ্যর্দ্ধমাত্রা মহেশ্বরী।" ওঙ্কার হইতে এই জগৎ, ওঙ্কার হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ; ওঙ্কার হ'ন প্রকটিত জগদাকারে অ'কার-উ'কার-ম'কার। অ'কার ও উ'কার হয় স্বরবর্ণ, কিন্তু ম'কারটী-ব্যঞ্জনবর্ণ—তৃতীয়মাত্রা ; উহাই অর্দ্ধমাত্রা ঁ, (অ + উ) স্বরবর্ণ দু'টীর মিলিত মূর্ত্তি = সন্ধিসূত্রে ওকার ; ইহারই মস্তকে নাদ (◡) ও বিন্দু (˙) রূপে

প্রকাশিত ব্রহ্ম। জ্যামিতির অনুশাসনে যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু নাই কোন বিস্তৃতি তাকেই বলে বিন্দু এই বিন্দুটী বা অবস্থিতি-অংশটী নির্গুণ ব্রহ্মের দ্যোতক এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকার (⌣) বিস্তৃতি-অংশটী সগুণ ব্রহ্ম বা শক্তির প্রকাশক—ইহাই নাদ। পূর্ব্বোক্ত মাত্রাশব্দের অর্থ স্পন্দন; শক্তিতরঙ্গকেই বলে স্পন্দন। চিন্ময়ী মহতীশক্তি স্থূল জগদাকারে প্রকটিত হইয়া কথিত হন জড়শক্তি নামে। ঐ শক্তিতরঙ্গ বা প্রবাহ প্রকাশ করে তিন প্রকার ক্রিয়া যথা:—(১ম্ জগতের উৎপত্তি বা নামরূপবিশিষ্ট একটী ঘনীভূত শক্তিকেন্দ্র—ইহাই স্থষ্টি বা অ-কার মাত্রা ( ব্রহ্মা )। (২য়) স্থিতি; এই বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত শক্তি-কেন্দ্রটী যতক্ষণ লয়শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আত্মস্বরূপটী স্থির রাখিতে সমর্থ, ততক্ষণই উহা স্থিতি বা উ-কার মাত্রা (=বিষ্ণু)। (৩য়) লয়; যখন উক্ত শক্তিকেন্দ্র আবার মহতী-শক্তিতে হয় অদৃশ্য তখনই কথিত হয় লয় বা ম-কার মাত্রা (=শিব)! জগতের উপাদান পঞ্চভূত এই মহতীশক্তির ত্রিবিধ প্রবাহ-মাত্র। জগতের প্রত্যেক পদার্থে প্রতি মুহূর্ত্তে চলিতেছে এই ত্রিবিধ স্পন্দন বা ত্রিশক্তি-প্রবাহ; যখন যে স্পন্দনটী ক্রিয়া করে প্রবলভাবে, তখনই প্রত্যক্ষ হয় মাত্র সেই স্পন্দনটী।

আরও, ওঁ = { অ = ব্রহ্মা = মনঃ; উ = বিষ্ণু = প্রাণ; ম = মহেশ্বর = জ্ঞান } অর্থাৎ

ওঙ্কার উচ্চারণে যুগপৎ মনঃ + প্রাণ + জ্ঞান হ'য়ে উঠে ঝঙ্কারিত।

এই উচ্চারণের বহিঃশব্দ ও অন্তরের অন্তঃশব্দ এবং ওঙ্কারের চিত্রাঙ্কনটীর দর্শনকর্ম্ম ( অর্থাৎ বর্ণ-পরিচয় প্রথমভাগের একাদশ স্বরবর্ণ "ও"-লিখনে প্রথমেই একটী পুঁটুলি পাকানো স্থূলায়তনী অংশ ও পরে দু'টী বক্ররেখা এবং শেষে ক্রমসূক্ষ্ম-ঊর্দ্ধবাহু সূক্ষ্মতম আকারে বিলীন হ'য়েছে শূন্যে, যার মাথায় চ'ড়েছে চন্দ্রবিন্দু—এইরূপ দর্শন ) যেন সমবেত হইয়া তুলে ধরে ধীরে ধীরে ( উত্থিত ও উত্তোলন করে ) সেই শব্দোচ্চারণকারীকে তাঁহার স্থূলতম জগৎ হইতে ক্রমশঃ স্থূলতর ও স্থূল এবং সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হইতে কারণক্ষেত্রে—সপ্তলোকের শিখরলোক সেই **সত্যলোকে**। [ বিঃ দ্রঃ—সপ্তলোকযথা, [১] স্থূলতম ভূর্লোক ( পৃথিবী ) [২] স্থূলতর ভুবর্লোক ( পৃথ্বি হইতে সূর্য্য ), [৩] স্থূল স্বর্লোক ( সূর্য্য হইতে ধ্রুব ) [৪] সূক্ষ্ম মহলোক ( ধ্রুব হইতে জনলোক ) [৫] সূক্ষ্মতর জনর্লোক ( মহর্লোক হইতে তপোলোক ), [৬] সূক্ষ্মতম তপোলোক ( জনর্লোক হইতে সত্য-লোক ), [৭] কারণ **সত্যলোক** ] এই সপ্তবিধভেদ হইয়াছে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সংযোগবৈচিত্র্য হইতে।

সর্ব্বকারণ-কারণ পরমাত্মক্ষেত্র অভেদ-অনির্ব্বচনীয়-অভাবনীয় যেখানে সর্ব্বভাবাভাবের অভাব—এইরূপ নিশ্চল অভেদের ও অ-ভাবের ক্ষেত্রে ( প্রাক্‌ভেদ-অবস্থায় ) পূর্ণ-অস্তিত্বের ক্ষেত্রে = **Absolute existence** = সন্মাত্রক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম জাগিল একটী ভাব—পূর্ণস্মৃতির ভাব—পূর্ণ অস্তিত্বের বা বিদ্যমানতার ভাব, সৎ-এরই ভাব।

শব্দ-সৎ = বিদ্যমান থাকা অর্থে √অস + শতৃ ক ; সং ক্লী।
সত্য = সৎ-শব্দ + ভাবে ষ্ণ্য ; সং ক্লী।

সন্মাত্রস্বরূপ পরমাত্মক্ষেত্রের অ-ভাবের মধ্যে ভাবের উদয় হ'লেই—আবির্ভাব হ'লেই, ব্যাকরণের "ভাবে-ষ্ণ্য" প্রত্যয় যোগে তাদৃশ সৎ-র কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত হইল দৃশ্য-লোকে, যাহাকে পূর্ব্বোক্তনামানুসারে এখন বলা হইল সত্যলোক—ইহাই আদি ব্যাহৃতি। এই সত্যরূপ আদি ব্যাহৃতি হয় ভাবযোগ্য ও কথন-যোগ্য ; তাই বলে ব্যাহৃতি ; প্রথম ব্যাহৃতি এই সত্যলোক—প্রথম-বিশিষ্টলোক সেই নির্বিশেষ সন্মাত্র অভেদের পরমাত্ম-ক্ষেত্রের প্রথম ভেদ, ও অকথনীয়ের ( অনির্ব্বচনীয়ের ) প্রথম কথনীয় বা বচনীয় এই সত্যলোক ; এই সত্যলোকেরই ক্রম-ঘনতায় পরে পরে পশ্চাদ্বর্ত্তী উপর্য্যুপরি ৬টী লোক ; মাত্র ঘনতার মাত্রাই সীমা নির্দ্দেশ করে পরের অধঃস্থিত ৬টী লোকের, শেষপর্য্যন্ত স্থূলতম লোক-ভূর্লোক। সমস্ত তত্ত্বেরই বিকাশ হয় এই ওঁ-তত্ত্ব সাধনায়।

জপকালে এইরূপ চিত্র মানসপটে আঁকিয়া ইহার চিন্তা করিতে করিতে জপ করিলে মনোমধ্যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হওয়ার আশা। ভূঃ হইতে সত্য পর্য্যন্ত সপ্তলোক উপর্য্যুপরি সংস্থিত। দ্রষ্টব্য সপ্তব্যাহৃতি-মন্দির চিত্র সংলগ্ন।

আরও, নাদবিন্দু-উপনিষৎ-এর উপদেশে ওঙ্কার বা প্রণবকে হংসরূপ পক্ষী কল্পনা করিয়া হংসের অবয়ব হইয়াছে বর্ণিত এইরূপ যথা :—হংসের দক্ষিণপক্ষ = অ, বামপক্ষ = উ, পুচ্ছ =

ম, মস্তক = ৺ ; ওঁ-হংসের পাদদ্বয় = রজো ও তমোগুণ, হংসের শরীর = সত্ত্বগুণ, দক্ষিণনেত্র = ধর্ম্ম, বামনেত্র = অধর্ম্ম। হংসের পাদদেশে ভুর্লোক ; জানুদেশে ভুবর্লোক ; কটিদেশেস্বর্লোক ; নাভিদেশে মহর্লোক ; হৃদয়দেশে জনঃলোক ; কণ্ঠদেশে-তপোলোক এবং ভ্রূ ও ললাটের মধ্যদেশে সত্যলোক ॥

এই সপ্ত ব্যাহৃতির মধ্যে নিম্নস্থ তিনটীকে ( স্থূলতম্ পৃথিবী ভূঃ, স্থূলতর আকাশ ভূবঃ, ও স্থূল স্বর্গস্বঃ ) বলা হয় প্রধান ব্যাহৃতি বা মহাব্যাহৃতি।

[ বিঃ দ্রঃ—ব্যাহৃতিশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ( বি + আ + √হৃ + ভাবে ক্তি অর্থাৎ বিশেষরূপে আহৃত বা ব্যক্ত বা কথিত ) হইতে বোঝা যায় যে সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় প্রথম চারিটী লোক ( সত্য + তপঃ + জনঃ + মহঃ ) ছিল অব্যক্ত ( অকথনীয় ), পরে ক্রমশঃ ক্রমবিকাশের ফলে স্বঃ, ভুবঃ ও ভূঃ এই তিনটী লোক হইয়াছিল স্পষ্টীকৃত বা ব্যক্ত বা কথনীয়, তাই এই তিনটী প্রধান-ব্যাহৃতি অথবা মহাব্যাহৃতি ; ঘনত্ব-গাঢ়ত্বের ক্রমবর্দ্ধন নিবন্ধনেই ইহা ঘটিয়াছিল ]

সপ্তলোকের মধ্যে নিম্নের তিনলোক ও উর্দ্ধের তিনলোক পরিমাণ করিয়া মধ্যস্থলে সপ্তলোকের হৃদয়স্বরূপ-মহর্লোক ; যে সকল লোকের লয় হয় কল্পান্তে, তাহারা পুনঃ পুনঃ স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করার জন্য এই পঞ্চম লোককে বলে জনঃলোক ;

ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ ( সনকাদি ঋষিগণ ) সৃষ্টিকর্ম্মবিমুখ হইলে তপস্যানিরতঃ ( ব্যাপৃত ) হইয়া ষষ্ঠলোকেই থেকে যান,

তাই এই ষষ্ঠলোককে বলে তপঃলোক; তারপর সর্ব্বোচ্চে ব্রহ্মের খাস-লোক সপ্তম লোক; জ্ঞানকর্ম্ম ও সত্যভাষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠালব্ধ মহাত্মারাই থাকেন এখানে—এই সত্যলোকে।

সত্যং="যদবিনাশী যস্য কদাচিদ্ বিনাশো ন ভবেৎ তৎ সত্যং ব্রহ্মব্যাপকং"। যিনি অবিনাশী অর্থাৎ যাঁহার হয় না কখনও বিনাশ, সেই সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরের নাম সত্য। „সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম।" ওঙ্কার যুক্ত ব্যাহৃতিই জপ্য—ইহাই ব্যাসদেবের উপদেশ। আরও সহজ সরল কথায়—চিত্তের অন্যমনস্কতানিবারণ ও তন্মনস্কতাসাধন (একাগ্রতাঅভ্যাস) করিতে হইলে এই প্রণবধ্বনি—ওঙ্কারোচ্চারণ খুবই করে সহায়তা; যেমন দূর হইতে কোনও বৃহৎ ঘণ্টা ধ্বনিত হইলে, টম্‌ম্‌ম্‌ম্‌...এইরূপ শব্দ কাণে বাজে, ঐরূপ দীর্ঘ প্লুতস্বরে ম্-কারের ধ্বনির ন্যায় উত্থিত হয় অনাহত হইতে একটী ধ্বনি. উহা এত মধুর ও মনোমাতানো যে, আর বাহিরে (বাহ্যবিষয়ে) মন যেতে চায় না। ঐ ম্‌ম্‌ম্‌ম্ ধ্বনির সহিত প্রণবাদি মন্ত্র যোগ করিয়া লইলেই স্বাভাবিক জপ চলিতে থাকে; ঐরূপ জপে চিত্ত থাকে একান্ত মুগ্ধ; সুতরাং কুভাব-সমূহের উদয় হবার সুযোগ হয় না।

ওঁ-শব্দটী বৈদিক আদি বীজমন্ত্র। বীজ কি? পরমাণুর মত ক্ষুদ্র যেমন অশ্বফলের বীজ, বট ফলের বীজ যাহাতে সুপ্তভাবে গুপ্তভাবে আছে লুক্কায়িত প্রকাণ্ড বৃক্ষাবয়ব। বীজ= বি+জননার্থে—√জন+কর্ম্মবাচ্যে ড। সেইরূপ ওঙ্কার (প্রণব) মন্ত্র হইতে উৎপন্ন এই চরাচর বিশ্ব সমষ্টিরূপে, এবং

ইহাতেই সন্নিহিত এই চরাচর বিশ্ব। এই ব্রহ্মাণ্ড-তরুর বীজ নিহিত ছিল প্রণবে (ওঙ্কারে), তাই ওঙ্কার ধ্যেয় বস্তু। ত্রাণ করে, অর্থাৎ—যে সকল বাক্য, শব্দ বা পদ কিংবা পদাবলী সভক্তি সংযত চিত্তে পাঠ বা উচ্চারণ করিলে মন হইতে অসৎ ও কলুষ চিন্তা সকল হয় দূরীভূত এবং মনকে রক্ষা করে অসৎ চিন্তার আক্রমণ হইতে। মনুষ্যের মন ও দেহ নিষ্পাপ ও পবিত্র হইলে তিনি বুঝিতে পারেন, যে এই দেহেই ত্রিমাত্রা ওঁ বিরাজিত।

নভোমণ্ডলস্থ বিরাট সূর্য্যমণ্ডলে সন্নিহিত এই ওঁ প্রণব-বীজ। সূর্য্যরশ্মি সহ সেই প্রণব বীজাণু নিক্ষিপ্ত হইতেছে চতুর্দ্দিকে; সেই সকল নিক্ষিপ্ত প্রণব-বীজাণু হইতে সৃষ্ট হইতেছে জীব; সুতরাং এই যে মানবদেহ ইহাও প্রণব বা ওঙ্কারেরই স্বরূপ। প্রণব সাধন করিতে করিতে তাহা উপলব্ধ হয়।

**দেহমধ্যে ওঙ্কারের অবস্থিতি স্থান :—**"অ"-র অবস্থিতি স্থান নাভিদেশ; "উ"-র অবস্থিতি স্থান হৃদয়; "ম"-র অবস্থিতি স্থান ললাট।

ওঁ- উচ্চারণ সময়ে অউম—এইভাবে উচ্চারণ উচিৎ। নাভিদেশ হইতে "অ"-কে লইয়া হৃদয়ে "উ"র সাথে সম্মিলিত করিয়া কণ্ঠদেশে "ও" উচ্চারণপূর্ব্বক "ম" উচ্চারণ করতঃ মুখ বন্ধ করিয়া নাসিকাপথ দিয়া ললাটে ও মূর্দ্ধায় ( মস্তকে ) চলিয়া যাইবে রেশ।

**মানবদেহে ওঙ্কারের স্থিতি ও তৎপরিণাম :**

পুরুষের বীর্য্য ও প্রকৃতির রজঃ বায়ুর প্রকোপে জঠরে

একত্র মিলিয়া ধারণ করে একটা বিন্দুর আকার ; পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া হয় একটী গোলাকার ভাঁটার মত ; এই ভাঁটা বাড়িতে বাড়িতে ইহা হইতে মাথা, হাত ও পা হয় বাহির ; এবং মাথা, হাত ও পা এই তিন অংশ পরিণাম পাইয়া চব্বিশ অংশ হইয়া পড়ে। জননীজঠরে মানুষের আকার প্রথমে ছিল ওঙ্কারের মত গোলাকার ; ক্রমে বাড়িয়া মাথার দুই অংশ—মুখ হইতে ওষ্ঠাদি উপরে এক অংশ এবং নীচে অধরাদি এক অংশ, দুই হাতে দশ অঙ্গুলি দশ অংশ, দুই পায়ে দশ অঙ্গুলি দশ অংশ এবং অধোদেশে জননেন্দ্রিয় ও মলদ্বার লইয়া দুই অংশ—সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ অংশ। এই এত বড় মানুষদেহটা মৃত্যুর পর পুড়িলে হাড়-মাংস সমস্ত জ্বলিয়া হয় ছাই ; কিন্তু যে গোলাকার নাভি হইতে দেহটা বাড়িয়া এমন বড় হইয়াছিল, পড়িয়া থাকিবে সেই গোলাকার নাভি মাত্র !! শত শত মণ কাষ্ঠ দিয়াও সেই গোলাকার ওঙ্কারস্বরূপী নাভিকে করা যায় না ভস্ম। তবেই, জননীজঠরে জীব বিন্দুরূপে সঞ্চারিত হইয়া পরিণত আবার সেই বিন্দুতেই ! এইপ্রকারে জীব ঘুরিতেছে নিয়ত রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ এই তিনগুণের চক্রে।

**ওঁ-এর উৎপত্তি**—প্রজাপতি ব্রহ্মাঠাকুর ঋক্-যজু-সাম, এই বেদত্রয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক অ, উ, ম অক্ষরত্রয় ক'রেছেন উদ্ধার। "অ"-কার ব্রহ্মা = সৃষ্টিকর্ত্তা = ক্রিয়াশক্তি = রজোগুণ, "উকার"-অর্থে বিষ্ণু = পালনকর্ত্তা = জ্ঞানশক্তি = সত্ত্বগুণ, "ম"-কার অর্থে রুদ্র = সংহারকর্ত্তা = ইচ্ছাশক্তি = তমোগুণ।

**ওঁ-এর মাহাত্ম্য :**—(ক) যেহেতু ঈশ্বর বা পরমাত্মা প্রতিপাদ্য অর্থাৎ বোধ্য ( To be established by proof ), এবং "ওঁ"-কার তাঁহার প্রতিপাদক অর্থাৎ নির্ণায়ক বা বোধক সেহেতু পরমাত্মার প্রতিপাদক বা বাচক-কে জানিতে পারিলে প্রতিপাদ্য পরমাত্মা প্রসন্ন হ'ন নিশ্চয়ই : (খ) এই ওঙ্কারই অপর-ব্রহ্ম এবং ইহাই পর-ব্রহ্ম স্বরূপ ; ব্রহ্ম-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম্ অবলম্বন এই ওঁকার ; (গ) ওঁ পরব্রহ্মের বীজ-মন্ত্র বা প্রতীক অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তিবিশেষ এবং ইহা তাঁহার প্রিয় নাম ; (ঘ) উদ্গীথ অর্থে গানের বিষয় ; সামবেদ গান করিতে হইলে এই ওঁকারকে গান করিতে হয় প্রথম, তাই উদ্গাথ শব্দের অর্থ ওঙ্কার। উদ্গীথ নামক সামাবয়ব অক্ষর এই ওঁকার, ওঁকারের উচ্চারণ না করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, সে কর্ম্ম হয় বিফল ; এই জন্য ভজনোপাসনা, শয়ন, ভোজন, যাত্রাকরণ, দান, আদান প্রভৃতি সর্ব্বকর্ম্মেই ওঁকার-উচ্চারণ উচিত।

(ঙ) পৃথিবী হইতে গণনায় অষ্টবিধ "সার" বস্তুর মধ্যে ওঁকার বা উদ্গীথ অষ্টমস্থানীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট সার বিধায় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য এই ওঁ।

[ বিঃ দ্রঃ—সার-শব্দে বস্তুর কার্য্য-কারণভূত উভয় পদার্থের প্রতি করিতে হইবে লক্ষ্য ; যাহা হইতে উৎপন্ন তাহা কারণ এবং যাহা উৎপন্ন তাহাই কার্য্য। আকাশ ( কারণ ) হইতে বায়ুর উৎপত্তি, আকাশ-বায়ু হইতে তেজঃ, আকাশ-বায়ু-তেজঃ হইতে জল এবং শেষোক্ত চারিটী হইতে পৃথিবী (=ক্ষিতি )।

অতএব চরাচর সর্বভূতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-নিদানভূতা (১) **পৃথিবী** স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের **"সার"**; আবার, পৃথিবীর সার (২) **জল,** যেহেতু পৃথিবী জল হইতে উৎপন্ন ও জলেই ওতপ্রোতভাবে ভাসমান; আবার, জলের সার, ( ৩ ) **ওষধি** সকল ( ধান্যব্রীহি আদি যে সব বৃক্ষ-লতাদি ফল পাকিলে মরিয়া যায় ), জলাভাবে ওষধিসকল বাঁচিতে পারে না। ওষধি বা শস্যাদি আহারে মানব বা পুরুষ বাঁচিয়া থাকে তাই ওষধির সার, ( ৪ ) **পুরুষ**। আবার, বাক্যের দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে পুরুষ ( মানব ), তাই পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সেই পুরুষের সার ( ৫ ) **বাক্য**। আবার, বাক্যের সার (৬) বেদ-মন্ত্র (=ঋক্) যাহা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। আবার, বেদমন্ত্র মধ্যে ( ৭ ) **সামই** সার এবং সামের সার (৮) উদ্গীথ বা ওঁকার সুতরাং সারাৎসার এই অষ্টমস্থানীয় **ওঙ্কার** ( Essence of all essences ) ]

( চ ) **ওঁকারের সংযুক্ত-বা-মিথুনভাব**—উপরিলিখিত কারণ ও কার্য্যের অভেদ হেতু বাক্যই ঋক্, প্রাণই সাম এবং ওঁ এই অক্ষর উদ্গীথ ( গানের বিষয় ), অথবা যাহা বাক্ ও প্রাণের মিথুন এবং ঋক্ ও সামের মিথুনভাব তাহা এই মিথুন। সেই এই ( বাক্+প্রাণ এবং ঋক্+সাম ) মিথুনভাব; ঐ মিথুনীভূত বাক্ ও প্রাণ মিলিত হইয়াছে এই অক্ষর ওঙ্কারে। ঐ বাক্ ও প্রাণরূপ মিথুন যখন পরস্পর সংযুক্ত বা মিথুনসমাগত হন, তখন পরস্পর পরস্পরের কামনা পূরণ করিয়া থাকেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে ঋক্ নামক যে ছন্দোবন্দ বেদমন্ত্র তাহার মূল কারণ বাক্য, এবং সাম নামক যে বেদগান, তাহার মূল কারণ প্রাণ-বায়ু; প্রাণবায়ুর আধিক্য না থাকিলে কখন উত্তম গান হইতে পারে না এই জন্য বাক্যকে ঋকের কারণ ও প্রাণকে সামের কারণ বলে। তাহার পর ঋক্ উচ্চারণে প্রাণবায়ুর প্রয়োজন এবং সামগানে বাক্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাই উভয়ের মিথুন বা একত্রভাবেই বলে উদ্গীথ। উদ্গীথ বাক্ ও প্রাণের একত্রভাব হওয়ায় ইহাদের কার্য্যভূত ঋক্ ও সামের একত্রভাবও কথিত হইল উদ্গীথ।

(ছ) ওঙ্কারোপাসনা—যে বিদ্বান ব্যক্তি ওঙ্কারের পূর্ব্বোক্তরূপ গুণ বা শক্তি জানিয়া উদ্গীথাক্ষরের এইরকম উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত কামনার বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ ওঙ্কারই সকল কর্ম্মের বীজস্বরূপ; অথবা এই ওঙ্কারই সকল কর্ম্মের অনুমতিজ্ঞাপক অক্ষর। সমৃদ্ধির মূলীভূতা অনুজ্ঞাই সমৃদ্ধি; যে বিদ্বানব্যক্তি এবম্প্রকারে এই উদ্গীথ-অক্ষরের (ওঙ্কারের) উপাসনা করেন। তিনি কামনার বিষয়ীভূত ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেন।

**ওঁকারোপাসনাপ্রণালী**—পুরাকালে যজ্ঞাদি স্থানে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হইত; অধোবর্ত্তী (নীচের) কাষ্ঠকে অরণী ও উপরিভাগস্থ কাষ্ঠকে উত্তরারণি বলা হইত। যেমন অরণিদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি বা সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেইরূপ ওঁকার-সাধকের বুদ্ধিরূপ অরণিতে

ওঁকাররূপ উত্তরারণি সাহায্যে ধ্যানরূপ মন্থন অভ্যাস দ্বারা অগ্নিরূপ প্রকাশমান আত্মাকে দর্শন করিতে পারা যায় নিগূঢ়-ভাবে। কথান্তরে বুদ্ধিসহকারে মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করতঃ প্রণবের ধ্যানরূপ মন্থন দ্বারা আত্মা হ'ন প্রত্যক্ষ। যেমন তিলের মধ্যে তৈল, দধির মধ্যে ঘৃত, স্রোতরাশির মধ্যে জল এবং অরণি ( কাষ্ঠের ) মধ্যে থাকে অগ্নি, তেমন আত্মা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া থাকেন অর্থাৎ বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়াই আত্মার প্রকাশ। এই আত্মাকে মৌন ও তপস্যা দ্বারা যে সাধক পারেন দর্শন করিতে, তিনিই আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করেন ও লাভ করেন ব্রহ্মজ্ঞান। এইরূপে জ্ঞানার্চ্চনা করিয়া, "আমার আত্মাই ব্রহ্ম"—ইহা স্থির করিতে পারিলে সেই সাধকই আত্মার বন্ধনরূপ অজ্ঞানমোহপাশ হইতে হ'ন মুক্ত। দুগ্ধের মধ্যে অদৃশ্যভাবে যেমন ঘৃত থাকে বর্ত্তমান, তেমন প্রতিটী ভূতেই বিদ্যমান আছেন নিগূঢ়ভাবে জ্ঞানময় আত্মা; মন্থন-দণ্ড দ্বারা দুগ্ধ মন্থন করিলে যেরূপ উৎপন্ন হন ঘৃত, সেইরূপই লাভ করিতে পারা যায় ব্রহ্মস্বরূপ আত্মবস্তু যদি মন দিয়ে ওঙ্কাররূপ মন্থনদণ্ড পরিচালনা করা যায়। সমস্ত বিষয় হইতে মনঃকে সংযত করিয়া জ্ঞানী সাধক মনোমধ্যে ওঙ্কার চিন্তা করিবেন এবং পরমাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া বিশুদ্ধ ধ্যান করিবেন। ঋগ্বেদোক্ত "অ"-কার, যজুর্ব্বেদোক্ত "উ" ও সামবেদোক্ত "ম"-কার এই বর্ণত্রয় অবলম্বনে ওঙ্কার সমুৎপন্ন এবং ওঙ্কারই পরমেশ্বরের প্রিয় নাম বিধায় ঐ ওঙ্কারই ধ্যেয় বস্তু। ধ্যান বলে তাহাকেই যখন

ধ্যেয়বস্তুতে সাধকের মনঃ সম্যক্ আসক্ত, তিনি দেখিতেছেন ধ্যেয়বস্তুই ও ধ্যেয় বস্তুভিন্ন অন্য কোন বস্তুর জ্ঞান তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে হয় না উদিত—এই প্রকার চিন্তাময় অবস্থাকেই বলে ধ্যান ; নতুবা মুখে ধ্যানের মন্ত্র আওড়ানো, আর মনঃ চারিধারে ছুটাছুটি করে, সে অবস্থাকে বলে না ধ্যান।

আরও, ওঙ্কারকে বলে প্রণব ; প্রণবের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— প্র+স্তুতি অর্থে ( অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী ) √নু+অল্ ; (ণোপ আদেশ ) প্রনূয়তে প্রকর্ষণে স্তূয়তে পরব্রহ্ম অনেন ইতি প্রণবঃ। পরব্রহ্মের স্তুতিকেই বলে প্রণব। প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা যায় যাঁহাকে, অথবা যাহা-দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে করা যায় স্তব, তাহাই প্রণব। প্রণব একাধারে স্তুতিবাক্য, পরব্রহ্মের বাচক এবং পরব্রহ্মের প্রতীক বা দেহ। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় লীলার একমাত্র অবলম্বন এই ভগবদ্-দেহ সৃষ্টির মূলকেন্দ্রে বিরাজমান। নিজের রশ্মিচ্ছটায় স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-সাম্রাজ্য উদ্ভাসিত ও চেতনাময় করিয়া এই বিরাট সত্তা বিদ্যমান ; অনন্ত নামরূপের মূল উৎস-স্বরূপ এই মহাসত্তা। পরা (=কারণ), পশ্যন্তী (=সূক্ষ্মতম-সূক্ষ্মতর), মধ্যমা (=সূক্ষ্ম) ও বৈখরী (=স্থূল) ভেদে নিজের **শব্দ দেহকে** ক্রম-বিকশিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কারণ-সূক্ষ্মতম-সূক্ষ্মতর-সূক্ষ্ম-স্থূল পদার্থসমূহ প্রসব করিয়া এই **ভগবদদেহে** অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডবাসীর স্তবনীয় হইয়াছেন। এই ভগবদ্-দেহতে একত্র সমাবেশ হইয়াছে অনন্ত বৈচিত্র্যের ; পদার্থদেহ যেরূপ বিচিত্র, ইঁহার শব্দদেহও সেইরূপ বিচিত্র।

জগতে এমন শব্দ নাই যাহা এককালে বহু বস্তু বুঝাইতে পারে। একমাত্র প্রণবই এককালে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাচক, কারণ ইহা অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডরূপ অশ্বত্থতরুর মূলবীজ। বিশেষতঃ এই প্রণবশব্দটী = অ + উ + ম এই তিনটী অবয়বের সাহায্যে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির বাচক, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকের প্রতিপাদক, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিন ঈশ্বর চৈতন্যের অবস্থার বাচক, অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য এই তিন প্রধান দেবতারও বাচক। গুণময়ী মায়ার প্রথম অভিব্যক্তি-স্বরূপ এই প্রণব, অ-অবয়বে রজোগুণের, উ-অবয়বে সত্ত্বগুণের এবং ম-অবয়বে তমোগুণের প্রকাশক।

(জ) ওঙ্কারে শব্দ বা নাদ—"ওঁ ইতি এতদ্ অক্ষরং উদ্গীথং।" ছান্দোগ্য উপনিষদের এই প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে ওঙ্কার অক্ষরটী গানের বিষয়; সুতরাং ওঙ্কারকে গান করিতে হইবে। গান করিতে হইলে জানা চাই তিন প্রকার স্বরের উচ্চারণ—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত ( protracted accent in reciting the 'mantras' or songs and hymns ); বৈদিক যুগে প্রণরের গান হইত। সুরলয়াদি সহ এই প্রণব গীত হইলে সেখানে ভগবৎ-আবির্ভাব মনে হয়; নাভিদেশ, হৃদয় দেশ ও শিরোদেশই স্বরের তিনটী গ্রামের অবস্থিতিস্থান; নাভিদেশের উর্দ্ধভাগে আকাশ ও প্রাণবায়ু অবস্থিত; নাভিদেশে অগ্নি বিদ্যমান। উক্ত আকাশ, বায়ু ও অগ্নি দ্বারা যে শব্দ উত্থিত হইয়া মুখদ্বার দিয়া ব্যক্ত হয়, তাহাকে বলে নাদ; শব্দ নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র

পর্য্যন্ত উত্থিত হয় বলিয়া শব্দের নাম হ'য়েছে "নাদ"। নাদ সাধারণতঃ দুই প্রকার ঃ— ১ম্—জীবদেহ সমুত্থিত, ২ য়—অজীব দেহ—সমুৎপন্ন। যেখান হইতেই নাদ উত্থিত হউক, নাদোৎপত্তির মূলকারণ অকাশ, অগ্নি ও বায়ু।

প্রকৃত প্রস্তাবে নাদ বা শব্দ তিনপ্রকার—আদি বা প্রথম নাদ কায়ভব অর্থাৎ দেহ হইতে সমুৎপন্ন; ২য় নাদ বীণাদি সঙ্গতযন্ত্রসমুদ্ভব এবং ৩য় নাদ বংশ ( বাঁশ ) ও কাষ্ঠাদিসমুদ্ভব। হৃদয় মধ্যে যাহাকে ব্রহ্মস্থান বা ব্রহ্মগ্রন্থি বলে, তাহার মধ্যেই প্রাণ অবস্থিত, এবং প্রাণ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বায়ু সংযোগে শব্দ বা নাদ সমুদ্ভব হয়। নাদ ভিন্ন গীত হইতে পারে না, নাদ ভিন্ন স্বরের উচ্চারণ হয় না, নাদ ভিন্ন রাগ-রাগিনী হইতে পারে না। তাই জগতকে বলে নাদাত্মক। নাদ ভিন্ন জ্ঞান সঞ্চার হয় না, নাদ ভিন্ন শিব ও ব্রহ্মা থাকেন না, পরমজ্যোতিঃ ( ব্রহ্ম ) নাদ বা শব্দরূপে থাকেন বর্ত্তমান এবং পরম হরি বা বিষ্ণুও নাদরূপী। শব্দই ব্রহ্ম ইহাই বিস্তৃতভাবে প্রমাণিত হইল।

ভাগবতের কথা ব্রহ্মস্বরূপঘোষ-বিশেষকে বলে নাদ, ( ঘোষণা করা অর্থে √ঘুষ অল র্ম্ম=ঘোষ যাহা দ্বারা সাধারণ্যে প্রচার করা হয় ব্রহ্মস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিভব সর্ব্ববিধ্যাপী পরমেশ্বরের আছে অসীম শক্তি; সেই শক্তি হইতেই উৎপন্ন হয় নাদ। আবার, শব্দ হইতে সমুদ্ভূত বিন্দু ( পশ্যন্তী )। উক্ত ভগবৎ-শক্তি বিদ্যমান তিন প্রকারে—নাদ, বিন্দু ও বীজ। পরমব্রহ্মস্বরূপ

বিন্দু ভেদ করিয়া উভয়াত্মা (জীবাত্মা + পরমাত্মা) প্রকাশিত রব রূপে। সেই রবই বেদবিহিত শব্দব্রহ্মস্বরূপ। বিন্দু, প্রণব ও বীজ সর্ববর্ণ হইতে উৎপন্ন। পরব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সমস্ত মানসিক বৃত্তিকে রোধ করিলে বুঝিতে পারেন, যে হৃদয়ের মধ্যস্থিত আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় নাদ; সেই নাদ হইতেই ত্রিবেদসন্নিহিত ওঙ্কার হয় সমুৎপন্ন; যে ওঙ্কার অব্যক্ত কারণ এবং উৎপাদকস্বরূপ স্বয়ংজ্যোতিঃ, সেই ওঙ্কার হইতে ভগবান্ অজ (ব্রহ্মা) সৃজন ক'রেছেন বেদ। তাই প্রণবের অপর নাম বেদাদি।

ব্রহ্মনিরূপণ সূত্রে ওঁ :—(i) ওমিতি ব্রহ্ম, (ii) ওমিত্যে-কাক্ষরং ব্রহ্ম, (iii) ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।

**(X) জলতত্ত্ব বা অপ্ঃ**—পূর্ব্বোল্লিখিত পুণ্ডরীকাক্ষ-বিষ্ণু-নারায়ণ শব্দের প্রত্যেকটীরই আছে একটা খুব-ঘনিষ্ট সম্বন্ধ একটী স্বল্পমূল্য-সাধারণ বিশ্বজনীন পদার্থের সাথে, যাকে বলা হয় জল বা অপ্ বা সলিল, বারি, উদক ইত্যাদি সাধারণ কথায়, এবং আরও শাস্ত্র কথায় বলা হয় অপ্, আপ ও আপঃ। [ বিঃ দ্রঃ—ব্যাকরণ-সূত্রে দেখা যায় এই তিনটীশব্দ (অপ্ আপ ও আপঃ) উৎপন্ন এইরূপ (ক) অপ্ = পাওয়া অর্থে √আপ + ক্বিপ্ কর্ম্ম; সং স্ত্রী নিত্যবহুবচন (খ) আপ = অপ-শব্দ (= জল) + সমূহার্থে ষ্ণ; সং পু (গ) আপঃ = পাওয়া অর্থে √আপ + অস্ কর্ম্ম; সং ক্লী ]

এখন, এই জলের বা অপ্-এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা কি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, কি পারমার্থিক ক্ষেত্রে কিরূপ তাহার তত্ত্ব-

নিশ্চয়ানুসরণ অনুধাবনীয় ও প্রণিধানযোগ্য। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বারির ব্যবহার বিস্তৃতভাবে বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজনপ্রায়; পারমার্থিক ক্ষেত্রে জল তথা এই অপ্‌-নামে পদার্থটীকে নিত্য-পদার্থ বলা হয়। পারমার্থিক নিত্য—তাহাই, যাহা কূটস্থ = এক-ভাবে চিরস্থায়ী ) এবং কালত্রয়েও চ্যুতি হয় না যাহার স্বরূপ; এই পারমার্থিক নিত্যের তুলনায় অন্য সকল পদার্থই অনিত্য। পারমার্থিক নিত্যপদার্থের তুলনায় অন্য সকল পদার্থজাত অনিত্য বটে, তথাপি ব্যবহার ভূমিতে যে সকল পদার্থ চিরপরিণামী, যে সকল পদার্থ বহুকালে পরিবর্ত্তিত হয়, ভাবান্তরপ্রাপ্ত বা অদৃশ্য হয়—তাহা নিত্যরূপে, এবং যাহারা অচিরস্থায়ী—ক্ষিপ্রপরিণামী তাহারা অনিত্যরূপে পরিগণিত। যাহারা সকৃৎ ( মাত্র একবার উৎপন্ন হইয়া, অবান্তর [ অব ( অবগত )+অন্তরকে ( মধ্যাবস্থাকে ) ] সৃষ্টি এবং প্রলয়েও অবস্থান করে, তাহারা পরমার্থতঃ অনিত্য হইলেও, ব্যবহারভূমিতে নিত্যরূপে বিবেচিত হয়; ব্যবহার ভূমিতে যাহারা "সৎ" ও "অকারণবৎ" বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, যাহারা সকৃৎ উৎপন্ন হইয়া—একবারমাত্র সৃষ্ট হইয়া অবান্তর সৃষ্টি ও প্রলয়েও বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে ব্যবহারভুমিতে যে, নিত্যরূপে পরিগণিত করা হয়—ঋগ্বেদ তাহা উপদেশ দেন। ঋগ্বেদসংহিতার চতুর্থাষ্টকের ৪৮ সূক্তে উক্ত হইয়াছে "দ্যুলোক সকৃৎ—একবার উৎপন্ন হইয়াছে, সকৃৎ উৎপন্ন হইয়া অবস্থিত আছে, সকৃৎ উৎপন্ন দ্যুলোক নষ্ট হইয়া, তৎসদৃশ অন্য দ্যুলোক উৎপন্ন হয় নাই। পৃথিব্যাদিও এই প্রকার

সকৃৎ-উৎপন্ন হইয়া, বিদ্যমান আছে। "দ্যুলোকাদির সকৃৎ উৎপত্তির পর তৎসদৃশ পদার্থজাতের আর উৎপত্তি হয় নাই"—ইহার মানে দ্যুলোকাদি চিরপরিণামী।

আকাশাদি ভূতসমূহ সৃষ্টপদার্থ—ইহাই বেদের উপদেশ। শাস্ত্র অপ্‌কে প্রলয়কালেও বিদ্যমান্ পদার্থ বলেছেন।

যাস্কমুনির কোষ নিঘণ্টুতে আছে "ইহা ( অপ্ ) পূর্ব্ব হইতেই সৎ—বিদ্যমান, প্রলয়কালেও ইহার নাশ হয় না, ইহা প্রথম দৃষ্ট বা প্রথম সৃষ্ট, এই নিমিত্ত উদকের নাম "ভূত।"

ঋগ্বেদ সংহিতার কথায়—"ইতরসৃষ্টির পুর্ব্বে অপ্‌ই (=জল) বিশ্বকর্ম্মার (=পরমেশ্বরের ) গর্ভকে—ভর্গ বা তেজঃ স্থানীয়কে গর্ভবৎ সকলের গ্রাহকতত্ত্বকে—হিরণ্যগর্ভকে ধারণ করিয়াছিল।

অথর্ব্ববেদসংহিতার ( ৪।১ ) কথায়—"সৃষ্টির পূর্ব্বে অপ্ সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত বিশ্বকে রক্ষা—উপচিত—বর্দ্ধিত করিয়াছিল" গর্ভধারিণীর ন্যায়।

মনুসংহিতার কথায়—"অপএব সসর্জাদৌ অস্বুবীর্য্যম্ (বীজং) অবাসৃজৎ।"

বেদাদিশাস্ত্র যৎপদার্থকে প্রথমসৃষ্ট বলেন, অথর্ব্ববেদ যাহাকে পুত্রভূত ( পুত্রস্থানীয় ) হিরণ্যগর্ভেরও জনয়ত্রী বলেন—তাহা কি এই দৃশ্যমান "জল?"

যাস্কমুনির নিঘণ্টু টীকাতে অপ্‌শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ করা হইয়াছে—"যদ্দারা অখিল পদার্থ ব্যাপ্ত তাহা অপ্।"

তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতির কথা—"এই জগৎ জলময়—

জলবিকার।” এই শ্রুতির ভাষ্যে সায়নাচার্য্য বলেছেন অপ্-শব্দের মূল কারণ ( Primeval cause ) এইরূপ যথা— “সলিল”-শব্দ জলের প্রতিশব্দ ; এখন দেখা যায়—কারণে লীন বিশ্বজগতের বাচকরূপে ব্যবহৃত হ'য়েছে এই “সলিল”-শব্দটা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ও ঋগ্বেদসংহিতায়। গত্যর্থক √‘সল’+ ‘ইলচ’=সলিল। যাহা সরণাত্মক-গতিশীল—ক্রিয়া বা চেষ্টাবৎ, তাহা সলিল।

অতএব, এই দৃশ্যমান আধুনিক বিজ্ঞানের Oxygen ও Hydrogen-এর সাংযৌগিক পদার্থ যে জল পদার্থ – ইহা পূর্ব্ব-কথিত জল বা অপ্, উদক, সলিল নহে।

অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনকে, সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থা-প্রাপ্তিকে বলে জগতের সৃষ্টি বা বিকাশ। অপিচ, ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনকে, স্থূলাবস্থা হইতে সূক্ষ্মাবস্থা-প্রাপ্তিকে বলে জগতের লয়। কোন বস্তু যখন সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় আসে তখন তাহার পরমাণু সমূহ যথাক্রমে গাঢ়, গাঢ়তর ও গাঢ়তমরূপে সংশ্লিষ্ট বা আলিঙ্গিত ( embraced ) হয় এবং উহার পারমাণবিক গতির ক্রমশঃ হয় হ্রাস [ সংশ্লেষ = সংহনন = Aggregation ] আবার, কোন বস্তু যখন স্থূলাবস্থা হইতে সূক্ষ্মাবস্থায় আসে তখন তাহার পরমাণু সমূহের হয় বিশ্লেষ ও গতির বৃদ্ধি হয় ( বিশ্লেষ = সম্ভেদ = Separation ).

বেদাদি শাস্ত্র “অপ্” বলেন তাহাকে—সেই সনাতন

শক্তিকে, যে শক্তিদ্বারা সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত কারণগর্ভে-বিলীন বিশ্বজগৎ প্রাপ্ত হয় স্থূলভাব। বিশ্বের সংস্ত্যানশক্তিই ( Aggregative power ) বেদের "অপ্"। নিরুক্ত নৈগম-কাণ্ডের কথায়—"স্ত্রিয়া আপো ভবন্তি স্ত্যায়নাৎ।" "স্ত্যায়নাৎ সংহননাৎ ইত্যর্থঃ আপ এব হি পার্থিবানামবয়বানাং সংহননে হেতুভূতা ভবন্তি।"

অতএব সংস্ত্যান বা স্ত্রী-শক্তিই যে "অপ্ এই শব্দের মুখ্য অর্থ তাতে নাই সন্দেহ।

"সংস্ত্যানং স্ত্রী প্রবৃত্তিশ্চ পুমান্"—পাণিনির মহাভাষ্যকার বলেন "স্ত্রী" এই সংস্ত্যান শক্তিকেই। বেদ বন্দনা করেন মাতৃ-শক্তিরূপে এই "অপ্" বা সংস্ত্যানশক্তিকেই ( aggregative power )

আরও, অথর্ববেদসংহিতা ৩।১৩।২ বলেন—

"যৎ প্রেষিতা বরুণেনাচ্ছীভং সমবল্গত।
তদাপ্নোদিন্দ্রো বো যতীস্তস্মদাপো অনুষ্ঠন্॥"

মর্ম্ম—বরুণ বা আদিত্য ( বিশ্বের সম্রাট = পরমেশ্বর ) কর্ত্তৃক পরস্পর প্রেরিত অপ্-সমূহ যখন সম্ভূত হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে বেষ্টনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল—স্পন্দিত হইতে লাগিল, তখন ইন্দ্র electricity ) স্পন্দনশীল অপ্ সমূহকে প্রাপ্ত ( গাঢ়ঃ আলিঙ্গনাবদ্ধ ) হইয়াছিল তাই ঐ আলিঙ্গনাবদ্ধ সূক্ষানুসূক্ষ সংস্ত্যানশক্তিকণাগুলির নাম "অপ্"! এই মন্ত্রটীতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও-লয়তত্ত্বের স্বরূপ দেখানো হয়।

[ বিঃ দ্রঃ- ( আ ) বরণার্থক √বৃ+স্বার্থে নিচ ও ক্বিপ্= বরুণ; ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত হওয়ায় জলের অপরনাম "বার্" ( Invisible wa'er molecules charged with electricity ) প্রাপ্ত = প্র+পাওয়া অর্থে √আপ+ক্ত ] খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সুবিখ্যাত পণ্ডিত সায়ণাচার্য্য ( যিনি চারিবেদের ভাষ্যকার ) "অপ"-শব্দের অর্থে ধী বৃত্তি বলেছেন; সেই ব্যাপনশীলা ধীবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহৎতত্ত্ব যেখানে চৈতন্যের প্রকাশ হয় সর্ব্বপ্রথম ও যেখানে পরমাত্মা বিশেষভাবেই অনুভূতিযোগ্য; এখানে—এই বুদ্ধিময়ক্ষেত্রে আত্মভোলা হইয়া আরোহণ করিতে পারিলেই, পরমাত্মা ( নির্গুণব্রহ্ম ) স্নেহপর বশতা হেতু যেন অবতরণ করেন ভক্ত-সাধককে দেখা দেবার জন্য: ইহাই—এই "অপই" বা বুদ্ধিক্ষেত্রই হ'য়ে দাঁড়ায় যেন জীবন্মুক্তের আনন্দনিকেতন।

নির্গুণব্রহ্মের ও সগুণবৎ সর্ব্বব্যবহার হয় যখন নির্গুণ চৈতন্যে ( ব্রহ্মে ) আরোপিত হয়—বুদ্ধিবৃত্তিতে-সমাহৃত যাবতীয় ভাব। আদি-অরূপ-নির্গুণ ব্রহ্মের প্রথম রূপান্তর এই অপ্; সুতরাং, অপ্ = ব্রহ্ম। পরে এই কারণস্তর থেকে সূক্ষ্মস্তরে সেই ব্রহ্ম ধারণ করেন শক্তির রূপ এবং কথিত হ'ন নারায়ণ (পূর্ব্বোক্ত নারায়ণতত্ত্ব দ্রষ্টব্য ) এবং শেষে সেই সূক্ষ্ম আকাশীয় নারায়ণীশক্তি দ্রবীভূত হ'য়ে স্থূলাকারে প্রকটিত হ'ন তোয়রূপে—জলরূপে যেমন গঙ্গা, এইরূপেই ঋষিরচিত বচন—গঙ্গা (স্থূল)—নারায়ণ ( সূক্ষ্ম )—ব্রহ্ম

( কারণ )। গঙ্গাশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—এই যে অদৃশ্য কারণ সলিল (= অপ্ ) ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছেন ও ইন্দ্রিয় গোচর বা স্থূলরূপ পরিগ্রহ ক'রেছেন সেই পুণ্যতোয়া গঙ্গা ; "গো"—শব্দের ২য়ার একবচনে গাং এবং √গম অর্থে গমন করা ; গাং গচ্ছতি যা সা গঙ্গা, গো-শব্দের অর্থ পৃথিবী এবং চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। সেই ইন্দ্রিয়াতীত অবাঙ্-মনোগোচর নির্গুণ নিরঞ্জন ব্রহ্ম ক্রমবিকাশের ফলে এলেন স্থূল পৃথিবীতে ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া এবং তখনই তাঁহার 'নাম হ'লো গঙ্গা। ভৌগলিক বিবরণে এই স্বনামখ্যাত নদীর উৎপত্তিমূল সমুদ্রজল হইতে ১০,৩০০ ফিট্ উচ্চে হিমালয়ের একটী তুষার গুহা যাহা এখনও সুগুপ্ত। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মভজনোপাসনায় এই স্থূলরূপী গঙ্গাজলেই হয় "হাতে-খড়ি" ; পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ( চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক ) দিয়েই এই গঙ্গাজল ব্যবহার্য্য যথা আচমন, স্নান-মার্জ্জন মন্ত্রাচমন পুনর্ম্মার্জ্জন, অঘমর্ষণ, অর্ঘ্যদান বা জলাঞ্জলি, তর্পণ, ইত্যাদি। স্থূলরূপিণী গঙ্গাজল ব্যবহারে পরিপক্ক হইলে স্বতঃই সাধকের মতিগতি হয় ধাবিত সেই সূক্ষ্ম-রূপিণী বিশ্বশক্তি নারায়ণে ; শেষে সৌভাগ্যক্রমে সাধক উপনীত হন সেই সর্ব্বকারণ কারণক্ষেত্রে ব্রহ্মে—একমাত্র সত্তায়, পারমার্থিক সত্তায়। এইরূপে প্রতিপন্ন হইল—পরমকারণ পরমাত্মা পরব্রহ্ম, একমাত্র অরূপ সত্তা যাঁর স্বরূপ নারায়ণরূপ শক্তি—সূক্ষ্ম অদৃশ্যশক্তি এবং যাঁর সত্তা অনুমিত হয় মাত্র

তাঁহার স্থূল কার্য্যদ্বারা যেমন গঙ্গা ও জগৎ। তাই ঋষি গেয়েছেন—গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম যথাক্রমে ক্রমবিকাশের ফলে।

বৈদিক সন্ধ্যাহ্নিক মন্ত্রে এই "অপ্" ও "আপ" শব্দ ব্যবহৃত হ'য়েছে ১৮ বার।

সামবেদীয় সন্ধ্যার ১ম্ মন্ত্রে ব্যবহৃত 'ধন্বন্যাঃ', নূপ্যাঃ, 'সমুদ্রিয়া' ও 'কূপ্যাঃ' শব্দচতুষ্টয় "আপঃ" এই পদের বিশেষণ যথা, (i) "ধন্বন্যাঃ আপঃ" = মরুভূমির জল, অর্থাৎ জলদেবতার জলদেহ (= স্থূলমূর্ত্তি) অব্যক্ত বা অপ্রকটিত হ'লেও মরুভূমিস্থিত জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী ( = জলের সূক্ষ্ম শক্তিকে লক্ষ্য করা হ'য়েছে এখানে ); (ii) "নূপ্যাঃ আপঃ" = জলবহুল দেশের জল, অর্থাৎ জলদেবতার জল-দেহ ( = স্থূলমূর্ত্তি ) সুব্যক্ত বা সুপ্রকটিত অর্থাৎ জল-পরিব্যাপ্ত ; (iii) "সমুদ্রিয়াঃ" আপঃ = অগাধ-অসীম জলরাশি, ব্যাপক ; (iv) "কূপ্যাঃ আপঃ" = সীমাবদ্ধ অল্প জলরাশি, ব্যাপ্য। মন্ত্রটীর উদ্দেশ্য—জলের স্থূলদেশের সাথে সুপরিচিত সজ্জনগণকে জলের যে সূক্ষ্মশক্তিও আছেন যাঁকে বলা হয় জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার সাথেও পরিচিত করানো।

এখানে উল্লেখ থাকে এই যে জলের এইরূপ স্থূল (= দেহ) ও সূক্ষ্ম ( = শক্তি ) ছাড়াও আছে আর এক তয় স্বরূপ কারণ। অবশ্য জল ছাড়াও সববস্তুরই আছে এইরূপ তিনটী অবস্থা ( স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ ), যেমন সূর্য্য, অগ্নি ইত্যাদি, সাধারণ সজ্জনের কাছে সবারই স্থূল দেহ সুপরিচিত যেমন, স্থূল সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময়

পিণ্ডটীর তাপ ও আলোক এবং স্থূল অগ্নিরও তাই কিন্তু সজ্জনরা জানেন না যে ঐ সূর্য্যপিণ্ডকে বা অগ্নিপিণ্ডকে কোন্ সূক্ষ্মদেবতা স্বীয় অঙ্গ-জ্যোতিতে ভাস্বর করিয়া ও যথোপযুক্ত যোগ্যতা দিয়া বিভিন্নরূপ প্রয়োজন সাধনে জগদ্বাসীর পরম মঙ্গল করিতেছেন অথচ যাঁর স্বরূপ তাদের অপরিচিত। সেই সূক্ষ্মতমেরও কারণ—পরমকারণ পরমাত্মার সাথে পরিচয় করানোর প্রচেষ্টাই ঋষি ব্যবস্থায় এই সন্ধ্যাবন্দনা। পরমকারণ সদাই লুক্কায়িত অথচ তাঁর সন্ধানই সজ্জনদের কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক সাধনা! যাই হোক, মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইতেছে জলদেবীর নিকট কল্যাণ; সুপরিচিত জল-দেহে অপরিচিত জলদেবীর দর্শনই এখানে কাম্য কল্যাণ। মন্ত্রের মর্ম্ম—কোথাও জল-দেহ (যেমন জলাকীর্ণ স্থানে) ব্যক্ত, আবার কোথাও (যেমন মরুভূমিতে) অব্যক্ত অর্থাৎ গুপ্তস্বরূপা; মরুতে যে জল একেবারে নাই তাহা নহে—তথায় আছেন আবরণের উপর আবরণ দিয়া (Hydrosphere in the unseen Universal Atmosphere), একে তো জলই জলের আবরণ, তাহার উপর আবার ঊষর ভূমির দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত; কোথাও বা নিরাবরণ সুন্দর আপন জলদেহ সুব্যক্ত। লক্ষ্যে অলক্ষ্যে কল্যাণ করাই জলের ধর্ম্ম; কল্যাণ=আনন্দ; জল আনন্দময়ী এবং আনন্দময়ী রূপেই জল সর্ববব্যাপিনী জাগতিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল পদার্থেই আছে জল; আবার জলকে আবরণ করিয়া আছেন সুখ দুঃখ মোহময়ী জল দেবীর প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মফলে

জীবের চিত্তে যখন সত্ত্ব হয় স্ফুরিত তখন তাহার চিত্ত বাহিরের পদার্থগুলি সুখ-দুঃখ-মোহকারক হ'লেও তাহা হইতে মাত্র সুখ-করত্বই করে গ্রহণ, আর চিত্তে যখন রজোগুণ হয় প্রবল তখন জীবের সেই প্রবুদ্ধ রজঃ বাহিরের বস্তু হইতে রজোভাগ গ্রহণ করিয়া বহু সঙ্কল্প-বিকল্পে চিত্তকে দুঃখময় করিয়া তুলে। এই রূপে জীবের মোহের উদয়ে বাহ্যবস্তুরও মোহময়ীশক্তি করে আক্রমণ। এইরূপ আক্রমণ হইতে রক্ষাই প্রার্থিত কল্যাণের রূপ।

যাই হোক্, জল-দেবী (=জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী) তাঁহার স্থূল জল-দেহে আপন স্বরূপটী ঢাকিয়া অবস্থিত তাঁর সাধকের সম্মুখস্থ কোশাতে; ইহাই তাঁহার চরণোদক চিন্তা করিয়া ভক্ত সাধক বিন্দু বিন্দু ছিটায় আপন মস্তকে ছিটান ও আচমনে করেন গণ্ডুষ। এই কোশাস্থ স্থূল জল-দেহেই আছেন সুগুপ্তা—লুক্কায়িতা অন্তর্নিহিতা সূক্ষ্মা জলদেবী (=জলাধিষ্ঠাত্রী); ইঁহারই আনুকূল্য প্রার্থনা সাধকের। উপমার স্বরূপ বলা যায়—যেন পর্দ্দার আড়ালে আছেন রাণী এবং তাঁর আছে অভাব অভিযোগ-আর্জ্জি-আবেদনাদি সহ দরবার করিতে প্রজাবর্গের আসা; ইহাদের মধ্যে নবাগত ও সুদূরাগত দীনহীন প্রজা সভয়ে পর্দ্দার কাছাকাছি এগুতেও সাহস পায় না, আর ঘাগী পুরাণোপ্রজা বা উকিল যায় সাহসে পর্দ্দার কাছাকাছি প্রায় এবং সহজেই শুনিতে পায় রাণীর বাণী। এইরূপ ভাবে ভাবিত হইলেই স্থূল জলরূপ পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়াও শোনেন জলদেবী কাতর প্রার্থনা এবং তিনি

করেন পরম্ কল্যাণ। রাণীরূপা জল-দেবীর খাস-চাপরাসী একমাত্র নারদেরই পর্দ্দার আড়ালে প্রবেশাধিকারের সৌভাগ্য; "নারদ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেই তাহা অনুমান হয় যথা, নারদ = নারং ( = জলং ) দদাতি যঃ সঃ নারদঃ।

নিতান্ত আবশ্যকবোধে স্থূল জল-দেহের কথা বিস্তারিত—বলা হবে অন্যত্র।

**XI. ব্যাহৃতি তত্ত্বঃ**—ওঁ ও ব্যাহৃতির প্রাথমিক আলোচনা পুস্তকের প্রথমভাগেই কিছুমাত্র হ'য়েছে এবং এই দ্বিতীয় ভাগের পৃঃ ( ৯৮-১১৩ ) তে ওঁ-তত্ত্বের যথাসাধ্য বিশদ আলোচনা হ'য়েছে। ব্যাহৃতিতত্ত্ব বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তথায় প্রদত্ত সপ্ত ব্যাহৃতি মন্দিরটীর ছবি মনোযোগ সহকারে চিন্তা-ধারণা করিতে হইবে। মন্দিরগৃহতলের মধ্যস্থলে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিয়া অনুচিন্তন করিতে হইবে সাধককে যেন তাঁহার ( সাধকের ) চতুষ্পার্শ্বে ( সম্মুখ+পশ্চাৎ+ দক্ষিণ+বাম্ ), চতুষ্কোণে ( ঈশান+বায়ু, নৈঋত+অগ্নি ) এবং ঊর্দ্ধলোকে ও অধোলোকে—একুনে দশদিক্-এই, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ভাসিতেছে তরঙ্গাকারে উত্তরোত্তর ও উপর্য্যুপরি সংস্থিত ঐ ওঙ্কাররূপ সপ্তলোক। এই সপ্তলোকই সপ্তব্যাহৃতি। সপ্ত ব্যাহৃতি ওঙ্কারযুক্ত করিয়া পাঠের বিধান আছে; গায়ত্রীমন্ত্র সহ সপ্তব্যাহৃতি পাঠ্য। ১। ওঁ-ভূঃ; ২। ওঁ-ভুবঃ; ৩। ওঁ স্বঃ;

৪। ওঁ-মহঃ; ৫। ওঁ-জনঃ; ৬। ওঁ-তপঃ; ৭। ওঁ-সত্যং।

**ব্যাহৃতি ব্যাখ্যা**—১। ভূঃ=“ভূরিতি বৈ প্রাণঃ।”
“যঃ প্রাণয়তি চরাচরং জগৎ স ভূঃ স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরঃ॥”
যিনি সমস্ত জগতের জীবনাধার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ও স্বয়ম্ভূ সেই প্রাণবাচক পরমাত্মাদেবের নাম “ভূঃ”।

২। ভুবঃ=“ভুবরিতি অপানঃ।” “যঃ সর্ব্বং দুঃখমপানয়তি সোঽপানঃ॥” যিনি সকল দুঃখবর্জ্জিত, ও যাঁহার সঙ্গলাভে জীবের সকল দুঃখ হয় দূর ; তাঁরই নাম “ভুবঃ”।

৩। স্বঃ=“স্বরিতি ব্যানঃ।” যঃ বিবিধং জগদ্ ব্যানয়তি ব্যাপ্নোতি স ব্যানঃ॥” যিনি নানাপ্রকার জগতে ব্যাপক হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন ; সেই তাঁরই নাম “স্বঃ”।

৪। মহঃ = “সর্ব্বেভ্যো মহান্ সর্ব্বৈ পুজ্যশ্চ।” যিনি সকলেরই শ্রেষ্ঠ ও সকলেরই পুজ্য তিনিই “মহঃ।”

৫। জনঃ=“সর্ব্বেষাং জনকত্বাজ্জনঃ পরমেশ্বরঃ।” যিনি সকলেরই উৎপাদক পরমেশ্বর তিনিই “জনঃ”।

৬। তপঃ=“দুষ্টানাং সন্তাপকারকত্বাৎ
স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ তপঃ ঈশ্বরঃ।” যিনি দুষ্টদিগের অন্তর্দাহকারী অর্থাৎ দুষ্টকে দমন করেন এবং স্বয়ং জ্ঞানময় ও অগ্নির সারশক্তির নিয়ামক-নিয়ন্তা তিনিই “তপঃ।”

৭। সত্যং=“যদবিনাশী যস্য কদাচিদ্ বিনাশো ন ভবেৎ তৎ সত্যং ব্রহ্মব্যাপকং।” যিনি অবিনাশী অর্থাৎ যাঁহার হয় না কোনও বিনাশ সেই সর্ব্বব্যাপকই সত্য। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং

# সপ্তব্যাহৃতি

ওঁ

ওঁ ভূঃ
ওঁ ভুবঃ
ওঁ স্বঃ
ওঁ মহঃ
ওঁ জনঃ
ওঁ তপঃ
ওঁ সত্যং

ওঁ

ওঁ মন্দির
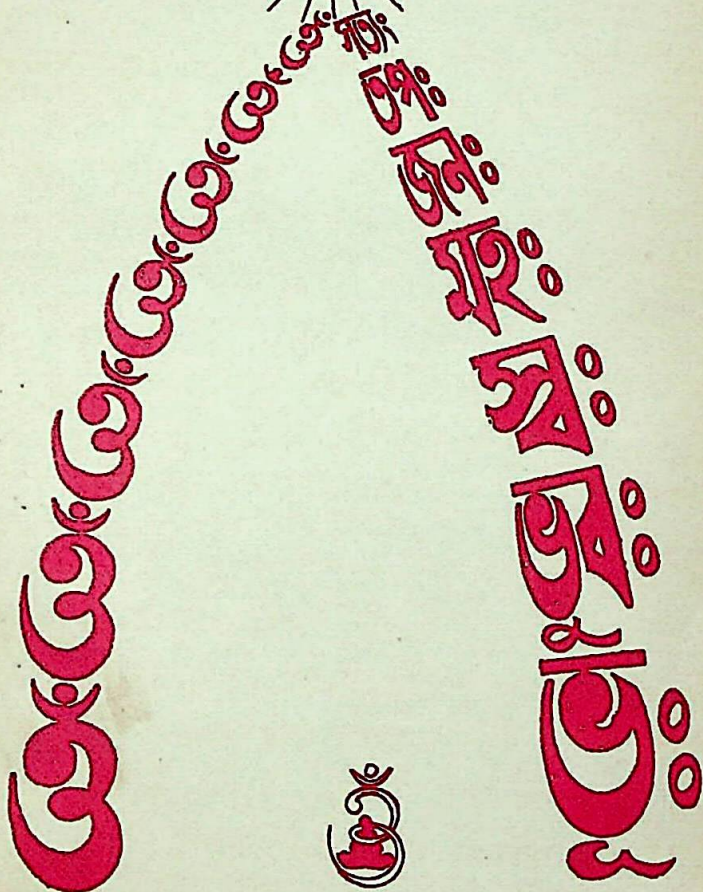
ব্রহ্ম।” এইরূপ ব্যাখ্যাত অর্থজ্ঞানসহ নিম্নপ্রদত্ত মতে মহা-ব্যাহৃতি জপের বিধান ঃ—

ওঁ—ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ওঁ
ওঁ—ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ওঁ
ওঁ—ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ওঁ .... তিনবার, ছয়বার,

নয়বার, বা যতবার ইচ্ছা জপ। জপ করিতে করিতে এমন একটী আনন্দ আসিবে যে বহুক্ষণ ধরিয়া চলিবে জপ ; সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া জপ্যের বিষয়ের অর্থাৎ মর্ম্ম-গানের প্রতিই রাখিতে হইবে লক্ষ্য। আরও, জপ আরম্ভের সঙ্কল্প কালের প্রথম বাক্যাংশ “ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা ইত্যাদি” বলিতে বলিতে যোগ্য সাধককে ভাবিতে হইবে তিনি মর্ত্ত্যের ( পৃথিবীর ) অধিবাসী এবং তাঁহার সামনে প্রত্যক্ষভাবে ঘুরিতেছে চন্দ্র ও সূর্য্য নিয়মিত ভাবে ; আর অবিরাম পৃথিবীর সাথে সাথে সাধক সেই সঙ্গে ঘুরিতে থাকিলেও সাধক নিজে তাহা বুঝিতে—উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। তাই তাঁর অবগতির জন্য লেখা যায় তাঁর সংলগ্ন পৃথিবীটী ( জ্যোতিষশাস্ত্রের লগ্নটী ) প্রতি সেকেণ্ডে আপন মেরুদণ্ডে ঘুরিতেছে ১/৪ মাইল এবং ঘুরন্ত অবস্থাতেই পরিভ্রমণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে আপন কক্ষে প্রতিসেকেণ্ড ৩০ মাইল পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ( clock-wise ) এবং এইরূপে প্রদক্ষিণ করিতেছে সূর্য্যকে মাত্র একবার এক বৎসরে ; এই লগ্নই পৃথিবী এবং জীবের স্থূল দেহ ; চন্দ্র জীবের মন এবং সূর্য্য জীবের আত্মা। প্রত্যক্ষ ভাবে সাধকের

এই তিনটীই আরাধ্য ও আলোচ্যবিষয়। [ বিঃ দ্রঃ—পৃথিবী হইতে চন্দ্র প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল এবং সূর্য্য প্রায় নয় কোটী সাতাইশ লক্ষ মাইল। চন্দ্র পৃথিবীকে করে প্রদক্ষিণ ( ২৭১/৩— ২৯১/২ ) দিনে, পৃথিবীর আকর্ষণেই আকৃষ্ট হইয়া চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তাই চন্দ্রকে বলে পৃথিবীর উপগ্রহ। আবার সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে। সাধক পৃথিবীবাসী, পৃথিবীবক্ষে বসিয়া জ্যামিতিসূত্রে পৃথিবী হইতে চন্দ্র পর্য্যন্ত এক সংযোগ রেখা অনুমান করুন। ( ইহাই চন্দ্ররেখা ২১/২ লক্ষ মাইল ) এবং সূর্য্য পর্য্যন্ত অনুমিত সংযোগ রেখাটী সূর্য্যরেখা ।( = ৯ কোটী ২৭ লক্ষ মাইল )। সাধকের "যেন স্থির" পৃথিবী হইতে এই দু'টী রেখা চন্দ্ররেখা ও সূর্য্যরেখা অহরহঃ ঘুরিতেছে চন্দ্রের গতিতে ও সূর্য্যের গতিতে, পৃথিবীকে যেন অগ্রবিন্দু বা শীর্ষবিন্দু করিয়া ( vertex ); অমাবস্যায় মাত্র ক্ষণিকের জন্য চন্দ্ররেখার পুর্ণ মিলন ঘটে সূর্য্যরেখার সাথে, এইরূপ পুর্ণমিলনের পরই পুনরায় সূর্য্যরেখার সাথে পুর্ণবৃত্ত বা মণ্ডল ( ৩৬০° ) পুর্ণ মিলনে লাগে চন্দ্ররেখার ২৯॥ দিন। সুতরাং প্রায় ১২° কোণ প্রতিদিন চন্দ্ররেখা চলে; চন্দ্ররেখার এই ১২°-কোণ-পথ চলার কালকে বলে একটী তিথি; এইরূপ ১৫টী তিথিকে ( ১২° × ১৫ = ১৮০° অর্দ্ধমণ্ডল বা বৃত্তার্দ্ধ ) বলে একটী পক্ষ (শুক্ল বা কৃষ্ণ)। এই অনুসারে সাধককে সঙ্কল্প বাক্যে ঘোষণা করিতে হয় সাধনা-উপাসনার সময় কোন্-পক্ষ, কোন্ তিথি

এবং তৎকালে সাধকের আশ্রয়স্থল যে পৃথিবীবিন্দুতে ঐ রেখা দু'টীর দ্বারা কত ডিগ্রীর ,কোণ যাহাতে সাধক উপবিষ্ট, সেটীও অনুমানসিদ্ধ করিয়া ধারণাক্ষেত্রে পোষণ করিতে হইবে উচ্চস্তরীয় সাধককে। এই অবস্থানে অবস্থিত হইয়াই মনোযোগ সহকারে সূর্য্যদেবের দিকে মুখ ফিরাইয়া ধারণা করিতে হইবে এইরূপ -

(১) তোমার ঊর্দ্ধ-নিম্নে; দক্ষিণে-বামে, সম্মুখ-পশ্চাতে সর্ব্বত্রই মহাশূন্য বিরাজিত ; (২) এই মহাব্যোমমণ্ডল-মধ্যে তুমি পৃথ্বিরূপিণী মাতৃ-বক্ষে সমকায়শিরোগ্রীব উপবিষ্ট vertex-বিন্দুতে এবং সম্মুখে মহাশূন্যে সূর্য্যদেব ; (৩) সেই সূর্য্যদেবেরই স্নেহময় আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠে তুমি ধৃত ; (৪) পৃথিবী যেন তোমাকেই বক্ষে ধরিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছেন সূর্য্যমণ্ডল। এইরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া সাধক করিবেন অনুচিন্তন এইরূপ :—সূর্য্য হ'ন জগৎ-প্রসবিতা — প্রাণশক্তির একমাত্র আধার ! যে বরণীয় ভর্গ বা ব্রহ্মজ্যোতি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে সম্যক্‌ভাবে ওতপ্রোত রহিয়াছেন, তাঁহারই বিশিষ্ট বিকাশ ক্ষেত্র এই সূর্য্য ; তাই ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীমন্ত্রে সেই বরণীয় ভর্গের উপাসনা করিতে গিয়া, সূর্য্যকেই ভর্গের বা ব্রহ্মজ্যোতির প্রতিনিধিরূপে ধ'রে নিয়েছেন। প্রতিশ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতি বাক্যব্যয়ে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়সঞ্চালনে, প্রত্যেক চিন্তায় আমাদের যে প্রাণশক্তি পরিব্যয়িত হইতেছে, তাহা একমাত্র সূর্য্য হইতেই আমরা পুনরায় আহরণ ( লাভ ) করিয়া আপন অস্তিত্ব উদ্বুদ্ধ ( বজায় ) রাখিতে

হই সমর্থ। তাই কি বহির্জগতে কি অন্তর্জগতে, কি সাধনক্ষেত্রে, একমাত্র সূর্য্যই জীবের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয় ও অবলম্বন। গর্ভস্থ শিশু যেমন নাভিসংযুক্ত নাড়ীদ্বারা মাতৃভুক্ত অন্নাদির রসপ্রবাহে হয় পরিপুষ্ট তেমন আমাদের নাভিচক্রে সূর্য্যরশ্মির সূক্ষ্ম সূত্ররূপী জ্যোতির্ধারা অবলম্বনে প্রতিনিয়ত সূর্য্য হইতে প্রাণশক্তিরূপ রসপ্রবাহ আসিতেছে; তাহারই ফলে জীব আমরা থাকি সঞ্জীবিত। জীব মনুষ্যত্ব লাভ করিলে বুঝিতে পারে—এই পরিদৃশ্যমান সূর্য্যদেবই তাহার পিতৃস্থানীয় !! ঐ সূর্য্যের শক্তির নাম সৌরশক্তি—সবর্ণা বা বেদের ভাষায় সরণ্যু; সূর্য্য যেমন ব্রহ্মজ্যোতি বা ভর্গের বিশিষ্ট প্রতিনিধি, সবর্ণা বা সৌরশক্তিও সেইরূপ 'ব্রহ্মশক্তির বিশিষ্ট প্রতিনিধি। এই সৌরশক্তির প্রভাবেই এই ভূতধাত্রী বসুন্ধরা ও অনন্ত গ্রহমালা সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিধৃত হইয়া মহাশূন্যে অবস্থান করতঃ স্ব-স্ব অবয়ব পরিবর্ত্তনরূপ প্রণাম করিতে করিতে সেই রমণীয় ভর্গপ্রতিনিধি সূর্য্যদেবকে করিতেছে প্রদক্ষিণ। এই মহীয়সী সৌরশক্তির প্রভাবেই জীবসঙ্ঘ স্ব-স্ব অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মত্বের (মহত্ত্বের) দিকে হইতেছে অগ্রসর! এই মহত্ত্বেরই নাম স্থিরত্ব—পরমস্থিরত্ব—পরিণাম—অবসান বা নিরস্ত-সর্ব্ব বিষ্ণুর পরমপদ এবং জীবের অব্যয় স্বরূপ।]

শ্রীভগবান্ স্বয়ং সপ্ত আবরণে আবৃত হইয়া বিরাজিত। জগতের সপ্তমূলতত্ত্বই জগতের সপ্ত আবরণ স্বরূপ। সপ্ত আবরণ = পঞ্চভূত + অহঙ্কার + মহতত্ত্ব। বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে এবং

দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান আছেন বৈরাজ পুরুষ বা বিরাট দেবতা।

**বিরাট দেবতাঃ**—দীপ্তি অর্থবোধক √রাজ্+ক্বিপ্= বিরাট; স্বকীয় দীপ্তির দ্বারা যিনি স্বকীয় বিশ্বের প্রকাশ ক'রেছেন তিনিই বিরাট দেবতা। শ্রীভগবানের এই বিরাট রূপের ভাবনা ও উপাসনা এবং ধারণা করিতে ভাগবতের উপদেশ—ভাগবত ২।১।২৫।

"অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ"॥

বিরাট পুরুষের অঙ্গবিন্যাস ঃ—

সপ্তপাতাল ও সপ্তলোক তাঁহার শরীর—বিরাট দেহ। ধ্যানযোগে ধারণা করিতে হয় বিশ্বরূপের বিরাট দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকল যেমন ঃ—

| সপ্ত পাতাল | বিরাটের অঙ্গ | সপ্তলোক | বিরাটের অঙ্গ |
|---|---|---|---|
| ১। পাতাল | = পদতল | ৮। ভূর্লোক | = জঘন (নাভির তলায় কোমর) |
| ২। রসাতল | = চরণাগ্র | ৯। ভুবর্লোক | = নাভি |
| ৩। মহাতল | = গুল্ফ | ১০। স্বর্লোক | = বক্ষঃ |
| ৪। তলাতল | = জঙ্ঘা | ১১। মহর্লোক | = গ্রীবা |
| ৫। সুতল | = জানু | ১২। জনঃলোক | = বদন |
| ৬। বিতল | = উরু | ১৩। তপঃলোক | = ললাট |
| ৭। অতল | = গুহ্যদেশ | ১৪। সত্যলোক | = শীর্ষ |

১৫। অগ্নি=মুখ, ১৬। বায়ু=নিশ্বাস, ১৭। সূর্য্য=নয়ন, ১৮। দিবারাত্রি=অক্ষিপত্র, ১৯। যম=দংষ্ট্রা, ২০। মায়া=হাস্য ২১। সংসার=কটাক্ষ, ২২। অশ্বিনীকুমারদ্বয় = নাসাপুট, ২৩। রস=জিহ্বা, ২৪। দিকসমূহ=প্রাণ, ২৫। ইন্দ্রাদিদেবগণ =বাহু, ২৬। সমুদ্র=কুক্ষি ( পেটের গহ্বর ), ২৭। পর্ব্বতসমূহ =অস্থি, ২৮। নদীসমূহ=নাড়ী, ২৯। বৃক্ষলতা=রোম, ৩০। মেঘসকল=কেশগুচ্ছ, ৬১। কাল=গতি, ৩২। সন্ধ্যা= বস্ত্র, ৩৩। প্রকৃতি=হৃদয়, ৩৪। চন্দ্র=মন।

বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে ও দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে বৈরাজ পুরুষ আছেন বর্ত্তমান। মানবদেহেরও আছে সাতটী আবরণ যথা :—১। রস, ২। রক্ত, ৩। মাংস, ৪। মেদ, ৫। অস্থি, ৬। মজ্জা, ৭। শুক্র। দেহীর দেহের সারবস্তু—শুক্রকে ধারণ ও রক্ষা করিতে পারিলে বুদ্ধিবৃত্তি পরিপুষ্ট হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা তাঁহাকে দর্শনের পথ হয় সুগম।

এই সপ্তব্যাহৃতিকেই শাস্ত্র বলেন দেবতা ; এতদ্ভিন্ন দেবতা হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। মনুষ্যদেহে ঐ সপ্তদেবতা অধিষ্ঠানপূর্ব্বক করিতেছেন দেহের সমস্ত কার্য্যই, যেমন :—

১। পৃথিবীতত্ত্ব ( বা দেবতা ) দ্বারা সম্পন্ন হয় দেহের মলনিঃসারণ কার্য্য।

২। জলতত্ত্ব ( বা দেবতা ) দ্বারা সম্পন্ন হয় দেহের মূত্র-নিঃসরণ কার্য্য।

৩। অগ্নিতত্ত্ব ( বা দেবতা ) দ্বারা সম্পন্ন হয় উদরস্থ ভুক্তান্ন পরিপাকরূপ কার্য্য ও তাদের রসাদিতে পরিণতিরূপ কার্য্য।

৪। বায়ুতত্ত্ব ( বা দেবতা ) দ্বারা সম্পাদিত হয় দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া এবং দেহের সমস্ত সঞ্চালনীশক্তিপ্রদানরূপ কার্য্য।

৫। আকাশতত্ত্ব ( বা দেবতা ) দ্বারা সম্পাদিত হয় শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য।

৬। চন্দ্রমা-তত্ত্ব ( বা দেবতা ) দ্বারা সম্পাদিত হয় দেহীর সমস্ত মননকার্য্য।

৭। সূর্য্য-তত্ত্ব ( বা দেবতা ) অথবা সূর্য্যনারায়ণ বা জ্ঞান-বুদ্ধি-দর্শন ব্যাপারের অধ্যক্ষ দেহীর সমক্ষে ভাসাইতেছেন জগতের রূপ-ব্রহ্মাণ্ড এবং দর্শন করাইতেছেন অন্তর ও বাহির দৃষ্টি দ্বারা যথাক্রমে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বস্তুনিচয়।

সপ্তব্যাহৃতি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত। ব্রহ্ম কি বস্তু জানিতে হইলে—ব্রহ্মের ধারণা করিতে হইলে—ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইলে, ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন কতদূর প্রভৃতি বিষয় কতকটা অন্ততঃ উপলব্ধি করা আবশ্যক।

ব্যাহৃতি জপের ফলঃ—১। যমের উপদেশগত পাপীর প্রায়শ্চিত্ত জন্য ফলাহার করিয়া সহস্রবার চাই জপ "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ"; একদিনেই প্রাণ বিশুদ্ধ হইয়া সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়।

"ওঙ্কারাদ্যা ব্যাহৃতয়ঃ সহস্রমনুমন্ত্রিতাঃ।
ফলাহারস্তথাভ্যস্ত তদহ্নৈব বিশুদ্ধতি॥"

২। বশিষ্ঠ বলেন—

"মনসা পাপং ধ্যাত্বা ওঁ পূর্ব্বাঃ সত্যান্ত ব্যাহৃতির্জ্জপেৎ"। কৃতপাপ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য সপ্ত ব্যাহৃতি করিবে জপ।

**XII. প্রাণায়ামতত্ত্ব** ঃ—যোগশাস্ত্রে প্রাণায়াম বিশেষ ব্যাখ্যাত। এখানে মাত্র **সংক্ষেপে** দেয়া যায় কিঞ্চিৎ বর্ণনা। প্রাণায়াম = প্রাণ + আয়াম; প্রাণায়াম মানে প্রাণবায়ুর আয়াম বা সংযম; অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে স্থির করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা। প্রাণবায়ু স্থির না হ'লে, স্থির হয় না চিত্ত; তাই চিত্ত স্থির করিতে প্রকৃষ্ট উপায়ই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে করিতে হয় তিনটী ক্রিয়া যথা—১ম পূরক, ২য় কুম্ভক এবং ৩য় রেচক। উহার প্রণালী এইরূপ ঃ—(১) নাসিকা দিয়া যে বায়ু (প্রাণ-বায়ু) বাহির হইতে ভিতরে টানিয়া লওয়া হ'য় (Inspiration) তাহাকে বলে পূরক। (২) উক্ত প্রাণবায়ুকে ভিতরে ধরিয়া রাখার নাম কুম্ভক। (৩) সেই বায়ুকে পুনঃরায় নাসিকা দিয়া ছাড়ার (Expiration or Exhalation) নাম রেচক। মুখ সব সময়ই থাকিবে বন্ধ। দুই প্রকারে সাধিত হ'তে পারে এই প্রাণায়াম, (ক) সবীজ অর্থাৎ মনে মনে ওঁকার বীজ জপ সহ, (খ) অবীজ বা জপবিহীন। ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ সবীজ প্রাণায়াম অভ্যাস চাই। পদ্মাসন-প্রাণায়াম সর্ব্বব্যাধি বিনাশন; প্রথমভাগে বিবৃত।

**প্রাণায়ামের ফল** ঃ—*(i)* ইন্দ্রিয়গণের দোষ ক্ষয় হইয়া

নির্ম্মল হইতে থাকে, (ii) উত্তম স্বাস্থ্য লাভ, (iii) দ্রুতবেগে গমনশীলতা, (iv) বল ও উৎসাহ বৃদ্ধি, (v) চিত্ত-প্রসাদ, (vi) স্বর-সৌষ্ঠব, (vii) গাত্রবর্ণের চিক্কণতা, (viii) জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনিয়া হওয়া যায় সর্ব্বজয়ী ; যত রকম স্বর্গ ও নরক আছে ইন্দ্রিয়গণই তাহার মূলে, তাই তাহাদিগকে নিগৃহীত করিলেই লাভ হয় স্বর্গ এবং প্রশ্রয় দিলেই ভোগ হয় নরক। শরীরকে একটী রথ কল্পনা করিলে, ইন্দ্রিয়গণ ঐ রথের অশ্ব—বুদ্ধি তাহার সারথি —প্রাণায়াম হয় চাবুক, জ্ঞান-বৈরাগ্য রশ্মি দ্বারা সম্যক্ ধৃত মন প্রাণায়াম দ্বারা সংযত হইয়া ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয় নিশ্চলত্ব।

XIII যোগতত্ত্বে অষ্টাঙ্গ যোগঃ—১। যম, ২। নিয়ম, ৩। আসন, ৪। প্রাণায়াম, ৫। প্রত্যাহার, ৬। ধারণা, ৭। ধ্যান, ৮। সমাধি। যোগের এই অন্যতম চতুর্থ অঙ্গ-বিশেষ প্রাণায়াম-জ্ঞান লাভেচ্ছুকে পড়িতে হইবে সাধনপাদ-পাতঞ্জল, যোগঃ সাধনপাদ, শিবসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, গরুড়-পুরাণ, ঘেরণ্ড সংহিতা এবং বশিষ্ঠ, অত্রি, বৌধায়ন, যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যঃ ও শঙ্খ প্রভৃতি ঋষিদের গ্রন্থ।

**যোগের সংক্ষিপ্ত কথা**ঃ-যোগমার্গের অষ্টবিধ উপায় যথা—(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান, (৮) সমাধি।

**(১) যম বা সংযম**—(i) অহিংসা+(ii) সত্যনিষ্ঠা+(iii) আস্তেয় [ চৌর্য্যপরিত্যাগ ]+(iv) ব্রহ্মচর্য্য [ বিঃ দ্রঃ—

অগ্নিপুরাণের উপদেশে "মৈথুনস্য পরিত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং তদষ্টধা। স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্॥ সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্বৃত্তিরেব চ এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" অবশ্য এই বিধি যোগিগণের জন্য। সাংসারিক সজ্জনগণ স্বীয় স্ত্রীতে শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মে উপগত—সঙ্গত হইয়াও পালন করেন ব্রহ্মচর্য্য॥ ]+(v) অপরিগ্রহ (=ভোগসাধনে আসক্তি ত্যাগ)।

(২) নিয়ম=[i] শৌচ (আন্তর ও বাহ্য +[ ii ] সন্তোষ +[iii] তপস্যা+[iv] স্বাধ্যায় (=বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ করা বা করানো)+[v] ঈশ্বরে প্রণিধান অর্থাৎ মনোনিবেশ বা চিত্তের একাগ্রতা সাধন।

(৩) আসন=শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ৮৪ প্রকার আসন, তবে সাধক যেভাবে বসিলে তাঁহার সাধনার সুবিধা ও নির্বিঘ্নে চলে তাঁর সাধনা তাহাই তাঁহার আসন। তবে মাত্র প্রধান আসনগুলি সংক্ষেপে বলা যায় এইরূপ—[i] পদ্মাসন ঃ— দুই পদতল দুই উরুর উপরিভাগে রাখিয়া পদের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ধারণ করিতে হইবে পিছন দিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা। [ii] স্বস্তিকাসন ঃ— দুই পদতল উরু ও জানুর (হাঁটুর) মধ্যে সম্যক্ ভাবে রাখিয়া সমকায়গ্রীব অর্থাৎ সরল-দেহ হইয়া উপবেশন [iii] ভদ্রাসন— গুল্ফযুগল [=গোড়ালী দু'টী) পাদগ্রন্থদ্বয় সীবনীর (=লিঙ্গমূল হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত যে সেলাই আছে তাহার) পাশে রাখ স্থির-ভাবে এবং অণ্ডকোষের তলায় হস্তদ্বয় দ্বারা পাদপার্ষ্ণি (=পদ-তলের নিম্নভাগ) কর বন্ধন। (iv) বজ্রাসন ঃ—পাদদ্বয়ের

অঙ্গুলিগুলি প্রত্যুন্মুখ করিয়া পাদদ্বয় যথাক্রমে উরুদ্বয়ে রাখিয়া তাহাতে হস্তদ্বয় রাখিবে। (v) **বীরাসনঃ**—একপাদ অধঃস্থিত এবং অন্যপদ উরুদেশে বিন্যস্ত করিয়া সরল শরীরে থাকিবে ॥

**(৪) প্রাণায়ামঃ**—পূর্ব্বে বর্ণিত

**(৫) প্রত্যাহার**=প্রত্যাহরণ. প্রত্যাবর্ত্তন — ফিরিয়া আনা ; বহির্মুখী প্রবৃত্তিগুলিকে করা অন্তর্মুখী। বিষয়সমুদ্রে প্রবিষ্ট ও প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণকে আহরণ করিয়া (=আনয়ন বা গুটাইয়া আনা ) নিগ্রহ ( = তিরস্কার, দণ্ড, প্রহার ) করা।

**(৬) ধারণা**=ধ্যেয় বস্তুতে মনের সংস্থিতি অর্থাৎ মনকে স্থির রাখা। ধারণা দুইপ্রকার—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। দ্বাদশ আয়ামে ( =times, বার ) অর্থাৎ ১২ বার মনকে কোন বস্তুতে লাগিয়ে রাখিলে তবে সেই ধ্যেয় বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা হয় একটী বার ; দ্বাদশ বার ধারণার ফলে হয় একবার ধ্যান এবং দ্বাদশ ধ্যানে হয় সমাধি।

**(৭) ধ্যান**=এক বিষয়ক প্রতীতি-প্রবাহ ; চিন্তা করা অর্থে ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী √ধ্যৈ+ভাবে অনট্ করিয়া ধ্যান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। [ বিঃ দ্রঃ—ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী করিয়া স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান এবং নাসিকাগ্রে দৃষ্টি ন্যস্ত করতঃ ধ্যান করিতে হয় আত্মারূপ ব্রহ্মকে। ]

ধাতা, ধ্যান, ধ্যানের বিষয় (=ধ্যেয় বস্তু ) এবং ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা—এই চারিটী বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞ নিযুক্ত হন যোগে।

মূর্ত্ত অর্থে সাকার বা মূর্ত্তিমান ; পরব্রহ্মের মূর্ত্তদেহ = ক্ষিতি + অপ্ + তেজঃ + মরুৎ ; এই ভূতচতুষ্টয়ই পরমেশ্বরের মূর্ত্তদেহ। আর, অমূর্ত্ত অর্থে নিরাকার ও মনোবাণীর অতীত। পরমেশ্বরের ভাব দু'টী—সাকার ও নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, মূর্ত্ত-অমূর্ত্ত, বিশ্বাতিগ-বিশ্বানুগ।

সর্ব্বজ্ঞ পরমহরিকে জানিবেন "স-কল" অর্থাৎ অংশরূপী এবং "নিষ্কল" অর্থাৎ তিনি পূর্ণ, তাঁহার অংশ নাই, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই এইরূপ।

ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা হয় অণিমাদিগুণ, ঐশ্বর্য্য ও মুক্তির জন্য। ধ্যানরূপ ফলের দ্বারা সংযোগ হয় জীবাত্মা ও পরমাত্মার। বিষ্ণুরত ব্যক্তি চলিতে-চলিতে, অবস্থিতিকালে, নিদ্রাকালে, চক্ষুর উন্মেষণ বা নিমেষণ কালে, শুচি বা অশুচি অবস্থায়, সকল সময়ই করিবেন ঈশ্বরচিন্তা। স্বীয় দেহমধ্যে মানসে হৃৎপদ্মাসনে কেশবকে সংস্থাপন করিয়া ধ্যানযোগে করিবে তাঁহার পূজা। যে সজ্জন ধ্যানযজ্ঞপরায়ণ, তিনি শুদ্ধান্তঃকরণ ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত। ধ্যান-যজ্ঞের দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি ও পরমামুক্তি লাভ হয় ; তাই বাহ্যিক আড়ম্বর দ্বারা যজ্ঞ-সাধন ছাড়িয়া ধ্যানযজ্ঞ পরায়ণ হওয়া চাই। স্বচ্ছ বিমল, কদম্বসদৃশ গোলাকার উজ্জ্বল মণিসদৃশ রূপবিশিষ্ট ওঙ্কাররূপ ঈশ্বরকে হৃদপদ্মে অবস্থিত ও দীপ্তিমান এইভাবে করিবে ধ্যান। ওঙ্কাররূপ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে নিত্যস্থূল হইতে সূক্ষ্মাণুক্রমে করিবে ধ্যান ও জপ ; ধ্যানান্তে শ্রান্ত হইলে জপ কর মন্ত্র ; জপে

শ্রান্ত হইলে কর ভগবৎ চিন্তা। এইরূপে জপ ধ্যানাদি-নিরত ( profoundly attached ) হইলে অচিরে প্রসন্ন হ'ন বিষ্ণু।

আধি-ব্যাধি ও গ্রহগণ জপকারীর নিকটেও যাইতে পারে না। জপকারী-ব্যক্তি লাভ করেন ভুক্তি-মুক্তি ও মৃত্যুঞ্জয়রূপ সুফল।

**(৮) সমাধি ঃ—সম+অধি** অর্থাৎ সমান সমান অধিকার বা অধিষ্ঠান বা অধিবাস। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাই সত্য; ইঁহাতে নিত্যযুক্তভা উপলব্ধি করাই ব্রাহ্মীস্থিতি; সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মক্ষেত্ররূপ **আধারে** জীবাত্মারূপ **আধেয়** এক হ'য়ে যাওয়ার অবস্থাই সমাধি। পারমার্থিক ব্যাপারে যখন মনঃ সম্যক্‌ভাবে মিলিত হয় **প্রজ্ঞার** সহিত তখনই হয় সমাধি, সমাধি সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প এবং আরও উচ্চস্তরীয় সমাধিকে বলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। আবার, সাধারণ জাগতিক ব্যাপারে যখন মনঃ সম্যক্ মিলিত হয় **বুদ্ধির** সহিত, এই মিলনকেও বলা যায় সমাধি। সাংসারিক প্রতিটী কর্ম্মই সমাধি সাপেক্ষ ও এই অষ্টাঙ্গ যোগের অধীন; মনঃ ও বুদ্ধির মিলন সংঘটন না হ'লে অর্থাৎ মনঃসংযোগ বা মনোযোগ না হ'লে কোন কর্ম্মই সম্পাদিত হ'তে পারে না।

**XIV. পরমপুরুষতত্ত্ব ঃ—**পরমপুরুষ পরমাত্মা অরূপ! সেই অরূপের রূপ বর্ণনা ঋগ্বেদ ১০ম্ মণ্ডল ৯০ সূক্তের ১ম্ মন্ত্রে কিছু আছে যথা ঃ—

"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥"

শব্দার্থ :—(i) সহস্রশীর্ষা=অনন্তমস্তকবিশিষ্ট, (ii) পুরুষঃ= বিরাট্ নামধারী পুরুষ=অগ্রগতি অর্থবোধক √পুর+কুষন্ ক। যিনি আবির্ভূত হন সর্ব্বাগ্রে তিনিই পুরুষ বা পূরুষ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেন—"আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।
স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে॥"

পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে আকাশেরই হইয়াছিল সর্ব্বাগ্রে গতি। আবার, পুরশব্দ ক্লীবলিঙ্গে মানে গৃহ, দেহ, নগর এবং স্ত্রীলিঙ্গে নগরী; আকাশরূপ পুরে তিনি আছেন প্রবিষ্ট ও শয়ান তাই তিনি খ্যাত পূরুষ নামে; আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদেহরূপ পুরে জীবাত্মারূপে অবস্থিত তিনিই।

আরও, √পূর ধাতু পরিপুরণ-অর্থবোধক। পঞ্চ তন্মাত্রাদি সৃষ্টির উপাদান-উপকরণ দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপূরণ করিয়া জগৎ সৃষ্টি ক'রেছেন, তাই তিনি পূরুষ। আবার পূর শব্দের অর্থ জলরাশি, প্রবাহ, সমূহ ও পরিপুরণ; সৃষ্টির পূর্ব্বে নারঃ অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জলকণারূপ পরমাণু দ্বারা জগৎ ছিল একার্ণব-অবস্থায়; পরে তাহাতে ঢেউ উঠিলে—( Rolling friction-এ ) প্রবাহ হইয়া সমুদ্ভূত হ'ন পুরুষ—বৈরাজপুরুষ। (iii) সহস্রাক্ষ=অসংখ্য অক্ষ অর্থাৎ চক্ষুবিশিষ্ট; (iv) সহস্রপাৎ =অসংখ্যপদযুক্ত; (v) ভূমিং=সত্তা-অর্থবোধক √ভূ+অধি-করণ বাচ্যে মিক্—পৃথিবী, ক্ষেত্র, আধার, আকর, স্থান ও

বাসস্থান, (vi) সর্ব্বতঃ = সর্ব্বতোভাবে, (vii) অত্যতিষ্ঠৎ = অতি + অতিষ্ঠৎ, (viii) দশাঙ্গুলম্ = দশ + অঙ্গুলম্ ; জানিয়া রাখিতে হইবে এখানে অঙ্গুলি শব্দটী সাধারণ পরিমাণসূচক শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত নহে ; তাই অঙ্গুলশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থটী এখানে বিচার্য্য এইরূপ—গতি, চিহ্নীকরণ ও অঙ্কপাত অর্থবোধক √অন্‌গ হইতে নিষ্পন্ন এই অঙ্গুলশব্দটী, ∴ দশঅঙ্গুল = দশদিক্ (সর্ব্বত্র)। এই শব্দার্থানুযায়ী মন্ত্রের মর্ম্ম দাঁড়ায় এই যে, যিনি বিরাট পুরুষ তাঁহার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু ও অসংখ্য পাদ ; তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া আছেন অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" প্রণেতা হলায়ুধ ( ১২শ খৃষ্টাব্দে ) এই ঋকের অর্থ করিয়াছেন—"জীবদেহের নাভি হইতে দশ অঙ্গুল উচ্চে বক্ষস্থলে পুরুষ আছেন বিদ্যমান।" সসম্মানে বিনীতভাবে বিরুদ্ধসমালোচনায় বলা যায় যে মন্ত্রটী বিশেষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, মানব বা কোন পার্থিব জীব সম্বন্ধে কোন বিষয় ইহাতে আলোচিত হয় নাই। এমতাবস্থায় ঐরূপ শব্দার্থ মাত্র এস্থলে সঙ্গত ব'লে মনে হয় না।

ঋক্‌মন্ত্রটীর ভাবার্থ ও তত্ত্বার্থ চিন্তা করিলে দেখা যায় পুরুষ বা পরমাত্মা কিরূপ ও কি ভাবে অবস্থিত, তাহাই এই মন্ত্রে বিশেষ কথিত ; তিনটী বিশেষণ দ্বারা পুরুষকে বিশেষিত করা হ'য়েছে যথা ( ১ ) সহস্রশীর্ষা সহস্র অর্থে বহু বা অসংখ্য ; নভোমণ্ডলে যে অসংখ্য সৌরজগৎ বা নক্ষত্ররাজি বর্ত্তমান, তাহাই

পুরুষের মস্তকরূপে কল্পিত; (২) সহস্রাক্ষঃ অর্থাৎ অসংখ্য সৌর-জগতের কেন্দ্রস্থ সূর্য্য হ'ন পুরুষের দর্শনেন্দ্রিয়স্বরূপ, (৩) সহস্রঃপাৎ অর্থাৎ বহু স্থানে বা সর্ব্বত্রই পুরুষের পদ বা আশ্রয়স্থান বা বিচরণ স্থান, ইহা দ্বারা তিনি যে সকল স্থানেই বিদ্যমান—ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না হওয়ায়, পুনরায় মন্ত্র বলিতেছেন যে তিনি ভূমি অর্থাৎ জনলোক বা আকাশ, যে স্থানে বা যাহা হইতে সমস্ত ভূতের হয় উৎপত্তি সেই আকাশের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া দশদিকেই ওতপ্রোতভাবে আছেন অবস্থিত, দশ অঙ্গুল অর্থে গতিবিশিষ্ট দশদিক বা-অঙ্গুরীর ন্যায় গোলাকার অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহার মধ্যে সতত-গতি বা কম্পন বিদ্যমান; আলোচ্যমান পুরুষের দুইটী ভাব, একটী এজৎ (কম্পন) আর ২য়টী অনেজৎ (স্থৈর্য্য); এই অনেজৎ ভাবই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধার স্বরূপ; মন্ত্রের "অত্যতিষ্ঠৎ" (অতি+অতিষ্ঠৎ) ক্রিয়া-সূচক শব্দটীও সেই উভয় ভাবের ইঙ্গিত; সদাগতি-অর্থবোধক √অত হইতে উৎপন্ন এই অব্যয়শব্দ "অতি"। ইহাই ব্রহ্মের প্রকাশ ভাব সূচনা করিতেছে। আরও, ব্যাখ্যায় যায় বলা যে, [ক] অক্ষ শব্দের অন্যতম অর্থ "ইন্দ্রিয়" ধরিলে, এ স্থলে বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করা হ'য়েছে, কারণ ধীমান ব্যক্তিগণ সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল দর্শন করেন বুদ্ধি দ্বারা, [খ] সহস্রপাৎ—সহস্রপদ, সহস্র-পাদ-এর পদ বা পদ-শব্দের অন্যতম অর্থ কিরণ, রশ্মি; ঐরূপ অর্থ ধরিলে পুরুষ সহস্ররশ্মি বা পূর্ণজ্যোতিবিশিষ্ট। আবার পাদশব্দে কর্ম্মেন্দ্রিয় উপলক্ষ্য করা হ'য়েছে; ইহা দ্বারা বোধগম্য

হইতেছে যে ত্রিলোক মধ্যে যত প্রাণি আছে, তাহাদের যত মস্তক যত বুদ্ধীন্দ্রিয় ও যত কর্ম্মেন্দ্রিয় তৎসমস্তই তাঁহার সেই পুরুষের। ত্রৈলোক্য মধ্যবর্ত্তী সমস্ত জীবদেহ ব্যাপিয়া পরমপুরুষ পরমাত্মা অবস্থিত।

সায়ণভাষ্যম্ :—"দশাংগুল"শব্দ ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থ সকল স্থানের উপলক্ষণ, অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত।

**XV. যজ্ঞতত্ত্ব :**—দেবপূজার্চ্চনা করা অর্থবোধক ✓যজ্ হইতে উৎপন্ন যজন-যাজন, যজমান, যাগ ও যজ্ঞ শব্দ গুলি। দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃতক্ষেপণ যাহাকে বলে হোম তাহাও এই যজ্ঞতালিকাভুক্ত। যজ্ঞে দেবতাবৃন্দ করেন অবস্থিতি বা হয়েন আবির্ভূত ; যজ্ঞে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত, যজ্ঞের দ্বারা পৃথিবী ধৃত, রক্ষিত ও হ'ন বর্দ্ধিত ; যজ্ঞ প্রজাবৃদ্ধি করেন। যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয় মেঘ, মেঘ হইতে হয় জল, জল হইতে হয় অন্ন, অন্ন দ্বারা মনুষ্যাদি প্রাণী সকল থাকে জীবিত ; সুতরাং সমস্ত জগৎ যজ্ঞময়। বেদ, উপনিষৎ, ব্রাহ্মণ, গীতা ও পুরাণাদি নানা প্রাচীন গ্রন্থে আছে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত যজ্ঞের আদেশ, উপদেশ, গুণ ও উপকারিতা সম্বন্ধে।

বেদ বলেন, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ সংহিতা ৩।৫।২। যজ্ঞকর্ম্মের ফল :—

(১) ঐহিক সুখবৃদ্ধি, (২) পারমার্থিক উন্নতি ও সদ্গতি, (৩) হোমাদি যজ্ঞের দ্বারা জগতের হয় শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও

স্বাস্থ্যোন্নতি এবং জন্মে শ্রীভগবানের প্রতি প্রেম, (৪) স্থলবিশেষে কর্ম্মক্ষয় হইয়া মুক্তিপথে ধাবিত হয় যজ্ঞকারীর মন।

ঘৃতাদি দ্বারা যজ্ঞাহুতি করিলে আকাশ-বায়ু-জল প্রভৃতি সমস্ত হইয়া যায় পবিত্র, সুবৃষ্টি হয় ও স্বাস্থ্যপ্রদ প্রচুর শস্যাদি জন্মে এবং লোকসকল সুস্থ শরীরে নীরোগ অবস্থায় জগতের হিতকর ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। বৈদিক যুগে এই যজ্ঞাহুতি নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হইত। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃসন্ধ্যা সারিয়া নিজ নিজ শাখোক্ত বেদপাঠ করিতেন; এক্ষণে তাহা কঠিন হওয়াতে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পর [ সূর্য্যার্ঘদানের পুর্ব্বে ] চারিবেদের চারিটী প্রথম শ্লোক মাত্র পঠিত হয়। এই মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠের পুর্ব্বে বেদের ঋষিছন্দ পাঠ্য; ঋগ্বেদের ঋষিছন্দ নাই। [ বিঃ দ্রঃ—যেহেতু এই অজ্ঞ পুস্তকলেখক বেদাদি পাঠে অনভিজ্ঞ সেহেতু আগ্রহশীল পাঠককে অন্য বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সহায়তা লইতে সে জানায় অনুরোধ তাঁহার ঈপ্সিত ব্রহ্মযজ্ঞকর্ম্মানুষ্ঠানে ]।

ব্রহ্মযজ্ঞ বা স্বশাখোক্ত বেদপাঠ—

১। ঋগ্বেদের প্রথম শ্লোক, ইহার ছন্দ=গায়ত্রী

ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্
হোতারম্ রত্নধাতমম্॥

ব্যাকরণ:—অগ্নিমীড়ে = অগ্নিম্ (=অগ্নিদেবকে) + ঈড়ে (=স্তব করিতেছি আমি); পুরোহিতং=পুরঃ [ সম্মুখে ]+

হিতং ( ধৃতং বা স্থাপিতং ]; যজ্ঞস্য=যজ্ঞের ; দেবমৃত্বিজম্= দীপ্তিকরং + ঋত্বিজং ( যজমানের অভ্যুদয়ের জন্য যাগকারী অগ্নিকে ) হোতারং=হোমস্য প্রধানত্বেন কর্ত্তৃভূতম্; পরমেশ্বর জীবদিগের সম্বন্ধে দেয় পদার্থের দাতা এবং গ্রহণীয় পদার্থের গ্রহণকর্ত্তা বা গ্রহীতা, তাই তাঁহার নাম **হোতা**। "**য জুহোতি স হোতা**" ; হোতা শব্দের ব্যুৎপত্তি—( হু দানা-দানয়োঃ আদানে চেত্যেকে ) ; পরস্মৈপদী √হু-র অর্থ=হোম, ভক্ষণ, দান আদান এবং প্রীণন্।

রত্নধাতমম্=রত্নং সুবর্ণং তদ্দধাতি ইতি রত্নধা, অতিশয়েন রত্নধা=রত্নধাতমঃ তং অর্থাৎ **ধনদাতারং**।

মন্ত্রের মর্ম্ম—পুরোহিতের ন্যায় যজ্ঞের অভীষ্ট সম্পাদক অথবা যজ্ঞের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত, অথবা যজ্ঞের প্রথমেই রক্ষিত, যে দানাদিগুণযুক্ত দেবযজ্ঞের হোতারূপ পুরোহিত ( সাধক ) এবং যজ্ঞফলরূপ রত্নের পোষণ-কর্ত্তা অথবা ধনদাতা যে অগ্নি তাঁহাকে করি আমি স্তব।

সামবেদীমতে এই মন্ত্রের ঋষি মধুচ্ছন্দা, ছন্দ-গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি এবং বিনিয়োগ হয় ব্রহ্মযজ্ঞে।

২। ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বাযবঃস্থ দেবোবঃ সবিতা
প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।

এই মন্ত্রের ঋষি-যাজ্ঞবল্ক্য, ছন্দঃ—উষ্ণিক্, দেবতা—বায়ু, এবং বিনিয়োগ হয় ব্রহ্মযজ্ঞজপে।

ব্যাকরণ :—ত্বোর্জ্জে=ত্বা (=যুষ্মদ্ শব্দের ২য়ার ১·বচন)+

উর্জ্জে (=বৃষ্টির জল) ; বায়বঃস্থ=বায়ুসকলে সংলগ্ন ; দেবোবঃ= দেবঃ (=অগ্নি)+বঃ=( তোমার )।

মন্ত্রের মর্ম্ম ঃ—এই স্বল্পশব্দ মন্ত্রটীর অন্তর্নিহিত মর্ম্ম দীর্ঘ ; ইহাতে বহু ভাব আছে উহ্য যেমন হে শাখে (=ইষে)—পলাশ-শাখে ! তোমাকে বৃষ্টির নিমিত্ত ( ছেদন করিয়া ) এবং অন্নের তথা রসের নিমিত্ত ( লইয়া যাই )—অর্থাৎ তোমা দ্বারা অগ্নি-জ্বালিয়া তাহাতে করিব হোম, হোমের ধূম সূর্য্যে (আকাশে) গমন করিবে, সূর্য্য হইতে হইবে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে হইবে অন্ন। হে ধেনুগণ ! জগৎ সবিতা সূর্য্যদেব প্রেরণ করুন তোমাদিগকে প্রচুর তৃণময় ক্ষেত্রে, তাহা হইলে তোমরা দিবে প্রচুর প্রচুর দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে হইবে ঘৃত এবং ঘৃত দ্বারা সম্পাদিত হইবে শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম, যজ্ঞ। বেদের উপদেশ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম। কর্ম্ম চারি প্রকার—[i] অপ্রশস্ত কর্ম্ম (=লোকবিরুদ্ধ বধবন্ধনচৌর্য্যাদি), [ii] প্রশস্ত কর্ম্ম (=প্রশংসিত স্বজন পোষণাদি), [iii] শ্রেষ্ঠকর্ম্ম (=স্মৃতিকথিত লোকহিতকর), [iv] শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম (=ঈশ্বর প্রীতিতে আরব্ধ বেদোক্ত যজ্ঞকর্ম্ম।

এতাবতা জগৎসবিতা, হে শাখে ! তোমাদিগকে করুন প্রবর্ত্তিত আমাদের শ্রেষ্ঠতম যে যজ্ঞকর্ম্ম তাহার সম্পাদনে !

## অগ্নির আবাহন মন্ত্র

৩। "ওঁ অগ্নি ! আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নিহোতা সৎসি বর্হিষি ॥"

সামবেদীমতে এই মন্ত্রের ঋষি গৌতম, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি, এবং ইহার বিনিয়োগ ব্রহ্মযজ্ঞজপে।

অন্বয়— বীতয়ে=ভক্ষণায়, অস্মদ্দত্তস্যান্নস্য ভক্ষণায়। গৃণানঃ= স্তুয়মানঃ। হব্যদাতয়ে=হব্যং (=অন্নং) তস্য দাতয়ে (=দানায়)। বর্হিষি= আস্তৃত কুশে। সৎসি=স্থিতো ভব। নিহোতা= নিরবশেষ হোতা সাঙ্গহোমস্য প্রধান সাধনতয়া কর্ত্তৃভূত ইত্যর্থ।

মন্ত্রের মর্ম্ম—হে অগ্নি! আসুন, আসুন! আমার এই কুশাসনে বসুন! উত্তম অন্নের জন্য আপনাকে করি স্তব আমরা। অগ্নি হইতে ঋগ্বেদের উৎপত্তি; যজ্ঞসাধন ও যজ্ঞসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মা দোহন করিলেন ঋগ্বেদ ( অগ্নি হইতে ); যজুর্ব্বেদ ( বায়ু হইতে ) এবং সামবেদ ( রবি বা সূর্য্য হইতে ) যথা মনুর কথায়—

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম।

দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং ঋক্-যজুঃ-সামলক্ষণম্॥ মনু ১।২৩

যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, জানিবার, প্রাপ্ত হইবার এবং পুজা পাইবার যোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম "অগ্নি।"

পরমাত্মা অগ্নি প্রণবের দেবতা; যথা অগ্নিপুরাণের কথায়

"প্রণবস্য ঋষির্ব্রহ্মা গায়ত্রী ছন্দ এব চ।

দেবোহগ্নিঃ পরমাত্মা স্যাদ্যোগো বৈ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

## অগ্নি-পুরাণোক্ত আহুতির মন্ত্র

১। ওঁ হাং অগ্নয়ে স্বাহা, ২। ওঁ হাং সোমায় স্বাহা, ৩। ওঁ হাং অগ্নিষোমাভ্যাং স্বাহা, ৪। ওঁ হাং সত্যজাতায় স্বাহা।

৫। ওঁ হাং সদ্যজাত-বামদেবাভ্যাং স্বাহা, ৬। ওঁ হাং সদ্যোজাত-বামদেবাঘোরতৎপুরুষেশানেভ্যঃ স্বাহা।

৪। "ওঁ শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে আপোভবন্তু পীতয়ে ;
শংযোরভিস্রবন্তু নঃ।"

ব্যাকরণ :— শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে = শম্ ( সুখকর্য্যঃ )+নঃ (=অস্মাকম্)+দেবীঃ+অভীষ্টয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু = শম্ ( উৎপন্নানাং রোগানাং শমনং )+যঃ ( অনুৎপন্নানাং রোগাণাং পৃথককরণঞ্চ )+( অভিস্রবন্তু ( অভি=উপরি, স্রবন্তু=শুদ্ধার্থং ক্ষরন্তু ) ; নঃ = অস্মাকম্॥

মর্ম্ম :—দেবতাস্বরূপ জল পাপ নাশ করিয়া আমাদের সুখকর হউক ; আমাদের যজ্ঞের জন্য যজ্ঞাঙ্গস্বরূপ হউক এবং আমাদের পানের নিমিত্ত হউক উপকল্পিত ! হউক উহা আমাদের উৎপন্ন-রোগের প্রশমক এবং অনুৎপন্ন-রোগের নিবারক এবং আরও আমাদের পবিত্রতা সম্পাদনার্থ হউক আমাদের উপর ক্ষরিত।

মনুর উপদেশে [ মনু ৩।৭০ ] পঞ্চ মহাযজ্ঞের ১ম এই ব্রহ্ম-যজ্ঞ— বেদপাঠ ও বেদাধ্যাপনা ; সন্ধ্যাবন্দনা। ২য়—হোম বা যজ্ঞাহুতি, ৩য়—অতিথি সৎকার দরিদ্রকে দান, ৪র্থ—তর্পণ অর্থাৎ স্বর্গীয় দেব, ঋষি ও পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জলাদিদান, ৫ম—ভূতযজ্ঞ বা বৈশ্বদেব বলি ( হোম )।

[ বিবরণ দ্রষ্টব্য পণ্ডিত সারদা বিদ্যাভূষণের "আর্য্য-নিত্যকৃত্যম" ]।

আহুতি ও সন্ধ্যাবন্দনাদির পর বিধেয় সূর্য্যোদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান। অর্ঘ্য অর্থে পুজাসামগ্রী বিশেষ বা পুজার উপকরণ; শাস্ত্রসম্মত অষ্টপ্রকার অর্ঘ্যসামগ্রী যথা—১। জল, ২। দুগ্ধ, ৩। কুশাগ্র, ৪। দধি, ৫। ঘৃত, ৬। আতপ চাউল, ৭। যব, ৮। শ্বেতসর্ষপ—ইহারাই অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য। ইহাদের মধ্যে যিনি যেমন পারিবেন, তিনি তাই দিয়াই শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে শ্রীসূর্য্যদেবকে সমন্ত্র অর্ঘ্য দিবেন; অগত্যা কেবল মাত্র জল দ্বারা অঞ্জলি দিতেও যেন হয় না অবহেলা ( "জুহুয়াদম্বুনাপি বা)।

মন্ত্র যথা—"ওঁ নমো বিবস্বতে .... নমঃ" [দ্রষ্টব্য ১ম ভাগ] সপ্রণব সব্যাহৃতি ও সশিরগায়ত্রী পাঠ ও জপের পর নিত্য সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিলে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া হইবে সুসম্পন্ন। যিনি সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণে অক্ষম, তিনি ভক্তিশ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিজের ভাষায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সভক্তি দিবেন অঞ্জলি বা অর্ঘ্য, তাহাতেই হইবে তাঁহার কার্য্য। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

এই দেহমধ্যে আশ্রয় করিয়া আছে জ্ঞানাগ্নি, দর্শনাগ্নি ও কোষ্ঠাগ্নি। কোষ্ঠাগ্নি চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় এই চতুর্ব্বিধভুক্ত ও পীত দ্রব্যের পরিপাক করায় জগতে চলিতেছে নিরন্তর অহরহঃ জৈবহোম। দর্শনাগ্নি করে রূপ-গ্রহণ এবং জ্ঞানাগ্নি করে বিচার শুভাশুভ কর্ম্মের দেহ একটী যজ্ঞালয়, দেহের অধিপতি আত্মাই, সুতরাং ইনিই যজমান্ বা যজ্ঞকর্ত্তা; মনোবৃত্তিগুলি, ইন্দ্রিয়গুলি ইত্যাদি সমস্ত উপকরণ দ্বারা আত্মা করেন হোম।

**আহুতির মন্ত্রঃ**—যিনি যে মন্ত্রের ও দেবতার উপাসক তিনি সেই মন্ত্রই দিতে পারেন আহুতি। যথা, ওঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা, ওঁ কৃষ্ণায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা, ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা ইত্যাদি।

**স্বাহা** মানে—দেবোদ্দেশে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাদি আহুতি-প্রদান মন্ত্র; অগ্নির শক্তি (=ভার্য্যা) অর্থাৎ অগ্নির যে শক্তির দ্বারা অগ্নিতে প্রদত্ত দ্রব্যাদি বিশ্লিষ্ট হইয়া ব্রহ্মে হয় বিলীন সেই শক্তিই স্বাহা। প্রধান মন্ত্রগুলি এইরূপ যথাঃ—

১। "ওঁ বরদে দেবি পরমজ্যোতির্ব্রহ্মণে স্বাহা।"

২। "ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা।"

৩। "ওঁ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপায় স্বাহা।"

**আহুতির দ্রব্য**—হোম ক্রিয়ায়—ঘৃত, দুগ্ধ, মধু, দধি ও পায়স; আহুতি প্রদান শুক্তি ( ঝিনুক ) মাত্রায়; আরও মুষ্টিপ্রমাণ লাজ (=খৈ), ফল, অন্নের গ্রাসার্দ্ধ, যথাপরিমাণ ইক্ষু, লতা, পুষ্প, সমিৎ, কর্পূর, চন্দন, কস্তুরী, কাশ্মীর, গুগ্গুল; এ ছাড়া উপাদেয় সমস্ত সামগ্রীই অগ্নিতে আহুতি দেয়া যায়; কারণ দেবতারা আহার করেন **অগ্নিমুখে**।

আহুতি দিবার সময়—শেষ রাত্রির দুই ঘণ্টা হইতে সকাল ৯টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে। আবার বিকাল ৪টা হইতে রাত ৯টা পর্য্যন্ত পশ্চিমমুখে।

অষ্টমপ্রহর যজ্ঞাহুতিতে এক সূর্য্যোদয় হইতে পরদিন

সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত। দিক্ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধি নিষেধ নাই। পরমব্রহ্ম দশদিকেই পরিপূর্ণ।

গায়ত্রী সহ হোম করিলে সিদ্ধ হয় সমস্ত অভীষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী ব্যবহৃত হয় ভিন্ন ভিন্ন অভীষ্টের জন্য।

আহুতি দিবার সময় ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বীয়স্বরূপ অভেদ চিন্তা এবং সমস্ত ব্রহ্মময় দর্শন। আহুতি সমাপনান্তে মন্ত্র পাঠ—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥"

দৃষ্টান্তস্বরূপ—ব্রহ্মকে অর্পণ করা হইতেছে ঘৃত, সেক্ষেত্রে ঘৃতও ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হোতা করিতেছেন হোম। ব্রহ্মকর্ম্মরূপ যজ্ঞ-সম্পাদনকারী সেই মহাত্মা ব্যক্তি গমন করেন ব্রহ্মেতেই। ইহা দ্বারা সকলকেই সমদৃষ্টিতে করা যায় দর্শন; ব্রহ্মের সত্বা অনুভব হয় সকল জীবেই; এবং মনোমধ্যে অনুভূত হয় অপার আনন্দ।

হোমের তুল্য মঙ্গলকারী যজ্ঞ আর নাই। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

উপসংহারে বলা যায়, গায়ত্রী উপাসনার অঙ্গ পাঁচটী:— ১ম অঙ্গ—প্রণব, ২য় অঙ্গ—ব্যাহৃতি, ৩য় অঙ্গ—গায়ত্রী, ৪র্থ যজ্ঞাহুতি, ৫ম অঙ্গ—প্রাণায়াম। প্রথম তিনটীর দ্বারা উপাসনা করিতে হয় পরমাত্মার; প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী—এই তিনের উচ্চারণ ও অর্থজ্ঞান দ্বারা উপাসনা করিবেন বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয়-স্বরূপ পরমাত্মার।

৪র্থ অঙ্গ হোম বা আহুতি কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত, গৃহীর পক্ষে আবশ্যক। ৫ম অঙ্গ—প্রাণায়াম, সমাধিমার্গে আরোহণের উপায়।

এই সমাধিমার্গে পৌঁছিলে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ মহাজ্ঞান হয় লাভ; তাই যজ্ঞের এই চরমকে জ্ঞানযজ্ঞও বলা যায়। অবশ্য এই জ্ঞানযজ্ঞের হাতে-খড়ি হয় **দ্রব্যযজ্ঞে**; যখন ভগবৎ সত্তায় একটু একটু করিয়া বিশ্বাস আসিতে থাকে সাধকের ও ভগবৎ উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি অর্পণ আরম্ভ করেন তিনি; পরে আর একটু অগ্রসর হ'লে মাত্র দ্রব্যাদি অর্পণে পান না তৃপ্তি এবং তাই সাধক সুরু করেন সাধন-ভজন যাকে বলে **তপোযজ্ঞ** অর্থাৎ কঠোর তপস্যা দ্বারা সাধক নিজেকে **তপ্ত ক'রে ল'ন** – বড় মলিন ও অতিশয় বিষয়াসক্ত মনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করার প্রয়াস পান। একটু পবিত্র হ'লেই অধিকার লাভ করেন উচ্চতর শ্রেণীতে পদোন্নতির (class promotion), কথান্তরে অভ্যাস সুরু করেন **যোগযজ্ঞ**, যাহাতে শ্রীভগবানের সহিত যোগ রাখিয়া যাবতীয় কর্ম্মই যজ্ঞরূপে করেন সেই সাধক; কিছুদিন শ্রীভগবানের সাথে যোগ বা মিলন হ'লেই সাধকহৃদয়ে উদয় হয় ভক্তি-ভালবাসার. এই ভক্তির পরাকাষ্ঠাই **প্রেম বা পূর্ণজ্ঞানযজ্ঞের উদ্‌যাপন**।

## XVI চিত্তশুদ্ধি

**চিত্ত-পরিচয়**—সত্ত্বগুণ প্রধান প্রকৃতির পরিণাম এই চিত্ত ( বা মনঃ ); চিত্ত সত্ত্বগুণ প্রধান বলিয়া বিষয় ও বিষয়ী এই উভয়েরই সহিত থাকে সম্বন্ধ।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই স্বীকার করেন পাপপুণ্য এবং সকল সাধনারই লক্ষ্য পাপ বর্জ্জন 'ক'রে পুণ্য অর্জ্জন করা। এই পাপ-বর্জ্জন করার প্রক্রিয়াকেই সাধারণতঃ বলা হয় চিত্তশুদ্ধি করা। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সন্ধ্যাহ্নিক কর্ম্মে বহুলশঃ কথিত আচমন-মার্জ্জনা ও পুনরাচমন-পুনর্ম্মার্জ্জনা প্রক্রিয়া যাহার উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। এই চিত্তশুদ্ধি বা চিত্ত-নির্ম্মলীকরণ করিতে হইলে জানিতে হইবে প্রথমতঃ শরীরের কোন অংশটীকে বলে চিত্ত এবং চিত্তেরই বা কি ধর্ম্ম, বা চিত্তবৃত্তিগুলি কি? ইতিপুর্ব্বে যোগতত্ত্বে উল্লেখ মাত্র করা হ'য়েছে অষ্টাঙ্গ যোগের, ইহার ৫নং উপায় যে প্রত্যাহার ও তৎপ্রসঙ্গতঃ ইন্দ্রিয়নিচয়, সেই ইন্দ্রিয়নিচয়ের অন্তঃরিন্দ্রিয় তালিকাভুক্ত এই চিত্ত। আরও, বেদব্যাসের কথায়, "ক্লেশকর্ম্মবিপাকানুভব নিমিত্তাভিস্তু বাসনাভিরনাদিকালসম্মূর্চ্ছিতমিদং চিত্তং চিত্রীকৃতমিব সর্বতোমৎস্যজালং গ্রন্থিভিরিবাততমিত্যেতা অনেকভবপূর্ব্বিকা বাসনাঃ।"

মর্ম্ম—গ্রন্থিদ্বারা (lymphitic glands) সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত মৎস্যজালের মত, চিত্তবস্তুটী অনাদিকাল হইতে ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-আশয়ের সংস্কারগ্রন্থিসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া ধারণ করে বিচিত্ররূপ।

অন্য মুনি বলেন, "এক জ্ঞানশক্তির ত্রিগুণ তারতম্যেই ভেদ হয় ত্রিবিধ —করণশক্তি, কর্ত্তৃশক্তি ও ভোগশক্তি। জ্ঞানের করণশক্তি হইতে উৎপন্ন চিত্ত; তমোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ মনোময়

কোষের কারণ। কাম-সঙ্কল্প-বিচিকিৎসা ( সংশয় )—তৃষ্ণা-রাগ লোভ ইত্যাদি চিত্তেরই বিকার বা বৃত্তি। যাহা জ্ঞানের করণ তাহাই চিত্ত।

[ বিঃ দ্রঃ—এই সূত্রে জানা দরকার অন্তরেন্দ্রিয় তালিকা যথা, সাধারণতঃ তালিকায় চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়=১০টী বাহ্যেন্দ্রিয় ( ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয়+৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয় )+৪টী অন্তঃরেন্দ্রিয় যেমন ( মন+ বুদ্ধি+চিত্ত+অহঙ্কার ) ; আর, অসাধারণতঃ উচ্চস্তরীয় মুমুক্ষু-দের জন্য ৫ম অন্তরেন্দ্রিয় কাছে, যার নাম জ্ঞাতৃত্ব ]। এই চিত্ত-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিতে গেলে চিত্ত শব্দটীর ব্যাকরণ জানা চাই ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী √চিৎ ( to know, to awake ) "অবিদ্যানিদ্রয়াক্রান্তে জগত্যেকঃ সচেততি" চেতনা চেতঃ, চেতনঃ, চিত্তম্. চিৎ, যেমন, চিত্ত=বোধ করা অর্থ বোধক √চিত্+ক্ত ণ, সংক্লী ; ইহার প্রতিশব্দ মনঃ ও অন্তঃকরণ। চেতন তথা জ্ঞান হওয়া অর্থবোধক √চিত্+অন ক-সংক্লী ; চৈতন্য=চেতন-শব্দ+ভাবাদি অর্থে ষ্ণ্য, সং ক্লী ; প্রতি-শব্দ—সংজ্ঞা, চেতনা ও ব্রহ্ম ; চিৎ=√চিত্+ক্বিপ্ ভা, সং স্ত্রী ; প্রতিশব্দ—চৈতন্য, জ্ঞান অন্তরেন্দ্রিয় তালিকাভুক্ত i) মনঃ হয় সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক করণেন্দ্রিয় ( Plan-maker ) ; (ii) বুদ্ধি হয় বিচারক ইন্দ্রিয় ( Intelligence; judge ), (iii) চিত্ত হয় স্মরণ-স্মৃতি ইন্দ্রিয় ( Memory, record-keeper ) (iv) অহঙ্কার হয় কর্ত্তা, কর্ত্তৃত্বাভিমানকারী ইন্দ্রিয় ( Executor or magistrate )। ৪টী অন্তঃরেন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয় এই

চিত্ত; তাই চিৎঘন (ব্রহ্মঘন) বিশিষ্ট শক্তিপ্রবাহরূপ এই চিত্তরূপ ইন্দ্রিয় যখন সংযুক্ত হয় আনন্দঘন সত্তারূপ বিষয়ের সঙ্গে তখনই হয় কর্ম্মসম্পাদন।

পরব্রহ্মরূপ আদিকারণে সৃষ্টির অর্থাৎ স্থূলের যাবতীয় ধর্ম্ম, যাবতীয় গুণ অব্যাহত ভাবেই বর্ত্তমান; সুতরাং এই ব্রহ্মঘন বা চিৎঘনরূপ চিত্তেও বিদ্যমান সেই সেই ধর্ম্ম ও গুণ। তাই দার্শনিক বলেন চিত্তকে "চিদাকাশ"; এই চিদাকাশে আছে ব্রহ্মের চতুষ্পাদ যথা:—[১] দিক্-সত্তা, [২] অনন্তসত্তা, [৩] জ্যোতিঃসত্তা ও [৪] মন-প্রাণ সত্তা। চিদাকাশে যথাক্রমে দিক্‌সত্তা ও অনন্তসত্তা আরোপের পর ৩য় পাদ জ্যোতিঃসত্তা আরোপে অভ্যস্ত হইলে ঐ চিদাকাশ দিগন্তব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় হইয়া প্রকাশ পায়; সূর্য্য-চন্দ্র-অগ্নি-বিদ্যুৎ, ইহাই ব্রহ্মের জ্যোতিষ্পাদ। এই চিন্তায় মগ্ন থাকিলে হয় অতুলনীয় জ্যোতিঃ দর্শন—ব্রহ্মদর্শনের উপায়।

পরব্রহ্ম পরমাত্মা বিশুদ্ধচৈতন্য (Absolute Conscious Princjple) ইঁহা চেতনও ন'ন, আবার অচেতনও ন'ন; চেতন যিনি তিনি হন ঈশ্বর (Person) এবং চিত্ত তাঁরই করণেন্দ্রিয়, যাহা দ্বারা তিনি পরিচালনা করেন তাঁর লীলাভিনয়। বিশুদ্ধ-চৈতন্যরূপব্রহ্মে নাই কোনরূপ সংস্কারের ছাপ বা দাগ। ব্রহ্মত্বের বিশুদ্ধবোধের বিক্ষিপ্ত ভাবই চিত্ত—জীবত্বের প্রধান লক্ষণ; যাহা বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান তাহাই প্রতি জীবদেহে বর্ত্তমান। ব্রহ্মলীলাক্ষেত্রের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ পরস্পর বিরোধী

শক্তিদ্বয়ের সম্মেলনেই ফুটে উঠে চিত্তে ভাব ও সংস্কার। নিত্য-নিরঞ্জননির্বিশেষ-নির্ভাবন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা (= ব্রহ্ম )-র সংবিৎ বা দৃক্‌শক্তিতে কথান্তরে চিৎ-বস্তুতে আবির্ভাব হ'লো ভাবের ; তাই, ব্যাকরণসূত্রে ভাবে "ক্ত"-প্রত্যয়যুক্ত হ'য়ে শব্দটী দাঁড়াইল চিৎ+ভাবে ক্ত=চিত্ত— সর্ব্বভাবের ভাণ্ডার। শরীর সংস্থানে চিত্তের স্থান প্রতি-জীবদেহের সর্ব্বাঙ্গের প্রতিটী জীবন্ত জীবকোষেই ইহার স্থান ; সুতরাং দেহের কোন বিশেষ অংশে চিত্তের জন্য নাই নির্দ্দিষ্ট স্থান। জীবন্ত জীবের সর্ব্বাবয়বেই চিত্তসংস্থান বর্ত্তমান। তবে সাধারণতঃ "চিত্ত"-"বুক্"-"হৃদয়" বলিতে আবেগভরে লোক হাত দিয়ে দেখায় আপন বক্ষঃস্থলে যেখানে সাধারণ লোকের ভ্রান্ত ধারণায় হৃৎপিণ্ডরূপ হৃদয় অথবা চিত্ত অবস্থিত ; ইহার যুক্তি-সঙ্গত বৈজ্ঞানিক কারণদর্শনে বলা যায় যে, যেহেতু জীবের বক্ষঃগহ্বরে সদাগতি হৃৎপিণ্ডের (=Heart) ও সদাগতি শ্বাসযন্ত্রের (=Lungs) প্রায় স্বাধীনভাবে চালিত হওয়ার জন্য আছে বিস্তারিত বিস্তরতম স্থান এবং যে স্থানের সর্ব্ব অবকাশে অবকাশেই বর্ত্তমান চিত্তসংস্থানের মাত্রাধিক্য ; এই মাত্রাধিক্য বশতঃই অজ্ঞজনসাধারণ বক্ষঃস্থলকেই বলে 'হৃদয়', "চিত্ত" ইত্যাদি। প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্ব্বাঙ্গ এমন কি চুলের গোড়া ও জীবন্ত নখ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই চিত্তসংস্থানের আবাসস্থল ; তবে ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মতই এই অন্তরেন্দ্রিয় চিত্তটীর-ও বাহ্যপ্রকাশের একমাত্র স্থান মুখমণ্ডল।

আবার, নিত্য-নিরঞ্জনের সন্তান এই চিত্ত ক্রমবিকাশের ফলে হ'লো নানা ভাবে রঞ্জিত; এবং ইহা অনিত্য অর্থাৎ চঞ্চল। এমন কি চিত্তক্ষেত্রটী শেষ পর্য্যন্ত পরিণত হয় প্রায় কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধে এবং বিক্ষুব্ধও হয় যথেষ্ট; অতিশয় ভাগ্যবানের ভাগ্যে ঘটে চিত্তপ্রসাদ ও চিত্তপ্রশান্তি। পূর্ব্বকথিত সচ্চিদানন্দ (=সৎ+চিৎ+আনন্দ)-শব্দ এর ব্যাকরণে দেখা যায় সৎ-ও (নিত্যবর্ত্তমান=চিরস্থায়ী) যে, চিৎ-ও (জ্ঞান) সে, আনন্দ ও সে, কর্ম্মধারয়সমাস; এই "সৎ" হ'চ্ছেন সত্তম (সৎ+অতি-শয়ার্থেতম, Superlative degree); সত্ত্বরজঃ-তমঃ ত্রিগুণের আধার এই ত্রিতয় বস্তুটী। মাত্র লীলাকৈবল্যবশতঃই ইঁহারই অন্তর্নিহিত রজঃগুণটী যেন নিঃসৃত হয় "চিৎ"-আকারে এবং চিত্তটী হয় রজোগুণের লীলাক্ষেত্র; রজোগুণের বিকাশ দ্বিবিধ —বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ। তাই দ্বন্দ্ব বাধে চিত্তক্ষেত্রে এবং চিত্তটী পরিণত হয় কুখ্যাত কুরুক্ষেত্রে। রণক্ষেত্রে নোংরামি যথেষ্টই; তাই সন্ধ্যাবন্দনাদি ভগবৎ-উপাসনা কর্ম্মে নোংরামি অপসারণ কর্ম্ম একান্ত আবশ্যক বিধায় চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা শাস্ত্রে।

আরও বুঝিতে হইবে যে "সৎ"-রূপ আত্মা হইতে "চিৎ"-রূপ প্রাণ উদ্ভূত হইয়া সংলগ্ন থাকে "সৎ"রূপ আত্মাতেই এবং সেই সংলগ্ন প্রাণ তথা "চিৎ"-বস্তু মনঃকৃত সংকল্প দ্বারা কর্ম্মানুসারে জীবদেহে করে শুভাগমন এবং তথায় কথিত হয় জীবের চিত্ত। এই চিত্তরূপী চিৎবস্তু জীবে অবস্থান করে পদার্থে ছায়ার মত, সলিলে শৈত্যের মত, অগ্নিতে তাপের মত অথবা মার্ত্তণ্ডে মরীচির

মত অবিচ্ছিন্নরূপে। ঐ "সৎ"-র স্বরূপ কল্পনায় বোঝা যায় উহা স্বচ্ছতম অর্থাৎ সম্যক্ স্বচ্ছ স্থিতিধারা [ স্বচ্ছ = সু (অতিশয়) + অচ্ছ ( নাই যাহা হইতে অন্য কিছু "ছ"—নির্ম্মল, তাহাই অচ্ছ ) --যাহার ভিতর দিয়া সম্যক্ অবাধে, প্রতিবিম্বধারণক্ষম ও নিত্য ] বর্ত্তমান দিনরাত-রাতদিন সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা। ইহাই চিত্তের আদি উৎস ; পরিদৃশ্যমান ব্যবহারিক জগতে প্রবেশোন্মুখ অবস্থাতেও থাকে প্রায়-স্বচ্ছ কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তনে হারায় স্বচ্ছতা ঐ চিত্ত বস্তুটী। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের তারতম্যবশতঃ যেমন বাহ্যপদার্থনিচয়কে ভাস্বর ( luminous ), স্বচ্ছ ( transparent ) ও অস্বচ্ছ ( opaque ) এই তিন শ্রেণীর কোন-না-কোন শ্রেণীতে ধরা যায়, তেমন অভ্যন্তরপদার্থগুলিকেও সেই গুণত্রয়ের তারতম্যবশতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন বাহ্যবস্তুগুলি রাগ-বিরাগের অধীন, তেমন আন্তর ( চিত্তের ) বৃত্তিগুলিও রাগ-বিরাগের অধীন। মিথ্যা জ্ঞানরূপ মল যেখানেই সেখানেই রাগ-বিরাগ-( দ্বেষ )।

[ স্মর্ত্তব্য—"একস্য সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং নাবস্তু সৎ"—সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী ] এই হারাণো স্বচ্ছতা পুনর্লাভের প্রয়াসই সাধনারূপ চিত্তশুদ্ধি। ব্যবহারিক জগতে সদ্যজাত শিশুর সুনির্ম্মল চিত্ত সুরু হয় মলিনীকৃত হইতে পূর্ব্বজন্মের ক্ষুধাতৃষ্ণাদি সংস্কার দ্বারা এবং ইহজন্মের আগন্তুক পারিপার্শ্বিক মল দ্বারাও; এই আগন্তুক মলের স্বরূপ হ'চ্ছে পারিপার্শ্বিকের দেখা-শোনায় উদিত কামনা-বাসনারূপ ভাবরাশি। চিত্তের

কামনা-বাসনাগুলি ( ভাল-মন্দ ) চিত্তের মল। চিত্তশুদ্ধিই কর্ম্মের প্রয়োজন, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত হয় বিশুদ্ধ; এই মলধৌত করাই চিত্তশোধন। শক্তি বা অধিকারানুসারে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে প্রথমতঃ অশুভসংস্কার সমূহ ভস্মীভূত হইয়া চিত্তে শুভসংস্কারের আধান ( স্থাপন— deposit ) হয়, চিত্তের জড়ত্ব হয় বিদূরিত, সঙ্কীর্ণ চিত্ত হয় বিস্তীর্ণ, চিত্তে দয়া-সমবেদনা ইত্যাদি সদ্বৃত্তিনিচয়ের হয় স্ফুরণ, তৎপরে হয় কামনার হ্রাস, বিস্তার হয় আত্মজ্ঞানের ও বর্দ্ধিত হয় চিত্তের সত্ত্বগুণ— এইরূপ অবস্থায় কাম্যকর্ম্মেরও হয় ত্যাগ।

চিত্তবৃত্তির তালিকা—পূর্ণ স্বচ্ছ সত্ত্বমের সন্তান চিৎ বা চিত্তের বৃত্তিমাত্রই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে মল। চিত্তবৃত্তি অসংখ্য-অগণনীয়, তবে প্রধান চিত্তবৃত্তিগুলি এইরূপ:— ১। সদ্বৃত্তিনিচয় যথা, অভয়, অহিংসা, অক্রোধ, সত্ত্বশুদ্ধি, নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, সরলতা, ত্যাগ, নির্লোভ, ক্ষমা, ধৃতি, লজ্জা, অদ্রোহ ( অনিষ্টচিন্তারাহিত্য ), নিরভিমান, শ্রদ্ধা, দয়া, মমতা, তুষ্টি, স্মৃতি, নিশ্চয়প্রতীতি, কল্পনা ইত্যাদি.... ২। অসদ্বৃত্তিনিচয় যথা ষড়রিপু, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞান, পরদ্রব্য হরণের চিন্তা, দম্ভ-দর্প, পরের অনিষ্ট চিন্তা, ভয়, অশুদ্ধি, মিথ্যা চিন্তাতে অভিনিবেশ, জন্য-আনন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি।

পতঞ্জলিমুনির কথায় চিত্তধর্ম্ম (i) সর্ব্বার্থতা অর্থাৎ নানা বিষয়ে গমনশীলতা—বিক্ষিপ্ততা; (ii) একাগ্রতা অর্থাৎ একটী মাত্র বিষয়ে চিত্তের স্থিতিশীলতা। আরও, শাস্ত্রের উপদেশ—

যেমন অগ্নির আছে দাহিকাশক্তি (= Heat) ও প্রকাশশক্তি (= Light), তেমন আছে মনেরও জানিবার শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি; এই ক্রিয়াশক্তির নাম ইচ্ছা বা সঙ্কল্প। এই যে দুই শক্তি তাহারা থাকে না কখনও পৃথক; সম্পূর্ণ চিত্তনিরোধ সম্ভবপর নয় কখনই। প্রবৃত্তি-কামনা বাসনা দুইপ্রকার, শুভ ও অশুভ; এই অশুভ বাসনা বা প্রবৃত্তি ত্যাগ ক'রে মনকে সদাই শুভ বাসনায় প্রবৃত্ত করা ও শুভকর্ম্মে নিযুক্ত রাখা প্রয়োজন। এতেই হবে চিত্তশুদ্ধি। আবার, সংস্কাররাহিত্যই চিত্তশুদ্ধি; মনে বা চিত্তে যখন জগদ্‌ভাব নাই— কেবল নিরবচ্ছিন্ন বোধ বা আনন্দ তখনই বিষয়ের আনন্দ ও বহুত্বের হয় অবসান। পরে বুদ্ধির উদয়ে দ্রষ্টাভাব বা সাক্ষিভাবটীর উপলব্ধি হয়, জগৎটা যেন ছায়ার মত বুদ্ধিসত্তায় ভাসিতে থাকে, সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না প্রভৃতি বিরুদ্ধভাবগুলি আর সাধকের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে পারে না, "আমি এই সর্ব্বভাবের সাক্ষীমাত্র"—এইরূপ বোধ ফুটে উঠে চিত্তে। এই অবস্থায় আত্মবোধময় উদাসীন ক্ষেত্রে ক্ষীণভাবে থাকে জগৎসত্তা। যখন জগতের ঐ ক্ষীণ সত্তাটুকুও নাই, তখন অবসান হয় সর্ব্বভাবের সেই বিশুদ্ধবোধস্বরূপে। ইহাই সংস্কাররাহিত্য বা চিত্তশুদ্ধি।

[ বিঃ দ্রঃ—এই সংস্কার প্রসঙ্গে স্থূল উপমা দেয়া এখানে নয় অপ্রাসঙ্গিক (i) সমুদ্রসন্তান সুবৃহৎ এক চাঙ্গর বরফ সমুদ্রে ভাসমান থাকা কালীন আপনার প্রকৃত স্বরূপটীর কথা ভুলিয়া

যদি মনে মনে ভাবে সে করিতেছে সমুদ্রের স্বামিত্ব স্বাধীনভাবে, তবে নিঃসন্দেহে সে মূঢ়ান্ধ ও অশুভ সংস্কারভাবাপন্ন মলিনচিত্ত, আর যতক্ষণ আপনাকে সমুদ্রসন্তান ভাবিয়া সমুদ্র হইতে পৃথক মনে না করে ততক্ষণ তাহার শুভসংস্কারভাবাপন্ন দেবভাবটী থাকে অক্ষুণ্ণ। কথান্তরে তাহার চিত্ত থাকে শুদ্ধ। (ii, অগাধ-সমুদ্রে কতকটা লাল রং ঢালা হ'লো ; তাহাতে সমুদ্রের যতটুকু অংশ রঞ্জিত হ'লো—সেই অংশটী যতক্ষণ আপনাকে অগাধ সমুদ্র হইতে পৃথক মনে না-করে ততক্ষণই অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার আদি দেবভাবটী। কিন্তু যেইমাত্র আপনাকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া, প্রকৃত স্বরূপটীর কথা যায় ভুলে, অমনি বিচ্যুত হয় সে আপনার অধিকার হইতে—ইহাই তাহার সংস্কারবশতঃ চিত্তমল]।

## উপায় ঃ—

শাস্ত্র বলেন চিত্তের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা শঙ্কর—ইনিই জ্ঞানদাতা ত্রিশূলধারী শিবঠাকুর। এঁর ত্রিশূল মানে ত্রিপুটীজ্ঞান অর্থাৎ অখণ্ডজ্ঞানসমুদ্রটী প্রতিনিয়ত রূপরসাদি বিষয়কারে প্রতিভাত হইতে গিয়া জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপে ত্রিধা হইতেছে বিভক্ত। চিত্তমল সাফ্ করার জন্য চাই এই ত্রিশূল-আঘাতরূপ (১) ত্রিপুটীজ্ঞান দ্বারা চিত্তমলটীকে বার-বার খোচানো অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে বিচার যে কি কামক্রোধাদিবৃত্তি, কি রূপরসাদি বিষয় যাহারা বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে চিত্তক্ষেত্রকে তাহারা ত্রিপুটীব্যতীত অন্য কিছুই নহে এবং শ্রীভগবানই একদিকে যেমন বিষয়াকারে আত্মপ্রকাশ

করেন তেমন অন্যদিকে বিচার শক্তিদ্বারা উহাদিগকে দূরীভূত করেন তিনি—এই ধারণা করিতে হয় সুদৃঢ় ।

[ বিঃ দ্রঃ – ত্রিপুটী জ্ঞান (= ত্রিশূল ) – (i) জ্ঞাতা (ii) জ্ঞেয় (iii) জ্ঞান ] ( ২ ) আসুরিক বৃত্তিনিচয় চিত্তে জাগিলেই শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া স্তবস্তোত্রাদি পাঠেও অনেক উপশম হয় অথবা ক্রমশঃ দূরীভূত হয় চিত্তের অসদ্‌বৃত্তিরূপ মল । (৩) জ্ঞানখড়্গরূপ দ্বিধাকারক অস্ত্র দ্বারা আত্ম-অনাত্ম, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা বিচার সাহায্যে চিত্তমল দূরীভূত করার প্রকৃষ্ট উপায়। (৪) শাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধ পালন অভ্যাসেও চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা। (৫) সাধককে অভ্যাস করিতে হইবে দৈনিক সন্ধ্যাবন্দনাদির সময়—সৌরজ্যোতিতে দৃষ্টি রাখিয়া মন্ত্রগুলির শব্দার্থ-ভাবার্থ মনন করা ; পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা পাঠকের দুষ্কৃতির আবরণ যাবে খুলে এবং ক্রমে সাধকের অন্তর্জ্যোতি যে সম্যক বিকশিত হইতেছে তাহা সাধক অনুভব করিবে। যাঁহার এই অন্তর্জ্যোতি নিরাবরণরূপে সতত স্ফুরিত, তাঁহারই চিত্ত হয় বিশুদ্ধ। ( ৬ ) প্রকৃষ্ট ও সর্বোত্তম উপায়—শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে (গীতা ৪।২৪) ও মদর্পণ বুদ্ধিতে ( গী ৯।২৭ ) সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভার অর্পণ তাঁকে। প্রবাহপতিত কর্ম্মকর্তৃত্ববোধ শূন্য হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান' কিছুদিন এইরূপ করিতে পারিলেই কর্ম্মী সাধকের চিত্ত হইবে শুদ্ধ। (৭) চঞ্চল চিত্তকে স্থির করাও চিত্তশুদ্ধি-কর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর বলা চলে। একমাত্র প্রজ্ঞায়

অর্থাৎ ভগবৎমুখী নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিতে প্রবেশ করিতে পারিলেই সর্ববিধ ভাবচাঞ্চল্যের হাত হইতে পাওয়া যায় পরিত্রাণ। বাস্তবিক প্রজ্ঞার উন্মেষ হইলে চিত্ত স্থির হয় আপনিই ; চিত্ত হয় শুদ্ধ। সাধারণতঃ সাধকমহল ভাবেন প্রথমে চঞ্চলচিত্তকে কোন রকমে স্থির—প্রশান্ত করিতে পারিলেই চিত্ত হয় বিশুদ্ধ ; কিন্তু উচ্চস্তরীয় সাধকের উপদেশ—অবস্থাবিশেষে চিত্তচাঞ্চল্য শ্রীভগবানেরই আশীর্ব্বাদ রূপে পরিগণিত হ'তে পারে এবং চিত্তস্থৈর্য্যে হ'তে পারে কখনও কখনও জীবের দুর্দ্দশারূপ শ্রীভগবানের অভিসম্পাত ; কামক্রোধাদিতে কিংবা শোক-দুঃখাদিতে মানুষ যতই অভিভূত হউক না কেন, চিত্তের চাঞ্চল্য-বশতঃই তাহারা ( কামক্রোধ-শোকদুঃখ ) শীঘ্রই হয় তিরোহিত ভগবৎ কৃপায়, কিন্তু এই ( কামক্রোধ-শোকদুঃখ ) চিত্তচাঞ্চল্যের স্থানে যদি ঐ দুর্দ্দশায় চিত্ত হয় দৃঢ়ভূমিক অর্থাৎ ( চিত্তস্থৈর্য্য ) চিত্তটী স্থিরভাবে একটানা সহ্য করিতে থাকে, তবে উহাদের ( কামক্রোধ শোকদুঃখ ) উৎপীড়নে মানুষের হইবে অভাবনীয় দুর্দ্দশা। তাই এখানে চিত্তচাঞ্চল্য শ্রীভগবানেরই মঙ্গল আশীর্ব্বাদ।

৮। **চিত্তশুদ্ধির বিজ্ঞান** ঃ—একটী সুন্দর যথাযোগ্য উপমা দ্বারা চিত্তশুদ্ধির উপায় বলা যায়। সাধারণ্যে ইহা সুবিদিত যে—সোডা-সাবান-সাজিমাটীর মত ক্ষারদ্রব্যসংযোগে ময়লা বস্ত্র জল-সাহায্যে হয় পরিষ্কৃত ; ক্ষার স্বয়ং-মলিন পদার্থ, বস্ত্রও আগন্তুক মলে মলিনীকৃত হয়, কিন্তু মলিনীকৃত বস্ত্র মলিন ক্ষার সংযোগে বার-বার ঘষিয়া জলে ফেলিলে, জল স্বভাবমলিন

ক্ষার ও বস্ত্রের আগন্তুক মল আপনি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রকে দেয় শুভ্রতা। আধ্যাত্মিক জগতে বিধাতার ঠিক এই নিয়মেই স্বয়ং-মলিন রাজসকর্ম্মরূপ পদার্থ মলিনীকৃত করে স্বতঃশুদ্ধ চিত্তকে ; এই মলিনীকৃত চিত্তকে ক্ষাররূপ কর্ম্মসংযোগে জলরূপ শ্রীহরিচরণে সিদ্ধ করিয়া জলে ডুবাইলে জলরূপ শ্রীহরি গ্রহণ করেন বস্ত্ররূপ চিত্তের আগন্তুক মলটীকে এবং ক্ষাররূপ কর্ম্মের শোধনগুণটীকেও ; ফলে বস্ত্ররূপ চিত্তটী হয় শোধিত ও পরিষ্কৃত। ধন্য মাহাত্ম্য জলরূপী শ্রীহরির! আধিভৌতিক ( স্থূল ) বিজ্ঞানে যে সত্য, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানেও বিরাজমান সেই সত্য, চক্ষুষ্মান মাত্রই তাহা লক্ষ্য করেন। চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বোক্ত উপায়টী প্রতিষ্ঠিত আত্মসমর্পণরূপ এই বিজ্ঞানেরই উপর। উভয় বিজ্ঞানের তুলনায় দেখা যায় এইরূপ :—শুভ্রবস্ত্র= চিত্ত, মল বা ময়লা=রাজসিক কর্ম্ম, ক্ষার=সাত্ত্বিক কর্ম্ম বা ধর্ম্ম ; এবং জল=সূক্ষ্ম-অথবা কারণ জল=নারায়ণ বা সর্ব্বাধার শ্রীহরির চরণ।

চিত্তশুদ্ধিকথার উপসংহারে বলা যায়—যেমন, মাত্র এক-বারের ভোজনে মিটে না সারাদিনের বা সারা জীবনের ক্ষুধা এবং সুস্থ দেহে বাঁচিতে গেলে নিয়মিত বার বার ভোজনের হয় আবশ্যক, ঠিক তেমন মাত্র একবার গুরূপদিষ্ট উপায়ে চিত্তশুদ্ধির প্রক্রিয়ায় বা শ্রেষ্ঠ তীর্থ-দর্শনাদিতে সারাজীবনের চিত্তশুদ্ধি হওয়া অসম্ভব। চিত্তশুদ্ধিকরণ-অভ্যাসটী অহরহঃ অন্তরে গেঁথে

রেখে, তবে হ'তে হবে অগ্রসর সংসারক্ষেত্রে; মনে রাখিতে হইবে সংসারের সাধারণ স্থূলকর্ম্ম গৃহমার্জ্জন ও বস্ত্রধৌতকর্ম্মাদিতে যে প্রকার ও যে পরিমাণ প্রযত্নের প্রয়োজন হয় [যেমন, বার-বার যতবারই বস্ত্রকে রগড়ানো ও ধোয়া যায় জলে, ধোয়ানি জলটী অল্পবিস্তর ঘোলাটে থেকেই যায় এবং বস্ত্রধোয়ানি জলটীকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ করা হয় অতীব দুষ্কর] সেই প্রকার ও সেই পরিমাণ পুনঃ পুনঃ প্রযত্নের প্রয়োজন হয় সূক্ষ্ম-গৃহরূপ বা সূক্ষ্ম-বস্ত্ররূপ চিত্তটীকে শুদ্ধ বা নির্ম্মল করিতে। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন বা অভ্যাস সাপেক্ষ চিত্তশুদ্ধিসাধন।

সাধকের সৌভাগ্যে চিত্তটী মাত্র একবার সুনির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইলেই চিদাকাশে পরমাত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, অজ্ঞান দূর হয় ও লাভ হয় দুর্লভ আত্মজ্ঞান। তাই সন্ধ্যাবন্দনাদি সমস্ত ধর্ম্ম্যকর্ম্মেই চিত্তশুদ্ধিচেষ্টার জন্য বহুলশঃ উপদিষ্ট আচমন ও পুনরাচমন এবং মার্জ্জন ও পুনর্ম্মার্জ্জন প্রক্রিয়া। যার যতটা অভ্যাস পাকা হইবে, তাহার ততটা সাফল্য হবে সাধনায়।

## XVII. জল-দেহ :—

ইতিপূর্ব্বে অপ্‌তত্ত্বের শেষে কথিত যে স্থূল জল-দেহ সেই কথার সূত্রে স্থূল জল-দেহের রূপ-গুণ ও জলের উপকারিতা সম্বন্ধে বলা যায় নিম্নে যথাসাধ্য। সন্ধ্যাবন্দনার প্রথম ৫টী মন্ত্রই জল-দেবীর কাছে মঙ্গল ও পরমকল্যাণ প্রার্থনা মন্ত্র।

**জল-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থঃ**—"জল"-শব্দটী সিদ্ধ এইরূপ ঘাতন-অর্থবোধক √জল+অন্ ক = জল।

"জলতি ঘাতয়তি দুষ্টান্, সংঘাতয়তি—অব্যক্তপরমাণ্বাদীন্ তদ্ ব্রহ্ম জলম্।" ইহার মর্ম্ম—যে-শক্তি দুষ্টগণকে করেন তাড়ন এবং সংযুক্ত ( oxidation ) ও বিযুক্ত ( reduction ) করেন অব্যক্তগুলিকে ( in Pre-atomic stage, i.e. unspeak-ables ) ও পরমাণুদিগকে পরস্পর, পরমাত্মার সেই আত্মাশক্তির নাম "জল।" পীত জল উদরস্থ হইয়া বিভক্ত হয় তিন ভাগে যেমন, স্থূলাংশ মূত্র, মধ্যমাংশ শোণিত ও সূক্ষ্মাংশ হয় প্রাণ। জলের এই মাহাত্ম্য বুঝিয়াই প্রাচীন ঋষিরা উপাসনা করিতেন জলের। নারদ্ পঞ্চরাত্রে আছে—

"মহজ্জলং মহাবিষ্ণোঃ প্রত্যেকং লোমকূপতঃ।
মহাবিষ্ণুর্জ্জলাধারঃ সর্ব্বাধারো মহজ্জলম্ ॥"

জলের অসীম ক্ষমতা দর্শনে "জল" যে দেবতা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন জ্ঞাননেত্রে ঋষিকুল, তাই করিতেন জলের উপাসনা। সৃষ্টির কারণরূপী জল; জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ। বরুণ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে প্রতিপাদিত হয় নিঃসন্দেহে বরুণের দেবত্ব যথা:—ক্র্যাদিগণীয় আত্মনেপদী সেট্ √বৃঙ্ সম্ভক্তৌ, বর ঈপ্সায়াং, স্বাদিগণীয় বরণে (To cherish, To choose) এবং চুরাদিগণীয় উভয়পদী √বৃঞ্ আবরণে বা বেষ্টনে ( To cover, To surround )+উণাদি উনন+ক প্রত্যয়ে সিদ্ধ এই বরুণ-শব্দ সং পুং। আবার √বৃঞ্+উনন্+

র্ম্ম প্রত্যয়ে = বরুণ ( ক্লীব লিঙ্গ ) মানে জল। শাস্ত্রের কথায়, আরও,—"যঃ সর্ব্বান্ শিষ্টান্ মুমুক্ষূন্ ধর্ম্মাত্মনো বৃণোত্যথবা যঃ শিষ্টৈর্মুমুক্ষুভির্ধর্ম্মাত্মভির্ব্রিয়তে বর্য্যতে বা স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ।"

মর্ম্ম—যিনি আত্মত্যাগী, বিদ্বান, মুমুক্ষু এবং ধর্ম্মাত্মাদিগের হ'ন গ্রহণীয়, তাদৃশ ঈশ্বরের ন্যম "বরুণ।" অথবা "বরুণো নাম বরঃ শ্রেষ্ঠঃ" ; পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাই তাঁর নাম "বরুণ"।

[ বিঃ দ্রঃ—আরও স্মর্ত্তব্য এই অবসরে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রধান শব্দটী "বরেণ্যং" যাহারও উৎপত্তি এই √বৃ হইতে ]

নাস্তিক স্থূলবুদ্ধির প্রশ্ন "জলের আবার উপাসনা কেন ?" ইহার উত্তরে বলা যায়— জলই জীবের জীবন ; জল হইতেই জীবের জন্ম । জলই দেবতা— কারণ-সূক্ষ্ম স্থূলরূপে বিশ্বমাঝে করিতেছেন বিরাজ ! অসাধারণ ! জলের শক্তি ! শিবের অষ্ট-মূর্ত্তির অন্যতম এই "জল"—ঈশাণকোণস্থ ২য় মূর্ত্তি। পরমাত্মা পরমেশ্বর স্বকীয় শরীর হইতে প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা ও-চিন্তামাত্র প্রথমতঃ সৃষ্টি করিলেন জল ; এবং সেই জলে অর্পণ করিলেন আপন শক্তিবীজ ; অর্পিত বীজ সুবর্ণবর্ণোপম প্রভাকর-সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এক অণ্ডে হইল পরিণত। ঐ অণ্ডে তিনিই জন্ম গ্রহণ করিলেন সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারূপে।

√নৃ হইতে উৎপন্ন "নর"-শব্দটী পরমাত্মার অন্যতম প্রতিশব্দ; নর হইতে ( = পরমাত্মা হইতে ) সর্ব্বাগ্রে প্রসূতহেতু অপত্যার্থে "নারা"-শব্দটী জলেরই প্রতিশব্দ । নারা ( জল ও জীব )

ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্ব্বপ্রথম অয়ন (=আশ্রয়), তাই তাঁকে ( পরমাত্মাকে ) বলে নারায়ণ।

"আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" (মনু ১।১০)

"নরাণাং সমূহঃ নারং তস্য অয়নং যথা তস্যেমানি চ ভূতানি নারাণীতি প্রচক্ষতে, তেষামাপ্যায়নং যস্মাৎ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

সমুদ্রোপরি ভাসমান বটপত্রে নারায়ণের অবস্থিতি স্মর্ত্তব্য। মাতৃগর্ভে গর্ভকোষস্থ জীবের অবস্থানও স্মর্ত্তব্য। আরও, চিন্তনীয় চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত বসুন্ধরার মধ্যস্থিত মানবগণের অবস্থিতি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিশ্চয়ই উপলব্ধি হইবে জলের প্রাধান্য। লক্ষ্য করিবার বিষয়—বিজ্ঞানপ্রভাবে জলের দ্বারা হইতেছে সম্পন্ন কত কার্য্য! জীব আহারের পরিবর্ত্তে গরম জল পানে কিছুদিন থাকিতে পারে জীবিত। অসীম ক্ষমতা আছে জলের! তাই জলের আরাধনা-উপাসনা এবং তাই উপাসনাদি কর্ম্মারম্ভে জলের দ্বারা আচমন পূর্ব্বক শুদ্ধি-সম্পাদন ব্যবস্থা ঋষিদের।

জননীর স্তন্যে যেরূপ প্রতিপালিত হয় শিশু, তদ্রূপ জলের যে সারবস্তু শ্রেষ্ঠ পানীয় তাহা দ্বারা সাধিত হয় জীবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল; জীবদেহমধ্যে কার্য্যকরী প্রধান তিনটী উপাদান যথা, বায়ু-অগ্নি-জল তথা বায়ু-পিত্ত-কফ; জলেরই স্থূলতঃ বিকার এই কফ; শরীরের সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই প্রধানতঃ জলাকীর্ণ।

জল অপরিষ্কার হইলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং জলের অসীম উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন চিন্তাশীল সুধিগণ।

আধিভৌতিক হিসাবে ধরিলে জলের দ্বারা সাধিত হইতেছে জগতের অসীম কল্যাণ; যথা:—(i) জলের দ্বারা উৎপন্ন হয় শস্যাদি; (ii) জলের দ্বারা তীব্র তাপে সুশীতল হয় দেহ; (iii) জলের দ্বারা হৃদয়স্থ যন্ত্রাদি সঞ্চালিত হয়, (iv) পানীয় জলের দ্বারা জীবের জীবন রক্ষা হয়, (v) জগতের এইরূপ নানা কল্যাণ সাধিত হইতেছে **জলের জীবমঙ্গলকারিণী** শক্তিদ্বারা, (vi) জলের দ্বারা নানাপ্রকার কলকারখানা চলিতেছে।

"জল"-দেবতার মূর্ত্তি তিনটী—স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ। পরমেশ্বরের জলভাণ্ডার রাশিচক্রের জলরাশিতে **কারণরূপে**, আকাশে সূক্ষ্মরূপে ( বাষ্পরূপে ) এবং অর্ণবাদিতে **স্থূলরূপে** অবস্থিত। **কর্কটরাশিতে** সমুদ্রজল, **মীনরাশিতে** গঙ্গাদি নদী, তড়াগ ও স্বচ্ছ সরোবরের জল এবং **বিছারাশিতে** ঘোলা-আবিল-খানা-ডোবার নর্দ্দমার অপবিত্র জল।

## XVIII. সূর্য্যোপস্থানতত্ত্ব:-

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ৫৫ পৃষ্ঠার উক্তি সূত্রে এখানে সন্ধ্যাবন্দনায় এই সুবিখ্যাত সূর্য্যোপস্থান মন্ত্র ২ টীর ব্যাখায় ভাবার্থ ও তত্ত্বার্থ যথাসাধ্য দেয়া যায় ব্রাহ্মণোপাধিপ্রাপ্ত দ্বিজগণের জন্য। সূর্য্যোপস্থান শব্দটীর শব্দার্থ—সূর্য্যের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার উপাসনা; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে উহা অসঙ্গত ও

অস্বাভাবিক হাতে-কলমে ঐরূপ উপাসনা করা অর্থাৎ উহা সম্ভবপর নহে। তবে মন্ত্রগুলির প্রচ্ছদপট খুলিয়া দিলে মনে হবে তখন এই অসঙ্গত সূর্য্যোপাসনা হয় সুকর-সাধ্য-ব্যবহার্য্য এবং অনুকরণীয় সর্ব্বান্তঃকরণে ব্রাহ্মণোপাধিপ্রাপ্ত সজ্জনের। পূর্ব্বে বলা হয়েছে সন্ধ্যাহ্নিকের সবমন্ত্রই বৈদিকমন্ত্র ; বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই প্রহেলিকাপূর্ণ' সেই প্রহেলিকার গূঢ় রহস্য যুক্তি-বিচাররূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিষ্কাষণের যথাসাধ্য চেষ্টামাত্র এখানে করা হইল ; এখন সুধিগণেরই বিবেচ্য সেই চেষ্টা কতদূর সফল হয়।

A. মর্ত্ত্যবাসীর কাছে **সূর্য্যের স্থূল-পরিচয়** এইরূপ যথা :—মর্ত্ত্যবাসীর চর্ম্মচক্ষুতে উদিত সূর্য্যকে দেখায় যেন একখানি ছোট স্বর্ণথালা এই সুদূর ৯ কোটি ২৭ লক্ষ মাইল হইতে। প্রাচ্যজ্যোতির্বিজ্ঞান মতে—নিরন্তর গতিশীল নবগ্রহের গ্রহেশ্বর শ্রীসূর্য্যদেব করিতেছেন সংক্রমণ স্থিতিশীল দ্বাদশ রাশির রাশিচক্রের প্রত্যেকটাতেই দৈনিক একবার ; এই গতি ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে এবং দৈনিক গতি-পথটীও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল আপন ছন্দে।

কিন্তু, মর্ত্তের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের গবেষণায় সূর্য্যসম্বন্ধে জানা গেছে এইরূপ :—(i) সূর্য্যের মধ্যস্থল আলোক-বৃত্ত ( photosphere ) ও পরিধিস্থল ( বাহ্যদেশ ) বর্ণাবলীর আধার বা বর্ণবৃত্ত ( chromosphere ) অর্থাৎ নানারঞ্জিত বায়বীয় পদার্থের বেষ্টনী ; (ii) পৃথিবী অপেক্ষা আয়তনে ১৩ লক্ষ ৩২ হাজার গুণ বড় ; (iii) গাঢ়তায় পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ

পাত্‌লা ( Density ) ; (iv) ওজনে পৃথ্বি অপেক্ষা ৩ লক্ষ ৩৩ হাজারগুণ ভারী ; (v) ব্যাসে পৃথ্বি অপেক্ষা ১১০ গুণ ( ৮০০০ X ১১০ ) অর্থাৎ প্রায় ৮ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল ; (vi) উত্তাপে কল্পনাতীত প্রখরতম ; (vii) সূর্য্যালোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল ; (viii) পৃথিবীর ফুল সূর্য্যমুখী ও পদ্ম ফোটে যখন সূর্য্যদেব ওঠেন ; (ix) নিরাকার ETHER—নামীয় দ্রব দ্রব্যবিশেষ যেন দানা পাকাইয়া ( crystallised হইয়া ) আকার ধ'রেছে সূর্য্যরূপে, তাই বলা চলে সূর্য্যকে ভর্গ-প্রতিনিধি ; (x) দিক্-কাল ও তিথিমানও নিয়ন্ত্রিত হয় এই সূর্য্যদ্বারা ; (xi) সূর্য্যের আরও প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে প্রাণশক্তির একমাত্র আধার এই সূর্য্যদেব।

B. বেদাদি শাস্ত্র প্রদত্ত **সূর্য্যের সূক্ষ্ম পরিচয়ে** বলা যায়— "সবিতা সর্ব্বভূতানাম্ সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।

সবনাৎ পাবনাচ্চৈব তেন সবিতা চোচ্যতে ॥

শ্রীসূর্য্যদেব সম্বন্ধে পুস্তককলেবর ( পৃঃ ১২৭ ) ব্যাহৃতিতত্ত্ব-শীর্ষকে দ্রষ্টব্য প্রাথমিক আলোচনা। সূর্য্যোপস্থান-তত্ত্বালোচনায় স্মরণ করিতে হইবে শ্রীসূর্য্যদেবসম্বন্ধে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের স্থূল কথা।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কথায় সূর্য্যের অভ্যন্তরভাগে আছে দ্রব পদার্থ ; গলিত ধাতুসমূহ সূর্য্যদেহের উপাদান। আপনার তেজে আপনি জ্বলিতেছে সূর্য্য, এবং সেই উত্তাপে তদীয় উপাদানভূত ধাতুসমুদয় দগ্ধ ও দ্রবাবস্থায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের এই দ্রবদেহ বেষ্টন করিয়া কদম্বকেশরের

ন্যায় রহিয়াছে একটী আবরণ, ইহা সূর্য্যের অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষা অধিকতর তরল, এবং তাদৃশ উত্তপ্ত যে ইহার বহির্ভাগ প্রায় বাষ্পাকারে উড়িতেছে। এই গোলকাকার বাষ্প-দেহ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া নিরন্তর হইতেছে সঞ্চালিত এবং তাহাতে সর্ব্বদা ঘটিতেছে ঝড়-তুফান। তাহাতে সূর্য্যের ভিতর ভাগ আলোড়িত হইয়া তত্রত্য দ্রবপদার্থসমূহ ফোয়ারার মত মধ্যে মধ্যে বহু সহস্র মাইল ঊর্দ্ধে হয় উৎক্ষিপ্ত। জল অপেক্ষা ঈষৎ গাঢ় ঐ ভিতরের তরল পদার্থ হইতে সময়ে সময়ে উঠে ভীষণাকার বুদবুদ। এই খণ্ডিত বুদবুদরাশি যেন রশ্মিরূপে আসিতেছে অনর্গল এই ধরাধামে রত্নরূপে—ধনরূপে, যাহাকে আরও বলা হয় বসু এবং তাই ধরাধাম পৃথিবীকে বলা হয় বসুধা বা বসুন্ধরা বা বসুমতী। তমোবহুলা এই বসুধা সর্ব্বজড়পদার্থের আকর এবং পুরাণের কথায় মহাপ্রলয়ে একার্ণব সলিলে মধু ও কৈটভ নামে দৈত্যদ্বয়ের মেদে [=চর্ব্বি, মজ্জা; স্নিগ্ধ হওয়া অর্থবোধক √মিদ হইতে নিষ্পন্ন] প্লাবিত হইয়াছিল এই বসুন্ধরা; তাই ইহার আরও নাম মেদিনী এবং বিজ্ঞানের কথায় উদ্ভিদরাজ্যস্থানীয় এই মধু ও জীবরাজ্যস্থানীয় এই কৈটভ ( কীটবৎ ভাতি যঃ সঃ কীটভঃ )। এইসূত্রে মর্ত্ত্যধামের পৃথিবী বা মেদিনী বা বসুমতী বা বসুন্ধরা সবারই **মাতৃস্থানীয়া।** এবং ইতিপূর্ব্বে ( পৃঃ ১২৮ ) প্রতিপন্ন হইয়াছে যে পরিদৃশ্যমান শ্রীসূর্য্যদেবই জীবাদির **পিতৃস্থানীয়॥**

**সূর্য্যের অধ্যাত্ম**—আত্মা বা চৈতন্য, ঋষি—মরীচি,

রিপু—অহঙ্কার, কোষ—প্রাণময়, বিষয়—রূপ, গুণ—আজ্ঞা, ক্রিয়া—প্রাণতা, ইন্দ্রিয়—দর্শন, নীতি—দণ্ড, রস—কটু, তত্ত্ব—অগ্নি ও অহঙ্কার, ঋতু—গ্রীষ্ম; বিদ্যা—রাজনীতি, সূর্য্য কর্ম্মদক্ষ—কর্ত্তা পুরুষ।

সূর্য্যের গুণকর্ম্মানুসারে বহুবিধ প্রতিশব্দরূপ নাম বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্রে আছে যেমন—কাশ্যপেয়, **রবি**, মার্ত্তণ্ড; বিকর্ত্তন, বিবস্বান, গভস্তিহস্ত, **সরণ্যু**, তপন ও তাপন, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর, তমিস্রহা, **সপ্তাশ্ববাহন**, শুচি ইত্যাদি। মাত্র কয়েকটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থবিচার :—

ঈষৎ এঁকে-বেঁকে-গড়িয়ে-গড়িয়ে যাওয়া অর্থবোধক √সৃ ( to pass along smoothly with a little spiral motion ) হইতে উৎপন্ন শব্দ সূর্য্য ও সরণ্যু; সূর্য্য = √সৃ + ক্যপ্ ক; সরণ্যু = √সৃ + অণ্যু। রবি = শব্দ করা অর্থবোধক √রু + ই ক। [ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির যে শক্তিপুঞ্জ শব্দগুণ সম্পন্ন আকাশের শব্দকে বর্ণাকারে বিন্যাস পূর্ব্বক ভাষায় করে সৃষ্টি সেই শক্তিপুঞ্জই "**রবি**"। আরও; রবি রশ্মির একাংশকে বলে সুযুম্না; এই সুষুম্না রশ্মি দ্বারা সূর্য্যদেব শুক্লাপ্রতিপদ হইতে পুর্ণিমা পর্য্যন্ত ১৫ দিন প্রতিদিন চন্দ্রকে এক কলা হিসাবে বর্দ্ধিত করিয়া পূর্ণিমাতে শুক্লবর্ণ পূর্ণ-মণ্ডলাকার ধারণ করান। সুষুম্না = সুষু (= অব্যক্ত শব্দ ) + √ম্না (অভ্যাস)। কৃষ্ণা ২য়া থেকে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত কাল সেই বর্দ্ধিত চন্দ্রের ( পূর্ণ চন্দ্রের ) জলময় সুধাত্মক সৌম্যমধু পান করে থাকেন দেবগণ।

পরদিন অমাবস্যাতে "পিতৃগণ" অপরাহ্ণকালে সেই অবশিষ্টাংশ মধু পানার্থ আসেন; সেই অবশিষ্ট কলা হইতে যে স্বধামৃত ক্ষরিত হয় পিতৃগণ দ্বিকলাত্মক কালমাত্র উহা পান করেন; তাহাতেই তাঁহারা থাকেন পরিতৃপ্ত ১ মাস; চন্দ্রলোকস্থ এই ব্যাপারটী ঘটে সপ্তপিতৃলোক দ্বারা (=অগ্নিষ্বাত্তা+সৌম্যা+হবিষ্মন্ত+উষ্মপা+সুকালিন+বর্হিষদ+আজ্যপা)।

সপ্তাশ্ববাহন=( সপ্ত+অশ্ব )—সপ্তাশ্ব বাহন যাঁহার, ( বহুব্রীহি ) অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির সপ্ত অংশ ( VIBGYOR ) সমেত রশ্মিগুলি (=কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ সূর্য্যাশ্বাঃ ) যেন সর্ব্বদিক্ হইতে ছুটিয়া চলিতেছে একই বিন্দুর অভিমুখে—কেন্দ্ররূপ সূর্য্যকে বহন করিতেছে, তাই সূর্য্যের নাম সপ্তাশ্ববাহন।

**C সূর্য্যের আধ্যাত্মিক পরিচয়**—সূর্য্যোপস্থানের ২য় মন্ত্রের শেষাংশ (="সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ") মানে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের আত্মাই সূর্য্য। বস্তুতঃ শ্রীসূর্য্যদেবের জ্যোতির্ম্ময় স্থূলদেহ জড়প্রায় হইলেও সূর্য্যদেব চৈতন্যময়; সর্ব্বজীবের দেহে যে খণ্ডচৈতন্যময় জীবাত্মা আছেন, তাহার অখণ্ডস্বরূপ সূর্য্যদেব। জীবাত্মা ব্যষ্টি, আর সমস্ত ব্যষ্টির সমষ্টি হন পরমাত্মা। অদৃশ্য পরমাত্মা স্বেচ্ছায় দৃশ্য হইতে গিয়া সর্ব্বপ্রথম হ'লেন "দিক্" বা "দেশ"রূপে প্রকাশিত। অপ্রকাশিত অবস্থা হইতে প্রকাশিত হওয়ারূপ যে সর্ব্বপ্রথম ক্রিয়া তাহাই পরমাত্মার "কাল" [ শ্রুতি বলেন, "ক্রিয়ৈব কালঃ ]; এই কর্ম্মরূপকালের বিভাগকর্ত্তা ও নিয়ামক সূর্য্যদেব এবং তাঁহার পরিদৃশ্যমান

জগতকে অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা আপন অঙ্গ আকাশকেই দৃষ্টি করিলেন তাহাই তাঁহার দৃক্‌শক্তি; এই দৃক্‌শক্তি ক্রমগাঢ় হইয়া পরিণত হ'লো স্থূল সূর্য্যদেহে। কথান্তরে সূর্য্যদেবই যেন অদৃশ্য কেবল-আত্মার চক্ষুঃ যাহা দ্বারা পরিদর্শন করিতেছেন সম্যক্ তাঁহার এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। অতএব সিদ্ধান্ত হইল সর্ব্বসমষ্টি পরমাত্মার দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুই যেন সূর্য্যদেব অথবা পরোক্ষ নিরাকার পরমাত্মার প্রত্যক্ষ-সাক্ষাত সাকাররূপ ঐ সূর্য্য। শাস্ত্রের উপদেশে ব্যষ্টি জীবের চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রীদেবতা সূর্য্য।

বৈদিক সিদ্ধান্তে সর্ব্বগ—সদাগতি ব্যবহারিক আত্মা জীবের জাগরিত অবস্থায় (যখন তাহার চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াশীল) পূর্ণভাবে প্রকাশিত থাকেন জীবের চক্ষুতে। এখন সর্ব্বসমষ্টি ব্যবহারিক আত্মার চক্ষু=সূর্য্য, আর জীব ব্যষ্টির দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু=চর্ম্মচক্ষু ও জ্ঞাননেত্র; এখানে উল্লেখ থাকে জ্ঞানদেবতা শিবের তিনটী-চক্ষুর মানে তৃতীয়টী জ্ঞানচক্ষু। সূর্য্যোপস্থান কর্ম্মে সাধকের কর্ত্তব্য এই যে এই বৈদিক সিদ্ধান্তে দৃঢ়প্রত্যয় হইয়া নির্নিমেষনয়নে জগচ্চক্ষু সূর্য্যের সহিত আপন ব্যষ্টি চক্ষু মিলাইয়া দেওয়া; বাহিরের সূর্য্যমণ্ডল বার-বার দেখিয়া ভিতরের সূর্য্যমণ্ডল নিরাবরণ করিয়া তোলা এবং দৃষ্টি নির্নিমেষ করা তাঁহার ভিতরের সূর্য্যমণ্ডলে নিম্নমন্ত্রের মন্ত্রার্থ ভাবিতে ভাবিতে মন্ত্র "তত্ত্বে পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" এইরূপে অভ্যস্ত হইলে সাধকের মধুময় অনুভূতি বিকাশ হইবে

"উদুত্যম্" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থচিন্তনে। সাধক দেখিবে তখন গায়ত্রী-উষ্ণিক প্রভৃতি সাতটী ছন্দ সাত প্রকার রঙে দেহরঞ্জিত করিয়া সূর্য্যরূপ পরমপুরুষকে করিতেছে বহন, সে বহনের উদ্দেশ্য এই পরিদৃশ্যমান জগতকেই দেখা—"দৃশে বিশ্বায়"—বিশ্ববাসীকে দেখার জন্য করুণাভরিত সেই স্নেহময় দৃষ্টি কতই না মধুর বোধ হইবে সাধকের। সেই চিন্ময় পরমপুরুষেরই রশ্মিচ্ছটা জীবের তথা মানুষের বৃত্তিজ্ঞানরাশি ; মানুষের ৭২,০০০ হাজার নাড়ীপথে তথা স্নায়ুপথে বাহির হইতে ভিতরে গতাগতি করিয়া রশ্মিচ্ছটাগুলি মানুষেরই কর্ম্মে ব্যাপৃত ; জাগরণে, স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে ইহারা বাহ্যবস্তু দেখিয়ে দেখিয়ে মানুষের নিকট বৃত্তিজ্ঞান নামে পরিচিত এবং তখনও পরমপুরুষ কেবল-আত্মাকে করে বহন ; মনুষ্যের অন্তর্ম্মুখ অবস্থায় এই রশ্মিচ্ছটা সাত প্রকার রঙের পোষাক পরিয়া সপ্তচ্ছন্দরূপে বহন করে এই অন্তঃসূর্য্যস্থানীয় পরমপুরুষকে । পতঞ্জল মুনির কথায়, "বৃত্তয়ঃ বিষয়াকারেণ চিত্তস্য পরিণামাঃ" = the states of the intellect when they are objectified.

আরও, এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সকল নাম ও রূপ একই পরমাত্মার বিভিন্ন নাম-রূপ। বিশ্বজীব স্বীয় কর্ম্মফলে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিচিত্ররূপ ও অসংখ্য নাম ধারণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মক্ষয়ে রহিয়াছে ব্যাপৃত—ইহাও যেমন সত্য, সেইরূপ অসংখ্য নামসমূহ ও বিচিত্র রূপরাশি তাঁহারই লীলাবিধৃত—ইহাও তেমন সত্য। যে সময়ে একটী মানবাত্মা স্বীয় প্রারব্ধ মানবদেহের কর্ত্তব্যকর্ম্ম

সমূহ লইয়া রহিয়াছেন ব্যস্তিব্যস্ত, সেই সময়েই সেই মানবদেহ ধরিয়া কর্ম্মফলভোগশূন্য স্বীয় লীলায় খেলা করিতেছেন ব্যবহারিক আত্মা, সুতরাং অসংখ্য নাম ও বিচিত্ররূপ তাঁহারই।

সূর্য্যের সুপ্রসিদ্ধ নাম সবিতা। প্রসব করা অর্থবোধক √সূ+তৃন্ ক=সবিতৃ শব্দের সবিতা ; সবিতৃশব্দে ষ্ণ=সাবিত্র ; সাবিত্র+স্ত্রিয়াং ঈপ্=সাবিত্রী—ইনিই ব্রহ্মাপত্নী ও সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। ব্রহ্মার দ্বিতীয়া পত্নী গায়ত্রীর উপাখ্যান ও গূঢ় রহস্য ইতিপূর্ব্বে গায়ত্রীতত্ত্বে বিস্তারিত প্রদত্ত। মনে রাখিতে হইবে ব্রহ্মার সৃষ্টি কর্ম্মে অত্যাবশ্যক অপরিহার্য্য শক্তিদ্বয় যথা, ( i ) সাবিত্রীর—উৎপাদিকাশক্তি, ( ii ) গায়ত্রীর—শব্দশক্তি ; এই দুই শক্তি মিলিত হইয়া যেন একীভূতা হইয়া বসবাস করিতোছন হিরণ্ময় মন্দিরে যাহার দ্বারে দ্বারপাল বা দৌবারিক সূর্য্যদেব ; দৌবারিক সূর্য্যদেব প্রসন্ন না হইলে সাবিত্রী-গায়ত্রীর হিরণ্ময়-মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না, তাই সাধককে করিতে হবে উপস্থান বা উপাসনা সূর্য্যদেবের ; এইরূপে দৌবারিক সূর্য্যদেবকে প্রসন্ন করিয়া সাধক প্রবেশ করেন মণি মন্দিরে ও সেখানে—২নং মাতা গায়ত্রীমাতার জপে সিদ্ধ হইয়া তবে লাভ করেন সিদ্ধি অর্থাৎ ১নং আদিমাতা সাবিত্রীর সাক্ষাতলাভ। এই অধিকারে সূর্য্যদেবতা পৃথক বস্তু আর তাঁহার ও অন্তর্দ্দেবতা সাবিত্রী বা সর্ব্বভূতাত্মা মহেশ্বরী পৃথক বস্তু। তবে সূর্য্যের সৌরশক্তি বা সবর্ণা ( বেদের ভাষায় সরণ্যু ) হ'ন Mistress VIBGYOR. সূর্য্য সত্তা এবং সবর্ণা শক্তি ; শক্তি

ও সত্তা বস্তুতঃ অভিন্ন। শক্তির সত্তা এই সূর্য্য অথবা সত্তারই শক্তি এই সবর্ণা ( Mrs. VIBGYOR )! এই শক্তিটীও জড় নহে—চিৎ বা চৈতন্য মাত্র। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাবিত্রীর নিকট উৎপাদিকাশক্তিতে সর্ব্বভূত সৃষ্টি করেন এবং গায়ত্রীর নিকট শব্দশক্তিতে সর্ব্বরকম ভাব (=চিত্তবৃত্তি) করেন প্রসব সর্ব্বজীবহৃদয়ে এই সবর্ণা। অতএব জীবশ্রেষ্ঠ মানবজাতির সারাংশ যে ব্রাহ্মণসন্তান, তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য সমস্ত পৃথিবী-বাসীর কল্যাণকামনায় দৈনিকই সূর্য্যোপস্থান করিয়া তাঁর কৃপা প্রার্থনা করা।

সূর্য্যোপস্থানকর্ম্মানুষ্ঠানের প্রণালীর একটা আভাস মাত্র এইরূপ :—স্থিরচিত্ত সাধক প্রথমেই একটী ফুটবলের ন্যায় গোলাকার পৃথিবীর পৃষ্ঠে নিজেকে মনে করিবেন 'সমকায়শিরো-গ্রীব' হইয়া উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান, পরেই ধারণা করিবেন—তাঁহার ঊর্দ্ধে-নিম্নে-দক্ষিণে-বামে-সম্মুখে-পশ্চাতে সর্ব্বত্র বিরাজিত মহাশূন্য; এই মহাব্যোমমণ্ডল-মধ্যে পৃথিবীরূপিণী মাতৃবক্ষে সাধক উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান, সম্মুখে প্রভাপটল দিনমণি সূর্য্যদেব মহাশূন্যে অবস্থিত, তাঁহারই স্নেহময় আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠে সাধক রহিয়াছে ধৃত; পৃথিবী যেন সাধককেই বক্ষে ধরিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে সূর্য্যমণ্ডল। এইরূপ ধারণার অভ্যাস করিয়া প্রতিদিন সৌরজ্যোতিতে অভিস্নাত হইয়া, সূর্য্য সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া, জ্যোতির্ম্ময় ব্যোমমণ্ডলে অবস্থান করিতে অভ্যাস করিবেন, কিছুদিন অভ্যাসের ফলে সাধক

সৌভাগ্যক্রমে দেখিতে পাইবেন—তাঁহার অন্তরে-বাহিরে চৈতন্য-ময় জ্যোতি ব্যতীত অপর কিছুই পাইতেছে না। প্রকাশ; ক্রমে যখন সেই দিগন্তব্যাপী চিন্ময় জ্যোতির্ম্মণ্ডলে আত্মহারা হইয়া পড়িবেন তখনই তিনি বুঝিতে পারিবেন তিনি আছেন সৌরশক্তির অঙ্কে। তখন ধীরে ধীরে "আমি ব্রাহ্মণ-মানুষ" এই বোধটীর সমীপস্থ হইয়া মহতী ধীশক্তিরূপিণী সবর্ণার অতুলনীয় কৃপা প্রার্থনা করিবেন নিম্নের মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে (i) "ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে—জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। ইদমর্ঘ্যং হ্রীং হ্রীং সা ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ"।

(ii) "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি"।

(iii) "তত্ত্বে পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে"।

(iv) "যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি"।

এইরূপভাবে ভাবিত হইয়া সূর্য্যোপাসনা সূর্য্যোপস্থান করিতে করিতে বৈদিকযুগের ব্রহ্মর্ষিদের ন্যায় সূর্য্যে আত্মপ্রাণ সম্প্রতিষ্ঠ দেখিয়া সম্যক্‌রূপে বিস্মৃত হইতে পারিবেন আপন জীবভাব সাধকমহাশয়। শনৈঃ শনৈঃ অভ্যাস দ্বারা অগ্রসর হইতে থাকিলে মানুষ মাত্রই লাভ করিতে পারে ব্রহ্মত্ব।

এখন এই সর্ব্বসমষ্টি সর্ব্বেশ্বরের মহাকাশের সূর্য্য-দেবের মত ব্যষ্টি জীবের তথা মানবের, বিশেষ ব্রাহ্মণের চিদাকাশেও আছেন এক খণ্ড-সূর্য্য যাঁকে বলা হয় জ্ঞানসূর্য্য; ইনি অর্জ্জিত অধ্যয়নজ জ্ঞান নহেন, পরন্তু ইনি সহজ বিবেকজ-

জ্ঞান। মানবের সর্ব্বপ্রকারকল্যাণবিধায়ক এই বিবেকজ-জ্ঞান-বা-বিজ্ঞান তাহার সহজাত হইলেও অধিকাংশক্ষেত্রে থাকেন অজ্ঞানমেঘাবৃত; সূর্য্যোপস্থানরূপ পুনঃ পুনঃ অনু-শাসনরূপ অভ্যাস অর্থাৎ **যোগাভ্যাস** দ্বারাই অজ্ঞানমেঘ অপসারণ করা হয় সম্ভব।

[ বিঃ দ্রঃ—এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে এই বিবেকজজ্ঞানশক্তি সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া বিদ্যমান; পরন্তু পাশ্চাত্যমতের মস্তিষ্কই ইহার একমাত্র আধার, ইহা ঠিক নহে। ]

**উপসংহার** ঃ—সূর্য্যোপস্থানের উপসংহারে বলা যায়—সূর্য্য সমস্ত বিশ্বের চক্ষু বা প্রকাশক। বেদে ইঁহাকে জাতবেদা বলা হয়; জাতবেদা অর্থে অগ্নি বা জাতজীবগণের প্রজ্ঞান অথবা জন্মের সাথে সাথেই যিনি জীবকে জানেন সম্যক্ ( অর্থাৎ **জীবের** শরীর সন্তাপ –Body temperature )। সূর্য্য-দেব জ্ঞান বা চৈতন্যের প্রকাশক, তাই তিনি প্রজ্ঞান এবং আরও, তিনি বিশ্বের আত্মাস্বরূপ। সূর্য্যই সমস্ত জ্যোতির আধার ও জগতের আত্মা। সূর্য্য ভিন্ন স্ফুর্ত্তি হয় না চৈতন্যের অর্থাৎ **জগতের জড়তা** নাশ করিয়া চৈতন্যের বিকাশ করিয়াছেন সূর্য্যদেব। সূর্য্যের দর্শন অভাবে মেঘাচ্ছন্ন দিনকে বলে দুর্দ্দিন। সূর্য্যোদয়ে প্রফুল্ল হয় জগৎ এবং তাঁর অন্তর্ধানে জগৎ হয় তমোবৃত ও নিশ্চেষ্ট। আরও, দেবগণের তথা ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক **চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য**; উহাদের প্রেরকও সূর্য্যদেব। সূর্য্য বিনা মন ও ইন্দ্রিয় নিচয়

স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে ব্যাপৃত হতে পারে না। তেজঃপদার্থ বা জ্যোতিঃপদার্থের জ্ঞান হয় সূর্য্যের দর্শন হইতে। আর, জ্যোতির্ম্ময় হ'ন ব্রহ্ম। তবেই চর্ম্মচক্ষুতে জ্যোতিঃর অর্থাৎ সূর্য্যের দর্শন করিতে করিতেই অনুভব হয় জ্যোতির্ম্ময়ের তথা ব্রহ্মের। অবশ্য বাহ্য চক্ষুতে দেখা যায় না ব্রহ্মকে; কিন্তু বাহ্যচক্ষুতে জ্যোতিঃর অর্থাৎ সূর্য্যের দর্শন না ঘটিলে কখনও অন্তশ্চক্ষুতে অনুভব হ'তে পারে না জ্যোতিঃর। জীবের ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, এ জ্ঞান অবশ্য বিষয়জ্ঞান; কিন্তু বাহ্য ইন্দ্রিয়ে বিষয়জ্ঞানের ধারণা না হইলে অন্তরের প্রকৃত জ্ঞানও হয় না স্ফুরিত। আবার, ব্রহ্ম আনন্দময়; মনে যদি কোনদিন আনন্দের অনুভব না ঘটে তাহ'লে ধারণা হয় না পরম-আনন্দেরও। ব্রহ্ম বৃহত্তম; সুবৃহৎ পর্ব্বত-নদী-আকাশ-সমুদ্রাদির দর্শন না ঘটিলে সম্ভব হয় না বৃহত্তমের ধারণা। ব্রহ্ম সুন্দরতম; বাহ্যচক্ষুতে সুন্দর পদার্থের দর্শন না ঘটিলে সুন্দরতমের ধারণা হয় অসম্ভব। এই জন্যই পরম করুণাময় পরমেশ্বর জীবকে দিয়েছেন ইন্দ্রিয়নিচয়; এই ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানলাভ করতঃ সেই বাহ্যজ্ঞানের শুদ্ধতম চরম উৎকর্ষ যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহার অনুভবের শক্তি হয়। অবশ্য ইন্দ্রিয়-মন ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না; কিন্তু আবার এ সকল না থাকিলেও লভ্য হন না ব্রহ্ম; যেমন বেদপাঠ করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন বর্ণপরিচয়ের, কিন্তু মাত্র বর্ণপরিচয়েই বেদ বোধগম্য হয় না, অথবা যেমন সন্দেশ খাইতে হইলে

প্রথমে দোহন করিতে হবে দুগ্ধ, কিন্তু দুধের স্বাদে কখনও অনুভব হয় না সন্দেশের স্বাদ। ঠিক তেমনই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞান ব্যতীত জন্মিতে পারে না **ব্রহ্মজ্ঞান**; প্রমাণ-স্বরূপ বলা যায় জন্মান্ধজনের সম্ভব নহে ব্রহ্মজ্যোতির ধারণা। তাই পরমকরুণাময় পরমেশ্বর তাঁর প্রিয়তম জীবশ্রেষ্ঠ মানবকে পূর্ণাঙ্গ মন-বুদ্ধি-চিত্ত-ইন্দ্রিয় নিচয়ে ভূষিত ক'রেছেন তাঁহাকে চিনিবার জন্য, তাঁকে জানিবার জন্য। কিন্তু কলিযুগে মোহান্ধ মানব বিশেষ তাঁর সাক্ষাতসন্তান ব্রাহ্মণ সেই ইন্দ্রিয়াদির অপব্যবহারে কাঞ্চন বিনিময়ে অর্জ্জন করিতেছে কাচ। ইন্দ্রিয়-গণের তথা দেবগণের প্রকাশক সূর্য্য।

সদ্‌ব্রাহ্মণ! প্রাতঃকালে সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য-দানের পর প্রণাম করিতে করিতে চাহিয়া দেখ—সূর্য্য জড়পদার্থ নহে, সূর্য্যের অভ্যন্তরের চৈতন্যময় পুরুষ তথা সূর্য্যনারায়ণই চৈতন্যময় পুরুষরূপে একসূত্রে গ্রথিত তোমার হৃদয়স্থিত চৈতন্য-ময় জীবাত্মাকে স্বীয় পরমাত্মজ্যোতিতে করিতেছেন সংযোজিত।

অতএব আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষই পরমাত্মার রূপ অর্থাৎ সূর্য্যের জ্যোতিই তাঁহার জ্যোতিঃ। তাই সূর্য্য জগতের প্রাণ তথা প্রাণেশ্বর। শ্রুতির কথায়—

"বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ প্রাণাঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ॥"

মর্ম্মার্থ:—বিশ্বরূপধারী, রশ্মিযুক্ত বা সর্ব্বসংহারক, অগ্নিতুল্য বা প্রজ্ঞানসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, এবং জ্যোতির্ম্ময় ও তাপপ্রদ।

অনন্ত রশ্মিশালী, প্রাণীভেদে বহুরূপে অবস্থিত, সমস্ত লোকের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য হন উদিত। তবেই আশ্চর্য্যবৎ ইঁহার উদয়!

[ বিঃ দ্রঃ—হরণ করা অর্থবোধক √হৃ+ইন ক = হরিণ শব্দ ]।

—:০:—

## XIX সন্ধ্যাতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা

### বেদের ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণের উপদেশ :—

[ মন্ত্র— "অসুরা আদিত্যমভ্যদ্রবনং স আদিত্যোবিভেত্তস্য হৃদয়ং কূর্ম্মরূপেণাতিষ্ঠৎ স প্রজাপতিমুপাধাবৎ তস্য প্রজাপতিরে-তদ্ভেষজমপশ্যদৃতঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচোঙ্কারশ্চ ত্রিপদাঞ্চ গায়ত্রীং ব্রহ্মণোমুখমপশ্যত্তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণোঽহোরাত্রস্য সংযোগে সন্ধ্যামুপাস্তে"

( ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ )।

মর্ম্ম :—অহোরাত্রের যে সন্ধি সেই কালই সন্ধ্যাদেবীর উপাসনার অনুকুল কাল্। কারণে ব্রাহ্মণ ব'লেছেন—যখন অসুরগণ সূর্য্যকে তাড়া ক'রেছিল তখন সূর্য্যের হৃদয় অসুর-ভয়ে কচ্ছপের মত হইল সঙ্কুচিত, ভয়ে সূর্য্য দৌড়ালেন স্রষ্টা প্রজাপতির কাছে; প্রজাপতি সূর্য্যের আত্মরক্ষার জন্য ও ভীতিনাশের জন্য পাঁচটী উপায় (ভেষজ) করিলেন নির্দ্ধারিত যথা, ( i ) ঋতং [ মিথ্যাবর্জ্জন ], (ii) সত্যং [ সর্ব্ববস্তুতত্ত্বের সম্যগ্-জ্ঞানার্জ্জন ও যথার্থ ভাষণ ], (iii) 'ব্রহ্ম' [ ঋগ্বেদাদির উপদিষ্ট

কর্ম্ম ], (iv) 'প্রণব' [ =ওঁ ], (v) পাদত্রয়বতী-গায়ত্রী। আরও, নির্দ্ধারিত করিলেন যে উক্ত পঞ্চবিধ ভেষজগুলির প্রধান প্রয়োগকর্ত্তা হইবে দ্বিজগণ [ বর্ণত্রয় যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ]। এই নিমিত্ত অহোরাত্রের সন্ধিতে সন্ধ্যাদেবীর উপাসনা করেন দ্বিজগণ।

অহোরাত্রের সন্ধিতে চিত্ত সত্ত্বগুণে হয় স্থিত, অহোরাত্রের সন্ধিতে চিত্তে জ্ঞানের আবরক তমঃ ও জ্ঞানের বিক্ষেপ রজঃ এই শক্তিদ্বয়ের সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, চিত্তটী এই সময় হয় লঘু, প্রাকৃতিক নিয়মে হয় প্রশান্ত, অন্তঃকরণের গতি স্বভাবতঃ সময়ে হয় কেন্দ্রাভিমুখী ( Centripetal—ভগবন্মুখ ), এই সময়ে মনে পড়ে ভগবান্ বা আত্মাকে, তাই তাঁহার উপাসনা করিবার স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়। সাংসারিককর্ম্ম ও বৈষয়িকচিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক বৈদিককর্ম্মপরায়ণ, অতএব সত্ত্বগুণপ্রধান-চিত্ত তৎকালীন বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ এইজন্য এই সময়ে অহোরাত্রির সন্ধিতে ভগবানের ধ্যান করিতে, তাঁহার নাম স্মরণ করিতে, তাঁহার উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত, উষাকাল— জাগরণের কাল ; সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে জাগরণ, তমোগুণের বৃদ্ধিতে নিদ্রাচ্ছন্নতা হয়। শ্রুতির উপদেশ—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত; প্রাপ্য বরান্নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥" —কঠোপনিষৎ! উষাকালে ও সায়ংকালে যথাক্রমে শুক্র ও বৃহস্পতির উদয়কালে দ্বিজগণের হৃদয়ে শ্রুতির এই উপদেশ ক্রিয়া করে ; তাই তৎকালীন আর্য্য-

সন্তানগণ অহোরাত্রির সন্ধিস্থলে একবার প্রাণের-প্রাণের দিকে, হৃদয়ের দিকে একান্ত মনে তাকিয়ে, চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছেন, ঊষাদেবি সমাগতা হইয়াছেন, সূর্য্যদেব উদিত হইতে-ছেন, পূতচিত্ত স্নাতশরীর ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবকে ( তখন সূর্য্যদেবের দিকে তাকানো যায়—তখন ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত ) দর্শন করিয়া বিষয়ান্তর হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক ( প্রাকৃতিক নিয়মে এই সময়ে অল্প চেষ্টাতেই চিত্তকে পবিত্রভাবে একাগ্র করিতে পারা যায় ), উদীয়মান লাক্ষারসবৎ অরুণ সূর্য্যদেবে হর্ষপুলকিত শরীরে ভক্তিনম্র হৃদয়ে আশাযুক্ত প্রাণে চিত্তকে সম্বদ্ধ করিয়া অর্থ-ভাবনাপূর্ব্বক স্থাবরজঙ্গম জগতের আত্মা যে সূর্য্যদেব তাঁহার স্তুতি করিতেন ।

প্রকাশের আবরক বা তমোগুণই অসুর ; তমোগুণ, প্রকাশশীল সত্ত্বগুণকে অভিভব করার জন্য নিয়ত করে চেষ্টা, ইহারই নাম দেবাসুরসংগ্রাম ; আলো আঁধারের লড়াই, প্রলয়-সৃষ্টির চক্র । [ বিঃ দ্রঃ—শাস্ত্র বলেন—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং ।

অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বত ইতি ॥ ( মনুসংহিতা )

ব্যাখ্যা—সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়কালে ইহজগৎ ছিল ঘোর নিবিড় অলক্ষুণে অন্ধকার মাত্র যেখানে একীভূত একাকার ! দ্বিতীয়টী ব'লে এমন বস্তু কিছুই হয় না সন্দেহ যাহাকে করা যায় নির্দ্দেশ ; সবই যেন ঘোর ঘুমন্ত !! লীলাকৈবল্যবশতঃ এই শুদ্ধ-নিশুদ্ধ, নীরব-নিঃশব্দ তমোসমুদ্রে "অভীদ্ধাৎ" ( অভি = সর্ব্বতোভাবেন

ইদ্ধাৎ—লব্ধবৃত্তেঃ ) উঠিল তরঙ্গ ; অনন্ত ঘূর্ণায়মান তরঙ্গরাশির ঘর্ষণে ছুটিল অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ; এই অসংখ্য ব্যষ্টি অগ্নি কণা গুলি ক্রমশঃ হইল সমষ্টিভূত এবং এমতে পরিণত হ'লো এক বিরাট্ অগ্নিপিণ্ডে—আমাদের সুপরিচিত সূর্য্যদেব ]

এই সূর্য্যদেবই বেদের হিরণ্যগর্ভ। সূর্য্যই প্রজাপতি এবং সৃষ্টির আদিতে প্রকটিত ব'লে—আদিভূত বলিয়া ইঁহাকে আদিত্যও বলা হয়। ইঁনি বিশ্বের সবিতা ( প্রসবকর্ত্তা—GENERATOR ) ও প্রকাশস্বরূপ এবং প্রলয়াবস্থারূপ অন্ধকারের নাশকর্ত্তা ও জ্ঞানময়জ্ঞানদাতা। এখানে উল্লেখ করা যায় নিঃশঙ্কচিত্তে যে প্রারম্ভের উক্তিটী ( সূর্য্যকে অসুর-গণের তাড়া করা ) হয় আলঙ্কারিক মাত্র। ইনি অসুরভয়ে ভীত হন না কদাচ, অসুর ভয়ে ভীত হন জীবাত্মা, জীবাত্মাই অবিদ্যার শাসনাধীন এবং আবরণ ও বিক্ষেপরূপ অসুরদ্বয়ের ক্রীড়াভূমি। জীবাত্মা যদি ঋত, সত্য, ব্রহ্ম, প্রণব ও গায়ত্রীকে আশ্রয় করিতে পারেন, তবেতাহাকে অসুরগণ আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। অহোরাত্রির সন্ধিতে দ্বিজগণকেই বলা হইয়াছে সন্ধ্যা করিতে এবং উপরোক্ত পঞ্চ ভেষজ ( ঋতাদি )-কে জীবাত্মার অসুর-রক্ষা কবচ ( বর্ম্ম )-রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ক্ষণ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অহোরাত্র-চক্রের পর্য্যায়ক্রমে হয় আবর্ত্তন। অতএব, পারতপক্ষে সন্ধ্যার উপাসনা অহরহঃ করিবার বিধিও শাস্ত্রে আছে। সমর্থ হইলে, প্রত্যেক ক্ষণ চক্রের অহোরাত্র-সন্ধিতে, প্রতিমুহূর্ত্তের, প্রতিদিনের,

প্রতিপক্ষের, প্রত্যেক মাসের, প্রত্যেক অয়নের, প্রতিসম্বৎসরের অহোরাত্র-সন্ধিতে সন্ধ্যার **উপাসনা** কর্ত্তব্য।

আবার, সাধারণে দিন-রাতের সন্ধিকেই বলেন সন্ধ্যা; কিন্তু সাধুগণ বলেন **সুষুম্না নাড়ীতে অবস্থিত** যে প্রাণ তাহার সংযোগস্থলই সন্ধ্যা; এই সন্ধিতে সন্ধ্যা করিলে সন্ধ্যার যথার্থ ফলপ্রাপ্তি ঘটে—অলৌকিক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে। আরও, ইড়া ও পিঙ্গলার সন্ধিতে অর্থাৎ সুষুম্নাতে যখন প্রাণ হ'ন সমাগত, তখন দেহধারীদের দেহে হয় "অমাবস্যা" অর্থাৎ তখনই হয় সূর্য্যেন্দুসঙ্গমরূপ পরমাত্মার সাথে যোগ হয় জীবাত্মার।

[ বিঃ দ্রঃ—"ইড়াপিঙ্গলয়োঃ সন্ধিং যদা প্রাণঃ সমাগতঃ।
অমাবস্যা তদা প্রোক্তা দেহে দেহভৃতাং বর॥"
( জাবালোপনিষৎ ) ]।

'অহোরাত্রির সন্ধিতে সন্ধ্যা করা উচিত'—এই শ্রৌত উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া যায় সাধুগণের উপদিষ্ট সন্ধ্যা বর্ণনায়।

শ্রীসূর্য্যদেবের গুণ ও মহিমা অসংখ্য; বৈদিক আর্য্যগণের পরম ও প্রত্যক্ষ দেবতা এই শ্রীসূর্য্য। বেদমতে সূর্য্যের অপর নাম বিষ্ণু ( ঋগ্বেদ ১।৮।১০।১৬।২২।২৭ )। বিষ্ণু সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বিষ্ণুপুরাণে সন্ধ্যা উপাসনা উপলক্ষে সূর্য্য সম্বন্ধে আছে মন্ত্র:—

"সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরমদারুণে।
মন্দেহা রাক্ষসা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম ॥
প্রজাপতিকৃতঃ শাপস্তেষাং মৈত্রেয় রক্ষসাম।
অক্ষয়ত্বং শরীরাণাং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥
ততঃ সূর্য্যস্য তৈর্যুদ্ধং ভবত্যত্যন্তদারুণম্।
ততো দ্বিজোত্তমাস্তোয়ং যৎ ক্ষিপন্তি মহামুনে।
ওঙ্কার ব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
তেন দহ্যন্তি তে পাপা বজ্রভূতেন বারিণা ॥
অগ্নিহোত্রে হূয়তে যা সমন্ত্রা প্রথমাহুতিঃ।
সূর্য্যো জ্যোতিঃ সহস্রাংশুস্তয়া দীপ্যতি ভাস্করঃ ॥
ওঙ্কারো ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্রিধামা বচসাং পতিঃ।
তদুচ্চারণতস্তে তু বিনাশং যান্তি রাক্ষসাঃ ॥
বৈষ্ণবোঽংশঃ পরং সূর্য্যো যোঽন্তর্জ্যোতিরসংপ্লবম্।
অভিধায়ক ওঙ্কারস্তস্য তৎপ্রেরকঃ পরঃ ॥
তেন সম্প্রেরিতং জ্যোতিরোঙ্কারেণাথ দীপ্তিমৎ।
দহত্যশেষরক্ষাংসি মন্দেহাখ্যানি তানি বৈ ॥
তস্মান্নোল্লঙ্ঘনং কার্য্যং সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মণঃ।
স হন্তি সূর্য্যং সন্ধ্যায়াং নোপাস্তিং কুরুতে তু যঃ ॥"

মর্ম্ম :—ভীষণ রৌদ্র মুহূর্ত্তাত্মক সন্ধ্যাকাল আসিলে মন্দেহ-নামক রাক্ষসগণ সূর্য্যকে গ্রাস করিতে যায়। হে মৈত্রেয়! ঐ সকল রাক্ষসের প্রতি ব্রহ্মার এইরূপ শাপ—যে প্রত্যহই হইবে তাদের মৃত্যু (=সংজ্ঞানাশ), কিন্তু তাদের শরীর থাকিবে অক্ষয়!

সূর্য্যকে গ্রাস করিতে গেলে তাদের সাথে সূর্য্যের অতি ভীষণ যুদ্ধ বাধে। হে মহামুনে মৈত্রেয় ! তাহার পর দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মরূপী ওঙ্কার ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত নিক্ষিপ্ত বারি বজ্রের ন্যায় দগ্ধ করিয়া ফেলে সেই পাপচারী রাক্ষসগণকে (=পাপসকলকে)।

আবার অগ্নিহোত্রকালে "সূর্য্যোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত যে প্রথম আহুতি দেয়া হয়, তদ্দ্বারা সহস্রকিরণ ভাস্কর—ওঙ্কাররূপী—ত্রিধামা (=ঋক্‌যজুঃসামতেজাঃ)—বচসাং-পতি (=বেদাধিপতি)—ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ সূর্য্য হয়েন প্রকাশ-মান; এবং সেই আহুতিমন্ত্র উচ্চারণমাত্র সেই সকল রাক্ষস মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হয়। এই শ্রেষ্ঠ প্রধান দেবতা সূর্য্য বৈষ্ণব অংশ (অর্থাৎ কোন ভৌতিক পদার্থ নহে)। যিনি পরমাত্মা-স্বরূপ, পরমওঙ্কার তাঁহার অভিধায়ক (=প্রকাশক) ও তাঁহাকে প্রেরণ করেন (প্রবর্ত্তিত করেন) রাক্ষসবধে, সেই ওঙ্কার-প্রেরিত প্রদীপ্তজ্যোতিঃ মন্দেহ নামক রাক্ষসগণকে দগ্ধ করেন।

অতএব **সন্ধ্যাকালে** উপাসনাকর্ম্মের লঙ্ঘন করা কোন মতে নহে বিধেয়। সন্ধ্যাকালে উপাসনা না করিলে সূর্য্যহত্যারূপ মহাপাতকে হ'তে হয় লিপ্ত।

শিক্ষিত বিজ্ঞব্যক্তিগণ উপরোক্ত রূপকের মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে এবং তন্নিহিত গূঢ় সত্য বাহির করিতে পারিবেন জানিয়াই আর্য্যঋষিগণ এইরূপ রূপকাবৃত সত্যসকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন পুরাণাদি প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থাদিতে। উপরোক্ত

রূপকের রাক্ষসের নাম "মন্দেহ"-শব্দটীর শব্দার্থ ও সমাস দ্বারা জানা যায়—(মন্দ+ঈহ )="মন্দেহ" অর্থাৎ কু+ঈহ (=চেষ্টা ) —যাহার আছে কুচেষ্টা ( বহুব্রীহি ) সেই মন্দেহ। সুতরাং "মন্দেহ" মানে অসৎচেষ্টা বা প্রবৃত্তি– মনের কুপ্রবৃত্তিসকলই এখানে রাক্ষসরূপে কল্পিত ও বর্ণিত। তাহাদের সংখ্যা বহু; মানবের শিরায় শিরায় প্রবৃত্তিরূপ বাসনা বিরাজিত। সূর্য্য হ'ন সাক্ষাত আত্মা। কুপ্রবৃত্তিগুলি সর্ব্বদা আত্মা ও মনকে গ্রাস করিতে চায়; ওঙ্কারাদি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যরূপী শ্রীভগবানের উপাসনায় কুপ্রবৃত্তিরূপী রাক্ষসগণ ক্ষীণ ও প্রলীন হয়। ইহাই রূপকের নিগূঢ়ার্থ।

স্থূল আহারাভাবে স্থূলদেহ যেমন হয় শুষ্ক, মলিন ও বলহীন; তেমন সূক্ষ্ম আহার-অভাবে আত্মা হয় তেজোহীন। আত্মার আহার ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরোপাসনা—আরাধনা।

## এই সূর্য্যাসুরের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ঃ—

সূর্য্যাসুর দ্বন্দ্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, প্রলয়ের আদি ঘোর অখণ্ড অন্ধকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি যেন ( খর্ব্ব-খাটো বামন আঁধারসন্তানগুলি ) অসুরপদবাচ্য। পশ্চাদাগত সূর্য্যরূপ পূর্ণ প্রকটিত আলোকের পাশে ইহারা সূর্য্যালোকরূপ সুরের বিরোধী দল তাই এরা অসুর। সূর্য্য হ'ন অনুজ এবং তাই অসুর বৈমাত্রেয় প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হীনবল; দ্বন্দ্ব বাধিলে হীনবল সুর-সূর্য্য আত্মরক্ষার্থে সহায়তা প্রার্থনা করিতে গেলেন তাঁর স্রষ্টা ব্রহ্মার নিকট; ব্রহ্মা সূর্য্যের তেজঃ বৃদ্ধির জন্য ৫টী

ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন যথা (i) ঋতং ( সৃষ্টি সঙ্কল্পবিশিষ্ট মহামন ) (ii) সত্যং ( যথার্থ ভাষণধর্ম্মা বাগ্‌দেবী সৃষ্টিশক্তি ), (iii) ব্রহ্ম ( বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি পালনকর্ত্তা ) (iv) প্রণব (= ওঁকার ), (v) গায়ত্রী ।

দিবারাত্র ( আলো+আঁধার ) সন্ধিক্ষণেই দিনভাগ যেন গ্রাস করিতেছে রাতের আঁধারকে এবং পক্ষান্তরে রাতও যেন গ্রাস করিতেছে দিনের আলোকে !! সন্ধ্যাহ্নিকের উপাসক সাধক দেখিতেছে বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে এই প্রাকৃতিক সূর্য্যদৃশ্য ( জ্যোতিরূপ )।

## XX. আদর্শ ব্রাহ্মণত্বের ব্রাহ্মণতত্ত্ব :—

বর্ত্তমানযুগে আদর্শ ব্রাহ্মণ দুর্লভ হ'লেও সেই দুর্লভ ব্রাহ্মণদেরই সুদূর সন্তানগণ অবশ্যই অতি অবশ্যই জানিবেন তাঁদের পূর্ব্ব আদর্শের কথা ; এবং সম্ভবমত সেই আদর্শের পথই করিবেন অনুসরণ যথাসাধ্য যুগোপযোগী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও—ইহাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় জগদ্ধিতার্থে।

নির্গুণ-নিরাকার পরব্রহ্ম পরোক্ষ ; সগুণ-সাকার হ'লেন লীলাকৈবল্যবশতঃ তিনি স্বেচ্ছায়। ব্রাহ্মণমূর্ত্তিই তাঁর প্রত্যক্ষ বিগ্রহ। সুতরাং ব্রহ্মেরই অনুরূপ তাঁর সাক্ষাত্সন্তান—ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের বড় আদরের সন্তান ; সদানন্দময় মহাপুরুষ—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলিপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ। বাহ্যলক্ষণে ব্রাহ্মণ চেনা বড় কঠিন। কাহাকেও আত্মপরিচয় দিবার জন্য কোনওরূপ মিথ্যা-আড়ম্বর

লইয়া থাকেন না তিনি। স্বয়ং ভগবান্ ব্রাহ্মণরূপে জগজ্জীবের পরমকল্যাণের জন্য সত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী বহন করিতেছেন।

প্রকৃতির বুদ্ধিতত্ত্বই ব্রাহ্মণতত্ত্ব; ইহাই গায়ত্রী মন্ত্রের ধী। এই ধী যখন প্রথম হয় উন্মেষিত, তখন উহা পায় প্রকাশ স্মৃতির আকারেই; বুদ্ধিতত্ত্বেই ব্রহ্মের বা নির্গুণ চৈতন্যের সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি। জীব এই বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আত্মবোধ স্থির রাখিতে পারিলেই, ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হ'তে পারে। তাই, ধীকেই বলা হয় ব্রাহ্মণ। জগতের ব্রাহ্মণ-বর্ণও এই ধী·শক্তি লাভ করিয়াই জগৎপূজ্য। প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীমন্ত্রে এই ধী·শক্তির প্রার্থনা করেন, এবং উহা জগৎময় ছড়াইয়া দিয়া, ধীরে ধীরে সর্ব্বজীবের হৃদয়ে জ্ঞানের বীজ বপন করিয়া জীবসঙ্ঘকে মহাসত্যের দিকে করেন আকর্ষণ। তাই, ব্রাহ্মণ এত পুজ্য ছিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানের অঙ্কস্থিত নগ্ন শিশু। জগন্মঙ্গলই ব্রাহ্মণের ব্রত। কত উচ্চে যে ব্রাহ্মণের আসন, ব্রাহ্মণ যে জগতের কি উপকার করেন, তাহা ধারণাতীত। ব্রহ্ম অজ্ঞেয় ও অগম্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ নিত্যাশ্রয়। ব্রাহ্মণরূপ মহাকেন্দ্র স্থির আছে বলিয়াই জীবসঙ্ঘ—সৃষ্টিচক্র আছে স্থির; নতুবা কক্ষচ্যুত গ্রহমালার মত অদৃশ্য হ'তো কোথায় কে জানে? ব্রাহ্মণই মুর্ত্তিমান ব্রহ্ম—জগতের একমাত্র ধর্ত্তা। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই যে ব্রাহ্মণগণ জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নহে; তাঁদের ভৌতিক দেহের অস্থি পর্য্যন্ত জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিতে সমর্থ—জগতের মঙ্গল সাধনে সমর্থ।

শুধু এই কথাটী প্রমাণের জন্য দধীচি মুনির অস্থি হইতে নির্ম্মিত হইয়াছিল ইন্দ্রের বজ্র (=Highly electrified thunder both made from the accumulated electricity in the bones of the ascetic as a result of তপঃ প্রভাবে)। ব্রহ্মজ্ঞানের আচার্য্যরূপে এবং আসুরিকভাবের দলনকারীরূপে একমাত্র ব্রাহ্মণই ব্রহ্মের দক্ষিণ হস্ত। শ্রীভগবানের সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণ দ্বারাই সম্ভব। এইরূপ অসাধারণ শক্তি ও ব্রহ্মতেজঃ ভৃগুমুনি, দধীচিমুনি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণগণ আপন আপন তপঃ প্রভাবেই সঞ্চয় করিতেন।

জাগতিক-উন্নতির দিকে তাঁদের ছিল না লক্ষ্য ; পারমার্থিক-উন্নতিবিধায়ক মার্গেই তাঁহারা করিতেন বিচরণ। উর্দ্ধে গতির নামই উন্নতি ; উন্নতির আকাঙ্ক্ষা মানে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা। "আমার সমান নাই"—এইরূপ জ্ঞানের এইরূপ মননের নাম "মান" ; অতএব, "আমার সমান কেউ না-থাকুক"—এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নামই সম্মানের আকাঙ্ক্ষা ; উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এবং সম্মানের আকাঙ্ক্ষা এক পদার্থ। তৎকালীন ঋষি ব্রাহ্মণরা "মান"-কে বলিতেন একপ্রকার মনোবিকার এবং এই মনোবিকারকে বলিতেন "মোহ"। "আমার সমান কেহ না থাকুক"—এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় আসে হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্য-অসূয়া ( গুণে দোষারোপ ), অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তিনিচয় ; আরও, ঐ আকাঙ্ক্ষাদেবীই ভক্তির পরিপন্থিনী ও প্রেমপ্রবাহের প্রতিবন্ধিকা।

আবার, উন্নতি অর্থাৎ ঊর্দ্ধগমন এক প্রকার কর্ম্ম; কর্ম্ম মাত্রেই ত্রিগুণ পরিণাম এবং বিশেষ রজঃ ও তম এই গুণদ্বয়ের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ কর্ম্মীর। কর্ম্ম মাত্রই যখন ত্রিগুণপরিণাম তখন ঊর্দ্ধগমনও যে, ত্রিগুণপরিণাম, তাহা বলা বাহুল্য। আবার, প্রকৃতির মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বের অধীনস্থ যে অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কার তাহা শূন্য হইলে হয় না কোন কর্ম্ম, অহঙ্কার ব্যতীত যে উন্নতি হ'তে পারে না, অহঙ্কারশূন্য হ'লে যে, জাগতিক অস্তিত্বই হয় বিলুপ্ত— একথা সাধারণ্যে সুবিদিত। "সম্মানের আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে উন্নতি হ'তে পারে না,"—একথা সুতরাং যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। পরিচ্ছিন্নপ্রকৃতির কার্য্যই অহঙ্কার। তবে, গুণত্রয়ের ভাগ-বৈষম্যই প্রকৃতির পরিচ্ছেদের ভিন্নতা ঘটায় এবং সেই ভিন্নতা অনুসারে ভেদ হয় অহঙ্কারেরও। জড়েরও আছে অহং। সাংখ্যের মতে অহঙ্কার তিনভাগে বিভক্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

**উপনিষদের উপদেশ—A অলৌকিকী** । অহংকৃতি দ্বিবিধ এবং শুভা, জীবন্মুক্ত পূরুষেরও থাকে; যথা, প্রথম অহঙ্কার—"আমিই অখিল বিশ্ব, আমার সমান বা দ্বিতীয় অন্য Divine Ego বস্তু নাই, এইরূপ যে সংবিৎ ( = জ্ঞান), তাহা পরমা, অহংকৃতি"; দ্বিতীয় অহঙ্কার—"আমি সর্ব্বপদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কেশাগ্র হইতেও আমি সূক্ষ্মতর এতা-দৃশী—সংবিৎ ( = জ্ঞান ), সূক্ষ্মা অহংকৃতি। (Virtuous Ego )

B. লৌকিকী-অহংকৃতি—"যে অহংকৃতিবশতঃ পাণিপাদাদি-

মাত্রকে অহং ( আমি ) বলিয়া বিনিশ্চয় হয়”, তাহাই লৌকিকী অহঙ্কৃতি ( Vicious Ego) —ইহা দুঃখদায়িনী, সুতরাং কুখ্যাত ও যত্নতঃ পরিত্যাজ্য। আদর্শ ব্রাহ্মণ উপরোক্ত দ্বিবিধ অলৌকিকী অহঙ্কারেরই অধিকারী হ'তে পারেন, অথবা তাও না হ'তে পারেন! যাঁর “অহং” যে পরিমাণে ব্যাপক, সেই পরিমাণে অল্প তাঁর বিরোধী—তাঁর প্রতিযোগী—তাঁহার পর। স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মই যেন গুরুত্বের কারণ। স্বীয় স্থিতিকে স্থাপন করিতে যখন সকলের অভিলাষ হয়, তখন সকলেই যে গুরু হইতে চায়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু যাঁহার স্থিতি সর্ব্বব্যাপিকা, যাঁহার স্থিতি কাহারও দ্বারা হয় না বাধিতা, যাঁহার সর্ব্বপদার্থে সমান আকর্ষণ, যিনি কাহাকেও বিপ্রকর্ষণ করেন না, তিনি হন গুরুত্ববিহীন। গুরুত্ব আপেক্ষিক ধর্ম্ম। গুরুত্ব ও লঘুত্ব পরিচ্ছিন্নেই হয়; অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে কোনটাই নাই। তাছাড়া, অপরিচ্ছিন্নের মান অপমান সমান। অপরিচ্ছিন্নের স্থিতি সর্ব্বব্যাপিনী, তাঁহার সর্ব্বপদার্থে তুল্য আকর্ষণ তাই তিনি গুরুত্ববিহীন। পূর্ণকাম ব্রাহ্মণের থাকে না সম্মানাকাঙ্ক্ষা, অবমানসহনযোগ্যতা তাঁহারই ধর্ম্ম। যাঁহার শক্তি অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার মান ও অপমান সমান। অতএব শক্তির পূর্ণতাই অবমান সহ্য করার অধিকার দেয়; পরিচ্ছিন্নশক্তি সহ্য করিতে পারে না অবমান।

মনুর কথায়, “ব্রাহ্মণ সম্মানকে বোধ করিবেন বিষতুল্য, সম্মানে লাভ করিবেন না প্রীতি; পরন্তু সর্ব্বদা অবমানকে অমৃতের মত বোধ করিয়া, অবমানকেই করিবেন আকাঙ্ক্ষা।

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি সম্মান করিলে আদর্শ ব্রাহ্মণ হবেন না প্রীত ; অপিচ অবমান করিলেও করিবেন না খেদ, আদর্শ ব্রাহ্মণ সমান মনে করিবেন মানাপমানকে। শক্তিসত্ত্বেও অপমান সহ্য করার যোগ্যতা জন্মায় আদর্শ ব্রাহ্মণে বহু সাধনা দ্বারা। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ প্রধান ; তিনি আপনাকে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ও সর্ব্বভূতকে আপনাতে বর্ত্তম্যন দেখেন।

আদর্শ ব্রাহ্মণ জানেন—তিনি নিজেই বিশ্বজগৎ, তাঁর সমান বা দ্বিতীয় কেহ নাই ; তিনি নিজে অণু হইতে অণুতর তাই নাই তাঁর সম্মানের আকাঙ্ক্ষা বা তিনি নন মানের ভিখারী। অপ্রাপ্তের প্রার্থনার নাম ইচ্ছা ; অপ্রাপ্ত বলিয়া আদর্শ ব্রাহ্মণের নাই কিছুই, তাই তিনি চান না মানাপমান অথবা গুরুপদ্ (=গুরুগিরি)। যে আদর্শ ব্রাহ্মণ বস্তুতঃ গুরু, তাঁহার আর গুরু হইতে ইচ্ছা হয় না।

ব্রাহ্মণ লক্ষণের শাস্ত্রবচন :—

"যোগস্তপো দমো দানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥"

[ বিঃ দ্রঃ—সেচন করা অর্থবোধক ✓ঘৃ+ণক্ ক ; অথবা দীপ্তি পাওয়া অর্থবোধক ✓ঘৃ+ক ক ; স্ত্রিয়াং আপ্=ঘৃণা ; শব্দটীর সাধারণ অর্থে ( অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা অর্থে ) এখানে ব্যবহৃত নহে ; পরন্তু, ইহার বিশেষ অর্থ এই—অন্যায়কারীকে করুণার চোখে উপেক্ষা করার অথবা অন্যায়কারীকে উপেক্ষার সহিত করুণা করার মনোবৃত্তিকেই বলে ঘৃণা। ]

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কথায় আদর্শ ব্রাহ্মণলক্ষণ:—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

মর্ম্ম ঃ—আপনাকে তৃণ হইতেও ক্ষুদ্র-নীচ ভাবিয়া, বৃক্ষের মত সহনশীল হইয়া, স্বয়ং নিরভিমাম হইয়া অন্যজনকে মান-সম্মান দিয়া সর্ব্বদা শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন কর্ত্তব্য।

মাত্র যজ্ঞোপবীতধারি পুরুষকেই "আদর্শ ব্রাহ্মণ" বলা শাস্ত্র-ব্যবস্থা নহে। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে অকামহত অপাপবিদ্ধ ও বেদজ্ঞ হইতে হইবে।

## XXI. দীক্ষাতত্ত্ব=মন্ত্রতত্ত্ব+গুরুতত্ত্ব+ইষ্টদেবতত্ত্ব

শাস্ত্র বলেন—"দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসংস্কারঃ।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

মর্ম্ম ঃ—যে প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত (=অন্তকে অতি অর্থাৎ অতি-ক্রান্তকারী) শেষজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান প্রদত্ত হয়; এবং সঞ্চিত পাপের সংস্কাররাশিকে করে ক্ষীণ, সেই প্রক্রিয়া বা কর্ম্মানু-ষ্ঠানকে বলে দীক্ষা। যেমন প্রতিটী কর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই কর্ম্মের তত্ত্বানুস্ধান, তেমনই এই দীক্ষাকর্ম্মেরও তত্ত্বানুসন্ধানে দেখা যায় যে, দীক্ষাতত্ত্বে আছে তিনটী অধস্তত্ত্বযেমন (i) মন্ত্রতত্ত্ব, (ii) গুরুতত্ত্ব ও (iii) ইষ্টদেবতত্ত্ব অর্থাৎ এই তিন অধস্তত্ত্বের যথাযথ মিলনে তবে হয় সম্যক্ দীক্ষাকর্ম্মানুষ্ঠান।

(ক) **মন্ত্রতত্ত্ব ঃ—** গোপনে-বলা অর্থবোধক √মন্ত্র (to consult, to advise, to speak privately) হইতে

নিষ্পন্ন এই মন্ত্রশব্দটী; যে শব্দটী মনন করিলে আর্ত্ত (=পীড়া বা মনোকষ্ট) হইতে পাওয়া যায় ত্রাণ তাহাই মন্ত্র। এই গোপন-মন্ত্রণা বা পরামর্শটা হয় মনের বুদ্ধি-বিবেকের সাথে। মন্ত্র তথা বীজমন্ত্রটী হাটে-মাঠে ঢাক পিটিয়ে প্রকাশের পরিবর্ত্তে। যেন স্ব-স্ব গুপ্তধন তাহার স্ত্রী-রত্ন ও ধনসম্পত্তির মত গোপনীয়তা রক্ষার যোগ্য, তবে তোতাপাখীর বুলির মত মাত্র মুখে বা মনে শব্দটী আওড়াইলেই ফল হইবে না; শব্দটীর শব্দার্থ ভাবার্থ ও গূঢ়ার্থ হৃদয়ে যত দিন না গাঁথা হয় ততদিন উহা মৃত শব্দমাত্র। অর্থ না বুঝিয়া ঐ অর্থানুযায়ী রসে ও ভাবে স্বয়ং রসিক ও ভাবুক না হইয়া, মন্ত্র উচ্চারণে উহার যথার্থ ফল লাভ হয় না। শুধু মন্ত্রচৈতন্যরূপ একটি জিনিষের অভাবেই সাধনমার্গ হয় দুর্গম ও অন্ধকারময়। সুতরাং মন্ত্ররূপ কালীন উহার সদর্থ জানিয়া বিশেষভাবে অবগত হইবে মন্ত্রের সদর্থ; পরে অর্থানুভাবে স্বয়ং সম্বেদিত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে, তবেই মন্ত্রের যথার্থ ফল সত্বর হইবে প্রত্যক্ষ। মন্ত্রপ্রতিপাদ্য সদর্থই গুরু এবং অর্থমূলক অনুভূতি বা বেদনের নামই ইষ্টদেব বা চৈতন্য। এইরূপে মন্ত্রশব্দ, ইহার সদর্থ এবং ইহার অনুভূতি বা বেদন অর্থাৎ অন্তস্পন্দন বা দেবতা—এই তিনের একীকরণ হইলেই হয় যে অবস্থা তাহাকে বলে মন্ত্র-চৈতন্য, আর নহে ঐ মন্ত্র মৃতশব্দ মাত্র। মন্ত্রচৈতন্য হইলেই দেবতা হ'ন প্রত্যক্ষ ; চৈতন্যহীন মন্ত্র উচ্চারণে অর্থাৎ দেবতা অপ্রত্যক্ষ থাকিলে বহুবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনাও হয় প্রায় নিষ্ফল;

শুধু পক্ষীর রাধাকৃষ্ণ বুলির ন্যায় মৌখিক মন্ত্র আবৃত্তি মাত্র, ইহাই ঋষিদের উপদেশ। চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ করিতে পারিলেই মন্ত্র শব্দের অর্থ গুলির দিকেই থাকিবে লক্ষ্য; সঙ্গে সঙ্গে অর্থানুগত ভাব বা অনুভূতি, চিত্তক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ হইতে থাকিবে। ইহাকেই বলে মন্ত্রচৈতন্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—কোন ইংরাজ বালককে শেখান হ'লো তেঁতুল শব্দ; শব্দটী যেন মন্ত্রস্থানীয়; বালকটীর যতক্ষণ তেঁতুল শব্দটীর অর্থবোধ না হয়, তেঁতুল কি তাহা না জানে ততক্ষণ তাহার কাছে শব্দটী বা মন্ত্রটী মৃত শব্দ মাত্র; মুখে লক্ষবার তেঁতুল তেঁতুল বলিলেও তেঁতুলের বিষয় জ্ঞান তাহার হইবে না। পরে তাহাকে তেঁতুলের আকার-আস্বাদ ইত্যাদি ভালরূপে বুঝানো হইল। তখন তেঁতুলের অর্থজ্ঞান হইল এই অর্থজ্ঞানই তাহার গুরু। তখন তেঁতুল-শব্দ-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উহার অম্লতা-বিষয়ক জ্ঞান ফুটিতে লাগিল তারপর যখন তেঁতুল শব্দ উচ্চারণ করিলেই ঐ অম্লতা বিষয়ক জ্ঞান ( বাঙ্গালী বালকের মত ) তাহার অনুভূতি পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তুলিতে পারে অর্থাৎ যখন তেঁতুল বলিলেই জিহ্বা হয় রসাদ্র তখনই বুঝিতে হইবে ইংরাজ বালকের তেঁতুল-শব্দটী বা মন্ত্রটী হইয়াছে চৈতন্যময়।

(ii) গুরুতত্ত্ব—সাধারণ কথায় গুরু মানে ভারী; শিষ্য হাল্কা বা লঘু; লঘুকে শাসন করার কথা গুরুর, সুতরাং তাঁকে হ'তে হবে ভারী তথা জ্ঞান-ভারী, তবেই তাঁর হবে দীক্ষা দিবার যোগ্যতা অজ্ঞান লঘুজনকে! শিষ্য-শব্দটী নিষ্পন্ন হ'য়েছে

শাসন করা বোধক অর্থে √শাস্ ( to command, to teach, to inform, to govern, to correct, to advise ) হইতে। আর গুরু শব্দটী নিষ্পন্ন √গৃ ( to speak, to sound, to devour, to Swallow ) হইতে। সংক্ষেপতঃ গুরুযোগ্যতা বর্ণনায় বলা যায় যে তিনিই হবেন গুরু—দীক্ষাগুরু যিনি সর্ব্বসংশয় নাশক, হৃদয়ের সমস্তসন্তাপহারক, অনন্তশান্তি-দায়ক, বেদজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ইত্যাদি।

(iii) **ইষ্টদেবতাতত্ত্ব**—পাণিনীয় সূত্রে "দেবাত্তল্" (পা, ৩।১।১৩৪) দিবাদিগণীয় √দিব ( to play, to desire, to overcome, to sell, to shine, to praise, to delight, to be mad, to be sleepy, to love, to go etc. ) হইতে ( √দিব+অচ্ )=দেব ; এই "দেব"+তল্=দেবতা। "দেবই দেবতা"। পাণিনির ধাতুপাঠে√দিব অর্থ দশ প্রকারঃ— (১) ক্রীড়া (২) বিজিগীষা ( দুষ্টকে দমনের ইচ্ছা ) (৩) ব্যবহার, (৩) দ্যুতি ( দ্যোতন—প্রকাশন ) (৫) ( স্তুতিগুণকীর্ত্তন ) (৬) মোদ ( হর্ষ—প্রসন্নতা ) ৭) মদ, (৮) স্বপ্ন ( নিদ্রা ), (৯) কান্তি, (১০) গতি (গমন, জ্ঞান, প্রাপ্তি—"সর্ব্বে গত্যার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চ"। যে যে অর্থে দেবতাশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে শাস্ত্রে একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাবে যে √দিব এই দশবিধ অর্থের কোন-না-কোন অর্থ তাহাতে হইয়াছে সঙ্গত।

আরও, ভক্তগণকে তাহাদের প্রার্থিত পদার্থ বা ঈপ্সিত পদার্থ দান করেন যাঁহারা, অথবা তৈজসত্বপ্রযুক্ত যাহা দীপ্তি-

বিশিষ্ট (=জ্যোতির্ম্ময় ) তাঁহারাই "দেব"। যিনি ক্রীড়া করেন, যাঁহার লীলাকৈবল্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ, যিনি অসুরগণের বিজিগীষু (=পাপনাশক ), সর্ব্বভূতে বিরাজমান, ব্যবহারিকজগতে যিনি স্থাবর-জঙ্গম নানারূপে হ'ন ব্যবহৃত, যিনি দ্যোতনস্বভাব, যাঁহার প্রকাশে নিখিলবস্তু প্রকাশমান্, যিনি সকলের স্তুতিভাজন, যাঁহারই গুণকীর্ত্তন করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যাঁহারই বিভূতি (=ঐশ্বর্য্য ) খ্যাপন করে, যিনি সর্ব্বত্রগতিশীল ও সর্ব্বব্যাপক, যিনি জ্ঞানময় (=চৈতন্যস্বরূপ ) তিনিই "দেব"—তিনিই "দেবতা"। অতএব দেবতাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, গৌণমুখ্য এই উভয়বিধ কার্য্যের হেতু-বা-কারণজ্ঞান অবশ্য অর্জ্জনীয় এবং আরও, জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান—এই দ্বিবিধ বিজ্ঞানেরই স্বরূপ চিন্তা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শক্তি ও শক্তিমান্ এই দ্বিবিধ পদার্থের বাচক এবং পর ও অপর এই দ্বিবিধ ভাবের বোধক এই "দেবতা"। একই দেবাত্মা বহুরূপে হইয়া থাকেন স্তুত ; ঋগ্বেদসংহিতা, ২।৩।২২।৬ বলেন—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সসুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"
"ইমমেবাগ্নিং মহান্তমাত্মানমেকং"।

মর্ম্ম :—এই পরিদৃশ্যমান আদিত্যকে কেহ ইন্দ্র, কেহ বা মরণত্রাতা মিত্র, কেহ বরুণ, কেহ অগ্নি, কেহ দিব্য গরুত্মান্ বলেন। দেবতাতত্ত্বজ্ঞগণ এক পরমাত্মাকে, তাঁহার পৃথক্ পৃথক্

বিভূতির বর্ণনায় পৃথক্—পৃথক্ নামদ্বারা করেন স্তুতি! এক পরমাত্মাই ইন্দ্র—মিত্র-বরুণ-অগ্নি (=পার্থিবঅগ্নি, বৈদ্যুতাগ্নি, সূর্য্য ),-যম (—নিয়ন্তা), মাতরিশ্বা (=অন্তরিক্ষে শ্বসনশীল বায়ু) ইত্যাদি বহুনামে হ'ন স্তুত।

অতএব স্বরূপতঃ দেবতা একের অধিক নহেন। একাঙ্গী সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার অগ্ন্যাদি দেবতাগণ তাঁহার যেন প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ ঘট-শরাব-কলস, ইহারা যেরূপ পরস্পর-অপেক্ষায় ভিন্ন, সেরূপ অগ্নি-ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দেবতারাও অন্যোন্যাপেক্ষায় পরস্পর অপেক্ষায় ভিন্ন; মৃত্তিকাপেক্ষায় ঘটাদি যেরূপ অভিন্ন — অনন্য পরমদেব-বা-পরমাত্মাপেক্ষায় অগ্ন্যাদি দেবতাগণ সেইরূপ অভিন্ন (=অনন্য)। অঙ্গসমূহ অঙ্গী হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, অঙ্গসমূহ অঙ্গী হইাত কখন ভিন্নরূপে গৃহীত হইতে পারে না। অঙ্গ নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যঙ্গ, অথবা অধিষ্ঠান নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যধিষ্ঠান কখনও পারে না থাকিতে। কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে তাহার কার্য্য; সত্তালক্ষণ পরমাত্মা সর্ব্বকার্য্যের পরমকারণ তিনিই পরব্রহ্ম, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইয়াছে তাঁহা হইতেই। পরিণামের বহুত্ব উপলব্ধ হইলেও প্রকৃতি বা কারণ পরমার্থতঃ নানা নহে। এই জন্যই তত্ত্বদর্শী ও কার্য্যকারণরহস্য-বিদ্ ঋষিগণ সনাতন বেদের উপদেশে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ নিখিলবস্তুজাতকে স্তবস্তুতি করিতেন ব্রহ্মজ্ঞানে; বিশেষের মধ্যে নির্বিবশেষ পরসামান্যকেই ধ'রেছিলেন এবং তাই তাঁহারা দেখিয়াছিলেন বিজ্ঞানের পার। তাঁহারা চেতন-অচেতন, স্থাবর

জঙ্গম সকলপদার্থকেই পূজা করিতেন আত্মবোধে এবং পূজা করিতেন দেবতাজ্ঞানে। বেদে দেবতা এক, অথবা এই জন্যই বেদে দেবতা দুই, এই জন্যই দেবতা তিন, এই জন্যই দেবতা তেত্রিশ ও দেবতা অসংখ্য এবং এই জন্যই দেবতা সাকার, এই জন্যই দেবতা নিরাকার, এই জন্যই দেবতা না-সাকার, না-নিরাকার।

প্রায় সকল ধর্ম্ম-ও উপধর্ম্মেরই উপদেশ, "ঈশ্বর এক"; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, নিজে এক না হইয়া রাগদ্বেষপূর্ণ হৃদয়ে কিরূপে প্রকৃত একত্বের উপলব্ধি সম্ভব। নিরবচ্ছিন্ন অনন্যতা (=তাদাত্ম্য)—অভেদ তৎস্বরূপতা, সর্ব্বথা নিরস্তভেদই "একত্ব"; এবং ব্যাবৃত্তবুদ্ধি (খণ্ডিত বুদ্ধি) হইতেই হয় উদয় "অনেকত্বের"। আমাদের সনাতন বেদের ব্যবস্থায় এক কথায় বলিতে হয় "Seeking unity amongst diversities" অর্থাৎ অনেকত্বের ভিতর দিয়াই পৌঁছানো যায় "একত্বে", যদি সাধক পরমাত্মভাবে নিজে ভাবিত হ'তে পারেন, যদি সাধক চতুষ্পাদ-ব্রহ্মরূপে (=দিক্‌সত্তা+অনন্তসত্তা+জ্যোতিঃসত্তা+মনঃ-প্রাণসত্তা) পরিণত হ'তে পারেন, যদি সাধক পরমার্থ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা অহমিকা-ভেদবুদ্ধিকে ভস্মীভূত করিতে পারেন এবং হ'তে পারেন রাগদ্বেষবিনির্মুক্ত অবস্থায় নির্ব্বাতদেশস্থ—নিষ্কম্পদীপশিখার ন্যায় শান্ত। বেদভক্ত, বেদপ্রাণ বৈদিক আর্য্যজাতি এই উপায় দ্বারাই সন্ধান পেয়েছিলেন কিরূপে

বহুদেবতার ভিতর দিয়া এক-দেবতা—পরমদেবতার সাক্ষাৎ মিলে।

মাত্র ক্ষুদ্র-পরিচ্ছিন্নবুদ্ধিদের জন্যই এক-দেবতা; বিশুদ্ধ-চৈতন্যশক্তি (Absolute conscious principle) যেন সেজেছেন তিন দেবতা, তেত্রিশ দেবতা অথবা তেত্রিশ কোটী দেবতা; কোটি শব্দটী অসংখ্যের বোধক। একাদশ ইন্দ্রিয় (= মনঃ + ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় + ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়) ত্রিগুণে (সত্ত্ব + রজঃ + তমঃ) গুণিত হইয়া তেত্রিশ সংখ্যাবিশিষ্ট। ইন্দ্রিয় = চিদ্‌ঘনবিশিষ্ট শক্তিপ্রবাহ, আর বিষয় = আনন্দঘন সত্ত্বাবিশেষ; অবান্তর বিষয়ভেদে ইন্দ্রিয়নিচয়ের অসংখ্য ভেদ, তাই হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থায় ৩৩কোটী দেবতা। বিশুদ্ধ চৈতন্য যখন সর্ব্ববিশেষ-বর্জ্জিত, তখন তিনি নির্গুণ ও নিরঞ্জন; আর যখন তিনি কোন না কোনও বিশেষভাবযুক্ত হইয়া পান প্রকাশ, তখনই হন তিনি দেবতা। চৈতন্যের যে বিশেষ বিশেষ অবস্থা তাহাই দেবতা পদবাচ্য, কথান্তরে বিশিষ্ট চৈতন্যই দেবতা। যে চিৎপ্রবাহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপে পায় প্রকাশ, তাহাই চক্ষুরাদির অধিপতি দেবতা। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। সূর্য্য = চক্ষুর অধিপতিদেবতা, অগ্নি = বাগিন্দ্রিয়াধিপতি, ইন্দ্র = পাণীন্দ্রিয়ের অধিপতিদেবতা, অনিল = ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিপতিদেবতা, চন্দ্র = মনের অধিপতিদেবতা, যম = পায়ু-ইন্দ্রিয়ের অধিপতিদেবতা এবং বরুণ = রসনার অধিপতিদেবতা। ঐসকল দেবতা আছেন আমাদের অন্তরেই; অবশ্য

অন্তর বলিলে যাহারা বুকের মধ্যে একটুখানি কিছু বুঝিয়া থাকেন, তাহাদের ঐরূপ উপলব্ধি কখনই নহে সম্ভবপর। বাস্তবিক বাহির বলিয়া কিছু নাই, সকলই অন্তর।

বৈদিক মন্ত্রের স্তবনীয় আরাধ্য পদার্থকেই বলা হয় দেবতা। কোনও বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে বৈদিক ঋষি যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বৈদিক স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি সেই স্তবাত্মক মন্ত্রের দেবতা। প্রত্যেক মন্ত্রেই থাকে এক একটী দেবতাবাচক শব্দ ; যেমন আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্র 'আপঃ' দেবতা ; উদু ত্যং জাতবেদসম্ ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যম্ দেবতা। এই সকল বাচকশব্দ হইতে তাহার বাচ্য-দেবতা হ'ন বিকশিত ; মন্ত্রের অপর পদসমূহ অধিকারীর চিত্তবৃত্তিকে দেবতার প্রতি করে অনুরক্ত। শেষে দেবতানুরক্ত অধিকারীর প্রার্থনায় মন্ত্রটী হয় পরিসমাপ্তি ; কোথাও বা এই পরিচায়ক বিশেষণসমূহেই মন্ত্রটী থাকে পরিপূর্ণ।

দেবতাতত্ত্বের সমাপ্তিতে বলা যায় যে, সর্ব্বকারণকারণ পরমাত্মসত্ত্বার সূক্ষ্মাবস্থা যে শক্তি সেই শক্তি ব্যতীত অন্য পদার্থ নহে দেবতা। স্থূলের আছে সূক্ষ্ম (=শক্তি), সূক্ষ্মের আছে কারণ ; আবার ব্যাপ্যের আছে ব্যাপক এবং বাহ্যের আছে আন্তরভাব—অবশ্য সবেরই কারণ সেই পরমকারণ-পরমাত্মা-পরমদেবতা।

দীক্ষাগুরু মহাশয়ের অবশ্য-কর্ত্তব্য তাঁর দীক্ষিত শিষ্যকে বার বার ব্যাখ্যায় বিশেষ বুঝাইয়া দেওয়া মন্ত্রের

ঋষি-ছন্দঃ-দেবতা-বিনিয়োগের তাৎপর্য্য। শাস্ত্রের আদেশ— প্রতি মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে মন্ত্রটীর (i) ঋষি-(ii) ছন্দঃ-(iii) দেবতা-(iv) বিনিয়োগ পঠিতব্য অবশ্যই। মন্ত্রের ঋষি-ছন্দঃ-দেবতা-বিনিয়োগ না জানিয়া যিনি মন্ত্রের পঠন-পাঠন, জপ, হোম, যজন যাজন করেন, বেদ তাহার নিকট হ'ন নির্বীর্য্য, স্বকার্য্যসাধনে হ'ন শক্তিহীন এবং হইয়া থাকেন অকিঞ্চিৎকর। কেবল ইহাই নহে, ঋষ্যাদি না জানিয়া বেদের অধ্যয়নাধ্যাপন, জপ-হোম ও যজন-যাজনে প্রবৃত্ত পুরুষের হয় নীচগতি, তিনি হ'ন পাপভাক্।

[i] ঋষিঃ—দর্শন করা অর্থবোধক √ঋষ্+কর্ত্তৃবাচ্যে কি প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। যিনি যে মন্ত্রের দর্শনলাভ করেন প্রথম, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। জিজ্ঞাস্য এই যে, মন্ত্র শব্দময় পদার্থ, ইহা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, পরন্তু ইহা দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুর দর্শনক্রিয়ার বিষয়ীভূত কিরূপে হয় ? ইহার উত্তরে বলা যায়—এখানে, মনে রাখিতে হইবে, দর্শন করার বা দেখার ব্যাপক অর্থ ; অর্থাৎ মাত্র চর্ম্মচক্ষুতে দেখা নহে, জ্ঞাননেত্রে দেখা যেমন চেখে-দেখা, শুঁকে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখা, শুনে দেখা ও চেয়ে-দেখা ; আরও, স্বপ্ন-দেখা বা স্বপ্নে দেখা কর্ম্মকে বলে মানস প্রত্যক্ষ করা। স্বপ্নে শোনা শব্দ মানস প্রত্যক্ষ মাত্র, বাহিরের কর্ণ শোনে না স্বপ্নের শব্দ ; উহা ইন্দ্রিয়রাজ মনঃই শোনে। কি জাগরণ, কি স্বপ্ন অবস্থায় মনঃ করিতেছে নিত্যই গতাগতি ; এই মনঃ যখন সুষুপ্তি হইতে অবতরণ ক'রে আসে স্বপ্নাবস্থায়

তখন তাহার জ্ঞানগোচর হয় বিচিত্র শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ বিষয়রাশি। ঠিক এই ভাবেই সমাধিকালরূপ সুষুপ্তি হইতে ব্যুত্থানরূপ স্বপ্নে (=সমাধি-শৈথিল্যে) ঋষির একনিষ্ঠ মনঃ আপন-হৃদয়গুহা-ধ্বনিত শব্দরূপ মন্ত্ররাশি সম্যক্ বোধগম্য হয় অর্থাৎ যেন তাদের মূর্ত্ত চিন্ময়রূপ মানসপ্রত্যক্ষ হইয়া ভাসে ঋষির সামনে (এক কথায় যাকে বলে সিদ্ধিলাভ), তাই ঋষিকে বলে **মন্ত্রদ্রষ্টা।** এইভাবে কিন্তু সকল ঋষিই দর্শন করিতে পারেন না সকল মন্ত্র। যাঁর হৃদয়ে যে মন্ত্র দর্শন করিবার উপযোগী দৃঢ় বাসনা বা সংস্কার সমুজ্জ্বল ভাবে থাকে বর্ত্তমান, সেই ঋষিই তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া সেই মন্ত্র করেন দর্শন। সেই মন্ত্রবিশেষের মন্ত্রদ্রষ্টা বা ঋষি হ'ন তিনিই। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা বা প্রজাপতি, যাঁর বিরাট হৃদয়ে সকল ঋষিরই সকল প্রকার শুভ সংস্কাররাশি বিরাজমান ও একাধারে সমাবেশিত, কেবলমাত্র তিনিই হ'তে পারেন দ্রষ্টা সকল মন্ত্রেরই। এই জন্য যে মন্ত্রের ঋষিবিশেষের নাম পাওয়া যায় না, সেই মন্ত্রের ঋষি বলা হয় প্রজাপতিকে।

জপকারী সাধক জপে চান মন্ত্রদর্শন অর্থাৎ মন্ত্রদ্বারা মন্ত্রপ্রতিপাদিত দেবতা-সাধনে সিদ্ধিলাভ। অতএব সিদ্ধিলাভের পথে মন্ত্রদ্রষ্টা সেই ঋষির মন্ত্র-দর্শনোপযোগী ভাবধারায় ভাবিত হওয়া একান্ত আবশ্যক জাপকের। যেমন কোন কবিতার সম্যক্ রসাস্বাদন করিতে হইল কবিকে ভাল ক'রে জানিতে হয় ও চিনিতে হয় তেমন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের ভাবে ভাবিত না হইলে

মন্ত্রজপের সময় জাপকের হৃদয় মন্ত্রের সাথে হয় না সমরস, এবং জাপকও সানন্দে পারেন না অগ্রসর হ'তে ইষ্টসিদ্ধির পথে। এই জন্যই শাস্ত্রব্যবস্থায় মন্ত্রের ঋষির ভাবে যথাসম্ভব ভাবিত হওয়ার জন্য ঋষিটীর নাম অন্ততঃ উচ্চারণ পূর্ব্বক ঋষিকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রের ঋষি ব্যাপারটী আরও সুখবোধ্য করার জন্য প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ও তুলিত করা যায় দৈনন্দিন নৈসর্গিক ঘটনার সাথে—স্তিমিত সান্ধ্যগগনে একটীর-পর-একটী করিয়া নক্ষত্ররাজি যেমন হয় বিকশিত, অথবা নক্ষত্রমালায়,অলঙ্কৃত হইয়া পূর্ণিমার চন্দ্রমা আকাশে সমুদিত দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য হয় কবির হৃদয় উচ্ছ্বসিত, কিন্তু সাধারণ লোকের বিক্ষিপ্ত হৃদয় ইহাতে স্পন্দিতও হয় না। প্রায় ইহার মত সৃষ্টির প্রারম্ভে ,স্রষ্টা প্রজাপতির বিরাট্ হৃদয়ে আসিয়াছিল যে রজঃক্ষোভ, তাহা তপস্যা দ্বারা প্রশমিত হইলে ,প্রজাপতির সত্ত্বস্থ হৃদয়াকাশে স্ফুরিত হইল ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ প্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতি মন্ত্র; প্রজাপতি এই সদ্যোবিকসিত "ভূ"শব্দে হইলেন অনুপ্রবিষ্ট এবং দেখিতে পাইলেন—"ভূঃ" এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা ,অগ্নিকে। এইরূপে ক্রমে দেখিলেন "ভুবঃ" ও তাহার দেবতা বায়ুকে, "স্বঃ" ও তাহার দেবতা সূর্য্যকে, "মহঃ" ও তাহার দেবতা বৃহস্পতিকে, "জনঃ" ও তাহার দেবতা বরুণকে "তপঃ" ও তাহার দেবতা ইন্দ্রকে এবং "সত্যম্" ও তাহার দেবতা বিশ্বদেবসমূহকে। প্রজাপতি যে একাগ্র হৃদয়ে সপ্তব্যাহৃতি দর্শন করিয়া কিরূপ অনুপম আনন্দলাভ

করিয়াছিলেন তাহা বেশ অনুমান করা যায়। অন্তরের সহিত এই সকল মন্ত্র উচ্চারণকারী ধৈর্য্যশীল ও শ্রদ্ধাশীল ব্রাহ্মণকে পৌঁছাইয়া দেয় মন্ত্রগুলি এমন এক অলৌকিক অবস্থায় যেখানে তাঁহার অর্থচিন্তা ও সর্ব্বরকম স্বার্থচিন্তা রূপান্তরিত হয় পরমার্থচিন্তারূপে এবং লাভ হয় তাঁর সপ্তব্যাহৃতির বিরাট সাম্রাজ্য, কথান্তরে তাঁর সর্ব্বসংশয় হয় নিরসন, তাঁর হৃদয়ের সমস্ত সন্তাপ হয় বিদূরিত ও লাভ করেন অনন্ত শান্তি; নিরন্তর অভ্যাসে উহা স্থায়ী করিতে পারিলে ব্রাহ্মণের জন্ম ও জীবন হইয়া যায় সার্থক ॥

[ii] ছন্দঃ সাধারণতঃ, গণ (=নটরাজ শিবের নানারূপধারী ও নৃত্যগীতাদিতে সুপটু অনুচরবৃন্দ) ও মাত্রার (=অক্ষরাংশবিশেষ ও ব্যাকরণের বর্ণোচ্চারণকাল ) নিয়মে অক্ষর সমূহের নাম ছন্দ। ছন্দঃ ব্যাখ্যা যথাসাধ্য করা হ'য়েছে ইতিপূর্ব্বে 'গায়ত্রীতত্ত্ব ব্যাখ্যাবসরে ( দ্রষ্টব্য পৃঃ ৮৫ )

[iii] দেবতা-ব্যাখ্যা যথাসাধ্য করা হ'য়েছে ইতিপূর্ব্বে ( দ্রষ্টব্য পৃঃ ২০০ )

[iv] বিনিয়োগঃ—বি+নি+যোজন করা অর্থবোধক রুধাদি√যুজ্ ( to unit, to put to, to join )+ঘঙ্ ভা; ইহার মানে নিয়োগ, প্রয়োগ, প্রেরণ। মন্ত্র মাত্রেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যে কোনও একটি বা একাধিক প্রয়োজন সাধনের জন্য করা হয় প্রয়োগ, মন্ত্রের এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রয়োগ বা ব্যবহারকে ( application ) বলা হয় শাস্ত্রীয় ভাষায় "বিনিয়োগ"।

বিভিন্ন মন্ত্রে নিহিত আছে কর্ম্মফলনির্ব্বাহের উপযোগী শক্তি। এজন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র করা হইয়াছে বিনিয়োগ।

পুরাকালের ন্যায় শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনার অভাবে লোক হইয়া পড়িয়াছে শক্তিহীন বর্ত্তমানে, সুতরাং লৌকিক বা অলৌকিক কর্ম্ম ফলের জন্য কেহই সন্ধান করে না বৈদিক মন্ত্রের বিনিয়োগের। তখন বৈদিক মন্ত্রের অধিকারী ছিলেন সুযোগ্য, তাঁদের মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই হইত রোগের উপশম; প্রয়োগমন্ত্রটী যথাযথভাবে উচ্চারণ করিয়া আগ্নেয় বাণ প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইত প্রলয়ঙ্কর অগ্নি; আবার মন্ত্রোচ্চারণরূপ বরুণাস্ত্র প্রয়োগের সাথে সাথেই সেই অগ্নি-নির্ব্বাপণের উপযোগী জল হইত সৃষ্ট। এইরূপে বৈদিকমন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া লোক সতর্ক দৃষ্টি রাখিত বিনিয়োগ সম্বন্ধে। আর এখন প্রত্যক্ষ ফল না দেখিয়া লোক হ'য়েছে শ্রদ্ধাহীন এবং বিনিয়োগসম্বন্ধে সে সতর্কদৃষ্টিও এখন লুপ্তপ্রায়। আগ্নেয়-অস্ত্র প্রয়োগের সময় যদি বায়বীয়-অস্ত্রের বিনিয়োগমন্ত্র পঠিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে তাহার বিফলতা; অ-দৃষ্টফলপ্রদ কর্ম্মে মন্ত্রের যথাযথ বিনিয়োগের ফল অ-দৃষ্ট, তাই সেভাবে ধরিবার নাই উপায়। বস্তুতঃ দৃষ্টফলপ্রদ কর্ম্মেই হউক বা অদৃষ্টফলপ্রদ কর্ম্মেই হউক—মন্ত্রের যথাযথ বিনিয়োগ অত্যাবশ্যক। অন্যথায় ভস্মে ঘি ঢালা!

প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করা যায় সংক্ষেপে কিছু বেদের কথা।

ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্রগুলির ( ৮।১৩০।৩৫ ) মর্ম্ম মাত্র প্রদত্ত হইল :—

"বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম" ; ছন্দঃব্যতিরেকে যজ্ঞকর্ম্ম (= সৃষ্টি ) হয় না, ক্রিয়া মাত্রেরই আছে তাল ( "All motion is rhythmical" )। জগতসৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজাপতির প্রাণভূত বিশ্বসৃক্‌দেবগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রজাপতির মুখ হইতে প্রথমতঃ গায়ত্রীছন্দের সহিত আবির্ভাব হয় অগ্নি-দেবতার, নিম্নতালিকা মত—

| | ঋষি | ছন্দঃ | দেবতা |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রজাপতি | গায়ত্রী | অগ্নি |
| ২। | প্রজাপতি | উষ্ণিক্ | সবিতা |
| ৩। | প্রজাপতি | অনুষ্টুপ | সোম |
| ৪। | প্রজাপতি | বৃহতী | বৃহস্পতি |
| ৫। | প্রজাপতি | বিরাট্ | মিত্রাবরুণ |
| ৬। | প্রজাপতি | ত্রিষ্টুপ | ইন্দ্র |
| ৭। | প্রজাপতি | জগতী | বিশ্বেদেবা |

এই অগ্ন্যাদি সপ্ত দেবতা ও গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দ হইতে সৃষ্ট বিশ্বজগৎ। গতি ( Motion ) এবং ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সমূহের অবিরাম বিভাগ ও সংপ্রবিভাগ ( Distribution and Redistribution ) হইতে বিবিধ বিচিত্র জগতের পরিণাম হইয়াছে ও হইতেছে। ভৌতিক জগতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দেখা যায়, রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে

তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে কতিপয় অমিশ্র ভূতের সংযোগে। একটী ভৌতিক পদার্থের অপর একটী ভৌতিক পদার্থ হইতে রাসায়নিক ও ভৌতিক ধর্ম্মগত ভেদের কারণ—উহাদের ঘটকাবয়ব সমূহের সংখ্যা, জাতি ও সন্নিবেশগত ভেদই উহাদিগকে পরস্পর ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত করে। অনুমান হয়—কাল এবং পারমাণবিক গুরুত্বভেদই ভূত ও ভৌতিকপদার্থ সমূহের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মগত ভেদের কারণ। ক্রমের অন্যত্বই পরিণামের অন্যত্বের কারণ। ক্রমের অন্যত্বের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পুর্ব্বকর্ম্মসংস্কার, এবং সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, এই গুণত্রয়ই কারণ। পরমাণু সকল কল্পনাতীত সূক্ষ্ম হইলেও, ইহাদের প্রত্যেকের কিয়ৎপরিমাণ ভার আছে; তাকেই বলে পারমাণবিক গুরুত্ব ( Atomic weight )। পারমাণবিক গুরুত্বের সংখ্যার অনুপাতে রাসায়নিক সংযোগ হয়—এই সূত্রই = "বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম", ছন্দের ভেদই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত যৌগিক পদার্থোৎপত্তির হেতু।

পাণিনীর কথায়, "ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য।" যদ্দ্বারা গমন করা যায়, যাহা গমনক্রিয়ানিষ্পত্তির যন্ত্র বা করণ, তাহা পাদ।

সিত, সারঙ্গাদি ( VIBGYOR ) সপ্তবর্ণ, ষড়্জাদি সপ্তস্বর, সপ্তব্যাহৃতি এই সমস্তই গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দের কার্য্য, সপ্তছন্দের জন্য ইহাদের সপ্তবিধ ভেদ। সপ্ত শরীরধাতুও (= রস-রক্ত-মাংস-মদ-অস্থি-মজ্জা-শুক্র ) সপ্তছন্দেরই ভেদবশতঃ উৎপন্ন।

সপ্তছন্দ, সপ্তস্বর, সপ্তবর্ণ, সপ্তলোক, সপ্তধাতু, এ সবই সপ্ত, বিশ্বজগৎ যেন সপ্ত সংখ্যার অঙ্কপাশ (Permutation

and Combination )। কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ বিশ্ব-জগতের প্রত্যেক পদার্থের সামান্যতঃ সপ্তবিধ ভেদ—তাহা সত্যানুসন্ধিৎসু করুন অনুসন্ধান !! গুণত্রয়ের ( সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ) সংযোগ-বৈচিত্র্যজন্য সপ্তবিধভেদ সারা ব্রহ্মসমুদ্রে।

## XXII রুদ্রোপস্থানতত্ত্ব

আত্মরক্ষামন্ত্রপাঠে আত্মরক্ষার প্রার্থনা জানাইয়া পশ্চাৎ রুদ্রসমীপে যাইয়া তাঁহার স্তব ও তাঁহাকে বারবার প্রণামের ব্যবস্থা শাস্ত্রের। রুদ্রদেবতার পরিচয়ে বলা যায়—সৃষ্টির প্রারম্ভেই সৃষ্টিকর্ত্তা-ব্রহ্মার ললাট হইতে বালকমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'লেন রুদ্র ; এবং জন্মমাত্রই **রোদন** করিতে করিতে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াইতে লাগিলেন, তাই নাম রুদ্র ; ব্রহ্মাঠাকুর তাঁহাকে ভুলাইয়া রোদন নিবৃত্তি করেন এবং সূর্য্যাদিতে (সূর্য্য-অগ্নি-বিদ্যুৎ) ইঁহার অবস্থিতি স্থান ব্যবস্থাপিত হয়। একাদশ মূর্ত্তিতে একাদশ রুদ্র নামে ইনি খ্যাত ( যথা—অজ, একপাদ, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, শম্ভু, হর, ঈশ্বর, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর )।

রোদন করানো অর্থবোধক অদাদিগণীয় ণিজন্ত √রুদ ( to ( make one cry ) হইতে নিষ্পন্ন অথবা নিজে রোদন করা অর্থবোধক √রুদ ( to cry, to weep, to roar ) হইতে নিষ্পন্ন এই রুদ্র-শব্দ। শব্দার্থে রুদ্র মানে ভীষণ-ভয়ঙ্কর ; অবশ্য প্রথমে ভীষণ-ভয়ঙ্কর থেকেই পরে পরিণত হ'ন **শান্তশিবে।** ইহার ব্যাখ্যাবসরে বলা যায়—ইহলোকে ব্যবহারিক জগতে বহু শোক দুঃখ কষ্টাদির তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর জ্বালাযন্ত্রণায়

রোদনের পর, আসে উহাদের প্রশমন ও পারলৌকিকজ্ঞানপূর্ণ বিজ্ঞতা বা **পূর্ণ প্রজ্ঞা**; কথান্তরে অভিজ্ঞতারূপ অর্জ্জিত জ্ঞানই পূর্ণ প্রজ্ঞার যেন অগ্রদূত। এই সুবিজ্ঞ পুরুষই হ'য়ে পড়েন শান্ত-শিষ্ট-শিব। **বালক রুদ্র হ'ন বৃদ্ধ শিব !!** প্রথম জীবনে রোদন করিতে হ'য়েছে অনেক আত্মরক্ষার্থে এবং তাই তাঁর জন্মেছে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা যাহা ক'রেছে তাঁকে (=রুদ্রকে) সুবিজ্ঞ জ্ঞানদাতা শিব। অতএব তাঁরই অনুকরণে ও অনুসরণে সাংসারিক সাধককে আত্মরক্ষার পরই লইতে হইবে রুদ্রের শরণ যাহাতে রুদ্রদেব নীরবে ব'লে দেন উপায়—কৌশল, কেমন করিয়া হ'তে হ'বে শিব—অনন্ত মঙ্গলের অধিকারী।

সন্ধ্যাহ্নিককর্ম্মের যেন পরিশিষ্ট-বচন এই রুদ্রোপস্থান প্রক্রিয়া। ইহার ঋষি-ছন্দঃ-দেবতা-বিনিয়োগ মন্ত্রটী ( প্রথম ভাগে প্রদত্ত ) অবশ্যই পঠিতব্য। পরে মূল মন্ত্রটী এইরূপ যথা,

"ওঁ ঋতং সত্যং পরংব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ॥

মন্ত্রের শব্দার্থ—যিনি ঋত ও সত্যস্বরূপ, যিনি কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত পুরুষ ( পিঙ্গলবর্ণা শক্তিকে বামাঙ্গে লইয়া কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ) যিনি ঊর্দ্ধলিঙ্গ, যিনি বিরূপাক্ষ সেই বিশ্বরূপ পুরুষকে বার বার করি প্রণাম ( তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থীরূপে )।

[ ঋতং=গমন করা অর্থবোধক √ঋ+ক্ত ক ; মানসং যথার্থং সঙ্কল্পনম্ অত্যন্তসত্যমিত্যর্থঃ—সৃষ্টিসঙ্কল্পবিশিষ্ট মহামন—=পুমান্ ; সত্যং=বিদ্যমান থাকা অর্থবোধক √অস শতৃ=

সৎ+ষ্ণ্য ভাবে; যথার্থভাষণধর্ম্মা-বাগ্‌দেবী সৃষ্টিশক্তি=স্ত্রী; সত্য দুই প্রকার—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক; হিরণ্যগর্ভ বা ভর্গাদিরূপ ব্যবহারিক সত্য, ইহাকে নিবারণ করার জন্যই যেন পারমার্থিক সত্য দেখাইতে গিয়া বেদ বলিলেন "ঋতং সত্যং" অর্থাৎ অত্যন্ত সত্যরূপ যে পরংব্রহ্ম, তিনিই পুরুষ। পুরুষং =অগ্রে গমন করা অর্থবোধক √পুর+কুষন্ ক; যিনি সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত তিনিই পুরুষ; সৃষ্টির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভ পুরুষই জগতের একমাত্র কর্ত্তারূপে আবির্ভূত হইয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া বিদ্যমান্। এক সেই পরমপুরুষই অখণ্ড অসীম ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকাল হইতে সাকার ও নিরাকাররূপে অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান থাকিয়া করিতেছেন লীলা।

কৃষ্ণপিঙ্গলম্=কৃষ্ণ (ঘোর মিশমিশে কালো বর্ণ)+ পিঙ্গল (নীলপীত মিশ্রিত বর্ণ, তামাটে রং); প্রাক্‌সৃষ্টির পূর্ব্বে আদি-অবস্থা তমোময়ত্বহেতু ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, যথা শ্রুতিবচন, "আসীদিদং তমোভূতম্ অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্", অর্থাৎ আদিভূত ( first original matter ) বর্ত্তমানের কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার ( Carbon ) অপেক্ষাও বহুগুণে কৃষ্ণ যাহা হইতে সমুদ্ভূত সমস্ত ভূতরাজ্য এবং তাহার চিরসহচর পিঙ্গলবর্ণা শক্তি (তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা সাক্ষী=অর্দ্ধজ্বলন্ত-কয়লা)। সূর্য্য-মণ্ডলের চতুষ্পার্শ মেখলা-( Chromosphere )-ও পিঙ্গলবর্ণের; সূর্য্যালোকের বর্ণচ্ছত্র ( =Spectrum ) দেখিলে দেখা যায় আলোকের বিশ্লিষ্টবর্ণাবলী ( VIBGYOR ); যন্ত্রের ( Spec-

troscope ) বামদিক্ থেকে ঘোর নীলের ক্রমপরিবর্ত্তনে শেষে দক্ষিণে ঘোর লোহিতবর্ণচ্ছটা হয় দৃষ্ট ; ঘোর নীলের পিছনে আছে ঘোরতম নীল মহল ( Ultraviolet field ) যাহা আরও পিছনে ডুবে গেছে ও কবলিত হ'য়েছে ক্রমশঃ প্রায়-কৃষ্ণরূপে অনন্ত ঘোর-কৃষ্ণরাজ্যে (=তমোরাজ্যে ), আবার দক্ষিণের লোহিতবর্ণের পিছনেও ঘোরতম লোহিতমহল ( Infra-red-field ) যাহা আরও পিছনে ডুবে গেছে ও কবলিত হ'য়েছে ক্রমশঃ প্রায়-কৃষ্ণরূপে অনন্ত ঘোরকৃষ্ণ রাজ্যে (=তমোরাজ্যে )। এই দুই "প্রায়-কৃষ্ণ" সীমার পূর্ণ সম্মেলন সেই অজ্ঞাত-অসীম অনন্ত "ঘোর-কৃষ্ণ" তমোধামে। অতএব প্রতিপাদিত হইল যে সেই "আসীদিদং তমোভূতম্" রূপ আদি ক্ষেত্রেরই কোলে যেন ভাসিতেছে VIBGYOR ( Violet ঘোর নীল+Indigo নীল +Blue নীলাভ+Green শ্যাম+Yellow পীত+Orange রক্তপীত+Red লোহিত ) তরঙ্গরাশি। সেই পরমা আত্মা-শক্তিই—তমোরাজ্যের বা ঘোরকৃষ্ণরাজ্যের বা ব্যবহারিক অঙ্গার-রাজ্যের রাজেশ্বরী লীলাকৈবল্যবশতঃ স্ফুরিত হ'চ্ছেন স্থূলদৃষ্টিতে যেন সপ্ততরঙ্গাকারে সপ্ত কেন, সপ্তকোটী বা অনন্ত তরঙ্গাকারে সপ্তসমুদ্রে। তিনি আবার আশ্রিতা যে-সত্তায় বা পুরুষে সেই আদ্যাশক্তিবিশেষিত সত্তাই কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ।

পরংব্রহ্ম = নির্ব্বিশেষ পারমার্থিকসত্তা—পরমাত্মক্ষেত্র অবাঙ্-মনসোগোচর সুতরাং অনির্ব্বচনীয় — কল্পনাতীত — সর্ব্বে-ন্দ্রিয়াতীত। ]

**উর্দ্ধলিঙ্গ**=উর্দ্ধদেশে উঠিয়া বিলীন হন স্বীয় স্বরূপে যিনি ; অথবা, আরও যাঁহার লিঙ্গ ( অর্থাৎ বাহ্য পুরুষ-জননেন্দ্রিয় ) যখন সৃজনোন্মুখী—( অপত্যোৎপাদনোন্মুখা ) তখন যোনিক্ষেত্রে পুরুষ নিম্নগামী বা নিম্নলিঙ্গ ; পক্ষান্তরে, যখন পুরুষ হ'ন লয়মুখী—সৃষ্টিকর্ম্মবিপরীতভাব ( সৃষ্টিবিমুখী ) তখনই তাঁর লিঙ্গটী=নিম্নস্থ যোনিবিমুখ বিপরীতে উর্দ্ধে গমনোদ্যত ( বিলীন হ'তে নিরঞ্জনসত্তা পরমাত্মক্ষেত্রে ) ; তাই বলে শিবকে উর্দ্ধলিঙ্গ [ স্মর্ত্তব্য বা দ্রষ্টব্য শিবলিঙ্গ ]। এই রূপে উর্দ্ধলিঙ্গ যোগসাধনে স্বকীয় রেতঃ (=শুক্র, বীর্য্য ) ব্রহ্মরন্ধ্রে ( শিরোদেশোস্থিত ব্রহ্মস্থিতিস্থানরূপছিদ্র ) ধারণ করিয়া হ'ন আরও উর্দ্ধরেতা।

**বিরূপাক্ষ**=যাঁহার উর্দ্ধদৃষ্টি উন্মীলিত তিনিই বিরূপাক্ষ ; অথবা, বিগতং রূপং যস্মাৎ সঃ বিরূপঃ (=অরূপ, অপ্রকাশিত নির্গুণ ব্রহ্ম—নিরঞ্জন পরমাত্মক্ষেত্র ), তস্মিন বিরূপে অক্ষি (=চক্ষুঃ অর্থাৎ নজর ও লক্ষ্য ) যস্যঃ সঃ বিরূপাক্ষঃ =রুদ্র বা শিব ॥ আবার, শিবের ত্রিনেত্র ( তিন চক্ষু ) থাকার দরুণ ও শিবকে বলে বিরূপাক্ষ। **বিশ্বরূপ**=সর্ব্বজগদাত্মক ; সারা বিশ্বই হইয়াছে রূপ যাঁহার অর্থাৎ বিশ্বের সর্ব্ব ভূতের সমষ্টি-ভূতনাথ=শিব বা রুদ্র ( শৈশবে )

এই মন্ত্রের "কৃষ্ণপিঙ্গলং" শব্দটীর ব্যাখ্যাবসরে প্রাচীন টীকাকার বলেছেন—স্বভক্তানুগ্রহায় পুরুষম্ (=নির্গুণ ব্রহ্ম ) উমামহেশ্বরাত্মকং পুরুষরূপং তত্র কৃষ্ণপিঙ্গলং ; দক্ষিণে

মহেশ্বরভাগে কৃষ্ণবর্ণং ( তমোময়ত্বাৎ ), বামে উমাভাগে পিঙ্গলবর্ণম্। এই ব্যাখ্যার উপব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিক সূত্রে আরও বলা যায় এইরূপ যথাঃ—মানুষের দক্ষিণ হস্ত ( = দিক ) কাজের জন্য প্রথমোদ্ভূত হাত—আক্রমণাত্মক হাত; আর বাম দিক্‌স্থ ( যেখানে তাহার জীবন রক্ষক ও তাহার অত্যাবশ্যক গুপ্তধন হৃৎপিণ্ড নামক অঙ্গটী থকে ) হাতখানি সারাশরীরের রক্ষণোপযোগী রক্ষকহস্ত ; ইহাতেই সূচিত হচ্ছে বাম অঙ্গই যেন মানুষকর্ত্তার শক্তির উপযুক্ত স্থান। অতএব বামদিকের প্রাধান্য—এই সত্যই সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রদ্ধেয় ভারতীয় ঋষিকুল উমামহেশ্বররূপ সাঙ্কেতিক মন্ত্র রচনা ক'রেছিলেন। আরও, সর্ব্বশক্তির একমাত্র গুপ্তভাণ্ডার যে উমা (= Energy ) তাঁর উপযুক্ত স্থানই বামদিকস্থ রক্ষণীয় গুপ্তকক্ষ—সেই শিবরূপ মালিকের ( Matter ) দৃষ্টির বহির্ভূত। প্রতিটী পদার্থে ( matter ) অন্তর্নিহিত থাকে ( বামদিকে = অনুকুলে ) তাহায় আপন শক্তিটী ; ইহা স্ফুরিত হয় মাত্র—আবশ্যকমত ( Sparkling Vibration of Mother Energy ) ইহাই মূলতত্ত্ব।

XXIII. বিবাহতত্ত্ব :—হিন্দুভারতে সমাজশিরোমণি এখনও ব্রাহ্মণ ! তাই তাঁর কাছে বিবাহব্যাপারে উপযুক্ত উপদেশাদি নিশ্চয়ই আশা করিবে ব্রাহ্মণেতর আস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন সজ্জনগণ। তবে বিবাহের কর্ম্মকাণ্ডের আলোচনা এস্থলে হইবে না; মাননীয় গুরুপুরোহিত মহাশয়গণই উহার যোগ্যপাত্র।

তাই এখানে যথাসাধ্য যথাজ্ঞান উল্লেখ করা সম্ভব হইবে মাত্র জ্ঞানকাণ্ডের কিঞ্চিৎ।

হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রমতে দশবিধ সংস্কারের নবম সংস্কার যে দ্বিজগণের উপনয়ন, তাহার পরবর্ত্তী সংস্কার—দশম সংস্কারই বিবাহ; আর, নারীদের জন্য মাত্র এই একটী সংস্কার—বিবাহ-সংস্কার ব্যবস্থিত। স্মার্ত্তযুগের পূর্ব্বে বৈদিকযুগের অথর্ব্ববেদোপদিষ্ট সৃষ্টি এবং বিবাহতত্ত্ব। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ বলেন,—"ইমৌ বৈ লোকৌ সহাস্তান্তৌ বিষয়ন্তাবব্রূতাং বিবাহং বিবাহবহৈ সহ না বস্থিতি॥" "বিবাহশব্দোঽনুবাদঃ পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভাবং করবাবহৈ ইত্যর্থঃ।" ৭।৯।২২ মন্ত্র।

প্রথমে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পৃথিবী ও আকাশ পরস্পর মিলিত বা একীভূত অবস্থায় ছিল; পরে সৃষ্টিকার্য্য নিষ্পত্তির জন্য ইহাদিগকে ( পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিলিত-মিশ্রিত-স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তিকে ) বিভক্ত বা আলাদা করা হয়। তখন পৃথিবী ও আকাশ আলাদা হ'য়ে ব'লেছিল পরস্পর পরস্পরকে—"এস! আমরা পরস্পর বিবাহসূত্রে পরস্পর উপকার্য্য-উপকারকভাবে সম্বদ্ধ হই; আমাদের মধ্যে যাহা একের আছে, এক যাহা পাইয়াছে—তাহা উভয়েরই হউক; আমি যা পেয়েছি তুমি তা পাও নাই এবং তুমি যা পেয়েছ আমি তা পাই নাই—যাহাতে তাহা উভয়েরই আসে উপকারে, পরস্পর মিলিত হ'য়ে যাহাতে পরস্পরের অভাব দূর করিতে পারা যায়—এস আমরা সেইভাবে পরস্পর হই মিলিত—পরস্পর বিবাহসূত্রে বদ্ধ হ'য়ে হই পূর্ণ।"

বিবাহসংস্কারকালে যে সকল মন্ত্র পঠিত হয় তাদের অর্থ চিন্তা করিলে বোঝা যায়—বৈদিক আর্য্যদের বিবাহ সংস্কার কিরূপ বিশ্ববিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠ। অথর্ববেদ বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাবার জন্য সত্ত্ব-রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়াশক্তির সহিত স্বমহিমপ্রতিষ্ঠ পরব্রহ্মের বিবাহের বর্ণন ক'রেছেন। সিসৃক্ষা (=জগৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছা)-অবস্থাপন্না অর্থাৎ কুমারী অবস্থায় বা সৃজনোন্মুখী আত্মশক্তি অবস্থায় পারমেশ্বরী মায়াশক্তি পর-ব্রহ্মের জায়াস্থানীয়া। ঋগ্বেদের কথায়—পতি স্ত্রীতে পুত্রাদিরূপে করেন জন্মগ্রহণ, তাই স্ত্রীর অপর নাম "জায়া।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩) বেদের বচন যথা, "পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বা স মাতরম্। তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে॥ তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥"

লৌকিক বিবাহে শ্বশুরের গৃহ হইতে জায়া হ'ন আনীতা;

এখানে জিজ্ঞাস্য—পরব্রহ্মের জায়াকে—মায়াকে বা সত্ত্ব-রজো-তমো গুণাত্মিকা প্রকৃতিরাণীকে, বিবাহকালে কোথা হইতে আনা হইয়াছিল? উত্তর :—পরব্রহ্ম হইতে তাঁর শক্তি বা মায়া বা প্রকৃতি কদাচ হ'য়ে থাকেন না বিযুক্তা বা বিচ্ছিন্না বা পৃথক্; তাই পরব্রহ্মের জায়াকে অন্য কোনো স্থান হইতে আনিতে হয় নাই। তাঁহারই (=পরব্রহ্মেরই) মধ্যস্থিত সেই যে "অভি" বা অভিতাপ (=Body temperature( বা অভিদ্ধ বা অভিদ্যুতি বা অভীপ্সা বা অভিমতি, অভিপ্রায় বা অভিরুচি বা অভিব্যক্তির অভিলাষ বা অভিসন্ধি

বা অভিস্পন্দন অথবা সঙ্কল্প (= Determination, i.e.de—negative ; termination = terminus ; অর্থাৎ শেষ সীমা বা নিরস্তসর্ব্বকে—এই একত্বকে উড়িয়ে দিয়ে বহুত্বে পরিণত হবার অভিবাঞ্ছাই সঙ্কল্প—এই সঙ্কল্পটাই পরব্রহ্মের শ্বশুরবাড়ী ; এইরূপে "একোঽহম্ বহু স্যাম প্রজায়েয়" এই সঙ্কল্প, অর্থাৎ "আমি একা, আমি বহু হ'বো"—এই মনোবাঞ্ছা তাঁর ; জগৎসৃষ্টি করার সঙ্কল্পবশতঃ সিসৃক্ষাবস্থা তাঁহার। সৃষ্টিকালে সর্ব্বজ্ঞ স্রষ্টা বা পরমেশ্বরের সেই স্রষ্টব্যপর্য্যালোচনাত্মক তপঃ এবং প্রাণিগণের অনুষ্ঠিত পরিপক্ক কর্ম্ম"—এই দুটী-ছিল বিদ্যমান্ ।

"তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম্ম চান্তর্মহত্যর্ণবে" [ অঃ সং ১১।১০।২ ]

মনুষ্যসমাজের কল্যাণকর আদিশাস্ত্র মনুসংহিতা বিভক্ত দ্বাদশ অধ্যায়ে, তাহার তৃতীয় অধ্যায়ে বিবাহকথা এবং পঞ্চম অধ্যায়ে স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কথা বিশেষভাবে উপদিষ্ট। মনুই মনুষ্যজাতির আদিপিতা অর্থাৎ মনুষ্যরা সবাই মনুজ ; আদি মনু হ'ন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সাক্ষাত মানসপুত্র, তাই ব্রহ্মাকে বলা হয় পিতামহ । তাঁর সৃষ্টিকর্ম্মটী আছে অক্ষুণ্ণ এই বিবাহকর্ম্ম দ্বারা, তাই স্রষ্টা ব্রহ্মার অপর নাম প্রজাপতি, সৃষ্টি-পতি ; এবং মনুষ্যবিবাহে প্রজাপতির নামোল্লেখ বারংবার। প্রতি বিবাহিত পুরুষই প্রজাপতির জীবন্ত বিগ্রহ। প্রজাপতি শব্দটী নিষ্পন্ন এইরূপে—প্র + জন্মানো অর্থবোধক √জন ( to be born ) ড ক আপ্ = প্রজা ; প্রকৃষ্টরূপে জাত বা সৃষ্ট তাই

প্রজা ; সেই সৃষ্ট বা জাত সমূহের সমষ্টি আদি বা শ্রেষ্ঠ যিনি তিনিই প্রজাপতি বা সৃষ্টিপতি। ইনিই বিরাট আদিপুরুষের প্রথম শরীরী—ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই হিরণ্যগর্ভ জগৎপিতা, ইনিই মহামন, ইনিই সৃষ্টিশক্তি বা Creative Imagination ; ইনিই বিধাতা পুরুষ ! সূক্ষ্মশক্তির কোন বিশেষ রূপ না থাকিলেও, "ভক্তানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা"—এই সূত্রে ভারতীয় ঋষি নিম্নস্তরের ভক্ত জনসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে এই বিশিষ্ট শক্তির গুণানুসারে একটা স্থূলরূপ নির্দ্ধারণ ক'রছেন—ব্রহ্মার কল্পিত মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাকে রক্তবর্ণ শ্মশ্রুধারী চতুর্ম্মুখ—( হংসযুক্তা বিমানে ) হংসারূঢ় অক্ষসূত্র কমণ্ডলুকর পুরুষদেবতারূপে কল্পনা করা হ'য়েছে ; সৃষ্টিকর্ম্মের উপযুক্তই এইরূপ অঙ্গসৌষ্টব। এই অঙ্গসৌষ্টবের আপাততঃ ব্যাখ্যা দেয়া যায় এইরূপ যে, ( i ) রক্তবর্ণ হয় তেজস্তত্ত্বের নিদর্শন—সৃজনকর্ম্মে-অত্যাবশ্যক ঐ তেজঃবস্তুটী ; ( ii ) লম্বমান্ শ্মশ্রু (=দাড়ি) সূচনা করে সৃষ্টির বাড়ন্ত—বর্দ্ধমান্ অবস্থা ; ( iii ) চতুর্ম্মুখের প্রয়োজন সৃষ্টিশালার চারিদিকেই ( সম্মুখ-পশ্চাৎ-ঊর্দ্ধ-অধঃ ) লক্ষ্য-নজর রাখার জন্য ; ( iv ) হংসবাহন অর্থাৎ হাঁসের নির্ব্বাচনশক্তি-বিশিষ্ট জীব মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্ম্ম চলে অব্যাহত ; ( v ) উপযুক্ত ক্ষেত্রে জল নিক্ষেপের জন্য কমণ্ডলু-আকার অণ্ডকোষসংলগ্ন শিশ্ন (=পুরুষের লিঙ্গ)-সাহায্যে সৃষ্টির বীজবিগলিত জলপাত্র। আরও, ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখের ব্যাখ্যায় বলা যায়, বিশেষ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এইরূপ—লোক চতুষ্টয় (=ভূঃ+ভুবঃ+স্বঃ+মহঃ)

—এর বিশেষরূপ বৃদ্ধির জন্য (১) শ্বেতবর্ণ জলকণারূপ পরমাণু ; (২) রক্তবর্ণ অগ্নিকণারূপ পরমাণু, (৩) শ্বেতরক্তমিশ্রিত পীতবর্ণ বায়ুকণারূপ পরমাণু, এবং (৪) কৃষ্ণবর্ণ পৃথ্বীকণারূপ পরমাণু সকলকে ব্রহ্মা সৃষ্ট্যর্থে বরণ করিলেন পরমপুরুষের ( পরমাত্মার ) যথাক্রমে কল্পিত মুখ (=ব্রহ্মলোক ), কল্পিত বাহু (=স্বর্লোক ), কল্পিত উরু (=অন্তরীক্ষলোক ) এবং কল্পিত পাদ (=ভূর্লোক )। তাহাতে পরমাণুচতুষ্টয় পরস্পর মিলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও প্রজা হইল সৃষ্ট ; উক্ত পরমাণুচতুষ্টয় ভিন্ন, অন্য কোন প্রকারে জগৎ হ'তে পারে না সৃষ্ট [ এখানে কৌতুকাবহ সংবাদ উল্লেখ থাকে যে বর্ত্তমানের উপধাতু 'S' ( sulphur ) গন্ধক পদার্থটা চারিপ্রকার যথা শ্বেত-পীত-লোহিত-কৃষ্ণ]। অতএব, জল-তত্ত্ব অগ্নিতত্ত্ব বায়ুতত্ত্ব ও পৃথ্বীতত্ত্ব এই চারিতত্ত্বই যেন ব্রহ্মার চারি মুখস্বরূপ। আরও মুখ শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দেখা যায়—বিদারণকরা বোধক অর্থে "অবদারণে" ভ্বাদিগণীয় √খন্‌+অল্‌ র্ম্ম ( নিপাতনে )=মুখ-শব্দ ; আরও মুখ মানে মণ্ডন ও ভূষণ, মুখটি দেহের মধ্যে ভূষণস্বরূপ, তাই এর নাম মুখ। মুখ বিদারণ করিয়া গুহ্যদেশে পর্য্যন্ত একটী সুড়ঙ্গ। ছায়াপথ ( Milky-way ) হইতে সমস্ত পদার্থ পরমাণু আকারে মেরুমণ্ডলরূপ বিড়াটের **মুখমণ্ডল** হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহে ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ করে পরিপুষ্ট। এই চারি পদার্থ বা বর্ণ দ্বারা ( শ্বেত-রক্ত-পীত-কৃষ্ণ ) লোকচতুষ্টয় ( ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ ) নির্ম্মিত। চতুশ্চতুর্বিবধ। লোকচতুষ্টয়। (১) ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ।

ভুব ইতি অন্তরিক্ষম্। সুব ইতি অসৌ লোকঃ। মহ ইতি আদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে॥ (২) ভূরিতি অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুব ইতি আদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে [ এই মন্ত্রটী-মহাভারতের অরুণোপাখ্যানের মূল ]॥ (৩) ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুব ইতি যজুংসি। মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে॥ (৪) ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইতি অপানঃ। সুব ইতি ব্যানঃ। মহ ইতি অন্নম্। অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে॥ তাবা এতাশ্চত-স্রশ্চতুর্দ্ধা। চতস চতস ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বে অস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ১।৫ অনুবাকঃ। মুখ দ্বারা ভক্ষণ কর্ম্ম হয় সম্পন্ন। মহাভূতগণ পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ বা গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করণোপযোগী হইয়াছে। এই জন্য চারিতত্ত্ব [ বায়ু-অগ্নি-জল-পৃথ্বি ] ব্রহ্মার চারি-মুখরূপে কল্পিত ; এই চারি তত্ত্বই আবার চারি হস্তরূপে কল্পিত ; কারণ হস্ত দ্বারা সম্পন্ন হয় কর্ম্ম। পঞ্চম তত্ত্ব আকাশ সমস্তব্রহ্মের যেন কর্ম্মক্ষেত্র ; আকাশরূপী বা আকাশশায়ী ব্রহ্মই করণকর্ত্তা ; তাই পুরাণে ব্রহ্মার এক মুখ কর্ত্তনের উপাখ্যান রচিত আছে।

হংসযুক্ত বিমানের বিশেষ ব্যাখ্যা—ইতিপূর্ব্বে কথিত ব্রহ্মা= বিরাট্ মন—সমষ্টি মন; আর প্রতিটি-জীব ( হংস ) তথা মনুষ্য হয় ব্যষ্টি মন। সমস্ত ব্যষ্টি মনগুলির সমষ্টি = বিরাট্মনঃ বা ব্রহ্মা। মনের ধর্ম্ম বা স্বরূপ কল্পনা ; এই বিশ্ব = বিরাট্-

মনের কল্পনা। মানুষের ব্যষ্টি মনও তাঁহারই অন্যতম বিশিষ্ট কল্পনা বা সঙ্কল্প মাত্র ; এইটী—প্রতি মনুষ্যের ব্যষ্টি মনটাই ব্রহ্মার অদ্ভূত বিমান। হংসযুক্ত বিমান = জীবভাবীয় ব্যষ্টি মন। মানুষের মন ব্যোমকে বা আকাশতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া করে বিচরণ, তাই বলা হয় মনকে ব্যোমচারী, বা বিমানবিহারী ( aeroplane )। যে বিরাট মনের সঙ্কল্প ( planning ) হইতে এই বিশ্ব, সেই বিরাট্ মনই ব্রহ্মা-প্রজাপতি। জীবের ব্যষ্টি মনে [ অর্থাৎ হংসযুক্ত বিমানে ] আরোহণ করিয়া সমষ্টিমন [ ব্রহ্মা-প্রজাপতি ] যে ভাবে বিচরণ করেন, অর্থাৎ যেরূপ ভাবে সৃষ্টি ব্যাপার হয় সংঘটিত, তাহা বাস্তবিকই অদ্ভূত ! জীবভাবীয় ব্যষ্টি মনের উপর সমষ্টিমনের প্রভাব ও আধিপত্যই অভূতপুর্ব্ব সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ। প্রতি জীবরূপ হংসের যে বিভিন্ন সঙ্কল্প দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্য দিয়েই ঐ সমষ্টিমনের প্রকাশ বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং হংসবাহনের মত জীবই সৃষ্টির পরিচালক ; জীবকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ ; জীব যদি না থাকে, তবে সৃষ্টিশক্তি যে আছে—তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না।

অক্ষসূত্র কমণ্ডলু—অক্ষসূত্র [ মানে জপমালা ] সমেত কমণ্ডলু অর্থাৎ সৃষ্টির বীজাধার-বিশেষ বা বিরাট্ কর্ম্মাশয় ; পুর্ব্ব পুর্ব্ব কল্পের সৃষ্টির বীজ অনুসারেই পুনরায় অভিনব সৃষ্টির আরম্ভ। সৃষ্টির বীজ ( কর্ম্মফলের পরিণাম ) অসংখ্য ; তাহাই গণনা করার জন্যই এই অক্ষসূত্র বা জপমালা। সৃষ্টিকর্ম্মে চলিতেছে অহরহ

কর্ম্মপাশ ( Permutations and Combinations ) তাহার সংখ্যা রাখার জন্যই চাই জপমালা—অক্ষসূত্র।

অথর্ব্ববেদের ১১ কাঃ ৩ অঃ ৭ সূক্তে ব্রহ্মা হইতে উদ্ভব অগ্রে ব্রহ্মচারীর এবং তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ ও দেবতার উদ্ভব। ইঁহারা সকলে বিমানবিহারী।

স্কন্দপুরাণের ৩৮ অঃ আছে—

"সসর্জ্জ ব্রহ্মণানগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ তু চতুর্ম্মুখঃ।

সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পশ্চাত্তেষাং বংশেষু যজ্ঞিরে॥"

এস্থলে "ব্রাহ্মণান্"-শব্দের দ্বারা মরিচ্যাদি নক্ষত্ররূপী ব্রহ্মার মানস পুত্রগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, মনুষ্যরূপী ব্রাহ্মণ নহেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা [ বা প্রজাপতি ] স্বহস্তে সৃষ্টি করেন নাই এই জগৎ; এই জগৎ সৃষ্টির পুর্ব্বে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি দশজন মানস পুত্র। এই দশজন পুত্রই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া প্রজাসৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হয়েন; ইঁহাদের নাম মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ভৃগু, পুলহ, প্রচেতা, ক্রতু ও নারদ।

মনুসংহিতার সৃষ্টিবিষয়ক প্রকৃতি ও পুরুষ উদ্ভবের বিষয় বর্ণনাকালে উক্ত হইয়াছে—

"দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।

অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥" মনুঃ ১অঃ।৩১

ইতিপূর্ব্বে প্রকৃতি-পুরুষ ছিল না ভেদ। তিনি নিজেকে দুই-ভাগে বিভাগ করিয়া এক ভাগে নারী ও একভাগে পুরুষ হইয়া, সেই নারীতে সৃষ্টি করিলেন বিরাট্। পরমাণু সকল বিভক্ত হইল

দুই ভাগে—পুং-স্ত্রী-( Positive and Negative elcme-nts )। মাত্র লীলাকৈবল্যবশতঃ এই পুং-এর ও স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটে স্থূল-আকারে **বিবাহরূপে**—বিবাহিত সুধী পাঠকবর্গ বুঝুন !!! চক্রচরের লীলাচক্রে চক্রগতি ! পবিত্র বিরহ-মিলন চক্র ! কত সন্ধান ! কত অনুসন্ধান সেই হারানিধির খোঁজে ! পরে কোন শুভলগ্নে উভয় হারানিধির যুগলমিলন—উদ্বাহবন্ধন !॥

বিবাহকালে পঠিতব্য মন্ত্রসকলের অন্যতম একটী-মন্ত্র যাহা কন্যার পাণিগ্রহণ কালে বরকে (=পাণিগ্রহীতাকে) পাঠ করিতে হয়, ক'নেকে সম্বোধন করিয়া বর বলেন—"অমোহ-হমস্মি সা ত্বং সা। সোহহং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বম্"। ইহার অর্থঃ— আমি-অম অর্থাৎ লক্ষ্মীশূন্য ; তোমাকে পাইয়া আজ আমি হ'লাম সাম। আমি সামবেদ তুমি ঋগ্বেদ ! আমি স্বর্গ, তুমি সসাগরা মর্ত্ত্যলোক। [বিঃ দ্রঃ—অম=অ (=নাই) মা (=লক্ষ্মী) যাহার সে অম, বহুব্রীহি সমাস] হিন্দুবিবাহ ধর্ম্মকর্ম্ম ; প্রাচীনে ধর্ম্মকাম অভিভাবকগণ তাঁদের অধীনস্থ না-বালক না-বালিকাদিগকে বিবাহবন্ধনে বাঁধা একটা কর্ত্তব্য মনে করিতেন। এইরূপে আবাল্য সদ্ভাবসূত্রে গাঁথা হইয়া বালক-বালিকার প্রণয়চারা (বীজোৎপন্ন শিশুবৃক্ষ) ক্রমবর্দ্ধমান্ হইত। শাস্ত্রের উপদেশ—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" পালন করিয়া আজীবন সুখশান্তিতে কাটাইত। যাইহোক এই সূত্রে এখানে গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে যৌবনে যখন শারীরিক ও মানসিক সমুদয় বৃত্তিই হয় প্রবল, সেই সময় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে একটা বৃত্তি

১৫

বা শক্তি যাকে বলে "কাম"—ইহা প্রায় জানেন সবাই। কিন্তু কামপ্রবৃত্তির শক্তি যে কেন এত প্রবল হয়, তার কারণ অনুসন্ধান হয় তো করেন না অনেকেই। সেই জন্য অনেকে "কাম"-কে রিপু বা শত্রুব'লে করেন ঘৃণা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাম ঘৃণার্হ বা অনাদরণীয় নহে, এবং মনোযোগ পূর্ব্বক ভাবিলে বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্ যে কেন যৌবনের প্রারম্ভ হইতে কামকে ঐরূপ ক'রেছেন প্রবল, এবং উহার উদ্দেশ্য যে পরম কল্যাণকর, তাহা সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। "কাম"—শব্দটীর প্রকৃত অর্থ কামনা বা কোন অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির প্রবল ইচ্ছা। কাম, মিলন বা সংযোগ দ্বারা "প্রেম" বা "আনন্দ"ই করে কামনা। বস্তুতঃ যে পদার্থের সংযোগ বা মিলন দ্বারা প্রকৃত "প্রেম" বা "আনন্দ" লাভ হয়, "কাম" তাহারই সংযোগ কামনা করে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে,—যে বৃত্তি ঐ প্রেমপ্রদ অমূল্যনিধি করে প্রার্থনা সে বন্ধু না হইয়া কি কখনও শত্রু বা রিপু হ'তে পারে? ফলতঃ যৌবনাগমে যখন আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগের শক্তিবৃদ্ধির সহিত বিবেকের শক্তিও হয় পরিবর্দ্ধিত, তখন "কাম" সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া আমাদের প্রকৃতকাম্য বা আরাধ্যনিধি প্রেমময় প্রাণেশ্বরের সহিত মিলন বা সংযোগ সাধন দ্বারা বিশুদ্ধ প্রেমামৃতই পান করিতে শিখায়। ভগবানের এই শুভ অভিসন্ধি সংসাধনের নিমিত্তই যৌবনে কামবৃত্তি প্রবল হইয়া, প্রকৃতির পুরুষের সাথে পুরুষের প্রকৃতির সাথে মিলনস্পৃহাকে করিয়া দেয় বলবতী। এই সময় ঐ মঙ্গলদায়িনী কামবৃত্তি:ক বিবেকবৃত্তির বা

ধর্ম্মবৃত্তির অনুবর্ত্তিনী রাখিয়া প্রকৃতি-পুরুষ পরস্পর প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত থাকিলেই সুবিমল প্রেম ও আনন্দের পায় আস্বাদ। পবিত্রপ্রাণ প্রকৃতিপুরুষের ঐরূপ মিলনে যে প্রেম ও আনন্দ লাভ হয়, তাঁহারা ভিন্ন অন্য জনের তাহা বুঝিবার নাই শক্তি। তবে ঐ বিষয় বর্ত্তমান কালে এই পর্য্যন্ত বুঝা যেতে পারে যে—ঐরূপ প্রকৃতি-পুরুষমধ্যে একের ক্ষণকাল অদর্শনে অন্যে সমস্ত সংসার বোধ করেন শূন্য বা অশান্তিপূর্ণ। বস্তুতঃ উঁহাদের দু'টি-প্রাণের থাকে না আর কোন পার্থক্যই। উঁহাদের একে অন্যের জন্য সাংসারিক সমস্ত বস্তু এমন কি জীবন পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিসর্জ্জন দিতে ( সহমরণে ) হন সমর্থ। কিন্তু যখন উক্তপ্রকার প্রেমিক যুগলও বিবেকের শক্তি দ্বারা উঁহাদের অমন প্রীতিকেও অনিত্য বুঝিতে পারেন, ( উঁহাদের নশ্বর শরীর পাত হইলেই এবংবিধ প্রীতিও হইবে তিরোহিত—ইহাই বুঝিতে পারেন ) তখন উভয়েই কোন নিত্য প্রেমিকের নিকট প্রার্থনা করেন ঐ প্রেম। যখন প্রিয় বন্ধু "কাম" মানব মানবীকে লইয়া যায় ঐ পথে, তখনই তাঁদের জ্ঞানপিপাসা প্রবর্দ্ধিত হইয়া সেই পরমানন্দপ্রদাতা প্রেমময় পরাৎপরের প্রতিই প্রীতি সংস্থাপনের বাসনাকে করেন বলবতী। এই রূপ অবস্থাপন্ন হইয়া প্রেমিক জীব একান্ত অনুরক্ত হৃদয়ে জীবিতেশ্বরের প্রেম কামনা করিলেই, সেই হৃদয়স্বামীর সাথে সংযোগ দ্বারা তদীয় নিত্যপ্রেমার্ণবে নিমগ্ন হইয়া নিত্যানন্দ করেন সম্ভোগ।

দয়াময় ভগবানের এই শুভ অভিসন্ধির বিষয় অবসর মত

পর্য্যালোচনা করিলে চিন্তাশীল সজ্জনমাত্রই তৎপ্রদত্ত এই শুভ-বৃত্তি "কাম"-কে এবং উহার মিলনকার্য্য মিলনস্পৃহাকে তুচ্ছ বোধ করা দূরে থাকুক, বরং সেই কামস্রষ্টার অসীম করুণাশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু যে মোহান্ধ জীব এই শুভবৃত্তি "কাম"কে বিবেকবৃত্তির অনুবর্ত্তী না রাখিয়া মিলন স্পৃহাকে যথেচ্ছপথে চালিত করে, সে কিছুতেই নির্ম্মল প্রেমানন্দের পায় না আস্বাদ; বরং ইহলোকে অসীম যন্ত্রণা এবং লোকান্তরে ভোগ করিয়া থাকে দুর্ব্বিসহ নরকদণ্ড।

আরও বক্তব্য এই যে চারিটী-পুরুষার্থ বা চতুর্ব্বর্গ মধ্যে ( ধর্ম্ম+অর্থ+কাম+মোক্ষ ) "কাম" অন্যতম; অতএব ষড়-রিপুর ( কাম+ক্রোধ+লোভ+মোহ+মদ+মাৎসর্য্য ) অন্যতম রিপু যে কাম, আর চতুর্ব্বর্গের অন্যতম যে "কাম" এই দুটীর পার্থক্য দেখাইতে গেলে বলিতে হয় যে—স্রষ্টা-ভগবানকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া কেবল মাত্র স্বকীয় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতেই রত বা আসক্ত থাকে মিথুনযুগল যতদিন, ততদিন ঐ রতি বা আসক্তি "কাম"—নামেই সুপরিচিত; আর পক্ষান্তরে যখন প্রজাপতি স্মরণে প্রজাপতিরই যন্ত্ররূপে, প্রজাপতি প্রীতিরূপেই পর্য্যবসিত হয় মিথুনযুগলের-রতি বা আসক্তি, তখনই উহা নাম ধরে "প্রেম"। **কামে ও প্রেমে** প্রভেদ এই; একই বস্তু, যেন দুমুখো সাপ; একমুখে কামড়ালে যেন নরক, বিপরীতে কামড়ালে যেন স্বর্গ।

**XXIV তর্পণতত্ত্বঃ**—"উপনয়নে-উপহার" নামে পুস্তকে

লোককথিত এই অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানের ( শ্রাদ্ধ-তর্পণ ) কথা উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যুগপ্রভাবান্বিত ও পাশ্চত্যপ্রভাবান্বিত বর্ত্তমান ভারতের কোন কোন **চার্ব্বাকপন্থী** (=সচেতন দেহ ভিন্ন আত্মা নাই; নাই কোন পরলোক; সুখই পরমপুরুষার্থ; প্রত্যক্ষই প্রমাণ; পৃথ্বী-জল-অগ্নি-বায়ু হইতে উদ্ভব সব, এই দেহ ভস্মীভূত হইলে তাহার পুনরাগমনের সম্ভাবনা নাই; অতএব, "যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"—ইত্যাদি মতাবলম্বী ), নাস্তিক অথবা হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী জন্মান্তর বা পরলোক বিশ্বাস না করিয়া সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রের শ্রাদ্ধতর্পণ ব্যবস্থার উপর করেন কটাক্ষপাত, এমন জনগণকে সমুচিত-শিক্ষা দিবার যোগ্যতা অর্জ্জনে গুরুপুরোহিতাদি ব্রাহ্মণগণকে সহায়তা করার-জন্যই, অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও, এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টীর অবতারণা এখানে মনে হয় অসমীচীন নহে। প্রসঙ্গচ্ছলে বলা যায়—সাধারণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মানেন পরজন্ম, কিন্তু পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না; ইংলণ্ডের সুবি-খ্যাত রাজকবি পণ্ডিত William Wordsworth ( 1770—1850 ; স্বীকার ক'রেছেন আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও পুর্ব্বজন্মবাদ; দ্রষ্টব্য তাঁহার কবিতা, "ODE on Intimation of Immortality from Recollections of Early Childhood".

তর্পণ-শ্রাদ্ধঃ—প্রীত হওয়া বোধক √তৃপ ধাতুর ণিজন্ত; ( প্রীতকরা বোধক অর্থে ) √তর্পি+অনট্ ভা=তর্পণ–মৃত পুর্ব্বপুরুষগণের এবং দেব ও দেবকল্পদিগের প্রীতির জন্য জলদান

ব্যাপার ; উহা প্রত্যহই কর্ত্তব্য ; তবে প্রেতপক্ষে (=পিতৃপক্ষে ) —ভাদ্রী কৃষ্ণা প্রতিপৎ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত ) বিধি-মত তিলতর্পণ ও শ্রাদ্ধ করা অত্যাবশ্যক। মৃত পিতৃপুরুষদের অর্থাৎ পিতৃকুল (=পিতা+পিতামহ+প্রপিতামহ+মাতা+পিতামহী+প্রপিতামহী ) এবং মাতৃকুল (=মাতামহ+প্রমাতামহ +বৃদ্ধ প্রমাতামহ+মাতামহী+প্রমাতামহী+বৃদ্ধ প্রমাতামহী ) উদ্দেশে পরমশ্রদ্ধার সহিত অন্ন-জল বস্ত্রাদি বিধিমত উৎসর্গ-করার নাম শ্রাদ্ধ। শ্রদ্ধা=শ্রৎ (=সত্যম্ )+ধারণ করা বোধক অর্থে √ধা+ঙ ভা+আপ্। শ্রাদ্ধ ও তর্পণ উভয়কেই বলে পিতৃযজ্ঞ।

**গীতার উপদেশ**—"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্তি আত্মকারণাৎ ( ৩।১৩ )

**রামায়ণের কথায়**—"প্রথমাগতিরাত্মৈব দ্বিতীয়া গতি-রাত্মজঃ" অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মাই জীবকে করে উদ্ধার, কিন্তু সেরূপ না ঘটিলে অর্থাৎ আত্মার বিশুদ্ধতার অভাব ঘটিলে সেই জীবের উদ্ধারের উপায় তাঁহার আত্মজ ( পুত্র ) ; গয়াদিক্ষেত্রে পিণ্ডদান, শ্রদ্ধাসমন্বিত চিত্তে অন্নজলাদি উৎসর্গরূপ শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিতে পুত্রই তাঁহাদের উদ্ধার-সাধনকার্য্যের উপযুক্ত পাত্র। মরণোন্মুখ ব্যক্তির চিত্ত মৃত্যুকালে ভোগবাসনাযুক্ত থাকিয়াই যায় ; মৃত্যুর পর মৃতের অবস্থা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত—সেখানে এখানকার ভোগবাসনা আছে কিন্তু ভোগের বিষয় নাই, ভোগের শক্তি নাই, অন্য স্বজন বা সান্ত্বনাকারী

আত্মীয় নাই বা প্রীতির পাত্রও নাই; আছে কেবল কৃতকর্ম্মের পরিণাম।

সাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞানে বোঝা যায় যে কিঞ্চিন্মাত্র উপকারকের নিকটও আমরা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে ঋণী এবং সংসারে পরম উপকারক **মাতাপিতার** ঋণে যে আমরা সম্পূর্ণ ঋণী তাহা অস্বীকারের উপায় নাই; শৈশবে শত অকার্য্য করিয়াও যাঁহাদের স্নেহ ও কল্যাণ কামনায় অকার্য্যের অশুভ পরিণাম হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি, এবং যাঁহাদের হইতে এই দেহ-মন-প্রাণ আপাতদৃষ্টিতে পাইয়াছি—তাঁহাদের এইরূপ অজ্ঞাত ও হয়ত অশক্ত অবস্থায় যাহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার সাধিত হয় তাহা করা যে পুত্রের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তাহাতে অনুমাত্র নাই সন্দেহ। এই সময় তাঁহারা নিজের অশক্তিবশতঃ পুত্রের সাহায্য অপেক্ষা করেন বা কামনা করেন ( পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্ )।

মৃত্যুর পর আত্মা স্থূলদেহ ছাড়িয়া সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ বায়বীয় দেহ বা লিঙ্গদেহ লইয়া থাকেন; সুতরাং শ্রাদ্ধতর্পণে উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদি তাঁহারা নিজ নিজ হাত দিয়া তুলিয়া গিলিয়া গিলিয়া আহার করেন না নিশ্চয়; তবে শ্রাদ্ধতর্পণের উপকরণগুলি আহারের তৃপ্তি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপেই পাইয়া থাকেন যদি ঐ শ্রাদ্ধতর্পণে অনুষ্ঠাতার থাকে ঐকান্তিকতা। **বিষ্ণুপুরাণের** স্যমন্তকোপাখ্যান হইতে অনুমান করা যায় শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে জাম্ববানের সহিত যুদ্ধে নিরাহারে ব্যাপৃত থাকা কালীন দ্বারকায়

তাঁহার যদুবংশীয় বংশধরগণ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে তাঁহার দেহে উপবাসক্লেশ বিদূরিত হইয়া নববলের সঞ্চার হয় এবং উপবাসী ও অনশনক্লিষ্ট জাম্ববান ক্ষীণবল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা হন পরাস্ত।

মৃত পিতৃগণ যেখানে, যেরূপে, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, শ্রাদ্ধীয় অন্নজল তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করে।

শ্রাদ্ধকালে যমরাজও যমালয় হইতে মৃত পিতৃগণকে এবং নরক হইতে মৃতগণকে মনুষ্যলোকে শ্রাদ্ধভোগের নিমিত্ত পাঠান; প্রমাণ যথা গরুড়পুরাণে ঃ—

"শ্রাদ্ধকালে যমঃ প্রেতান্ পিতৃংশ্চাপি যমালয়াৎ
বিসর্জ্জয়তি মানুষ্যে নিরয়াদপি কাশ্যপঃ ॥"

মৃত পিতৃগণ যেখানে, যেরূপে এবং যে অবস্থাতে থাকুন না কেন, শ্রাদ্ধীয় অন্নজল তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করে। তাঁহাদের নাম, গোত্র ও মন্ত্রাদি পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধীয় অন্নজল পাইয়া থাকেন; শ্রাদ্ধে কেবল মৃতপিত্রাদিরই যে উপকার হয় তাহা নয়, শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতারও অশেষ কল্যাণ হয়; তাঁহাদের উদ্দেশে কৃত শ্রাদ্ধাদিতে যেমন তাঁহারা তৃপ্ত হন তাঁহারাও পুত্রাদির উদ্দেশে ততোধিক আশীর্ব্বচনপ্রয়োগে তাহাদের সকল অকল্যাণ দূর করেন; বিবিধপুরাণ ও স্মৃতিতে বহুবিধ শ্রাদ্ধের কথা আছে। তাহাদের মধ্যে পাঁচ প্রকারই প্রশস্ত, যথা—( ১ ) নৈমিত্তিক অর্থাৎ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ;

(২) বৃদ্ধি অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ (যাহা অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদিতে অনুষ্ঠিত হয়);

(৩) পার্ব্বণ অর্থাৎ অমাবস্থায় শ্রাদ্ধ;

(৪) কাম্য অর্থাৎ অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ;

(৫) নিত্য অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিদিন সাধ্যমত অন্নজল অথবা ভোজনকালেও ছয়ভাগ অন্ন রাখিয়া (মৃত্তিকায় কিংবা কোন পাত্রে) "ওঁ নমঃ পিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া নিবেদন করিলেও এই নিত্য শ্রাদ্ধ হয়।

**তর্পণ**—এই শ্রাদ্ধেরই অনুকল্প পূততম জল (গঙ্গাজল) কৃষ্ণ-তিল সংযোগে অন্তরের শ্রদ্ধায় সহিত মৃতপিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত হইলে তাঁহারা হন পরম তর্পিত।

তর্পণপ্রয়েগ ১২ প্রস্থ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে; যথা—(১) দেব-তর্পণ (২) মনুষ্যতর্পণ (৩) ঋষিতর্পণ (৪) দিব্যপিতৃতর্পণ (৫) যম-তর্পণ (৬) পিতৃতর্পণ (৭) তর্পণপ্রত্যাশীর তর্পণ (৮) রামতর্পণ (৯) লক্ষণতপণ (১০) বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক তর্পণ (১১) ভীষ্মতর্পণ (১২) প্রেততর্পণ (কালাশৌচে)।

## শ্রাদ্ধসামগ্রী বিজ্ঞান

(ক) জল—জলের তুল্য আপ্যায়ন আর কিছু নাই—এ সকলেরই জানা আছে; তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক সুধীগণগুলী স্মরণ করুন যে জলের ingredients (উপকরণ হয়) Hydro-gen ও Oxygen এবং এই দুটী মৌলিক পদার্থ যথাক্রমে

reducing ও oxidising agent অর্থাৎ জটিল পদার্থকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা সরল পদার্থে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে—এইরূপে মুক্তিপথের বোধহয় সহায়তা করে সেই Hydrogen-Oxygen-সমন্বিত জল।

(খ) তিল—তিল স্নেহসার বা স্নেহরস বা তৈলই ইহার সারভূত পদার্থ—এই তিলসার বা তৈল জ্বালা, বেদনা, উষ্মা, সন্তাপাদি দূর করার প্রধান সহায়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উক্ত আছে :—

"তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলহোমী তিলপ্রদঃ।
তিলভুক্ তিলবাপী চ ষট্‌তিলী নাবসীদতি॥"

শোকদুঃখের আতিশয্যে বায়ুরোগগ্রস্ত ক্ষিপ্তের মন বিকৃত হইলে তিলতৈল দ্বারা মনের বিকার হয় উপশমিত—ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট; মৃতের বায়বীয় দেহ এবং বায়ুর প্রশামক তিলতৈল; তিল প্রয়োগে বহুবিধ দৈহিক ব্যাধিও দূরভূত হয় তাহা অনেকেই জানেন।

## মৃত্যুবিজ্ঞান বা শেষগতি

মৃত্যুর পর জীব পাঞ্চভৌতিক বা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া যখন পরলোকে যায় তখনই হয় এই বায়বীয় দেহ; ইহাই আত্মার সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ।

**মৃত্যুবিজ্ঞান**—অস্তিত্বজ্ঞানের অভাবই মৃত্যু, মূর্ত্তির লোপই মৃত্যু; প্রাণের অপগমের নামই মৃত্যু। প্রাণ আত্মা হইতে উৎপন্ন; পদার্থের ছায়ার মত, সলিলে শৈত্যের মত, অগ্নিতে

তাপের মত মার্ত্তণ্ডে মরীচির মত প্রাণ আত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে সংলগ্ন ; আত্মাতেই এই প্রাণ মনঃকৃত সঙ্কল্পদ্বারা কর্ম্মানুসারে জীবদেহে আগমন করে—তখন এই প্রাণকে বলে জীবন।

এই মুখ্যপ্রাণ দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া দেহকে করে রক্ষা, আর প্রয়ানকালে ( প্রস্থান ) দেহকে পরিত্যাগ করত বিবর্ণ ও নষ্ট করিয়া যায়। এই মুখ্যপ্রাণ আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া দেহমধ্যে বিভিন্ন স্থানে এই পঞ্চপ্রাণ ( ভাগকে ) স্থাপিত করে ; এই পঞ্চশাখা প্রাণ, যথা—(১) প্রাণ (২) অপান (৩) সমান (৪) ব্যান (৫) উদান; দেহমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিয়োজিত হইয়াছে মাত্র।

(১) প্রাণবায়ুর স্থান চক্ষু কর্ণ নাসিকা মুখ—ইহার আনুকূল্যে দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া হয় নিষ্পন্ন।

(২) অপান বায়ুর স্থান পায়ু ও উপস্থ—ইহা মলমূত্রাদি অপসারণ কাজে করে সহায়তা।

(৩) সমান বায়ুর স্থান নাভি—এখানে থাকিয়া এই বায়ু ভুক্ত অন্নাদির পরিপাকে করে সহায়তা—ভুক্তান্নের সমতাকারক বলিয়া ইহার নাম সমান বায়ু।

(৪) ব্যান বায়ুর স্থান—সমস্ত দেহব্যাপিয়া ; যে হৃৎপিণ্ড-নামকপদ্মাকৃতি মাংসখণ্ডমধ্যে আত্মার স্থিতি কল্পনা করা হয়, সেই হৃৎপিণ্ডে এক শত এক প্রধান নাড়ী ( শিরা ) আছে, ইহাদের প্রত্যেকটীতে ১০০ শাখানাড়ী আছে এবং প্রতি

শাখানাড়ীতে (৭২০০০) ক্ষুদ্র নাড়ী ; এই সমস্ত ক্ষুদ্র নাড়ী সমস্ত-দেহমধ্যে ব্যাপ্ত, ইহাদেরই অভ্যন্তরে ব্যান বায়ু করে বিচরণ।

(৫) উদান বায়ুর স্থান—সুষুম্না নাড়ী ; উপরোক্ত ১০১ প্রধান নাড়ীর মধ্যে যে একটি নাড়ী ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া মস্তকে গমন করিয়াছে তাহাই সুষুম্না বলিয়া খ্যাত ; উদান বায়ু ইহারই মধ্যে করে বিচরণ ( তেজঃ বা উষ্মারূপে ) এবং দেহকে রক্ষা করে নিরন্তর, আর জীবের মৃত্যুকালে ঊর্দ্ধে আকাশে উৎক্রমণ করিয়া সেই জীবকে স্বর্গে, নরকে, নীচযোনিতে অথবা পাপপুণ্যের সমতাবশতঃ মনুষ্যযোনিতে যায় লইয়া। তাই ইহাকে বলে উৎক্রান্তিদা শক্তি।

মৃত্যুকালে যেরূপ চিত্ত থাকে জীব সেই চিত্ত এবং তৎসাধন ইন্দ্রিয়গণ ও মনের সহিত মুখ্য প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। প্রাণ আবার উদান বায়ু বা উষ্মার সহিত মিলিত হইয়া আত্মাকে আশ্রয় করে এবং আত্মা জীবকে কর্ম্মানুসারে অভীষ্ট স্থানে লইয়া যায় ; অর্থাৎ মৃত্যুকালে জীবের ইন্দ্রিয়গণ প্রথমতঃ মনোমধ্যে হয় লীন ; মনোমধ্যে লীন হওয়ায় তখন ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি যথা দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়াও হয় রহিত। বাগিন্দ্রিয় বৃত্তি প্রথমে লুপ্ত হয় অর্থাৎ বাক্‌রোধ প্রথমেই হয় ; অতঃপর দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়াও হয় রহিত ; কিন্তু তখনও থাকে মনের ক্রিয়া ; মনে চিন্তা ও সুখ-দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে। দুঃখে চোখের জল অথবা আনন্দে প্রশান্ত হাসিও কখনও ( মুমুর্ষু ) ব্যক্তির মুখে দেখা যায়। এইরূপে ক্রমশঃ মনের শক্তিও লোপ হয় অর্থাৎ সুখ-দুঃখ অনুভব

হয় না, চিন্তাশক্তি থাকে না—এই অবস্থাকে মনঃ প্রাণে লীন হইল বলা যায়; প্রাণের সক্রিয়তা সেই মুমূর্ষু জীবের ধমনী ও হৃদয়স্পন্দনে পরিলক্ষিত হয়। অনতিবিলম্বে প্রাণবায়ুও উদান-বায়ুতে বা উষ্মাতে ( শরীরতাপ ) লীন হয় অর্থাৎ দেহস্পন্দন, নাড়ীর গতি প্রভৃতি প্রাণের ক্রিয়া রহিত হইলেও দেহে উদানবায়ু বা উষ্মা ( শরীরতাপ ) বর্ত্তমান থাকে। পরে উদানবায়ু আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং আত্মা এই সকলকে লইয়া সুষুম্নাপথে চরমপ্রস্থান করেন—সঙ্গে যান পঞ্চপ্রাণ,(মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার) এবং দশটী ইন্দ্রিয় [ ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ + ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। ] দেহের একাদশ প্রধান দ্বার :—ব্রহ্মরন্ধ্র (১), নাসারন্ধ্র (২), চক্ষু (২), কর্ণ (২), মুখ (১), নাভি (১), পায়ু, (১) উপস্থ (১) ; এই একাদশ দ্বারের একটী দিয়া ঐ চরমপ্রস্থান ঘটে—কর্ম্মানুসারে অধোগতি বা ঊর্দ্ধগতি। এই গতির নামই 'মৃত্যু ; ইহাতে আত্মা পাঞ্চভৌতিক বা স্থূলদেহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া সূক্ষ্মদেহ বা প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়-রচিত লিঙ্গদেহ লইয়া অভীষ্ট স্থানে যান অর্থাৎ পরমাত্মাতে লীন হইতে চেষ্টা করেন।

এক্ষণে স্নাতকব্রাহ্মণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হয় নিম্নে শ্রাদ্ধ-তর্পণ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক শব্দগুলির যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও বিচার :—

(১) মৃত্যু :—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে জন্ম অনিশ্চিত ; কিন্তু জন্মালেই মৃত্যু নিশ্চিত, যেন মরার জন্যই জন্ম। জন্মের প্রথম

ক্ষণ হইতেই সুরু সংহরণ ক্রিয়া (=ধ্বংস বা খণ্ড মৃত্যু ); তারপর একদিন হয় উহার শেষ—অর্থাৎ পূর্ণ সংহরণ—ইহাই মৃত্যু। জন্ম হইতে মৃত্যু এই মধ্য কালকেই বলা হয় স্থিতিকাল বা আয়ুঃ বা জীবন। এই-জীবনরূপ কালটাই ইহকাল বা ইহলোক ; মৃত্যুর পর আসে পরকাল ও পরলোক ; আর-জন্মের পূর্ব্বকাল ছিল পূর্ব্বকাল বা পূর্ব্বজন্ম। আমাদের আলোচ্য পরলোক তথা পরস্থান সাধারণ মর্ত্ত্যবাসীর অজ্ঞাত ; তবে সর্ব্বজ্ঞ সত্যদর্শী ভারতীয় ঋষিদের উপদেশ যে সেই পরলোকে (=পরস্থানে ) নাই কোন বিশিষ্টতা অর্থাৎ সেখানে সর্ব্ববর্ণের সর্ব্বভাবের অভাব, এমন কি সেখানে দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই, মনঃ নাই, কল্পনা নাই, কিছু নাই—যেখানে কোন কিছু নাই সে স্থান বা লোক যে কত ঘোর, কত কৃষ্ণ, কত অপ্রকাশ তাহা কোন ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। সুতরাং ইহলোকের সাধারণ সংসারী পরলোকের সংবাদ রাখিতে অবশ্যই করিবে বহু সন্ধান; ব্রাহ্মণকে হইতে হইবে ঋষি।

মৃত্যুর অপর নাম তিরোভাব বা তিরোধান (=অন্তর্ধান ); এই তিরোভাব শব্দটীর পুর্ব্বভাবটীর নাম "আবির্ভাব"। এই শব্দদ্বয়ের উভয়টিতে আছে "ভাব"-শব্দ অর্থাৎ ষড়্ভাববিকারের ( "জায়তে-অস্তি-বর্দ্ধতে-পরিণমতি-অপক্ষয়তে-নশ্যতি" ) প্রথম বিকার "আবির্ভাব" (=জায়তে), এবং শেষ বিকার "তিরোভাব" (=নশ্যতি )। আবির্ভাব=প্রকাশার্থবাচী অব্যয় শব্দ আবিস্ +হওয়া অর্থবোধক √ভূ+ঘঞ্ ; তিরোভাব=অপ্রকাশ-বা-

অন্তর্ধানার্থ-বাচী অব্যয়শব্দ তিরস্ + √ভূ + ঘঞ্ ; দেখা যায় আবিস্ ও তিরস্ পরস্পর বিপরীতার্থক এই অব্যয় শব্দদ্বয়ের সংযোগবশতঃই ইহা হইয়াছে ভিন্নপদার্থ। এমতে আবির্ভাব ও তিরোভাব এই শব্দদ্বয় যথাক্রমে প্রকাশভাব ও অপ্রকাশ-ভাবেরই বাচক। এই অবসরে মনে পড়ে শঙ্করাচার্য্যের প্রয়াতস্তোত্র যথা—

"শরীরং কলত্রং সুতং বন্ধুবর্গং বয়স্যং ধনং সদ্ম ভৃত্যং ভুবঞ্চ।
সমস্তং পরিত্যজ্য হা কষ্টমেকো গমিষ্যামি, দুঃখেনদূরং কিলাহম্।"

এখানে "দূরং" শব্দটীর ভাবার্থ অদৃশ্যস্থান বা পরলোক অর্থাৎ অপ্রকাশিত স্থান যেখানে তিরোভাবপ্রাপ্তির পর মাত্র সূক্ষ্মশরীরে জীব করে অবস্থান। ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যুগতি বিবরণে ব্যাখ্যাত মৃত্যু-গতির বা মহাপ্রস্থানের বা মহাপ্রয়াণের স্বরূপ।

মানবকে বিশ্লেষ করিলে প্রকৃতি-ও-পুরুষ (= জীবাত্মা) বা পরমাণু ও চৈতন্য এই পদার্থদ্বয়ের অতিরিক্ত পদার্থ যে পাওয়া যায় না—ইহা স্বীকার্য্য। স্থূলদেহের অছে নিশ্চয়ই সূক্ষ্মদেহ; সূক্ষ্ম শরীর ব্যতীত থাকিতে পারেই না স্থূলশরীর। এই সূক্ষ্ম-শরীরের সহিত পাঞ্চভৌতিক শরীরের সম্বন্ধকে বলে জন্ম এবং পাঞ্চ-ভৌতিক শরীর হইতে সূক্ষ্মশরীরের বা লিঙ্গশরীরের বিচ্ছে-দকে বলে মৃত্যু।

শরীর ত্রিবিধ—কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল; প্রকৃতিই কারণ শরীর; এই কারণ শরীর বা প্রকৃতি যাঁর ধর্ম্মই কর্ম্ম করা, তিনিই স্বকীয় কর্ম্মবশতঃ পরিণত হ'ন ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গশরীরে;

এই লিঙ্গশরীর যখন পরিচ্ছিন্ন স্থুলশরীর গ্রহণ করে তখন উহার প্রাপ্তি হয় সঙ্কোচ। কারণ শরীর ( প্রকৃতি ) = আনন্দময় কোষ; সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর = প্রাণময় কোষ + মনোময় কোষ + বিজ্ঞানময় কোষ; স্থুলশরীর = অন্নময় কোষ।

(২) লিঙ্গশরীরঃ—আদি সর্গে ( মহাপ্রলয়ের পর যে সর্গ বা সৃষ্টি ) প্রকৃতি প্রত্যেক পুরুষের (=জীবাত্মার ) এক একটী লিঙ্গশরীর উৎপাদন করেন। সেই লিঙ্গশরীরের ধর্ম্ম এইরূপঃ— (ক) অসক্ত লগ্নাযোগ্য ( Unattachaable ) এবং শিলার মধ্যেও প্রবেশক্ষম = অব্যাহতগতি; (খ) নিয়ত অর্থাৎ আদি সর্গ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী; (খ) উৎপত্তি—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, ১১ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র হইতে; (ঘ) নিরুপ-ভোগ—অর্থাৎ স্থূলশরীর ব্যতীত নাই ইহার কোন উপভোগ; স্থূলশরীর ব্যতিরেকে সূক্ষশরীরের (=লিঙ্গশরীরের ) ভোগ হয় না সুখদুঃখ, তাই পুনঃ পুনঃ ( যাবৎ মুক্তি না হয় ) স্থূলশরীর গ্রহণ করে। তন্মাত্র পাঞ্চকের পঞ্চপ্রকারে স্পন্দিত প্রাণাদিপঞ্চ পদার্থের সমষ্টিকে বলে সূক্ষ্ম-বা-লিঙ্গদেহ ( Astral body )। এই সূক্ষ্ম-বা-লিঙ্গশরীরে প্রতিবিম্বরূপে প্রবিষ্ট চিৎসম্বিৎ "জীব"-পদার্থ। জীব যেমন কর্ম্ম করে, লিঙ্গদেহে তেমন সংস্কার হয় সংলগ্ন, লিঙ্গদেহ সেইরূপ বাসনা দ্বারা হয় বাসিত লিঙ্গদেহের বাসনা-বা-সংস্কারানুসারে। লিঙ্গশরীরের ভেদনিবন্ধনই ব্যক্তিগত ভেদ; লিঙ্গদেহের সংস্কারানুসারে স্থূলদেহের নির্ম্মাণ। শুভাশুভ কর্ম্মবশতঃ লিঙ্গদেহের যেমন যেমন অধিবাস বা সংস্কারাধান হয়

(Moulded), ইহা তদুপযুক্ত নূতন নূতন স্থূল শরীর গ্রহণ করে। মরণের পর যে কর্ম্মসমষ্টি প্রবল ভাবে ফলদানোন্মুখ হইয়াছে, সেই কর্ম্মসমষ্টিকে বলে প্রারব্ধ। ফলোন্মুখ কর্ম্ম বা প্রারব্ধ স্ব-স্ব বিপাক ( জাতি, আয়ুঃ, ভোগ ) জন্মাইতে যাইয়া, তদুপযোগী সংস্কারসকলের উদ্বোধ করিয়া দেয়। প্রত্যেক জাত্যুচিত ভিন্ন-ভিন্ন-রূপ প্রতিভা বা সংস্কার আছে ; যে জীব যে জাতিতে জন্মায়, সে বিনা শিক্ষায় আপনা হইতেই সেই জাত্যুচিত কর্ম্ম করিয়া থাকে।এক-এক জাতীয় কর্ম্মসমষ্টি হইতে এক-এক রূপ জন্ম হইয়া থাকে।

সংসারচক্র ষড়র (=ছয়টী অরা=চাকার পাকি=Spoke of wheel, যাহার আছে ছয়টী অরা=ধর্ম্ম+অধর্ম্ম, সুখ+দুঃখ, রাগ-দ্বেষ )। তাহাই ষড়র ; ধর্ম্ম হইতে হয় সুখ ও অধর্ম্ম হইতে হয়দুঃখ, আবার সুখ হইতে রাগ বা অনুরাগ এবং দুঃখ হইতে হয় দ্বেষ বা বিদ্বেষ ; রাগ ও দ্বেষ হইতে উৎপন্ন হয় প্রযত্ন। প্রযত্ন উৎপন্ন হইলে মানুষ মনোবাক্ বা শরীর দ্বারা পরিস্পন্দমান হইয়া, করে অন্যের উপকার বা অপকার ; এই উপকার বা অপকার হইতে পুনর্ব্বার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হয় উৎপন্ন, তাহা হইতে সুখদুঃখের এবং তাহা হইতে রাগ ও দ্বেষের হয় জন্ম। এই ভাবেই করে পরিভ্রমণ আমাদের সংসারচক্র। অবিদ্যা হ'ন এই সংসারচক্রের নেত্রী—পরিচালিকা অবিদ্যাই সমস্ত ক্লেশের মূল, সাক্ষাৎ পরম্পরায় অবিদ্যাই সংসাচক্রের মূলবাসনার কারণ। মূলের নাশে বাসনার নাশ, বাসনার নাশে হয় ভবনিরোধ। যাবৎ সংসারকারণ অবিদ্যার নাশ না হইতেছে তাবৎ জীবকে ত্রিবিধ

(শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্ল-কৃষ্ণ) কর্ম্মানুসারে উচ্চাবচ জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। অতএব মনুষ্যজন্মের পরে যে পশ্বাদি জাতি প্রাপ্তি হইতে পারে না—তাহার কোন নাই প্রমাণ।

## লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর বা মনঃ হইতে স্থূলদেহপ্রাপ্তি সম্বন্ধে

দ্রষ্টব্য—গ্রন্থকারের "সরল আত্মকথা" পুস্তকের পৃঃ ৮৩-৮৫।

জীব কর্ম্মপাশে নিয়ন্ত্রিত; কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে তাহাকে তদুপযোগী ফলভোগ করিতেই হইবে—ইহাই জীবের নিয়তি!

**(৩) প্রাণ ও জীবন**ঃ—সাধারণতঃ স্থূল-বাহ্যবায়ু-রূপেই পরিচিত এই প্রাণ; এই প্রাণের কর্ম্ম আলোচনা শারীরবিজ্ঞানের কার্য্য। ভারতীয় আধ্যাত্মিক শাস্ত্র বলেন—"প্রাণস্যেদং বশে সর্ববং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্"। আন্তর বায়ুর কথাই হইবে আলোচ্যবিষয় এখানে আন্তরবায়ু ৫টী যথা, প্রাণ, অপান-ব্যান-উদান-সমান। যেরূপ সত্ত্বগুণের করণ=প্রকাশভাব-প্রধান ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয়, রজোগুণের করণ=ক্রিয়াভাব-প্রধান ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয়; সেইরূপ তমোগুণের করণ=ধৃতিভাব-প্রধান উপরোক্ত ৫টী প্রাণবায়ু যথা :—(ক) বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শ হইতে অন্তরে যে বোধবিশেষ ফুটিয়া উঠে, সেই বোধবিশেষের যে স্থিতিক্ষেত্র তাহাকে ধরিয়া রাখাই প্রাণবায়ুর কর্ম্ম; উদাহরণে বলা যায়—তৃষ্ণার্থ জলপান করিতেছে, এখানে ঐ জলরূপ বাহ্যবস্তুর সহিত কণ্ঠনালী প্রভৃতির সংস্পর্শবশতঃ পিপাসা-নিবৃত্তিরূপ বোধ

একটা ফুটিয়া উঠে, যে শক্তি ঐ বোধটাকে ধরিয়া রাখে, তাহাই **প্রাণবায়ু**। ( খ ) দেহের ঘর্ম্ম-মলমূত্রাদি ত্যাগের যে শক্তি, তাহার যে স্থিতিক্ষেত্র, তাহাকে ধরিয়া রাখাই **অপানের** কর্ম্ম। ( গ ) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার যে শক্তি, তাহার যে স্থিতিক্ষেত্র, তাহাকে ধারণ করাই **ব্যানের** কার্য্য। ( ঘ ) দেহের রসরক্তাদি ধাতুগত যে বোধ, তাহার স্থিতিভূমিকে ধরিয়া রাখাই **উদানের** কার্য্য। ( ঙ ) অন্নপানীয় দ্বারা দেহগঠন করার যে শক্তি, তাহার স্থিতিক্ষেত্রকে ধরিয়া রাখাই **সমানের** কার্য্য।

এই পঞ্চবিধ ধৃতিশক্তি দ্বারাই অনুলোম ও প্রতিলোমভাবে স্থূলদেহ হয় গঠিত, স্থিত ও লুপ্ত। ত্রিবিধ ক্রিয়া দ্বারা ধৃত যেমন আদান, বিসর্গ (=ত্যাগ ), বিক্ষেপ ( =সঞ্চালন ) দেহটী ; এই তিন ক্রিয়া ঘটায় যে শক্তি তাকে বলে পোষণশক্তি বা **প্রাণশক্তি**। স্থূলশরীর যেমন অন্নময় কোষ, কারণ শরীর যেমন আনন্দময় কোষ ; তেমন সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীরটী হয় তিনটী কোষের সংমিশ্রন যথা ( প্রাণময়কোষ+মনোময়কোষ+ বিজ্ঞানময়কোষ ) ।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার যে আত্মাশক্তি—মহতীচিৎশক্তি তাঁহারই মধ্যে অন্তর্নিহিত এই বিশিষ্ট প্রাণশক্তি অথবা আত্মাশক্তিই প্রাণশক্তি। প্রাণের অভিব্যক্তি নির্নিমিত্ত—আকস্মিক নহে, সজীব থেকে সজীব। যে শক্তি নিয়ত ভৌতিক পদার্থে নিবদ্ধ থাকে ( Potential energy ) সেই শক্তি, এবং যে শক্তি পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে সঞ্চরণশীল ( Kinetic

energy ) সেই শক্তি—ইহারা পৃথক্ পদার্থ। কোথা হইতে এই স্বতন্ত্র-শক্তি আসিল, অদ্যাপি তাহা অজ্ঞাত; অথচ ইহার স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করার উপায় নাই। সজীব পদার্থে (= দেহে) পরস্পর-বিরোধিনী দুই শক্তিই (ভৌতিকশক্তি ও জীবনী-শক্তি) বিদ্যমান। কথান্তরে এই চরাচরাত্মক বিরাট্ বিশ্বের "চর"-অংশটুকুকে যিনি চালান এবং যে শক্তির অভাবে "চর"—অংশ হ'য়ে যায় "অচর" সেই বিশিষ্ট শক্তির নামই প্রাণশক্তি = সৃষ্টিস্থিতি-ক্রিয়াশক্তি = কতকগুলি শক্তিপ্রবাহের সমষ্টি। সারা বিশ্বে প্রাণশক্তির ক্রিয়া স্থিতিকালে (= সৃষ্টির পর হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত) যখন প্রসুপ্ত স্থিতিশক্তির কোলে সৃষ্টিশক্তি-উন্মুখ অবস্থায়। এই স্থিতিকালটাতেই স্রষ্টার স্বেচ্ছায় সৃষ্টবস্তুটী একটা "শ্রী" বা রূপ পেয়েছে; যে শুভক্ষণে পেয়েছে ঐ রূপ আর যে কুক্ষণে বিলোপ ঘটিবে ঐ রূপ অর্থাৎ ঐ রূপ হবে "বিশ্রী"—এই দুই ক্ষণের মধ্যবর্ত্তী কালটাতেই প্রাণশক্তির খেলা! যেন প্রাণশক্তির শুভাগমনই (আবির্ভাব) জন্ম আর প্রাণশক্তির পশ্চাদপসরণই (তিরোভাবই) মৃত্যু। এই স্থিতিকালটাকে বলে পরমায়ু—ইহাও সীমাবদ্ধ। সৃষ্টির পূর্ব্বকালের মত ও প্রলয়ের পরকালের মত অনন্ত-অজ্ঞাত নহে এই পরমায়ু; ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই এই পরমায়ুর অধীন। আর, প্রাণশক্তি আনন্দেরই কারণ; শবকে অর্থাৎ প্রাণহীন দেহকে যতই সাজানো যাক্ না কেন, শবের শোভাবর্দ্ধন না ক'রে বরং আরও যেন সেই শবটাকে ক'রে তোলে 'বিশ্রী'।

প্রাণ আত্মারই বিভূতি বা ব্যবহার; পদার্থের মধ্যে তাহার ছায়ার মত, সলিলের মধ্যে তাহার শৈত্যের মত, অগ্নির মধ্যে তাহার তাপের মত এবং মার্ত্তণ্ডের মধ্যে তাঁহার মরীচির মত প্রাণদেবতা আত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া সংলগ্ন থাকে আত্মাতেই। সেই আদি প্রাণ বা মুখ্যপ্রাণ বা প্রাণবায়ুর উৎপত্তি বিশেষভাবে বর্ণিত গ্রন্থকারের "সরল আত্মকথার" পুস্তকের পৃঃ ৫৫-৫৭তে।

(৪) সৎকার—পঞ্চপ্রাণরূপ অন্তর্বায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিলে, দেহটী হয় জড়বৎ, এবং শব নামে হয় কথিত। এই শবকে তখন শ্মশান অথবা কবরস্থানে লইয়া সৎকারের ব্যবস্থা হয়; এই চিরপ্রসিদ্ধ শব্দ "সৎকার"-শব্দটীর মধ্যে আছে আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক রহস্য। শ্মশানে দেহটীকে দাহ বা দগ্ধ করা হয় যাহাতে ২।৩ ঘণ্টায় সবই প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে উড়ে যায় অনন্ত বায়ুমণ্ডলে, স্থূলদেহটীর মাত্র সামান্য ভস্মাবশিষ্ট থাকে; আর সমস্ত মৃত দেহটী কবর স্থানে মাটীতে প্রোথিত হইলে দীর্ঘকালে পচনাদিক্রিয়া দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়—অর্থাৎ মাটীতেই সম্যক্ মিশে যায় দেহটী। যাই হোক, উভয়ক্ষেত্রেই প্রাণের পিছু-পিছু যেন ছুটিল সূক্ষ্মদেহ এবং দেহের স্থূল উপাদান গুলিও। এখন জিজ্ঞাস্য প্রাণ—মুখ্যপ্রাণ লীলা অন্তে কোথায় করিল প্রস্থান? ইহার সদুত্তর এই যে, ইহা তরঙ্গরূপে যেখান থেকে এসেছিল সেইখানেই—সেই কেন্দ্রেই গেল ফিরে; সেই কেন্দ্রটী হয় আত্মক্ষেত্রস্বরূপ সচ্চিদানন্দের শেষ নিরন্ত-সর্ব্ব "সৎ"-বস্তু। এই "সৎ"-রই স্ফুরণরূপে-"চিৎ-বস্তুটী তরঙ্গা-

কারে জগৎলীলার জন্য লালায়িত হইয়া ছুটেছিল বহির্মুখে। ইহাই চিৎবস্তু—সৎরূপ অখণ্ড সত্তার অখণ্ড চিরসংলগ্ন মহতী চিতিশক্তি; মাত্র বিধাতা বৈয়াকরণের ব্যবস্থায়।"সচ্চিদানন্দ" হইতে সন্ধি-বিচ্ছেদের ফলে আনন্দের সন্ধানে বাহিরে ছুটিতেছেন এবং বাহিরে আসল বিমল আনন্দ না পেয়ে হতাশ হ'য়ে পূর্ণবিমলানন্দ কেন্দ্র যে "সৎ"-বস্তু—আপন স্বক্ষেত্র, সেখানেই ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনীর উত্তর-বাহিনীর মত সেই প্রাণরূপী-"চিৎ" যমের ছদ্মবেশে যেন বিলোম-গতিতেই ছুটেছে **প্রলয়ের** মাধ্যমে সেইঅখণ্ড নিত্য স্থিরসত্তা "সৎ"-বস্তুর সাথে পুর্ণ পুনর্মিলনের আশায়। এই নিশ্চল সৎ-বস্তুটী সর্ব্ববিধ অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় আছে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত। এই সৎ-বস্তুটী প্রত্যক্ষ, কোনরূপ কল্পনা বা অনুমান সাহায্যে ইহাকে বুঝিতে হয় না। সম্প্রদায়গত, নামগত, আকারগত, অনুষ্ঠানগত অসংখ্যভেদ ও বহুবৈচিত্র্য বর্ত্তমান; কিন্তু ঐ বহু বিভিন্নতার ভিতর একটী সামান্য (common factor)—অখণ্ড শক্তিপ্রবাহ—সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ প্রাণ সর্ব্বত্র আছে অনুস্যূত ওতপ্রোতভাবে। পুর্ব্বকথিত বিলোমগতিতে হয় প্রলয়—ইহা স্থূলদৃষ্টির ফল; সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঠিক অনুলোম-গতিতেই প্রলয়পর্ব্ব ঘটে; ব্যবহারিক আত্মার প্রকৃতি যখন মনে করেন—"আমি আর পরিণাম দর্শন করিব না", তখন উপরের দিক হইতেই পড়ে টান অর্থাৎ প্রকৃতি প্রয়াস পান বিলীন করিতে মহত্তত্ত্বকে; মহত্তত্ত্ব টানেন অহঙ্কারকে, অহঙ্কার টানেন পঞ্চতন্মাত্রকে (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ), পঞ্চতন্মাত্র টানেন

পঞ্চমহাভূতকে ( ব্যোম্-মরুৎ-তেজঃ-অপ্-ক্ষিতি )। মনে হয়—নীচের দিক্ হইতে প্রলয় সুরু হ'য়েছে অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত প্রবেশ করে পঞ্চতন্মাত্রায় পঞ্চতন্মাত্র প্রবেশ করে অহঙ্কারে, অহঙ্কার প্রবেশ করে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রবেশ করে বা পর্য্যবসিত হয় প্রকৃতিতে ; এইরূপে প্রকৃতি যেন বিলীন হ'ন পুরুষে—সত্তমে ( সৎ+তম ) ; এই যে বিলোমগতি প্রত্যক্ষ হয় ইহা অন্তর্নিহিত অনুলোমগতিরই বহির্বিকাশ বা ফলমাত্র। অনুলোমগতিই জগতের সর্ব্বত্র।

এখন বোঝা গেল, আশা করা যায়, যে প্রাকৃতিক পন্থার অনুসরণে চিরাচরিত শবের "সৎকার"-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। মৃতকে সেই আদি "সৎ"-অবস্থাতেই পৌঁছে দেবার আয়োজন-কার্য্য এই "সৎকার"-কর্ম্মানুষ্ঠানে।

এই "সৎকার" কার্য্যের পর শ্মশানবন্ধুরা বলেন একটী প্রবাদ—"আসতেও একা, যেতেও একা !
কার সঙ্গে বা কার দেখা!!"

ইহার অর্থ বিচারে দাঁড়ায় এই—"তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন ?"

( ৫ ) যম ঃ—যমকে বলে মৃত্যুপতি ; অখণ্ড চৈতন্যের বা প্রাণের যে অংশ মৃত্যুরূপে পায় প্রকাশ সেই অংশটুকুই যম। সর্ব্বজীবের সংযমনকর্ত্তা এই দেবতা, তাই বলে যম। কালদণ্ড ইঁহার অস্ত্র। জীব যতই উচ্ছৃঙ্খলগতিতে চলুক না কেন, ইনি কালরূপ দণ্ডপ্রভাবে জীবকে সংযত করিবেনই। পূর্ব্বোক্ত

প্রাণদেবতা বা মহাপ্রাণের যখন হ'য় আবির্ভাব তখন লোকে দেখে তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তির সম্মুখভাগ ; এবং তাঁরই তিরোভাবের সময় তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন অর্থাৎ লোকে দেখে তাঁর ( পলায়মানের) পৃষ্ঠদেশ বা পিছন দিক মাত্র,—পলায়মান বিপরীতমুখীর মুখে রোষ কি তোষ তাহা লোক দেখিতেই পায় না তাঁর পৃষ্ঠদেশে। কিন্তু তাঁর সহচরের—মৃতের সূক্ষ্মশরীরটী ইহলোক বাসীর অগোচরে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হয় তাহার হইলোকে স্বকৃত কর্ম্মানুসারে। ইহলোক বাসী সেই পৃষ্ঠ প্রদর্শক দেবতাকে নাম দিল পরলোকের—অদৃশ্য লোকের যমদেবতা। মৃত্যুদেবতা যমের শক্তির নাম উৎক্রান্তিদা শক্তি ( উৎক্রান্তিম্—মরণং দদাতি যা সা)। প্রাণকে দেহ হইতে উৎক্রামণ (=উপরদিকে সঞ্চারণ ) করানই মৃত্যুর কর্ম্ম ; ইহাই যমদেবতার শক্তি বা সামর্থ্য। তবে এখানে মনে রাখিতে হইবে যে যমদেবতার ইহা কোন বিশেষ শক্তি নহে, অথবা মৃত্যুদেবতা যম অপর একটা অগন্তুক দেবতাও নহেন যিনি যেন অকস্মাৎ বলপুর্ব্বক প্রাণকে দেহ হইতে উৎক্রমন করান (=উর্দ্ধে সঞ্চালন)। মৃত্যুদেবতা বা যমদেবতা বলিয়া পৃথক কিছু নাই। ইচ্ছাময়ী আত্মাদেবী ইচ্ছা করিয়া—স্বেচ্ছায় লীলাকৈবল্যবশতঃ প্রাণশক্তিরূপে যেমন অবতরণ (নীচে নামেন) করেন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনুলোমগতিতে, তেমন লীলা-অন্তে বিলোমগতিতে করেন তিনিই প্রত্যাগমন উর্দ্ধদিকে স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কেবল-আত্মক্ষেত্রে—ইহাকেই বলে উৎক্রমন এবং যে শক্তি এই বিলোমগতিতে কার্য্য করে তাকে উৎক্রান্তিদা শক্তি ও এই

শক্তির স্বামীকে বলে যমদেবতা—যেন প্রাণদেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্যবহারিকক্ষেত্রে ব্যবহারিক-আত্মার ব্যবহারজনিত আত্মজ-দেহে বহু নোংরা-মল-মালিন্য শোধনের জন্য কষ্টিপাথরে কষার জন্য রোষকষায়িত নেত্রে জীবকে করে কতই না কষাঘাত এবং চাবুক ক'শেই আছেন সেই শক্তির স্বামী যমদেবতা; ইঁহার এইরূপ কর্ম্মানুসারে আরও দু'টী প্রসিদ্ধ নাম এই যমদেবতার আছে যথা শমন ওকৃতান্ত [ব্যাকরণশাস্ত্র হইতে শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও প্রকাশ করে ইঁহার ঐরূপ কর্ম্ম যেমনঃ—(১) "যম" শব্দ নিষ্পন্নঃ—নিয়মিতভাবে সংযম করা অর্থবোধক √যম ( to control,to check ) হইতে ; আরও যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গ যোগ সাধন যম = সত্য + অস্তেয় + অহিংসা + অপরিগ্রহ + ব্রহ্মচর্য্য ; এই "যম"—সাধনের প্রতিটীতেই আছে সংযম-শাসন। (২) "শমন"-শব্দ—শেষ করা, শান্ত অর্থবোধক √শম্ ( to cease, to put an end to ) হইতে নিষ্পন্ন; (৩) "কৃতান্ত"-শব্দ নিষ্পন্ন এইরূপ—কৃত হয় অন্ত (বিনাশ) যৎকর্ত্তৃক, বা কৃতের (= সৃষ্টবস্তুর ) অন্ত (= নাশ) হয় যাহা হইতে—বহুব্রীহি সমাস। আরও পূর্ব্বকথিত বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি—( কষ্টি-পাথরে কষা, রোষ-কষায়িত নেত্র, কষাঘাত, চাবুককশা ), উৎপন্ন হইয়াছে শাসনকরা, যাচাই করা অর্থ বোধক √কশ বা √কষ ( to control, to appraise, to destroy ) হইতে। জীবের লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম দেহটী-ব্যবহারজনিত-ময়লায় মলীমস হইয়া কশাই ( চাবুক খাইবার উপযুক্ত ) হ'লেই যমদেবতা তাহার

শুদ্ধির উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। পুরাণে এই যমদেবতার চতুর্দ্দশ নাম আছে। যথা যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভুতক্ষয়, ঔডুম্বর, দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, চিত্র, চিত্রগুপ্ত ইহাদের প্রতিটীর তাৎপর্য্য বিচারে দেখা যায় যে প্রাণশক্তি রূপ সৃষ্টিশক্তির বিরোধীশক্তিদেবতা অর্থাৎ লয়দেবতা এই যম। আত্মলীলাচক্রে চলে যুগপৎ এই দু'টী বিরোধীশক্তির চক্র; ষড়ভাববিকারাধীন ( জায়তে-অস্তি-বর্দ্ধতে পরিণমতি-অপক্ষয়তে-নশ্যতি ) জীবরাজ্যেই এই চক্রগতি স্পষ্টই লক্ষ করা যায়। প্রথম তিনটী-ভাব প্রাণের সৃষ্টিখেলা, শেষ তিনটী-যমের লয়খেলা। প্রাণ দেখান জীবকে ইহলোক ; যম দেখান জীবাত্মাকে পরলোক। পরলোক কথা পর্য্যালোচনার পূর্ব্বে এখন সাধারণ কথায় বলে জীবের পাপপুণ্য বিচারক যমরাজ ও তাঁহার মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত ; এবং আরও বলে জীবের নিজকৃত সদসৎ কর্ম্মের বিচার জীবের অন্তকালে জীব নিজেই করিয়া লয় ও তাহার ফলের দায়ী হইয়া সদসৎ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে ইত্যাদি এইরূপ কথা বর্ত্তমান যুগে দুর্জ্ঞেয়। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে অন্ত-কালের অবস্থা কিরূপ অথবা অন্তঃকালে মুমুর্ষু তখন কিছু ব্যক্ত করিতেও পারে না ; তবে কি তার মীমাংসা ? দেশের চিরাচরিত প্রথায় মৃত্যুর দ্বাদশদণ্ডকাল পরে শবদাহ বা সৎকার বিধেয়— এই ধারণাবশে যে, দ্বাদশদণ্ডের মধ্যে যমমন্ত্রী = চিত্রগুপ্তের খতিয়ান খাতায় মৃতের কর্ম্মশেষ পাপপুণ্যের হিসাব নিকাশ অনুসন্ধান ও বিচার ; যদি কর্ম্মশেষ তাহার না-হয়ে থাকে

( অর্থাৎ মৃতবৎ ব্যক্তির যদি থাকে তখনও আয়ু ) তাহ'লে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়া হয় যাহাতে সে বাঁচিয়া যায় আবার ; পক্ষান্তরে যদি হিসাবে দেখা যায় মৃতের কর্ম্ম হ'য়ে গেছে শেষ ( অর্থাৎ আয়ু যদি না থাকে ) তাহ'লে পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশদণ্ডকাল মধ্যে তাহার বিচার করিয়া লিঙ্গশরীরকে—সূক্ষ্মশরীরকে লইয়া যাওয়া হয় যমালয়ে। যমালয়ের চিত্র পুরাণকার যা এঁকেছেন তাহা অতীব ভয়ানক ভীষণ এবং সেখানে পাপীদের কঠোর যন্ত্রণা সহ নরকাদি ভোগ করিতে হয় ; পুরাণলিখিত বর্ণনা খুব সম্ভবতঃ অতিরঞ্জিত, এবং তাহা দুষ্কৃতকারিদিগকে শাসনে রাখার জন্য শাসনবাক্য। স্বর্গ-নরক উভয়ই ভোগের স্থান, বর্ত্তমান জগৎ (ইহলোক ) ব্যতীত ভোগের অপর স্থান নাই ; এই জগতেই —ইহলোকেই স্বর্গ-নরক বিদ্যমান, অপর কোন স্থানে ( পর-লোকে ) স্বর্গ-নরক আছে বলা কল্পনামাত্র।

এখন বিচার্য্য অন্তকালের সময় যমের ও চিত্রগুপ্তের আচরণ ঃ—ইহলোকে মানুষ নিজের মোহবশতঃ ও স্বার্থবশতঃ নিজের কর্ম্মের ন্যায়তঃ বিচার করার ক্ষমতা থাকিয়াও নাই ; কারণ সে ইহলোকে ইন্দ্রিয়ের দাস, যেখানে আছে তাহার স্বার্থ সেখানে সে একেবারে জ্ঞানহীন অন্ধস্বরূপ ; স্বার্থত্যাগ অসম্ভব প্রায় ; তাই স্বার্থে জড়িত থাকিলে ন্যায়সঙ্গত হিতাহিত বিচারও আশা করা যায় না ; ইহলোকে সাধারণতঃ নিজের দোষ নিজে দেখা যায় না ; বরং ইহলোকে নিজেকে নির্দ্দোষী সৎভাবাপন্ন ইত্যাদি প্রতিপন্ন করিতেই সাধ্যমত চেষ্টা করে মানুষ, সুতরাং

ন্যায়তঃ হিতাহিত বিচার এরকম অবস্থায় সাধারণ মানুষের করা অসম্ভব। তবে ইহলোক ( বা ইহকাল ) ও পরলোক ( বা পরকাল ) এই দু'য়ের সন্ধিস্থলে ঐ বিচার একেবারে অসম্ভব হবার কথা নহে ; কারণ, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব অবস্থায় একে একে সব ইন্দ্রিয়ই হয় শিথিল বা তাদের ক্রিয়া পায় লোপ অথবা স্বতঃ সংযত হ'য়ে যায় ; এই সংযমন অবস্থার নামই যম ? ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ( শাসন ) অভ্যাস যে কখনও করে নি ইহলোকে তাহার **ইন্দ্রিয়গুলি** এই যুগসন্ধিক্ষণে ( ইহকাল-পরকাল )— তাহার মুমূর্ষু অবস্থায় ( ইহকাল হইতে পরকালে পরিবর্ত্তন হবার সময় ) আপনিই করে পলায়ন—ইহাই দেহধর্ম্ম । আবার এই সন্ধিক্ষণে সংস্কারাত্মক ইন্দ্রিয়রাজ মনঃও স'রে পড়ে অর্থাৎ মনের লয় হইয়া মনঃ পরিবর্ত্তিত হয় আত্মা-উপাধিতে — প্রাণময় কোষ থেকে এসেছিল অনুলোম গতিতে এবং এই সন্ধিক্ষণে ( ইহকাল-পরকাল ) ফিরে যায় বিলোমগতিতে। কিন্তু মনঃ বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়নিচয়ের অজ্ঞাতসারে চিত্তে ( Record keeper বা Memory ), আধুনিক যন্ত্র Tape Record-এর মত, গুপ্তভাবে অঙ্কিত হয়ে যায় চিত্রবৎ কর্ম্মাকর্ম্মের সব ঘটনাগুলিই ; তাই এই চিত্তকেই বলা যায় চিত্রগুপ্ত অথবা চিত্তই যমালয় বা সংযমালয়। আরও, মানুষের ইহকালেও যে মনঃবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়গণের অজ্ঞাতসারে রহিয়াছে চিত্ত-বস্তু তাহা ইন্দ্রিয়াদি জানেই না ; ইহকালের মধ্যেও কালের যম-ভাব অর্থাৎ সংযমভাব আছে বিদ্যমান। উক্তবিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান বিশদভাবে থাকিলে

ইহকালের মনের দ্বারা করা হইত না কদাচ মন্দকার্য্য। অন্তকালে অর্থাৎ ইহকাল-পরকালের সন্ধিক্ষণে **মনের** সম্মুখে ( স্মর্ত্তব্য এখানে সন্ধিক্ষণের মন=অন্তকালের মন ; পরন্তু **ইহকালের** মন নহে ) ইহকালের কৃতকর্ম্মের চিত্রসমূহ দেখিয়া ন্যায়তঃ বিচার করিয়া লয়। এমতাবস্থায় হয় না অন্যায় বিচার, কারণ মানুষের ইহকালের মন আর অন্তকালে থাকে না; এই ইহ-কালের মন তখন আত্মতুল্য অর্থাৎ স্থির মন। সুতরাং তখন সম্ভাবনা নাই অন্যায় বিচার হইবার ; এই অবস্থায় কৃতকর্ম্মের ন্যায়সঙ্গত বিচার হইয়া সদসৎ কর্ম্মানুযায়ী ফল পাইয়া মানুষ ( জোঁকের মত ) সদসৎ যোনিগমনকরতঃ ইহলোকেই— এই জগতেই ভাগী হয় সুখদুঃখের। কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের এইরূপ পুনঃ পুনঃ নানাযোনি ভ্রমণ হয়।

( ৬ ) **পরলোক**--নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে জীবাত্মা করেন অবস্থান ; ইহা ছাড়িয়া বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, ইহাই তাহার পরলোক। এখানে—এই পরলোকে আসিয়াও জীবাত্মা অনাদি-জন্মসঞ্চিত মমতায় বাধ্য হইয়া, অতি যত্নে প্রতিপালিত দেহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থায় কিছুকালের জন্য দেহ হইতে আত্মবোধ বিলুপ্তপ্রায় হয় ভাবিয়া, খেদ করে "আমি সেই আদরের দেহটা ছাড়িলাম!" বুদ্ধিযোগের ফলে দেহ হইতে আত্মবোধ উপসংহৃত করিয়া বুদ্ধিতে বিন্যস্ত করিয়াও দেহাদিবিষয়ক স্মৃতিদ্বারা জীবাত্মা হয় বিব্রত। মৃত্যুর পরই যে আবার একটী দেহ গঠন করিতে পারে জীবাত্মা, তাহার

একমাত্র কারণ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের দেহবিষয়ক দৃঢ়সঙ্কল্প। মৃত্যুকালে যেন অতি অনিচ্ছায় অতি প্রিয় দেহটী ছাড়ে এবং অপর একটী দেহলাভের জন্য তীব্র বাসনা লইয়া প্রয়াণ করে। তাই অনায়াসে পুর্ব্বসঙ্কল্পবশে রচিত হয় নূতন দেহ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের দেহাত্মবোধ দ্বারাই দেহ গঠিত ও পরিপুষ্ট। শাস্ত্রকথিত—আত্মহত্যা যে মহাপাপ, উহার কারণ দেহবিষয়ক তীব্র বাসনার অভাব; আত্মঘাতীর মৃত্যুকালে দেহের প্রতি আসে একটা তীব্র বিদ্বেষ; সেই জন্যই মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল যাবৎ আর সে দেহবিষয়ক বাসনা উদ্দীপ্ত করিতে পারে না, তাবৎ প্রেতদেহ বা আতিবাহিক দেহ আশ্রয় করিয়া সুদীর্ঘকাল থাকে; জীবিত-কালের সঞ্চিত সমগ্র আশা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকে, অথচ স্থূলদেহের অভাবে একটী বাসনাও পূর্ণ করিতে পারে না; তীব্র যন্ত্রণায় তাহাকে কালাতিপাত করিতে হয়। শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য সমূহ পরলোকগত জীবাত্মার শীঘ্র ভোগদেহ-সম্পাদনের পক্ষে ( অর্থাৎ প্রেতলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় ভোগক্ষেত্র-লাভের পক্ষে ) বিশেষ সহায় হয়। কিন্তু আত্মঘাতীর পক্ষে ভোগদেহের প্রতি তীব্রবিদ্বেষ বশতঃ তদুদ্দেশ্যে ক্রিয়মান শ্রাদ্ধাদি বিন্দুমাত্র উপকারক হয় না, তাই বোধ হয় আত্মঘাতীর শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে যদি কোন যথাযোগ্য সত্যদর্শী (=ব্রহ্মদর্শী) সাধক আত্মঘাতীর পাপক্ষয়-উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পুনরায় যাহাতে ভোগদেহ লাভ করিতে পারে, সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া দৃঢ়সঙ্কল্পে প্রায়শ্চিত্ত ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান

করেন, তবেই উহার প্রেতলোক হইতে নিষ্কৃতিলাভ সম্ভব হ'তে পারে। যাহারা স্বাভাবিক ভাবে রোগাদির দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের মৃত্যুকালে দেহবিষয়ক আসক্তি প্রবলভাবে ফুটিয়া উঠে চিত্তক্ষেত্রে; কিছুতেই যেন প্রিয়তম দেহটী ছাড়িয়া যাইতে চায় না; এই প্রবল আসক্তিই মৃত্যুর পরে যথাসম্ভব শীঘ্র ভোগায়তনস্বরূপ একটী দেহের গঠন করিয়া লয়। ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি তাহার সেই ভোগদেহলাভের সহায়তা করে।

যাই হোক্ শাস্ত্র বলেন উপর্য্যুপরি সাতটী লোক—ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনঃলোক, তপঃলোক ও সত্যলোক। ভূর্লোকবসীদের কাছে ভূঃ-লোক—ভূমণ্ডল বা পৃথিবীই ইহলোক এবং ইহার উপর্য্যুপরি বাকি ছয়টী ভূমণ্ডলবাসীর কাছে "পরলোক"। ভূমণ্ডল-পৃথিবী-বাসীর জনগণের কাছে পৃথ্বীর খবর—ইহলোকের খবর নহে অবিদিত; কিন্তু ঐ ৬টী-লোকের অর্থাৎ পরলোকের খবর সবই অস্পষ্ট; তবে সর্ব্বদর্শী প্রত্যক্ষ-ঋষিদের উপদেশে পরলোক গুলির খবর বর্ত্তমান যুগের পৃথ্বীবাসী স্ব স্ব প্রতিভা বা সংস্কারবশে মাত্র-কতকটা অনুমান করিতে পারে। এই অনুমানসিদ্ধ-আন্দাজী পরলোক হয় পরোক্ষ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ। [ বিঃ দ্রঃ—পরোক্ষ = পরঃ ( দূর ) + অক্ষি অর্থাৎ সুদূর বস্তু যেখানে চর্ম্মচক্ষু চলে না ইহা ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান। প্রত্যক্ষ = প্রতি ( অভিমুখে, সম্মুখে ) + অক্ষি, অর্থাৎ নিকটবস্তু যেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নিচয় চলে; কথান্তরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান হয় যাহাতে, তাহাই প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ ]। এমতে ইহ-

লোকবাসী জনসাধারণকে "পরলোক"-চিন্তা আন্দাজেই করিতে হইবে; তবে ইহলোকের প্রত্যক্ষদর্শন সেই পরলোক-চিন্তায় সহায়তা করে প্রভুতভাবে সুধীসজ্জনকে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁরা জানেন স্থূল প্রত্যক্ষের আছে নিশ্চয়ই একটা সূক্ষ্মশক্তি ও তাহার কারণ। মাত্র সূক্ষ্মশক্তি ও কারণের লীলাক্ষেত্র এই পরলোক; পৃথিবীর ইহলোকবাসীকে 'তমোবহুলা—পৃথিবীর স্থূল প্রত্যক্ষকে-দেহকে ছেড়ে সূক্ষ্মশরীর নিয়ে যেতেই হয় সেই সূক্ষ্মক্ষেত্র পর-লোকে। মর্ত্ত্যবাসী মানুষের কাছে পৃথিবীই ইহলোক—ভূর্লোক; উপর্যুপরিস্থিত ভুবঃ-আদি ৬টী লোকই পরলোক, তার মধ্যে ভুবঃ-লোকের মাত্র অল্প কিয়দংশই মানুষের দৃষ্টিগোচর; তার উপরে স্বর্গাদি লোকগুলি মানুষের বহির্দৃষ্টিতে অগোচর।

পূর্ব্বালোচিত ব্রাহ্মণের গায়ত্রীমন্ত্রে এই তিনলোক ( ভূ ভুবঃস্ব ) ভর্গ হইতে উৎপন্ন ও মহাব্যাহৃতি নামে কথিত অর্থাৎ সপ্তব্যাহৃতির এই তিন লোক (=ভূঃ ভুবঃ স্বঃ )—ঘনত্বের ক্রম বৃদ্ধিতে পরিণত স্থূলতম ভূঃ-রূপ (=পৃথিবীরূপ্য ) পরিণামে। নির্গুণ নির্বিবশেষ অকথনীয় পরমাত্মক্ষেত্র হইতে অকস্মাৎ উদ্ভব এই সগুণ-বিশিষ্টও কথন-বা-বর্ণনাযোগ্য সপ্তস্তরের ব্রহ্মবস্তু; একই ব্রহ্মবস্তু মাত্র ঘনত্বের হ্রাস-বৃদ্ধিতে কথিত হয় সপ্তব্যাহৃতি নামে যেমন সূক্ষ্মের সূক্ষ্ম অর্থাৎ (১) সূক্ষ্মাতীত সত্যলোক, (২) সূক্ষ্মতম তপঃ-লোক, (৩) সূক্ষ্মতর জনঃ-লোক, (৪) সূক্ষ্ম মহঃ-লোক (৫) স্থূল স্বঃ-লোক (৬) স্থূলতর ভুবঃ-লোক এবং (৭) স্থূলতম ভূঃ-লোক।

প্রাকৃতিক নিয়মে সগুণব্রহ্মবস্তুতে চলিতেছে নিরন্তর ঘনত্বের

হ্রাস-বৃদ্ধিরূপ পরিবর্ত্তন। তাই ত্রিগুণাত্মক ( সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ) ব্রহ্মলীলাতরঙ্গের তমোগুণের আধিক্যের চরম অবস্থায় এই স্থূলতম-ভূঃ-লোকের পৃথিবীর সর্ব্ববস্তুই উপরোক্ত পরিবর্ত্তননিয়মানুসারে প্রত্যাবর্ত্তন (= ফিরে যেতে ) করিতে চায় বিলোম-গতিতে ( বিপরীত ) পূর্ব্বাবস্থায়—কথান্তরে স্থূলতমকে হ'তে হবে স্থূলতর→স্থূল→সূক্ষ্ম→সূক্ষ্মতর→সূক্ষ্মতম→সূক্ষ্মাতীত। স্থূলরাজ্যের স্থূলদেহবিশিষ্ট মানব-ও এই গতির অধীন এবং স্থূলত্বের চরমেই ঘটে পরলোকগমন—স্বর্গলাভ—মহাপ্রয়াণরূপ পরিবর্ত্তন বা লৌকিক ভাষায় মৃত্যু—ইহাই অনিবার্য্য মহাপরিবর্ত্তন। একটী দৃশ্য-স্থূলের অদর্শনে অবশিষ্ট দৃশ্যস্থূলকায় মানুষগুলি তথাকথিত "মৃতের" মুক্তির জন্য শোক-শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া করে পরম্পরাগত প্রথানুসারে। পরলোকগত জীবাত্মা তাহার সূক্ষ্মদেহটী (বায়বীয়—astral body) সহ উর্দ্ধগতিতে অনন্ত পরিসর ঐ ছয়টী লোকে ঘোরা-ফেরা করে ও আপন পথ খুঁজে বেড়ায় স্বাবলম্বনেই ; ইহলোকে থাকাকালীন স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মরাশির সংস্কারগুলি ( যাহা তাহার সূক্ষ্মশরীরে হ'য়েছিল সংলগ্ন ) তাহার সহচররূপে তাহার গতিবেগ বর্দ্ধন-হ্রাস করে অথবা বাধাও দিতে পারে ; ফলে তাহার গতির পরিবর্ত্তনে উর্দ্ধ-নিম্ন বা মধ্যম-লোকে স্থাপিত হয় ; জনঃলোকে পৌঁছে পুনর্জ্জন্ম নিতে হয় অথবা আরও উচ্চে উঠে যায় বিনা বাধায় তপঃ বা সত্যলোক ; সমস্তই নির্ভর করে সূক্ষ্মশরীরটীর ঘনত্ব-ভারত্ব ও সরলাসরল গঠন বৈচিত্র্যের উপর।

**(৭) পরলোকগত সূক্ষ্মশরীরীর শ্রাদ্ধতর্পণ**—পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক ধারণা বা অনুমানবশে মর্ত্ত্যবাসী ( ইহলোকের ) শ্রাদ্ধ-তর্পণ করে পরলোকগত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে। বর্ত্তমান যুগে লোকদেখানো বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ দ্রব্যসম্ভারের আয়োজনাদির ত্রুটী না হ'লেও কর্ম্মানুষ্ঠানটী একটী মৃতকর্ম্মে পরিণত; শ্রাদ্ধ-কারীর ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকিতার অভাব দৃষ্ট হয়। শব্দ-বিজ্ঞান বা ব্যাকরণ শিক্ষা দেয় শ্রাদ্ধ-শব্দের ও তর্পণ-শব্দের ব্যুৎ-পত্তিগত অর্থ এইরূপ—শ্রদ্ধা = শ্রৎ ( সত্যং )+ধারণ করা অর্থে √ধা+ঙ ভা+স্ত্রিয়াং আপ্; শ্রাদ্ধ = শ্রদ্ধাশব্দ+দানার্থে ষ্ণ— মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন-জল বস্ত্রাদি শুদ্ধ চিত্তে অনুষ্ঠিত দানকার্য্য; ইহাকে-পিতৃকৃত্য বা পিতৃযজ্ঞও বলে। তর্পণ-শব্দটী নিষ্পন্ন প্রীত হওয়া অর্থে √তৃপ+অনট্ ভা; অথবা আরও, প্রীত করা অর্থে ণিজন্ত √তৃপ=√তর্পি+অনট্ ভা। এমতে বলা চলে যে, মাত্র সতিল গঙ্গোদক মৃতপিতৃপুরুষকে দান করিলে তাঁরাও যেমন তৃপ্ত হ'ন, তর্পণকারীও তেমন তৃপ্ত হয় অর্থাৎ উভয়পক্ষই তৃপ্ত এই তর্পণকর্ম্মে।

মনুষ্যসমাজে মনুষ্যত্বের মান সম্বন্ধে জ্ঞানহীন নির্ব্বোধ নাস্তি-কদের প্রবাদ,—"মরা গরুতে ঘাস খায় না" অর্থাৎ মানুষ মরিয়া গেলে তাহার শ্রাদ্ধাদি করা বৃথা; কারণ পশুতুল্য নাস্তিকরা মানুষ-কেও পশু বা গরুর সামিল মনে করে। তাহারা জানে না মনুষ্যত্ব বা Humanity = পশুত্ব বা Animality + বিচারশক্তি বা Ra-tionality। বিবেকিতাই মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য। মাত্র এই সূত্রটী

ধরিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির উপদেশের কথা বাদ দিলেও, কেবল মনুষ্যতার-মানবতার মর্য্যাদা রাখিতে হইলে ইহা স্বীকার্য্য যে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ কৃতজ্ঞের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিক উপকারক উপকৃতের সকাশ হইতে বিনিময়ে কিছু পাইতে না চাহিলেও, উপকৃতের প্রাণ কৃতজ্ঞতা অন্ততঃ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। এস্থলে এই উক্তিটীর লক্ষ্য এই, সন্তান উপকৃত ও পিতৃপুরুষ উপকারক। মনুষ্যসমাজে সন্তান তাহার পিতামাতার নিকট খুবই ঋণী ; নাস্তিকরাও ইহার ব্যতিক্রম নহে। আরও তাদের কথায়—মরা মানুষে পিণ্ড ভক্ষণ করে না, ইহা যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত কথা নহে। সূক্ষ্মশরীরী পিতৃগণ ভাবগ্রাহী ; তাই ইহলোকের শ্রদ্ধার স্থূলদ্রব্য গুলির সারতম সামগ্রীর সূক্ষ্ম ও কারণ-অংশ যে তরঙ্গাকারে পৌঁছাতে পারে তাহা সুধীজন মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে বর্ত্তমান যুগে, যখন ভাবিবেন তিনি Radio বা স্থূলবেতারবার্ত্তা-প্রেরক যন্ত্রের কথা ; সব দেশের সব শব্দগুলিই ব্যোমদেশ মাধ্যমে তরঙ্গাকারে সবদেশেই অহরহঃ ভাসমান্ ; যন্ত্রস্থ যে-দেশের কাঁটা ঘোরানো হবে সেই দেশেরই শব্দতরঙ্গ ধরা যাবে। ইহা প্রত্যক্ষ ও পরিলক্ষিত, যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত তাহাতে নাই কোন তর্কের বা বিচারের অবসর। আবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সন্তান তাহার পিতৃগণের খাস অংশ ; সুতরাং পরম্পরাগত মাত্র একটী বীজরূপে পরিচ্ছিন্ন অবস্থায় আসিয়া পৃথক সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া মোহবশতঃ অজ্ঞান-অবিদ্যা বা ভ্রম-ভ্রান্তিতে তাহার আদি পূর্ব্ব-

পুরুষকে বিস্মৃত হওয়া নরাধম পশু মনোবৃত্তি ছাড়া আর কি হ'তে পারে ? তাদের কল্যাণ নিশ্চয়ই সুদূরপরাহত।

শেষে সামাজিক দৃষ্টির বিচারেও দেখা যায়, একটী সুদীর্ঘ সমাজশৃঙ্খলে বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তি পুর্ব্ব আপনবংশ পরিচয় ভুলিয়া গেলে, তাহার নিশ্চিত হয় দুর্দ্দশা; শিকলের একটী বিচ্ছিন্ন কড়ার মত অর্থাৎ সমাজে হয় উপেক্ষিত, অবহেলিত ইত্যাদি।

আরও যুক্তি এই যে ভারতীয় আর্য্যঋষিদের বহুলশঃ কথিত ভূতগ্রামের প্রতিটীর যে স্ব স্ব তেজঃ, জ্যোতিঃ বা ইদ্ধ (=অপ্রতি-হত দীপ্তি) প্রভৃতি শব্দ তাহার মাত্র-কিঞ্চিৎ আভাসকে অনুমান করিয়া বর্ত্তমানের আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলেন Radio-activityর কথা। তাঁদের কথায় "Radio-activity is the property of emitting rays or masses of particles which are chemically active, which produce electric effect and which act on the human body"; ইহার অর্থ—রাসায়নিক ক্রিয়াসম্পন্ন. অস্বচ্ছপদার্থ-ভেদক তড়িতপদার্থ বিকিরণ করার ক্ষমতাযুক্ত, বৈদ্যুতিক ক্রিয়া-সম্পন্ন ও মানবদেহে বিশেষ ক্রিয়াসম্পন্ন তেজঃরশ্মি তথা তেজস্কণা বিকীর্ণ করার শক্তি বা ক্ষমতা = Radio-activity। এই শক্তি সর্ব্ববস্তুরই আছে; ইহারই সাহায্যে অস্বচ্ছ পদার্থ-কেও ভেদ করিতে পারে অল্পবিস্তর তাহারা—ঐ বস্তুরা। অতএব আশা হয় এই সমস্ত যুক্তি ও বিচার বিভ্রান্ত নাস্তিক-বাদকে করিবে সংশোধিত এবং শ্রাদ্ধতর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞে সংশয়-

সন্দেহবাতায় দোলায়িত জনকে করিবে দৃঢ়চিত্ত ও বিশ্বাসবান্। বেদবিজ্ঞানে সেই পিতৃযজ্ঞ পরম্পরাগত জগচ্চক্রের প্রবর্ত্তক এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ; অবশ্য মনে রাখিতে হইবে—যজ্ঞ নামে কেবল অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ ব্যাপার নহে। ইহার প্রধান উপকরণই শ্রদ্ধা ; শ্রদ্ধা = শ্রৎ ( সত্যম্ ) ধীয়ত ইতি শ্রদ্ধা। মনোবৃত্তির যে অংশ প্রত্যয় বা প্রতীতিরূপে সত্যকে নিয়ত রাখে ধারণ করিয়া, তাহাই যথার্থ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য ; ইহাই আস্তিক্যবুদ্ধি, শাস্ত্র ও আচার্য্যগুরুবাক্যে বিশ্বাস, দৃঢ়প্রতীতি, দৃঢ়প্রত্যয়। শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়জ্ঞান প্রায় একই বস্তু। সংশয় থাকিতে নিশ্চয়জ্ঞান হয় না। সাধারণতঃ মনে হয়—মানুষ অপরে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে করে শ্রদ্ধা, বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে ; শ্রদ্ধাদেবী তাহার নিজেরই ভিতরের জ্ঞানেরই একটা অপূর্ব্ব অবস্থা, উহা সত্যরূপে নিঃসংশয়রূপে পায় প্রকাশ। আত্মাই পরমার্থতঃ সত্যপদার্থ ; অতএব যাঁহার আছে ( আত্মার ) অন্তরের ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা, তাঁহারই আছে শ্রদ্ধা। যাঁহার আত্মা (= অন্তর ) বা আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত চিত্ত যৎপদার্থকে পারে না গ্রহণ করিতে, তৎপদার্থে হয় না তাঁহার শ্রদ্ধা। মাত্র এই সূত্রটী অবলম্বনে বলা চলে যে শ্রাদ্ধকারী সন্তান—আত্মজ, তাহার পিতৃপদার্থকে নিশ্চয়ই করে ( বিনা দ্বন্দ্বে ) গ্রহণ এবং সুতরাং সেই পিতৃপদার্থে পিণ্ডাদিরূপ শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই হওয়া স্বাভাবিক ; ইহার ব্যতিক্রম ব্যাপারকে বলিতে হইবে অস্বাভাবিক। রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয় দ্বারা সঙ্কুচিত সত্ত্ব বা চিত্ত আত্মার

প্রতিবিম্ব পূর্ণভাবে গ্রহণে অসমর্থ; তাই সঙ্কুচিতচিত্ত পুরুষ স্থূলপ্রত্যক্ষগম্য পদার্থ ছাড়া কোন সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারে না। হওয়া ও জানা, এক কথা ( To know is to become ); যিনি যে ভাবে ভাবিত হয়েন তিনি সেই ভাবকে জানিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার সেই ভাবে হয় শ্রদ্ধা। অতএব "বিনা শ্রদ্ধাতে জ্ঞান হয় না"—এ কথাও সত্য, আবার বিনা জ্ঞানে শ্রদ্ধা হয় না—এ কথাও মিথ্যা নহে। শ্রাদ্ধতর্পণাদি ব্যাপার বিচারে বলা যায় পিতাসম্বন্ধে পুত্রের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং পিতার প্রতি শ্রদ্ধাও স্বতঃসিদ্ধ; এমতে শ্রদ্ধার বৃদ্ধিতে নিশ্চয়ই হবে জ্ঞানের বৃদ্ধি—কি ব্যবহারিক জ্ঞান, কি পারমার্থিক জ্ঞান। সুতরাং শ্রাদ্ধে লাভবান হয় শ্রাদ্ধকারী নিজেই প্রত্যক্ষ ভাবে; পরলোকে থাকিয়া পিতৃপুরুষ ( পরোক্ষে প্রদত্ত পরস্পর আদানপ্রদানের সাধারণ নিয়মানুসারে ) দ্বিগুণ বা বহুগুণ শুভেচ্ছার ও শুভাশীষের পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধিই করেন শ্রাদ্ধকারী সন্তানের শিরে। এইরূপে সুখ পাইলে সন্তান কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় স্বেচ্ছাক্রমে, কারণ সুখপ্রাপ্তিই কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ; ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতারূপ কৃতি হইতে আসে কর্ম্মে নিষ্ঠা; এবং আরও তাকে বলে নিষ্ঠা যাহা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্ম; এইরূপ নিষ্ঠা হইতেই উৎপন্ন হয় দ্ধা। কথান্তরে কৃতি-সন্তান মাত্রই হয় শ্রদ্ধাশীল।

হিন্দু সন্তানের নিকট তাহার জন্মদাতা পিতা একান্ত "সত্য" এমন কি নাস্তিক হিন্দু সন্তানেরও তাই—ইহা অস্বীকারের উপায়

নাই। আবার হিন্দুর সংস্কৃতভাষাবিজ্ঞানে দেখা যায় এই "সত্য" শব্দের ছয়টী প্রতিশব্দের মধ্যে একটী প্রতিশব্দ (=Synonym) "শ্রৎ", এই "শ্রৎ" বা সত্য যাহাতে হয় ধৃত অথবা সত্যকে যদ্দ্বারা যায় পাওয়া তাহাই শ্রদ্ধা ; নিঘণ্টু নির্বচনে "সত্যে যাহা হয় ধৃত, সত্য যাহার আশ্রয় (=অধিষ্ঠান) অর্থাৎ, বুদ্ধি-অধিদেবতা", শ্রদ্ধার এইরূপ নিরুক্তি করা হইয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইল সন্তানের নিকট তাহার জন্মদাতা পিতা, পিতা যেমনই হউন না কেন, সততই শ্রদ্ধার পাত্র। অতএব, দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করিয়া অনুমোদন করা হইল হিন্দুসন্তানকে তাহার একান্ত চিরশ্রদ্ধার পাত্র মৃত পিতার ও পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণাদি অতি অবশ্যই করিতে হইবে পূর্ণ শ্রদ্ধাসহকারে, কারণ পিতৃক্ষেত্রে তথা সত্যক্ষেত্রে শ্রদ্ধামনোবৃত্তির হ্রাস-বৃদ্ধির প্রশ্নই আসে না; অন্যথায় সন্তান ব্যভিচারদোষে হবে দুষ্ট, অবশ্য অন্যত্র যেমন শ্বশুর-শিক্ষাগুরু-দীক্ষাগুরু প্রভৃতিতে সম্ভব শ্রদ্ধার হ্রাসবৃদ্ধি। অন্নময়কোষ-স্থূলশরীরে ভোজনেচ্ছা ( ক্ষুধা ) যেমন, তেমন সূক্ষ্মশরীরেও ( বিজ্ঞানময়কোষ+মনোময়কোষ+প্রাণময়কোষ ) এবং কারণশরীরেও (=আনন্দময়কোষ ) থাকে সেই ভোজনেচ্ছা বা **ক্ষুধা**। ক্ষুধা বলে কাকে ? স্থূলশরীরে যেমন রসরক্তাদি ধাতুর অপচয়জন্য যে অবসাদ আসে, ঐ অবসাদ দূর করিতে আহার গ্রহণের যে এক অপূর্ব্ব স্বসম্বেদ্য আকর্ষণী শক্তি তাহাই **ক্ষুধা**। এবং তৃষ্ণাও প্রায় তাই ; ইহা মাত্র জলপানেচ্ছা। অন্নময়কোষ বা স্থূলদেহের যেমন স্থূল অন্ন আহার, তেমন বিজ্ঞানময়

(=বিশিষ্টজ্ঞানের) কোষের আহার জ্ঞান, মনোময়কোষের আহার চিন্তা ও প্রাণময় কোষের আহার জীবনীশক্তি, এবং আনন্দময়কোষের আহার প্রীতি-হর্ষ ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ থাকে মানুষের যে-গুণ প্রধান মন লইয়া মৃত্যু হয়, পুনর্জ্জন্মকালে তাহার মন তদ্‌গুণ-প্রধান হয়; শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির পূর্ববজন্মের কথাও মনে পড়ে।

সামাজিক রীতিতে শ্রাদ্ধতর্পণক্রিয়া ব্যয়সাপেক্ষ হ'লেও, শ্রাদ্ধকারীর অন্তরের শ্রদ্ধা থাকিলে বিনাব্যয়েই সুচারুরূপে পিতৃশ্রাদ্ধতর্পণ লোকাচারের শ্রাদ্ধাদি অপেক্ষা আরও সুষ্ঠু-ভালভাবেই সম্পন্ন করা যায়। পিতৃদত্ত শরীর ও মনের ভিতরই আছে শ্রাদ্ধের উপচারাদি, বাহির হইতে আয়োজনের প্রয়োজন হয় না, যেমন গঙ্গোদকের স্থলে কাতর ভক্তিমান্ সন্তানের ভক্তি বিগলিত অশ্রু—চোখের জল পরমপবিত্র—উহা স্বর্গঙ্গার নির্ম্মল জল; ঐ জল ব্যতীত পিতৃকুলের হয় না তোষ; তাই যথার্থ শ্রাদ্ধে চাই সন্তানের অকপট ভক্তিশ্রদ্ধাশ্রু; আর, শ্রাদ্ধকারী সন্তানের সূক্ষ্ম মনোবৃত্তিগুলিই যেন স্থূল বাহ্যিক অন্ন; প্রকৃত প্রস্তাবে স্থূল অন্নের দ্রব্যসম্ভারগুলি নকল কৃত্রিম অন্ন যাহা শ্রাদ্ধান্তে প'ড়েই থাকে; এবং আরও হয় অহিন্দু ও নাস্তিকদের কুতর্কের সম্বল। এক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে মাত্র লোকদেখানো আড়ম্বরের জন্য অন্যের নিকট অযথা সাহায্যপ্রার্থী না হইয়া সাধ্যানুসারে দ্রব্যসম্ভারের আয়োজনও সূচনাকরে সন্তানের চিত্তের অকপটতা এবং তাহার স্বোপার্জ্জিত সঞ্চিত কোষভাণ্ডার হইতে

সে সাধ্যমত করে কতটা ত্যাগ ও উৎসর্গ। আবার স্বোপার্জ্জিত সঞ্চিতধন গোপন করিয়া অনুদারভাবে আয়োজনাদিতেও শ্রাদ্ধকর্ত্তার মনোবৃত্তিতে সংলগ্ন হবে কপটতার সমুচিত ময়লা—ইহাও তাহার স্মর্ত্তব্য।

পরলোক ব্যাখ্যাবসরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শব্দ ব্যাখ্যাত; এই শ্রাদ্ধতর্পণক্রিয়া বাহ্যদৃষ্টিতে পরলোকগত পিতৃপুরুষের পূজা পরোক্ষ হলেও, শ্রাদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষবৎ করাই শ্রাদ্ধকর্ত্তার কর্ত্তব্য অর্থাৎ অপরোক্ষ করা বা স্পষ্ট করা চাই; যেন তাহার ভক্তিহিমে জমাট বেঁধে পরলোকের পিতৃপুরুষ সন্তানের শ্রদ্ধায় দেওয়া পত্রং পুষ্পং-ফলং-তোয়ং গ্রহণ করিতে প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হ'য়েছেন সন্তানের সম্মুখে। পরোক্ষকে অপরোক্ষ ( প্রত্যক্ষ ) করাই প্রকৃত পিতৃপূজা; অর্থাৎ সন্তানের চাই অনুভূতি—অন্তর্বেদন তবেই হবে তাহার অপরোক্ষানুভূতি। নচেৎ সাধনার পথে প্রত্যক্ষতা না আসিলে সাধকের সিদ্ধি হয় না খরতর; মাত্র অনুমানের উপর সাধনা কতদিন চলে? অতিশয় ধীর ও সহিষ্ণু ব্যক্তিরও শেষে আসে অশ্রদ্ধার ভাব; সুতরাং অপরোক্ষানুভূতি বা প্রত্যক্ষতার একান্ত প্রয়োজন। সাধনারাজ্যে কল্পনা বা অনুমানের নাই স্থান; অপ্রত্যক্ষের উদ্দেশ্যে হয় না কোনই সাধনা; প্রত্যক্ষতাই সাধনার প্রাণ। [ বিঃ দ্রঃ শ্রাদ্ধ-তর্পণরূপ পিতৃদানমন্ত্র—প্রধানমন্ত্র "স্বধা"; উহার মানে, যে মন্ত্রটী (=সন্তানের মননবাক্যটী) ধারণ করে "স্ব"-কে অর্থাৎ আত্মাকে; এতদ্বারা আত্মজ—সন্তান ও তাহার জন্মদাতা

পিতারূপ "স্ব"-কে—সূক্ষ্ম আত্মাকে ধারণ করার কথা উচ্চারণ করিয়া আপনসম্পর্ক অর্থাৎ আত্মা-আত্মজের যোগসূত্র বজায় রাখা সূচক বাক্য করিতেছে উচ্চারণ। ঋগ্বেদ বলেন—সৃষ্টপদার্থ সমূহের মধ্যে কতিপয় "রেতোধা" অর্থাৎ বীজভূত কর্ম্মের বিধাতা (=কর্ত্তা বা ভোক্তা) এবং কতিপয় "স্বধা" (অন্ন বা ভোগ্য)। জীবসমূহ কর্ত্তা ও ভোক্তা, এবং আকাশাদি ভূতপঞ্চক ও ভৌতিকপদার্থজাত ভোগ্য। শ্রাদ্ধতর্পণকথার সমাপ্তিতে বলা যায়—জগতে যাহারা যথাশাস্ত্র পৈত্রকার্য্যের করে অনুষ্ঠান অন্তরের সহিত, তাহারা এই দুঃখসুলভ ইহলোকের সংসারে থাকিয়াও সুখশান্তিতে পরমশ্রেয়োলাভ করিতে পারে। শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ (মন+বুদ্ধি+চিত্ত+অহঙ্কার) এবং বাহ্যকরণ সমূহে (৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয়+৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয়)-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ হ'ন প্রসন্ন ও পরিপুষ্ট এবং তাহারই ফলে হয় সত্যোপলব্ধি। মনে রাখিতে হইবে, পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ নিত্যতৃপ্ত, তাঁহারা শ্রাদ্ধতর্পণের ভিখারী নহেন; তবুও তাঁদের পরিত্যক্ত-সন্তানদেরই মঙ্গলের জন্য সন্তানবাৎসল্য-বশতঃ যেন তাঁরা বলেন, "ওরে মুগ্ধ সন্তান! দে, অর্পণ কর, যা পারিস্—অন্ততঃ একটু জল, তাই দে, আমি উহাই আদরে আহার করিয়া থাকি। জিনিষের দিকে, পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখিস্ না, শুধু ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিতে চেষ্টা কর, তাতেই আমাদের পূর্ণ পরিতৃপ্তি।" পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ মহাপ্রাণ-রাজ্যের বাসিন্দা; ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের জন্য তাঁহারা কখনও চান

না স্থূল অন্নজল ; তাঁহারা ভাবগ্রাহী। সুধীসজ্জনদের জানা উচিত অন্নজলের তিন অবস্থা আছে, যেমন স্থূলাংশ যাহা মলমূত্ররূপে দেহ হইতে নির্গত হ'য়ে যায় ; সূক্ষ্মাংশ যায় দেহীর রক্তরস পরিপূরণে ব্যবহৃতহয় এবং সূক্ষ্মাতীত কারণ-অংশ যায় ভোক্তা ব্যষ্টি প্রাণের মাধ্যমে মহাপ্রাণে মিলিয়ে যায়; এবং মহাপ্রাণের বাসিন্দারা বিনিময়ে বর্ষণ করেন কল্যাণের পুষ্পবৃষ্টি ! এইভাবেই চলিতেছে জগচ্চক্র নিরন্তর ! চক্রের বিড়ম্বনায় চক্রস্থ সবারই বিড়ম্বনা ; হতাশ হবার কিছুই নাই ; ইহাই মৃতের সন্তানদের প্রতি সতর্কবাণী। শ্রাদ্ধতর্পণাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যবহারিক জগতে বিনিময় এবং আধ্যাত্মিক জগতে বন্ধন। আধ্যাত্মিক জগতের কথা বাদ দিলেও, নাস্তিকদের কথায় শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মরূপ চিরপ্রচলিত প্রথাটী---প্রথাহিসাবেও, শিথিল বা বর্জ্জন বা লোপ করিলে সমাজে ক্রমশঃ পিতাপুত্রের কৃতজ্ঞ-কৃতকারের মধুর সম্পর্কও হবে শিথিল ; ফলে বংশধরগণ স্ব স্ব পিতৃপুরুষে শ্রদ্ধাশীল না হ'লে জগত অশান্তি অমঙ্গলে হইবে অস্বস্তিকর ও অস্বস্থ। "উপকারো জগত্তাতো বিশ্বস্য জননী দয়া" অর্থাৎ জগৎপিতা জগদীশ্বরই উপকারক এবং বিশ্বজননী জগন্মাতাই দয়ার মূর্ত্তি !!!

প্রতিভাসম্পন্ন মানবকুল তাঁদেরই জীবশ্রেষ্ঠ সন্তান ! অতএব, কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ জগৎপিতা জগন্মাতার জীবন্ত বিগ্রহ যে মানবীয় পিতামাতা, তাঁদের ও তৎপূর্ব্বপুরুষদের ইহলোকে অবর্ত্তমানে তাঁদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণরূপ যথাসাধ্য অন্নজল উৎসর্গ করা একান্ত ও অবশ্য কর্ত্তব্য।

---

# "উপনয়নে উপহার" ২য় ভাগ

## ( ব্রাহ্মণোপাধিক বিভাগ )

## পরিশিষ্টাংশ ঃ

পুস্তকের প্রথম ভাগের (ব্রাহ্মণ প্রবেশিকা কথার) ৭১।৭২ পৃঃ উপদিষ্ট "সায়ং সন্ধ্যা নাস্তি" দিবস গুলির তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্ম নিম্নে ঃ—

**(১) "সায়ং সন্ধ্যা নাস্তি"** ইহার অর্থ সংক্ষিপ্তরূপে সায়ং-সন্ধ্যা করা। গায়ত্রীজপ, বেদমন্ত্রপাঠ। সংক্রান্তি, পক্ষান্ত, দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধদিবসে; পূর্ব্বে নানারূপ দৈব ও পৈত্র কার্য্যে সম্পূর্ণ দিবস থাকিতে হইত ব্যস্ত। উহার পরে প্রাণায়ামাদি কষ্টসাধ্য কর্ম্ম করা স্বাস্থ্যসম্মত নহে। সম্ভবতঃ ইহা বিবেচনা করিয়াই এই নিয়ম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। অন্য কোন কারণ অজ্ঞাত। কর্ম্মোপ-দেশিনীতে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ সূচক নিম্নোক্ত বচন আছে ঃ—

"সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥"

[ অধ্যাপক শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর এম. এ; জৈন রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ বৈশালী, মজঃফরপুর, বিহার কর্ত্তৃক সংগৃহীত ]।

বিঃ দ্রঃ পিতৃহা = পিতৃপুরুষ হত্যাকারী হয় সে যে নিষিদ্ধ দিবসে সায়ংসন্ধ্যা করে। শ্রাদ্ধকারী আত্মজ (= পুত্র সন্তান), প্রত্যক্ষপরিষ্কার আত্মা তাহার প্রাণস্বরূপ তাহার পিতৃপুরুষ;

সুতরাং অন্যকর্ম্মে শ্রমজনিত শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহে প্রাণায়মাদিতে আপন ব্যষ্টি প্রাণবায়ুরই কষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অতএব সমষ্টি প্রাণরূপ পিতৃপুরুষকেও দেওয়া হয় কষ্ট ; কথান্তরে হত্যা করার সামিল। ]

(২) **গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম** —এই ত্রিতয় মন্ত্রটী প্রায়শঃ হয় ব্যবহৃত, বিশেষ মরণোপলক্ষে। একই বস্তুর তিন অবস্থায় তিন নাম। নিম্নে দেয়া যায় বিশেষ ব্যাখ্যা ঃ—

( ক ) **"গঙ্গা"** —স্বনামপ্রসিদ্ধ নদী গঙ্গা—ভাগীরথী—জাহ্নবী. এঁর ভৌগলিক ও পৌরাণিক কথা বাদ দিয়ে মাত্র ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ আলোচনা করা যায় এখানে—ব্যাকরণের বিশ্লেষণে দেখা যায় গঙ্গা = গম্ + গা। "গম"-শব্দ = যাওয়া অর্থে √গম + অল্ ণ ; গম মানে পথ। "গম"-শব্দ + ডো ক = "গো"-শব্দ এই "গো"-শব্দের বহু অর্থের মধ্যে এখানে প্রাসঙ্গিক মাত্র তিনটী অর্থ লওয়া যাক্, (i) চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, (ii) পৃথিবী, (iii) জল ! আদিতে সেই গমন করা অর্থে √গম্ হইতেই "গম"-শব্দ যার মানে "পথ", এবং তাহা হইতে আবার "গো"-শব্দ যার মানে ইন্দ্রিয় বা অনুভব-পথ। "গো"-শব্দের দ্বিতীয়ার এক বচনে গাং ; (১) গো-শব্দের মানে পৃথিবী ধরিলে "গঙ্গা" শব্দের মানে দাঁড়ায় এই, যিনি ( ব্রহ্মলোক হইতে ) পৃথিবীতে গমন করেন তিনিই "গঙ্গা" (= ভারতের ভৌগলিক গঙ্গা )। (২) "গো"-শব্দে ইন্দ্রিয়পথ ধরিলে "গঙ্গা"-শব্দের মানে দাঁড়ায় এই,—ইন্দ্রিয়াতীত যে নিরঞ্জন পরমাত্মক্ষেত্র তথা হইতে ইন্দ্রিয়পথে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া

( চক্ষুঃ-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক ) বিষয়গোচর যে জ্ঞান তাহাই "গঙ্গা"। (৩) "গো"-শব্দে জল ধরিলে "গঙ্গা"-শব্দের মানে দাঁড়ায় এই—জলের আশ্রয় যে "নারায়ণ" ( ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত ) সেই নারায়ণসূত্র ধরিয়া দেখা যায় দ্রবীভূত বিষ্ণু-নারায়ণই গঙ্গা ; বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বানুপ্রবেশকারী, সুতরাং সূক্ষ্মবায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মাতীত বিষ্ণু-বস্তুটা তাঁরই স্বেচ্ছায় ( ইচ্ছা = 'Mood' Temperament or Temperature ) ক্রমঘনীভূত হওনের সময় প্রথম স্থূল তরল জলাকার ধারণ করেন তখনই দ্রবীভূত বিষ্ণুর নাম হয় গঙ্গা। ইহাই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ; ইহারই অবলম্বনে জনসাধরণের বোধসৌকর্য্যার্থে পুরাণশাস্ত্রকারগণ লিখেছেন উপাখ্যান যে, শিবের গীত শুনিয়া বিষ্ণু আনন্দে বিভোর হ'য়ে গেলেন ব'লে—( দ্রবীভূত ) অর্থাৎ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে ঘর্ম্মার্ত্ত বিষ্ণুর ঘর্ম্মবারি ধরিলেন আপন কমণ্ডলুতে ব্রহ্মাঠাকুর। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গানামে খ্যাতা।

বিষ্ণুর লঘুত্তম আকাশীয় অবস্থা হইতে ঘনত্বের ক্রম বৃদ্ধির ফলে তরল-অবস্থায়-আগমন। বিষ্ণুবস্তুটাই "গঙ্গা",—প্রথমে নামিলেন স্বর্গে—স্বর্গঙ্গা বা স্বর্গগঙ্গা বা মন্দাকিনী নামে ( অর্থাৎ এই স্বর্গধামের সুখসুবিধা ছেড়ে অন্যত্র না-যাইবার ইচ্ছায় এখানে মন্দগতিশীলা ও ফোয়ারার মত ঊর্দ্ধগতিসম্পন্না অর্থাৎ তাঁর উৎপত্তি স্থানেই প্রত্যাগমনেচ্ছায় ঊর্দ্ধগতি হওয়াতে উত্তরবাহিনী-গঙ্গা নাম। মর্ত্ত্যে নেমে ঐ নৈসর্গিক ঘটনা যেখানেই ঘটে অর্থাৎ নদীর স্বাভাবিক নিম্নগতি ( দক্ষিণদিকে ) ছেড়ে মর্ত্তধামের

যেখানে ঊর্দ্ধ বা উত্তরদিকে—আপন উৎপত্তিস্থান হিমালয়াভিমুখে বক্রগতিতে প্রবাহিত হয় নদীটা সেই স্থানকেই ধর্মজ্ঞানে মর্ত্ত্যবাসী পবিত্রতীর্থরূপে করে কল্পনা, যেমন উত্তরপ্রদেশের কাশী বা বারাণসীক্ষেত্র। ইহা **ভৌমকাশী** ; এবং স্বর্গে যেখানে আকাশীয় বিষ্ণুবস্তুর প্রথম প্রকাশ জলাকারে মন্দাকিনী নামে সেস্থানকে বলা যায় **ব্যোমকাশী**।

সমাপ্তিতে বলা যায় এই ভৌমকাশী ও ব্যোমকাশী ছাড়াও প্রতিটী মানবেই আছে কাশীক্ষেত্র যাহাকে বলা যায় **জীব-কাশী**। শাস্ত্রকথায় যেখানেই উত্তরবাহিনী গঙ্গার তীরে শিবলিঙ্গ (=বিশ্বনাথ) ও অন্নপূর্ণার সমাবেশ সেই স্থলখণ্ডই কাশীখণ্ড; এই সূত্রে মানবদেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান বিবেকজ জ্ঞান বা অন্তরাত্মাই যেন **বিশ্বনাথ** ; জগতের জাগতিক নানা বিষয়ের ভাবরাশিরূপ আহারবা অন্ন আহরণকারিণী মনঃ (মানসীদেবী,—ইন্দ্রিয়রাণীরূপ **অন্নপূর্ণা** ; এবং সেই উচ্চস্তরীয় মুমুক্ষু মানবের বিমল বিশুদ্ধ ঊর্দ্ধস্রোত জ্ঞানপ্রবাহরূপ **উত্তরবাহিনীগঙ্গা**—এই তিনের সমাবেশ যে মানবহৃদয়েই হয় তাহাকেই বলা চলে **জীবকাশী**।

(খ) 'নারায়ণ" :—ইতিপূর্ব্বেই পুস্তকের পৃঃ ৬১ যথাসাধ্য-যথাজ্ঞান বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে "নারায়ণ"-শব্দের।

(গ) "ব্রহ্ম" :—সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই সত্য বা "ব্রহ্ম" ; নিষ্ক্রিয়নির্গুণ-নিস্তরঙ্গ-নিরঞ্জনব্রহ্মের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্ফুরণ এই বিষ্ণু ; ব্যাপনকর্ম্মে ও অনুপ্রবেশকর্ম্মে ইচ্ছার পরিণাম এই পরিদৃশ্যমান

জগৎ। নিত্যসত্তা ব্রহ্ম বা মহাবিষ্ণুর শক্তিই "নারায়ণ" ;বিষ্ণু সগুণ ও সর্ব্বশক্তিমান্। ব্রহ্ম অরূপ এবং সর্ব্বকারণ-কারণ, তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি বিষ্ণু-নারায়ণও অরূপ ; অরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ যেন বিষ্ণু-নারায়ণ শক্তি, আবার এই শক্তিও তাঁর কারণের মতই অরূপ অর্থাৎ অদৃশ্য ; শক্তির কার্য্য দেখিলে তবে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নারায়ণশক্তির কার্য্যরূপে স্থূলরূপে এই রূপবতী পরিদৃশ্যমতী স্রোতস্বিনী, কোথাও-কোথাও উত্তরবাহিনী "গঙ্গা" ঃ

উপসংহারে বলা যায় প্রাচীন আর্য্য-ঋষিদের সুচিন্তিত এই ত্রিতয় মন্ত্রটী সুপ্রতিষ্ঠিত এক বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর। গঙ্গারূপ স্থূল কার্য্য অবলম্বনে অগ্রসর হ'তে হবে সূক্ষ্মশক্তি বিষ্ণু-নারায়ণমাধ্যমে; আরোহণ ক'রতে হবে সেই আদিকারণ ব্রহ্ম-মন্দিরের—মুক্তি মন্দিরের চূড়ায় মুমুক্ষু সাধককে।

(৩) "তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং"—পুস্তকের ১ম্ ভাগের ২২পৃঃ লিখিত ব্রাহ্মণ মাত্রেরই সুপরিচিত আচমন মন্ত্রটীর গূঢ় তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় বলা যায় এইরূপ যথা ঃ—

(ক) নিষ্ক্রিয় নির্গুণ-নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকরূপ সগুণ অংশ ব্রহ্মই হ'ন বিষ্ণুঠাকুর ; সেই বিষ্ণুর (=তদ্বিষ্ণোঃ) পদ ঃ গমন করা অর্থবোধক √পদ+অল্ ণ=পদ, সর্ব্বব্যাপক বিচরণশীল বিষ্ণুবস্তুর অসংখ্য—অনন্ত পদ অর্থাৎ এই পরিদৃশ্য-মান বিশ্বে প্রপঞ্চরূপ আশ্রয় ও বিষ্ণুশক্তিরূপ আশ্রিতের সংযোগস্থল যেন সেই পদ ব্রহ্ম-সত্তার বিষ্ণুশক্তি। এই স্থূল-সূক্ষ্ম পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বপ্রপঞ্চ বিষ্ণুর যেন "অপরম"-পদ,

যাহার সাহায্যে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন বিষ্ণু সর্ব্বদা-সর্ব্বত্র সর্ব্বথা এই বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং তাঁর "পরম"-পদটা আছে সংশয় সাধারণ্যে অদৃশ্য তাঁহার সেই উৎপত্তিস্থানরূপ নির্গুণ-পরম-বা-চরম-বা-কারণ ব্রহ্মে। ( খ ) সেই সাধারণ্যের অদৃশ্য "পরমপদ"-টী দেখিতে পান বেশ সুস্পষ্টভাবে তাঁরাই যাঁরা সুরি, অর্থাৎ জ্ঞানদাতা শিবের কৃপায় যাঁদের জ্ঞাননেত্র হ'য়েছে বিশেষভাবেই উন্মীলিত। তাঁরাই ঋষি তাঁরা সদাই নির্নিমেষ নেত্রে সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন সেই সগুণব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের সংযোগস্থলরূপ পরম-পদ; এইটীই সর্ব্বকারণ—কারণপদ—সর্ব্বপ্রপঞ্চেরই উৎস। সর্ব্বময় বিষ্ণুই সগুণ ব্রহ্ম, যেন নির্গুণ ব্রহ্মের বহির্ব্বাসরূপ বহির্ব্বাহ ( exosmosis )। আরও, গত্যর্থক √ঋষ হইতে উৎপন্ন এই ঋষি-শব্দ, ঋষিরা নিত্য বিচরণশীল নির্গুণব্রহ্মে—পরমাত্মক্ষেত্রে; তাঁহারা সত্যদর্শী, তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা (=পশ্যক); শব্দের মানস প্রত্যক্ষকেই বলে দর্শন [ স্মর্ত্তব্য এখানে শব্দের স্তরবিন্যাস—পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরী ] ; মন্ত্রের অংশ "সদা পশ্যন্তি", আর শব্দের এই পরাবাকের পর "পশ্যন্তী"-বাক্ সমপর্য্যায়ভুক্ত ; অর্থাৎ কাল্পনিক বা পরোক্ষ নির্গুণ ব্রহ্মের ও প্রত্যক্ষ বাস্তবিক-ব্যবহারিক সগুণ ব্রহ্মের ,সংযোগস্থলরূপ বিষ্ণুর পরমপদকে যেন ঋষিরা মানস প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ পরোক্ষ অবস্থাটী হয় তাঁদের অপরোক্ষানুভূতি (=মানস প্রত্যক্ষ)।

( গ ) কথান্তরে এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎপ্রপঞ্চই বিষ্ণুর

১৮

পদার্থনিচয় বা বিষ্ণুপদের প্রকাশিত—দৃশ্যমান্ রূপ; আর বিষ্ণুপদের অপ্রকাশিত অংশকেই বলা যায় কারণ পদ বা পরম-পদ। অপরমপদ বা পদার্থনিচয় পরিবর্ত্তনশীল; পক্ষান্তরে তাঁর **পরমপদটী** নিত্য (=অপরিবর্ত্তনশীল) এবং অপ্রকাশিতব্রহ্ম ও প্রকাশিতব্রহ্মের সংযোগস্থল।

( ঘ ) আরও (i) বিষ্ণুপুরাণের কথায়—

"বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সম্ভূতং জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্।
স্থিতি-সংযম-কর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু হইতে এই জগৎ জাত, তাঁহাতেই এই জগৎ সংস্থিত, তিনিই এই জগতের স্থিতিকর্ত্তা ও নিয়মনকর্ত্তা এবং জগৎ-রূপ মূর্ত্তি তিনিই। কথান্তরে শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত নাই অন্য কিছুই। (ii) বেদান্তের কথায়—এই পরিদৃশ্যমানের ক্রমবিকাশই জগৎ; শঙ্করের কথায় এই জগৎ মায়াময় এবং ব্রহ্মবিষ্ণুই একমাত্র সত্যবস্তু। (iii) সাংখ্যের কথায়—একস্য সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং নাবস্তু সৎ" অর্থাৎ একমাত্র বিষ্ণুরই বিশেষরূপে স্থিতি; কার্য্য কিছুই নহে—অবস্তু কিছুই নাই—সব-বস্তুই বিষ্ণু।

[বিঃ দ্রঃ—বিবর্ত্ত = বি + বর্ত্তমান থাকা ইত্যাদি অর্থে √বৃত অল্ ভা]

স্বীয় মায়া-রচিত স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ মূর্ত্তির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুই বিশ্বব্যাপী-বিরাট্-পুরুষ (=সমষ্টি স্থূল), সমষ্টিসূক্ষ্মমূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভপুরুষ এবং সমষ্টিকারণমূর্ত্তি ঈশ্বরপুরুষ। জীবের তথা মনুষ্যের বুদ্ধি স্বীয় একান্ত একাগ্র বৃত্তির উদয়ে শ্রীবিষ্ণুর এই

ত্রিবিধ (স্থূল-সূক্ষ্ম কারণ) মূর্ত্তির সহিত ক্রমে পরিচয় লাভ করে। এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিই বিষ্ণুর **পরমপদ**। আর বুদ্ধি যখন স্বীয় বিক্ষেপে বিশ্বমূর্ত্তির বিরাট স্থূল সত্তাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উপাস্য-মূর্ত্তিকে ভোগ্যবস্তুরূপে পরিণত করে, তখন তাহাও বিষ্ণুর পদ বটে, কিন্তু তাহা পরম নহে, অপরম। রুদ্রের অঘোরা "অপাপ-কাশিনী তনু" বলিতে গিয়া রুদ্রাধ্যায় এই অপরমপদকেই বলেছেন পাপকাশিনী "ঘোরা তনু"; "অপরমপদ" ও "ঘোরাতনু" একই পদার্থ। স্থূল সত্তায় যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহাই বিষ্ণুর অপরমপদ বা তাঁর ঘোরাতনু। এইরূপ বিষ্ণুর বরেণ্য ( সারতম ) জ্যোতিও ( সামগ্রী ) দ্রষ্টার দৃষ্টিবিক্ষেপে পরিচ্ছিন্নমত হইয়া অবরেণ্য ভর্গরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। তখন এই অবরেণ্য ভর্গেরই প্রদর্শনে মানব দেখে অপরিচ্ছিন্ন স্থূল বিরাট সত্তাকে। এবং স্বীয় দুষ্কৃতিবশে উপাস্যমূর্ত্তিকে উপভোগ্য মনেকরিয়া ভোগের পথে চলে মানব। সে স্বরূপতঃ অমৃতময় জীব হইয়াও যে অনন্ত জন্ম-মরণ-যাতনা পায়, তাহার কারণ—অবরেণ্য ভর্গের প্রদর্শনে এই পাপকাশিনী ঘোরা তনুর অনুসরণ—এই অপরম পদের **ভোগ-প্রবৃত্তি**। এই জন্যই বরেণ্য ভর্গের শরণাগত সূরিগণ সর্ব্বদা পরমপদদর্শনে থাকেন ব্যাপৃত এবং নির্নিমেষ অন্তর্দ্দৃষ্টিকে একমাত্র দৃশ্য শ্রীবিষ্ণুর পরমপদের সহিত করিয়া রাখেন নিরন্তর সংযুক্ত (=গ্রথিত)। মানুষ যে দিবারাত্র যে-জগৎ ভোগ করে, সেই জগৎ ভাবব্যতীত অন্যকিছু নহে; এই ভাবগুলি আছে তাহারই অন্তরে, অন্তরের বাহিরে জগৎ বলিয়া কিছু আছে কি না—তাহা জানা

নাই। সর্ব্বত্র একমাত্র পরম-পদই বর্ত্তমান ; সেই পরমপদের অর্থ বা প্রকাশিত অবস্থাই অন্তরের ভাবসমূহ, এই ভাবগুলি প্রতিনিয়ত মানুষের অন্তররাজ্যে একটীর পর একটী ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার প্রয়োজন মিটিলে মিলাইয়া যাইতেছে কোন্ অজ্ঞাত অনন্তে। এই ভাবগুলি মহামায়ারই অনুভাবমাত্র (=অনুকূল ইচ্ছামাত্র) ; ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই স্থূল। অতএব বিষ্ণুর পরমপদই হয় মহামায়া এবং ঐ পদের যাহা অর্থ (=প্রকাশিত অবস্থা) তাহাই পদার্থ বা তাহাই ভাব। সূরিগণ বিষ্ণুর বিশ্বব্যাপী পরমপদকে আকাশব্যাপী দৃক্‌শক্তির ন্যায় করেন অবলোকন অহর্নিশ এবং ব্রহ্মসাধক ব্রাহ্মণও আচমনের সাহায্যে স্বকীয় ব্যষ্টিভাবটিকে বিষ্ণুরই পরমপদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট করিতে চায় ; বিষ্ণু নারায়ণ, প্রতি নর নারায়ণেরই একান্ত আশ্রিত ॥ আবার, বেদের শ্রীপুরুষসূক্তমন্ত্রের চতুর্থমন্ত্রে যাহাতে পরমপুরুষকে অর্ঘদান করা হয় তাহা এই—

"ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥"

[ ত্রিপাদূর্দ্ধ=ত্রিপাৎ+ঊর্দ্ধ ; উদৈৎ=উৎকর্ষেণ স্থিতবান্ ; পাদোঽস্যেহাভবৎ=পাদঃ+অস্য+ইহ+অভবৎ ; বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ =বিশ্বঙ্+ব্যক্রামৎ ( ব্যাপ্তবান্ ) সাশনানশনে=স (=সহিত ) +অশন (=ভোজন)+অনশনে (=ভোজন রাহিত্যে—উপবাসে) অভি=লক্ষ্য ]।

মর্ম্মঃ—চতুষ্পাৎ হ'ন যিনি পুরুষ প্রধান,
সর্ব্বদেশকাল ব্যাপী মোক্ষের নিদান।
এক পদ হয় তাঁর বিশ্ব দৃশ্যমান,
ঋক্ যজুঃ সাম পদ স্বর্গে রাজমান॥

এখানে একপদ = অপরমপদ (ব্যবহারিক জগতে) ; ত্রিপাৎ = পরমপদ (ঋক্ + যজুঃ + সাম) সংলগ্ন আছে পারমার্থিক জগতে। "পরমপদ"—আলোচনার উপসংহারে বলা যায় যে—শ্রীভগবানের যে জ্যোতিতে দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্যময় এই অনন্ত জগতের উৎপত্তি, যাঁহার সাহায্যে জীব বিক্ষিপ্ত ও মূঢ় হইয়া জাগতিক ক্রিয়াকলাপে নিত্য নিরত থাকে তাহাই অবরেণ্য ভর্গ এবং উহারই প্রদর্শনে এই পাপকাশিনী ঘোরাতনুর অনুসরণ—এই অপরমপদের ভোগ প্রবৃত্তি। কিন্তু বস্তুতঃ অপরম পদ নাই, **একমাত্র পরমপদই** আছেন। বিষয়-ব্যভিচারিণী বুদ্ধি স্বীয় বিক্ষেপের সাহায্যে এই পরমপদকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া অপরমপদ রচনা করিতেছে, স্বীয় ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত স্বরচিত অপরমপদের উপভোগে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত। খণ্ডবস্তুর পরিমিত মাধুর্য্য ও পরিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য দুইচারিবার উপভোগেই যখন হয় পুরাতন, বৈচিত্র্য-লুব্ধ-ইন্দ্রিয়গ্রামের প্ররোচনায় তখন বুদ্ধি তাহাতে নব বৈচিত্র্যের অনুরাগ করিয়া আত্মনিয়োগ করে নূতন ভোগে।

আরও সংক্ষেপতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার "সৎ"-অংশের যে প্রকাশিত স্থূল অবস্থা (= পদার্থ) বা কার্য্য তাহাই **অপরম পদ**, উহার অদৃশ্য সূক্ষ্ম অবস্থাকে বলা যায় পদ (= আশ্রয় ও

আশ্রিতের, বা সত্তা ও শক্তির সংযোগস্থল ) এবং উহার অদৃশ্য কারণ অবস্থা বিষ্ণুর **পরমপদ** বা তত্ত্ব বা **সারতম** সামগ্রী।

**(৪) "বিষ্ণু" বলে কাকে ?**—বিষ্ণু শব্দের অর্থ জগদ্-ব্যাপক চিৎশক্তি ( = Energy of Consciousness Absolute ) যাঁহাতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অবস্থিত—যে চৈতন্য জগৎ-প্রতীতিবিশিষ্ট, তাঁহার নাম বিষ্ণু। সাধনাক্ষেত্রে সাধকরা বলেন তাঁকে **প্রাণ**। শ্রুতিতেও আছে—"প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্" ; প্রাণেই ধৃত এই সমস্ত জগৎ ! উনিই ভগবান্। "ভগ"-শব্দ + অস্ত্যর্থে বতু = ভগবান্ ; "উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামগতিং গতিম্, বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি।" অর্থাৎ প্রাণিসমূহের উৎপত্তি-নাশ, আগম-নির্গম, বিদ্যা-অবিদ্যা—এই সকল বিষয় যিনি সম্যক্‌রূপে আছেন অবগত, তিনিই ভগবান্।

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ মনে রাখিতে হইবে যে "ভগ" হয় ছয়টী বস্তুর একত্র সমাবেশ যথা = ( ঐশ্বর্য্য + বীর্য্য + যশঃ + শ্রী + জ্ঞান + বৈরাগ্য )। বিষ্ণুর আর একটী আছে বিশেষ বিশেষণ "প্রভু" ; প্রভু-শব্দের অর্থ স্বাধীন—অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত করিতে পারেন তিনি। আত্মাদেবী ইঁহাকে এত উচ্চ অধিকার

দিয়াছেন যে, ইচ্ছামাত্রে যাবতীয় সঙ্কল্প সিদ্ধি করিতে পারেন, তাই তিনি প্রভু। গীতায় শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান্ নিজেই বলেছেন,

"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"

এই ভগের যিনি অধিকারী তিনিই ভগবান্। জগৎ যখন থাকে না, তখন জগদ্ব্যাপক বিষ্ণু = চৈতন্য বা প্রাণ প্রলয়ের পরম-চরম-অবশিষ্ট সারতম সামগ্রী (= Essence of all remains) বস্তুরূপ আস্তরণ করিয়া অর্থাৎ ভবিষ্যমাণ জগতের বীজসমূহকে শয্যারূপে পরিকল্পিত করিয়া (= যেন বিছানার চাদর পাতিয়া) বা আপনাতে প্রলীন করিয়া তাঁহার নিয়মনকর্ত্রী মহামায়ার করেন ভজনা। পরে সেই পরাশক্তি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ইচ্ছাময়ী—মহামায়ার (= ব্রহ্মশক্তির) ইচ্ছায় সৃজনকর্ম্ম সুরু হ'লে প্রাণ-বিষ্ণুর অন্তর্নিহিত বীজসমূহ হয় অঙ্কুরিত পল্লবিত পত্র-পুষ্প-ফলে সমন্বিত—ভগবান্ বিষ্ণুর পালনকর্ম্ম চলে পূর্ণ মাত্রায় পূর্ব্ববৎ। বিষ্ণু প্রাণদেবতা! প্রাণ যে আছে তাহা মনুষ্যেতর সর্ব্বজীবই খুব ভাল ভাবেই জানে; সবাইই প্রাণের তথা বিষ্ণুর উপাসনায় সদাই ব্যস্ত জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে। গীতায় শ্রীভগবান বলেন অতি সুদুরাচারও ভগবান্-ভজনে রত আছে নিরন্তর; ইহার তাৎপর্য্য এই যে স্ব-স্ব প্রাণরক্ষায় বা আত্মরক্ষায় প্রাণী মাত্রই ব্যস্ত। তাই সেই প্রাণ, কি বস্তু—কি পদার্থ, তাহা জ্ঞান-অবতার ব্রাহ্মণমাত্রই অবশ্য জানিবে।

গ্রন্থকারের অন্যপুস্তক, "অবসরে আমার খোঁজ" বা "সরল

আত্মকথায়" বর্ণিত "প্রাণময় কোষের"র সূত্র ধরিয়া প্রাণপদার্থ বিশিষ্টভাবে বলা যায় নিম্নে :—

সযন্ত্র সর্ব্বজীবেরই যন্ত্র বা করণগুলি দু'ভাগে বিভক্ত—

I. অন্তঃকরণ :—( মন + বুদ্ধি + চিত্ত + অহঙ্কার )

II. বাহ্যকরণ :—(i) ৫টী-জ্ঞানেন্দ্রিয় ( চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক ) প্রকাশশীল সাত্ত্বিক শক্তিসম্পন্ন ;

(ii) ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয় ( বাক্-পাণি-পাদপায়ু-উপস্থ ) ক্রিয়াশীল রাজসিক শক্তিসম্পন্ন ;

(iii) ৫টী পঞ্চপ্রাণ ( প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমান ) ধৃতিশীল তামসিকশক্তিসম্পন্ন।

যেরূপ সাত্ত্বিককরণ-জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিতে প্রকাশভাবটাই প্রধান, এবং রাজসিক-কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলিতে ক্রিয়াভাবটাই প্রধান, সেইরূপ তামসিককরণ-প্রাণাদিতে ধৃতিভাবটাই বুঝায় ; অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শ হইতে যে আভ্যন্তরিক বোধ-বিশেষ ফুটিয়া উঠে সেই আভ্যন্তরিক বোধের যাহা অধিষ্ঠান ( = আধার ) সেই অধিষ্ঠানকে ধরিয়া রাখাই প্রাণের কার্য্য। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়—( ১ ) তৃষ্ণার্ত্তের জলপান, জলরূপ বাহ্যবস্তুর সহিত কণ্ঠনালী প্রভৃতির সংস্পর্শবশতঃ পিপাসানিবৃত্তিরূপ একটা বোধ ফুটিয়া উঠে ; যে শক্তি ঐ বোধটীকে ধরিয়া রাখে, সেই শক্তিকেই বলে প্রাণ। ( ২ ) দেহের মলাপনয়নের যে শক্তি, তাহার যে অধিষ্ঠান (= আধার ) তাহাকে ধারণ করাই অপানের কার্য্য। ( ৩ ) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনের যে শক্তি, তাহার যে অধিষ্ঠান

তাহাকে ধারণ করাই **ব্যানের** কার্য্য। (৪) শরীরস্থ রস-রক্তাদি ধাতুগত যে বোধ, তাহার অধিষ্ঠানকে ধরিয়া রাখার কার্য্য **উদানের**। (৫) এবং অন্নপানীয় দ্বারা শরীরগঠন করার যে শক্তি তাহার অধিষ্ঠানকে ধরিয়া রাখার কাজ **সমানের**। এই পঞ্চবিধ কন্যাশক্তি যেন আত্মাশক্তির—মহতীশক্তির—চিতিশক্তির কোলে। **এই পঞ্চবিধ ধৃতিশক্তি** দ্বারাই এই স্থূলশরীর গঠিত, স্থিত ও লয়-প্রাপ্ত হয়। আবার উহারা যখন প্রতিলোম ভাবে ( Reversely ) ক্রিয়া করে, তখনই বিনাশপ্রাপ্ত হয় স্থূলশরীর। এই পঞ্চবিধ প্রাণশক্তিই প্রাণময়কোষের যথার্থস্বরূপ।

**(৫) পাপপুণ্য :**—ব্যবহারিক জগতে সংসারী গৃহস্থের আছে পাপ-পুণ্য বিচার। সর্ব্বনিয়মনকর্ত্তা জগদীশ্বরের নিয়ম-লঙ্ঘনকরা-কর্ম্মমাত্রই পাপ বা অন্যায়; এবং তদ্বিপরীতে ও পবিত্র করা অর্থে কর্ম্মমাত্রই পুণ্য। "পাপ"—শব্দ নিষ্পন্ন—এইরূপ রক্ষা করা অর্থবোধক √পা+প অপা ; যে কর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইতে হইবে তাহাই পাপ এবং "পুণ্য"-শব্দ নিষ্পন্ন পবিত্র করা অর্থ বোধক √পূ+য ; যে কর্ম্ম মানুষকে করে পবিত্র তাহাই পুণ্য।

দশহরায় গঙ্গাস্নানের সংকল্পবাক্য, "দশজন্মার্জ্জিত দশবিধ-পাপক্ষয়কামঃ" ( হস্তানক্ষত্রযোগে ) নতুবা "দশবিধপাপ ক্ষয়কামঃ" গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গাস্নানে মা-গঙ্গা হরণ করেন দশবিধ পাপ ; তাই তাঁর নাম দশহরা এবং দশহরায় গঙ্গাস্নান প্রসিদ্ধ। নিম্নেপ্রদত্ত **দশবিধ পাপ :**—

"অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈব অবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম॥"

**৩টী কায়িক পাপ,** (i) দান না করিলে অন্যের বস্তু জোরে লওয়া, (ii) অবৈধ জীবহিংসা, (iii) পরস্ত্রীর সাথে গোপন সঙ্গ।

**৪টী বাচনিক পাপ,** (i) কর্কশ বাক্য, (ii) মিথ্যা বাক্য, (iii) খলতাপূর্ণ বাক্য, (iv) অসম্বদ্ধ বাক্য—অপ্রসাঙ্গিক অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের বাহিরে অন্যবাক্য বলা।

**৩টী মানসিক পাপ,** (i) পরদ্রব্যহরণের চিন্তা, (ii) পরের অনিষ্ট চিন্তা, (iii) এলোমেলো অসার চিন্তায় মনকে ব্যাপৃত রাখা। আরও আছে ১৮ রকম ব্যসন (=পাপ):—**১০ রকম কর্ম্ম**—(i) মৃগয়া, (ii) অক্ষ ( পাশা খেলা ), (iii) দিবানিদ্রার অভ্যাস (iv) অযথা পরীবাদ (=পরনিন্দা) (v) অবৈধ পরস্ত্রীসঙ্গ করা, (vi) মদ্যাদি নেশা, (vii) অশাস্ত্রীয় ক্রীড়া, (viii) নৃত্য, (ix) গীতবাদ্য, (x) বৃথা ভ্রমণ॥

**৮ রকম কোপজ কর্ম্ম**—(i) দুষ্টতা (ii) দৌরাত্ম্য, (iii) ক্ষতি, (iv) দ্বেষ, (v) ঈর্ষা, (vi) প্রতারণা, (vii) কটূক্তি (viii) নিষ্ঠুরতা।

পাপ সম্বন্ধে গঙ্গাস্নানান্তে পাঠ্য মন্ত্রটীর তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাখ্যা :—

"পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ॥"

ব্যাখ্যা ঃ—আমি পাপান্বিত, পাপকারী, ভাব ও পাপের পিতা। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! রক্ষাকর আমাকে, কারণ সর্ব্বপাপ-হরণকারী হরি তুমি। [ বিঃ দ্রঃ—পাপসম্ভবঃ = পাপঃসম্ভবতি অস্মাৎ ইতি পাপসম্ভবঃ—পাপজনকঃ—পাপের পিতা ]

একমাত্র "অহং"-ভাবই পাপ। দেহাদিতে যে অহংবুদ্ধি তাহাই মূলপাপ ; তাই মন্ত্রে—পাপোঽহং"। "আমি"বোধ অর্থাৎ অনাত্ম-বস্তুতে যে আত্মবোধ, তাহাই সর্ব্বপাপের আকর। পৃথিবীতে যত রকম আছে পাপ, তাহা এই "আমি"বোধের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। কেবল পাপ নহে, যাহাকে সাধারণ কথায়, পুণ্য বলে, তাহাও এই "পাপোঽহং" ভিত্তিত উপরই প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং এ দৃষ্টিতে পুণ্যও পাপেরই অন্তর্গত। অনাত্মবোধমাত্রই পাপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই পাপ-পুণ্যেরই দার্শনিক নাম সংস্কার। সংস্কার সমূহ "পাপোঽহং" হইতেই জন্মে। পাপ সঙ্কোচ : বুদ্ধি যতদিন কেবল রূপরসাদি বিষয় প্রকাশ করিয়াই থাকে চরিতার্থ, ততদিন উহা রজস্তমঃ কর্ত্তৃক মলিনীকৃত ; তাই সঙ্কুচিত, তাই পাপ। যতদিন জীবের বাসনা অপূর্ণ থাকে ততদিন বুঝিতে হইবে —বুদ্ধিতে আছে পাপ। পাপ-পুণ্য এই বুদ্ধিপর্য্যন্তই। জগতে যাহা পাপ-পুণ্য নামে পরিচিত, তাহা আপেক্ষিক মাত্র। একের পক্ষে যাহা পাপ, অন্যের পক্ষে তাহাই হয়ত পুণ্য। এক অবস্থায় যাহা পাপ, অন্য অবস্থায় তাহাই হয়ত পুণ্য। সুতরাং জাগতিক

পাপপুণ্যের বিচারে স্বাস্থ্য ও সমাজস্থিতির দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিক পথের কণ্টকসমূহ উন্মুক্ত করাই পাপ-পুণ্য বিচারের প্রধান উদ্দেশ্য। যাহা হউক, এই রূপ বিচার করিতে করিতে একদিন মানুষ বুদ্ধিসত্ত্বে [ সৎ-বুদ্ধিতে ] আসে; তখন পাপপুণ্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, উহা আর আপেক্ষিক নহে—সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় প্রযুজ্য; যতক্ষণ আত্মাতিরিক্ত কোন কিছুর প্রতীতি থাকে, বুঝিতে হইবে ততক্ষণই আছে পাপ। আর, "আত্মৈবেদং সর্ব্বং"—এই জ্ঞান হইলে দূর হয় সর্ব্ব পাপ। "আমাকে আমি জানি না"—এই অজ্ঞানই মূল পাপ, আর জ্ঞানই পুণ্য। পাপসম্বন্ধে প্রাতঃস্মরণীয় সাধারণ্যে সুবিদিত শ্লোক—"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥"

ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থকারের অন্য পুস্তক "বৌভাতের থালা"য় "ক'নেকে শেষ কথা"—শীর্ষক খণ্ড রচনায় প্রদত্ত।

পাপের অন্য নাম অপুণ্য। পুণ্যসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোক, "পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥"

ভারতীয় ঋষি আদর্শ পুণ্যশ্লোক ব'লে কীর্ত্তন ক'রেছেন মাত্র চারি ব্যক্তিকে, তাঁদের আদর্শ পবিত্রচরিত, তাঁদের আদর্শ কীর্ত্তি ও যশঃ প্রভৃতির জন্য। ঐ চারিজন (১) নল রাজা, (২) যুধিষ্ঠির, (৩) বৈদেহী এবং (৪) জনার্দ্দন। ইঁহাদের আদর্শতা প্রতিপন্ন করিয়া ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথা :—

( ১ ) নল রাজা—ইনি রাজা হইয়াও অশেষ কষ্টসহিষ্ণু, আত্মসংযমী ও পরমসত্যপরায়ণ; মাত্র কলির প্ররোচনায় বিকৃতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার হইয়াছিল দুর্দ্দশা ও অবস্থাবিপর্য্যয়; তথাপি সত্যপথ হইতে তাঁর পদস্খলন হয় নাই তাই তাঁকে ঋষি পুণ্যশ্লোক তালিকাভুক্ত ক'রেছেন। তাঁহার ঐ পুণ্যশ্লোকত্বের দৃষ্টান্ত কিছু প্রদত্ত হয়—বিদর্ভরাজকুমারী দময়ন্তীর অসামান্য রূপগুণের কথা শুনিয়া দময়ন্তীসমীপে নলরাজা এক দূত পাঠালেন, তাঁহার বিশ্বস্ত দূত—কামচারী মরাল; এইরূপে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট! পরে দময়ন্তীর স্বয়ংবর-বার্ত্তা ঘোষিত হইলে নল যাত্রা করিলেন বিদর্ভাভিমুখে; স্বর্গ হইতে ইন্দ্রদেবও দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় দময়ন্তীলাভের আশায় যাইলে, পথিমধ্যে নলকে দেখিয়া কপট ইন্দ্রদেব বিবাহ প্রস্তাব দিয়া দময়ন্তীর কাছে নলকে দূতরূপে পাঠালেন। নল দেবতাবরে লোকের অদৃশ্য হইয়া দময়ন্তীর কাছে পৌঁছিয়া সংযত চিত্তে ও সংযত দৃষ্টিতে দূতসুলভ আচরণে ইন্দ্রের বার্ত্তা বহন করিল; প্রণয়াস্পদের প্রতি পূর্ব্ব অনুরাগ ও আকর্ষণ নলকে দৌত্যকর্ম্ম হইতে সামান্যও বিচ্যুত করিল না। ইহাতে সত্যপরায়ণ নলের প্রতি দময়ন্তীর অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর স্বয়ংবর সভায় প্রকাশ্যেই নলকে বরমাল্য দিল দময়ন্তী। হতাশ-হৃদয়ে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে যাবার সময় "কলি"-কে অভিযোগ করিল মানবী দময়ন্তী দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া মানবকে বরমাল্য দিয়াছে; ইহাতে "কলি" কুপিত হইয়া নলদময়ন্তীর

অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। "কলি" ১২-বৎসর কাল নলের শরীরে প্রবেশ করার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া তাহা না পাইয়া একরূপ হতাশ হ'লেন; দৈবাৎ একদিন নল মূত্রত্যাগ করিয়া পদধৌত না করিয়াই সন্ধ্যাহ্নিক করেন; সেই ছিদ্র পাইয়া কলি নলের শরীরে করিলেন প্রবেশ। অনন্তর সুরু হ'লো তাঁর দুর্দ্দশা যথা, নিজ ভ্রাতার কাছে পাশা খেলায় পরাজয়ে সর্ব্বস্বান্ত, সস্ত্রীক বনবাস, অনাহার, পরিধেয় বস্ত্র হারাণো, স্ত্রীর বস্ত্রের একাংশ পরিধান। পরে পত্নীর সহিত ছাড়াছাড়ি; পরে বনমধ্যে দহ্যমান্ সর্পকে উদ্ধার করিলে সেই সর্প ই করিল দংশন নলকে; এবং পরে ঋতুপর্ণ রাজার সহীসী-চাকরী ( অশ্বরক্ষক ) গ্রহণ। অশ্ববিদ্যার বিনিময়ে ঋতুপর্ণের নিকট অক্ষবিদ্যা শিখিয়া পরে নিজভ্রাতাকে পাশাখেলায় পরাস্ত করিলে রাজ্য উদ্ধার করিলেন নল রাজা।

(২) যুধিষ্ঠির—ইনি ধর্ম্মপুত্র—ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যবাদিতার ও সব রকম ধর্ম্মাচরণের পরাকষ্ঠা দেখাইলে দ্রৌপদী পাণ্ডবদের দুরাবস্থায় স্বামীর অত্যধিক ধর্ম্মাচরণতায় কটাক্ষপাত করিলে যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি ফলাকাঙ্ক্ষায় ধর্ম্মাচরণ করি না; আমার মনঃ স্বতঃই ধর্ম্মপথের অনুগামী। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে দোহন করিয়া ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সে ধার্ম্মিক পদবাচ্য হইতে পারে না,— সে ব্যক্তি ধর্ম্মবণিক নামের যোগ্য। কথিত আছে সশরীরে স্বর্গের দ্বারদেশে তাঁর আশ্রিত শেষ সহচর জীবন্ত কুকুরটীকে ছেড়ে স্বর্গে যেতেও সম্মত হননি যুধিষ্ঠির। আত্মসংযম, কষ্টসহিষ্ণুতা ও

সত্যপরায়ণতা ইত্যাদি গুণাবলীর বিশেষ অধিকারীরূপে "পুণ্য-শ্লোক" তালিকায় ইঁহার নাম।

(৩) বৈদেহী—রাজর্ষি জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ কালে লাঙ্গল-পদ্ধতি (=সীতা) হইতে শিশুকন্যালাভ ক'রেছিলেন ; উত্তরকালে এই অযোনিসম্ভূতা কন্যাই হ'য়েছিলেন রামভার্য্যা। কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামবনবাসে স্বামীর অনুগমনে কৃতসংকল্পা সীতার আত্মসংযম, কষ্টসহিষ্ণুতা ও স্বামীপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'রেছিলেন সীতা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। উদাহরণে বলা যায়, (i) দণ্ডকারণ্যে থাকাকালে বিরাধ-রাক্ষসের সীতাহরণ, (ii) পঞ্চবটীতে মারীচরাক্ষসের মায়ামৃগরূপে মুগ্ধা হইলে যোগী বেশী রাবণের সীতাহরণ, (iii) লঙ্কায় পথে রামের উদ্দেশে অলঙ্কার নিক্ষেপ, (iv) লঙ্কায় অশোকবনে চেড়ীদের নানা দুর্ব্ব্যবহার সহ্যকরা, (v) অশোকবনে হনুমান মারফৎ রামের সংবাদে সীতার আশ্বাস প্রাপ্তি (vi) রাবণ বধে সীতার উদ্ধারের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষা, (vii) অযোধ্যায় রাণী হ'য়ে ২৭ বছরের পর প্রজাদের সন্দেহদূর করার জন্য রামকর্ত্তৃক সীতার বনবাস ব্যবস্থায় নিদারুণ মনোবেদনায় আত্মঘাতিনী হইবার অভিলাষিণী হওয়া, (viii) তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা থাকায় কেবল স্বামীর বংশরক্ষার অনুরোধে সেই দারুণ সংকল্প হইতে নিবৃত্তা হওয়া, (ix) পরে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে আশ্রয়দাতা বাল্মিকী লবকুশ সহ সীতাকে পুনর্গ্রহণের জন্য আনিলে রাম ইঁহাকে (=সীতাকে) পুনঃরায় প্রজাদের সমক্ষে কোন অলৌকিক উপায়ে নিজের বিশুদ্ধচরিত্রতা প্রতিপন্ন করিতে বলায় সীতা

সলজ্জভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে বসুন্ধরার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"আমি যে রাম ছাড়া অন্যকাহাকেও মনোমধ্যে চিন্তা করি নাই, আমি যে সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে কেবল রামেরই অর্চ্চনা করেছি, আমি যে শপৎ করিয়া বলিতেছি যে রাম ছাড়া অন্য কাহাকেও জানি না—ইহার একমাত্র সাক্ষী মাতা বসুমতী-বসুন্ধরা—আমাদের সবারই জননী মেদিনী যাঁর কোলে আছি মোরা সবাই ! অতএব, স্নেহময়ি জননি, স্নিগ্ধপদার্থবতী মেদিনি ! মা, দাও লুকাবার স্থান দাও তোমার গর্ভে !" সীতাদেবী এইরূপ বলিলে পৃথিবী হ'লো দ্বিধা বিভক্ত এবং সীতা সর্ব্বসমক্ষে সানন্দে সহাস্যে ত্যাগ করিলেন ইহলোক ; এবং নির্ম্মলদেহাবসানে হ'লেন প্রসিদ্ধা "বৈদেহী" নামে ।

(৪) জনার্দ্দন—অপাপবিদ্ধা বৈদেহীর বর শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর পূর্ণ-অবতার, সুতরাং তিনিও পরমপবিত্র পুরুষ ; বিষ্ণুর অন্যতম নাম জনার্দ্দন (=জন+যাচ্ঞা করা অর্থে √অর্দ্দ+অনট্ অর্থাৎ লোকজন যাঁহাকে করে প্রার্থনা ) ; তাই এই প্রখ্যাত প্রাতঃ-স্মরণীয় মন্ত্রটীতে "রামের" শব্দের স্থানে ব্যবহৃত হ'য়েছে "জনার্দ্দন"-শব্দটী ; বৈদেহীর (=সীতার) পরেই, জনার্দ্দনের (=রামের) স্থান এই শ্লোকটীতে। অতএব প্রজাপ্রিয় জনপ্রিয় রামই জনার্দ্দনস্বয়ং, এই রূপেই হইল দ্বন্দ্বসমাসের মিশ্রশব্দ প্রসিদ্ধ নাম "সীতারাম"—সব হিন্দুরই জনপ্রিয় নাম। উপনিষদের কথায়, "বিকলেবরকৈবল্যং শ্রীরামচন্দ্রপদং ভজে" ; বৈদেহী সীতাদেবী ও বিকেলেবরকৈবল্য শ্রীরাম, যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

আরও, ঋষিরচিত এই পুণ্য শ্লোকটীর রচনাকৌশলে দেখা যায়—পুণ্যের যেন ক্রমবিকাশ নারীপ্রেমপ্রার্থী মানব-নররাজা হইতে সুরু ক'রে দেব-মানবের মধ্যস্তর যে যুধিষ্ঠির তাঁর মাধ্যমে চরমোৎকর্ষতা লাভ ক'রেছে সীতানিগ্রহকারী দেবাবতার শ্রীরামচন্দ্রে।

দ্বিজগণ লক্ষ্য করিবেন সন্ধ্যাহ্নিককর্ম্মের মন্ত্রাদির প্রথম অংশ পাপমোচনের জন্য প্রার্থনা-প্রধান। প্রথমভাগে প্রদত্ত পৃঃ ২৪ তে ৪ নং মন্ত্র, "ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্ন স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ॥"

(i) গাছতলায় যাইয়া যেমন ঘর্ম্মাক্ত লোকের ঘর্ম্মমুক্তি (=মলাপসারণ) হয়, (ii) স্নাত ব্যক্তি যেমন অবগাহন স্নানে ক্লেদরূপ মল হইতে হয় নির্ম্মুক্ত এবং (iii) নোংরা-পড়া—আবর্জ্জনাপড়া ঘৃত যেমন পবিত্র (=কুশাগ্র) দ্বারা ঐ আগুন্তুক নোংরা (=মল) হইতেনির্ম্মুক্ত হয়, ঠিক তেমন ভাবে নোংরা বা অপবিত্র যে "আমি" সেই "আমাকে" অর্থাৎ আমার মলরূপ পাপরাশিকে করুন রক্ষা জলদেবী। এই মন্ত্রে পাপক্ষালনের জন্য তিনটী উপরোক্তা উপমা; এইসূত্রে বলা যায় মলরূপ পাপ দ্বিবিধ—(১) সহজ, (২) আগন্তুক ; অগ্নির মল ধূম, ইহা সহজ মল, কারণ অগ্নির সাথে সাথেই ( মধ্যে ) থাকে ধূম ; এবং দর্পণের মল ধূলিকণা পড়েবাহির হইতে, তাই আগন্তুক। ঠিক এইরূপ মানুষের পাপপুণ্যরূপ মনোমলও দ্বিবিধ ; (১) সহ-জ পাপপুণ্য যাহা আবার ত্রিবিধ—(ক) প্রারব্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রূপে আরব্ধ হ'য়েছে বা উদ্ভূত হ'য়েছে পূর্ব্ব জন্মে, সুতরাং অদৃষ্ট ( অদৃশ্যভাবে ) পূর্ব্ব জন্মের কোনও অজ্ঞাত কারণ হইতে ; পূর্ব্বজন্মে আরব্ধ হবারও

পূর্ব্বে কৃত পাপপুণ্য কর্ম্মগুলিকে বলা যায় (খ) **সঞ্চিত** এবং ইহজন্মে ক্রিয়মান পাপপুণ্য কর্ম্মগুলি (গ) **বর্ত্তমান**।

এখানে উপমেয় বাক্য—জলদেবতা আমাকে আমার পাপ-ক্ষালন করিয়া করুন পবিত্র; এই পাপক্ষালন কিরূপ তাহার পরিচয়ে বলা হ'য়েছে উপরোক্ত তিনটী উপমারূপ উপায়—(i) গাছতলায় ঘাম শুকানো, (ii) অবগাহনস্নানে ক্লেদ ধৌত এবং (iii) কুশাগ্র দ্বারা ঘৃত থেকে নোংরা অপসারণ। (i) প্রথম উপমা দ্বারা **প্রারব্ধ পাপ** খণ্ডনের জন্য প্রার্থনা, (ii) দ্বিতীয় উপমা দ্বারা সঞ্চিত ও বর্ত্তমান্ (=ক্রিয়মাণ) পাপ খণ্ডনের জন্য প্রার্থনা এবং (iii) তৃতীয় উপমা দ্বারা (২) আগন্তুক (পাপীর সংসর্গজনিত) পাপ খণ্ডনের জন্য প্রার্থনা।

(i) প্রথম উপমা—এখানে স্মর্ত্তব্য গীতার উপদেশ, "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন"; মানুষ কর্ম্মাধিকারী মাত্র। আর চৈতন্য ক্রোড়শায়ী-বুদ্ধিই হয় মানুষ; যে সত্ত্বগুণ হয় নির্ম্মল প্রকাশ-স্বরূপ পদার্থ সেই সত্ত্বগুণের পরিণতি হয় বুদ্ধি। কিন্তু অনাদিকর্ম্ম (প্রকৃতি) ত্রিবিধ দেহরূপে (স্থূল—সূক্ষ্ম—কারণ) পরিণত হইয়া স্বীয় সঙ্কীর্ণ কর্ম্মবন্ধনী মধ্যে মানুষের বুদ্ধিকে বন্ধনপূর্ব্বক "অহং"—"মম" বোধে—মোহে মূঢ় করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ মনে ধারণা করিয়া লইয়াছে—তাহার রজস্তম মিশ্রিত ইন্দ্রিয়সমূহকে ও দেহপিণ্ডকেই "আমি"; এবং দেহের সম্পর্কিত বস্তু ও ব্যক্তিকে "আমার" মনে ধারণা করিয়া, সে ঐ "আমি"-ও-"আমার" ভাব পোষণে ভোগ করিতেছে

অসহ্য যাতনা! এই যাতনা প্রশমনের জন্যই প্রথম উপমায় বর্ণিত ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তির ঘর্ম্ম অপসারণের জন্য গাছতলার ছায়ায় যাওয়ার মত জল দেবতার নিকট পাপ (সহজ ও প্রারব্ধ) মোচনের প্রার্থনা। মানুষ-পথিকের দেহস্থ জল বাহ্যতাপ দ্বারা বাহিরে আসে ঘর্ম্মরূপে এবং শুকাইয়া যায় গাছতলার ছায়ায়। আশ্রয়হীন ছায়া যেমন লুকায় সূর্য্যের আলোকে, তেমন মহাপ্রলয়ে (যখন সবই একাকার—আশ্রয়-আশ্রিতের নাই ভেদ)। জীবচৈতন্যের ভিতর-ভিতর লুকাইয়া থাকে তাহার সংস্কারগুলি (=ত্রিবিধ কর্ম্মের সূক্ষ্মাবস্থা—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ); তাহারাই ত্রিতাপ-স্ফুরণে (সত্ত্ব—রজঃ—তমঃ) প্রারব্ধ কর্ম্মরূপে বিকসিত হইয়া ত্রিবিধ দেহরূপে (স্থূল—সূক্ষ্ম—কারণ) জীবকে আবদ্ধ করে স্বীয় বন্ধনীতে। লৌকিক ঘর্ম্ম শুকাবার উপায় যেমন গাছতলা, তেমন ঘর্ম্মবিন্দুর ন্যায় পাপরাশির ত্রিবিধ আবরণরূপ এই ত্রিবিধ দেহ হইতে মুক্তির উপায় হইতেছে এই ভবসংসাররূপ অশ্বত্থগাছের মূলস্থানীয় শ্রীবিষ্ণুচরণাশ্রয়। তাই প্রার্থনা জলরূপী বিষ্ণুর কাছে যাহাতে তিনি তাঁহার পরমপদমূলে আশ্রয় দিয়া তাঁহার ত্রিতাপশূন্য (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ) পদছায়ায় সন্ধ্যাহ্নিক-সাধকের পাপরূপ ঘর্ম্মবারিবিন্দু এই ত্রিবিধ (স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ) দেহ হইতে হয় বিদূরিত; কথান্তরে, অনাদি কর্ম্ম (=প্রকৃতি, যাহা হইতে দেহের আবির্ভাব) যায় ছুটে। কর্ম্ম ছুটে গেলেই ছুটী (মুক্তি?)—নিষ্কর্ম্ম রাজ্যে (=নিরঞ্জন পরমাত্মক্ষেত্রে) "সং-"রূপে সুদীর্ঘকাল

অবস্থিতি ; অবশ্য ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তারপর আবার আসা ভৈরবীচক্রে ( ক্লেশ→কর্ম্ম→বিপাক→ আশয়→ ক্লেশ···)।

এখানে উল্লেখ থাকে প্রারব্ধকর্ম্মের খণ্ডন হয় ভোগে, সংযমে ও স্বপ্নে। ভোগব্যতীত প্রারব্ধক্ষয় হয় না, সুতরাং প্রারব্ধক্ষয়ের জন্য প্রার্থনা অনর্থকপ্রায় ; তবুও, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অবশিষ্ট প্রারব্ধ-ভোগ যেন নাটকদর্শনের মত আনন্দকর (?) সাধকপুরুষ যেন তাঁহার ত্রিবিধ দেহ স্থূল (=ভৌতিক), সূক্ষ্ম (=মন) ও কারণ (=আত্মা) ও ইহজগতকে মহামায়ারূপে (=মহতী ব্রহ্মশক্তি) দর্শন করিয়া আনন্দহিল্লোলে আন্দোলিত হইতে হইতে প্রারব্ধক্ষয়ে কাটান কাল।

শাস্ত্রের কথায়—"জগদ্দর্শনমাত্রেণ নচেৎ আত্মস্মৃতির্ভবেৎ
বিশ্রান্তিগং পরং ব্রহ্ম কথং গচ্ছেৎ নিরঞ্জনম্"।

(ii) দ্বিতীয় উপমায় অস্নাত অবস্থায় দেহে থাকে সংলগ্ন নানাবিধমল—সঞ্চিত ও আগন্তুক। সঞ্চিত ও আগন্তুক মল হইতে স্নাত ব্যক্তি যেমন স্নান দ্বারা বিনির্ম্মুক্ত হয় সেইরূপ অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার আছে বিদ্যমান মানবের সূক্ষ্মদেহে, বিধৌত না হইলে এই সঞ্চিত সংস্কার হইতেও বহু প্রারব্ধ দেহ সৃষ্ট হ'তে পারে। তাই মন্ত্রে সন্ধ্যাহ্নিক-সাধকের জলদেবীর নিকট প্রার্থনা—যেন সাধক তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্মমল বিধৌত করিয়া জলদেবীর ভাবসাগরে সুস্নাত হইয়া হ'তে পারেন নির্ম্মল।

(iii) তৃতীয় উপমা—ঘৃত হয় তৈজস পদার্থ, স্বয়ং নির্ম্মল ; কিন্তু আগুন্তুক মলে হয় ময়লা। কুশাগ্র (=পবিত্র) দিয়া সেই

আগন্তুক ময়লা অপসারণ করা যায় ; সাধক স্বয়ং যে পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত সেই পাপ সঙ্গদোষে আবার কলঙ্কিত করিতে পারে তাঁকে—এই আশঙ্কায় সাধক করে প্রার্থনা জলের কাছে যেন পরম পবিত্র যে জলসঙ্গ সেই সঙ্গমহিমায় ঐ আগন্তুক পাপও খণ্ডিত হয়। অথবা—আজ্য বা হোমীয় ঘৃত যাবৎ পবিত্র (=গর্ভশূন্য সাগ্রকুশ ) দ্বারা সংস্কৃত না হয়, তাবৎ উহা হোমের উপযোগী হয় না। হোমেরই জন্য আজ্যের জন্ম। যথাসময়ে কুশ যেমন আজ্যের সহিত মিলিত হইয়া আজ্যকে হোমযোগ্য করে এবং পবিত্র-স্পর্শে -পূত-আজ্য হোমের অগ্নিতে পতিত হইয়া যেমন হোমাগ্নিতে হয় পরিণত, তেমন সাধকমাত্রেরই অগ্নিরূপ পরমপুরুষে আত্মাহুতি অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করার জন্য জন্ম। এখানে সাধক হোমের ঘৃতের (=আজ্যের ) সাথে তুলিত হইয়াছেন। সন্ধ্যাহ্নিক-সাধকের তৃতীয় নিবেদন বাক্য এইরূপ—হে মাতঃ জলদেবি! তোমার পতিতপাবন সুস্পর্শের অভাবে রহিয়াছি অপবিত্র, তুমি তোমার পবিত্র চরণস্পর্শে আমাকে শুদ্ধ করিয়া লও!

**পাপের স্বরূপ**—দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ-বুদ্ধি—এই পাঁচটীর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মকে বলা হয় পাপ। যে কোন কর্ম্ম কালে ( যেমন দর্শনকর্ম্ম করা কালে, শ্রবণকর্ম্ম করা কালে ইত্যাদি...) ঐ কর্ম্ম যাহার ক্রিয়া তাহাতেই থাকে নিবদ্ধ-প্রায় ; পরে ঐ কর্ম্মটী ( দর্শন বা শ্রবণ....) কর্ম্মটী সংস্কাররূপে মনের মধ্যে হয় দৃঢ়ভূমিক অর্থাৎ অধিষ্ঠিত। অনাদি কাল থেকে মনুষ্য যত রকম নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা পাপ ক'রেছে সেই সবেরই সংস্কার তাহার মনে বিদ্যমান

রহিয়া আছে; এই সংস্কার সকলের মধ্যে যাহা তাহার পূর্ব্বজন্মের শেষ মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল হইয়াছিল তাহা দ্বারা তাহার ( সেই মনুষ্যের ) প্রারব্ধ দেহটা উৎপন্ন, তাই তাহাকে সেই জাতীয় পাপকাজে প্রেরণা দেয় আগেই, বাকি সংস্কার গুলো বর্ত্তমান থেকেই যায় সঞ্চিত সংস্কাররূপে। আলো যেমন নাশ করে আঁধার, পুণ্যকর্ম্ম তেমনই নাশ করে পাপ। ধারাবাহিক দেবভাভাবনা দ্বারা আবৃত হ'য়ে পড়ে পাপ সংস্কার। পুণ্যের জোরে কেবল মনঃই নয়, দেহ প্রাণও হয় প্রভাময়, চিত্ত হয় বিশুদ্ধ; পরিশেষে জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হয় সকল পাপই। গীতার কথায় "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন"।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম ব্যতীত সবকর্ম্মই সাধনা বা পুণ্যকর্ম্ম; আত্ম-বিষয়ই পুণ্যকর্ম্ম; আর অনাত্মবিষয় মাত্রই পাপ। মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূলে যা করা যায় তাহাই পুণ্য, তার বিপরীতে পাপ। যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রাণ স্বভাবতঃ হয় প্রসারিত, তাহাই শাস্ত্রে বর্ণিত পুণ্যরূপে এবং উহাই বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। আর যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রাণ হ'য়ে পড়ে সঙ্কুচিত উহাই পাপ এবং ইহাই নিষেধবিধানের অন্তর্গত বা নিষিদ্ধ। পুণ্য শুদ্ধ, পাপ অশুদ্ধ; আবার স্থূলে যা অশুদ্ধ পাপ, সূক্ষ্মে তাহাই শুদ্ধ পুণ্য; এবং স্থূলে যা শুদ্ধ পুণ্য, সূক্ষ্মে তাহা অশুদ্ধ পাপ—স্থির বিচার বিশ্লেষণে এইরূপই প্রতীয়মান হয়। মুলতঃ পাপপুণ্য—শুদ্ধাশুদ্ধ—ধর্ম্মাধর্ম্ম সবই এক।

যখন মানুষের পাপপুণ্যবিষয়ক জ্ঞান হয়, তখন পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান

দ্বারা পাপকর্ম্মবিষয়ক সংস্কার গুলিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ করিতে চেষ্টা করে। এই যে চেষ্টা, ইহাকে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ "ত্রৈবিদ্যা" ( গীতা ৯।২০ ) কারণ ইহাতে আছে তিন-ভাব বা অবস্থা যথা পুণ্যের ১ম ভাব উৎপত্তি—২য় ভাব স্থিতি—৩য় ভাব লয়।

পাপপুণ্য কথার উপসংহারে শেষ কথা বলা যায়; শাস্ত্র বলেন—

"দেহস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা দেহস্থাশ্চ মহাসুরাঃ।
দেহস্থানি চ তীর্থানি পশ্যন্তি যোগচক্ষুষঃ॥"

ব্যাখ্যা—জীবাত্মা-পরমাত্মা-সংযোগকরণক্ষম সাধকগণ দেখিতে পান ( জ্ঞাননেত্রে) এই স্থূলমাংসপিণ্ড—দেহের ভিতরই সমস্ততীর্থ, সমস্ত দেবতা (=পুণ্যবস্তু ) এবং সমস্ত অসুর (=সুরবিরোধী বা অপুণ্য বস্তু)। রুদ্রোপস্থান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় জ্ঞানদেবতা শিবের কৃপায় নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক সাধনায় দ্বিজগণের খোলে সেই জ্ঞাননেত্র॥

"ওঁ বিশুদ্ধজ্ঞান-দেহায় ত্রিবেদী দিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি নিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে॥"

অস্যার্থ—নির্ম্মলজ্ঞান (=বেদার্থের জ্ঞান বা চৈতন্য ) যাঁহার দেহ. বেদত্রয় যাঁহার তিনটী দিব্য চক্ষু, যিনি শ্রেষ্ঠবস্তু যে মোক্ষ তাহা প্রাপ্তির কারণ এবং যাঁহার কপালে শোভিত অর্দ্ধচন্দ্র, সেই জ্ঞানদেবতা শিবকে করি নমস্কার, করি নমস্কার, করি নমস্কার।

[ বিঃ দ্রঃ—চন্দ্র = মনের অধিপতিদেবতা, অর্দ্ধচন্দ্র = অর্দ্ধক্ষীণ চন্দ্র বা মন; ইহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানদেবতা শিব যেন বিষ্ণুচিন্তায় তথা হরিচিন্তায় বিভোর। তাঁহার অর্দ্ধেক মন হারাইয়া ফেলিয়াছেন অর্থাৎ তাঁর অর্দ্ধাংশ পরিণতপ্রায় বিষ্ণুত্বে—

উপাস্য-উপাসক উভয়ই এক ! অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে তাঁহার পরমানন্দরস-আস্বাদন !!!

ব্রাহ্মণের গায়ত্রী-উপাসনাই পরমাত্মার স্বরূপ-উপাসনা। অতএব অশীতি লক্ষ জন্মের পর দুর্লভ মানবজন্মের শ্রেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়া আর হেলায় হারাইও না রত্ন। ব্রাহ্মণ ! গায়ত্রীর আরাধনায় ছাদের সৌন্দর্য্য কিছু তো তুমি দেখেছ ; ইহার পরেও কি নীচের কুৎসিৎ-কদর্য্য দেখিবে ? ব্রাহ্মণ ! সকল সোপান অতিক্রম করিয়া ছাদের একটী মাত্র সোপান অবশিষ্ট থাকিতে আর অবতরণ করিয়া নিম্নে নাগিও না। ত্রিসন্ধ্যা ও গায়ত্রী-উপাসনা দ্বারা ঐ একটী সোপান অতিক্রম কর। ক্ষীণ হবে না বিষয়বাসনা তোমার, নষ্ট হবে না তোমার বিষয়, যাবেও না তোমার সাধের সংসার! তাঁহাকে চিন্তা করিয়া এ সকল কর ভোগ। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যা যথাবিধানে কর অনুষ্ঠান, তাহা হইতেই আসিবে তন্নিষ্ঠা এবং তন্নিষ্ঠা হইতে যাহা হইবে তাহা বাক্যাতীত এবং স্বসংবেদ্য অপার নির্ম্মলানন্দ। ব্রাহ্মণ আরোহণ কর সেই ছাদে !!! এবং জগৎকল্যাণে কর আত্মনিয়োগ !!!

ইতি সমাপ্তা ব্রাহ্মণোপাধি-কথা

শুভ বড়দিন
তারিখ ২৫।১২।১৯৬৮
উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রম
৺কাশীধাম।
Varanasi, U. P.

উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রমের
অকিঞ্চন সেবক

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যং তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা"॥

নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

## "উপনয়নে-উপহার"—২য় ভাগের

# শুদ্ধি-পত্র

স্বীকৃতি—মুদ্রণ-ভ্রমপ্রমাদ ও লিখিত-অশুদ্ধ বা অজ্ঞানতা প্রসূত অনন্ত-পার দেবভাষায় অজ্ঞতা তথা অফুরন্ত তত্ত্বে প্রবেশের অযোগ্যতা সুধী-সমাজে মার্জনীয়—এই জানিয়াই লেখক পুনর্মুদ্রণে সংশোধন আশায় পাঠকগণের নিকট জানায় আকুণ্ঠিত আবেদন।

| পুস্তকপৃষ্ঠা সংখ্যা | পংক্তি সংখ্যা | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৪৪ | ৩,৬,৮ | ( সত্যানু + আত্মানু + অনু ) ভতি | ভূতি |
| ৫১ | ১০ | সাথে | সাথে |
| ৫২ | ৩ | প্রাসাদে | প্রসাদে |
| ৫৩ | ১১ | মিনি | যিনি |
| ৫৯ | ১৯ | ষঙ্কল্প | সঙ্কল্প |
| ৬১ | ২০ | য্যর, মাম | যার, নাম |
| ৬৪ | ১৪ | সূত্রধারা | সূত্রধারা |
| ৬৬ | ৬ | সমস্ত | সমস্ত |
| ৭৪ | ১ | সহশ্ররশ্মি | সহস্ররশ্মি |
| ৯১ | ৬ | উব্বত | উত্থিত |
| ১০২ | ২,৫ | অথর্ম্ম, ধ্রূ | অধর্ম্ম, ভ্রূ |
| ১৪৩ | ১৮ | বাথবঃস্থ | বায়বস্থ |
| ১৭১ | ১০ | হাওয়া | যাওয়া |
| ২২৬ | ৪ | শক্র | শত্রু |
| ২৯৯ | ১৯ | হয় | করেন |

## বিজ্ঞাপন

### "স্নাতকোত্তর ব্রাহ্মণ"
তথা
# "উপনয়নে উপহার"—তৃতীয় ভাগ

### প্রকাশকের নিবেদন

উপনয়নে আস্থাবান্ সজ্জন, মনে হয়, এতদিনে প'ড়েছেন ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত "উপনয়নে উপহার" ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ। তন্মধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা দু'টীতে ও "উপনয়নের ভূমিকায় উদ্বোধনী বাণী" শীর্ষক প্রবন্ধে বহুলশঃ বলা হ'য়েছে ব্রহ্মবিদ্যায় ভারতের প্রাচীন প্রাধান্যের কথা। অবশ্য বর্ত্তমান ভারত ব্রহ্ম বিদ্যায় তাহার পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই বটে, তবুও ব্রহ্মবিদ্যা সেখানে ম্লানপ্রায় হইলেও এখনও হয় নাই লুপ্ত। এই সূত্রে বলা যায় ব্রহ্মবিদ্যার কেন্দ্র যে ভারত তথা হইতে সুদূর আমেরিকা,—ফ্রান্স=জার্ম্মাণ—ইংলণ্ড—জাপানেও ঐ বিদ্যা ক্রমশঃ প্রসারিত হ'চ্ছে, শোনা যায়; ব্রেজিল, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ আমেরিকার খ্রীষ্টান অঞ্চলের কোন কোন স্থানের কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুধর্ম্ম আবশ্যিক শিক্ষাপাঠ্যরূপে ব্যবস্থাপিত, এই সংবাদ পরিবেশন ক'রেছেন "The Time of Chicago"- তাহার ইং ৩০।৮।৬৮ তারিখের প্রচারপত্রে। আর বর্ত্তমান ভারতে সেই আদি হিন্দু সনাতন ধর্ম্মশিক্ষায় পঠন-পাঠন কর্ম্ম শিথিল।

প্রাচীন ভারতে ছিল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—গুরুগৃহে বাস যাহাতে ভারতের ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তিভূমি ছিল সুদৃঢ়। আর, অতীব দুঃখের সহিতই বলিতে হয় যে নব্যভারতে ব্রহ্মচর্য্যের বালাই উচ্ছেদ করিয়া পাইকারীবাণিজ্যের আকারে দীক্ষাদানের ছদ্মবেশে বহু ব্যবসায়ী কাণ-ফোঁকা গুরু স্থাপন ক'রেছেন গুরুবাটী, মঠ, আশ্রম ও আখড়া ; এখানে প্রকৃত জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা দানের অভাব [ এই সূত্রে স্মর্ত্তব্য যে আদর্শ দীক্ষাগুরু হবেন তিনিই যিনি হ'ন (i) সর্ব্বসংশয়ের নিরাসক, (ii) হৃদয়ের সমস্ত সন্তাপ হারক ও (iii) অনন্ত শান্তিদায়ক ; এবং (iv) ব্রহ্মনিষ্ঠ ও (v) বেদজ্ঞ। আরও স্মর্ত্তব্য যে দ্বিজদের উপনয়নই দীক্ষা—প্রাচীনকালের বৈদিক দীক্ষা ! উহা একান্ত প্রয়োজন ; এবং অতঃপর তান্ত্রিক দীক্ষা প্রায়-নিষ্প্রয়োজন ]।

প্রৌঢ়ান্তে কলিকাতার সাংসারিক কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লইয়া লেখক দ্বাদশ বৎসরাধিক কাশীবাসী ; এই সুযোগে পারমার্থিক চিন্তায় রত থাকিয়া তদুপযোগী পুস্তকাদি পাঠের ফল স্বরূপ এই "উপনয়নে উপহার"াদি কল্যাণকর পুস্তকপ্রণয়ন তাঁহার। জ্ঞানদেবতা শিবের জ্ঞানক্ষেত্র এই কাশীধাম ; এখানে তিনি বপন ক'রেছেন জ্ঞানতরুর বহু বীজ। ভারতীয় ব্রহ্ম বিদ্যায় বহুলশঃ আলোচিত পরলোকতত্ত্ব ; পরলোকের প্রকৃত কথা ইহলোকবাসীর জানা সম্ভব নয়। ইহলোকের কোন লোকই পরমাত্মসাক্ষাতকার ক'রেছেন বলে মনে হয় না ; তবে বিশেষ অনুশীলন ও আলোচনাদি দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারের আভাস

মাত্র পেয়েছেন কোন কোন মহাত্মা। সেই মহাত্মা পথিকদের পরমাত্মতত্ত্বের অনুশীলন আলোচনাদির প্রশস্ত পথই অনুসরণ করিতে হবে আত্মলাভেচ্ছুসজ্জনকে। তাই তাঁদেরই উপদেশাবলী সম্বলিত এই "উপনয়নে উপহার" ৩য় ভাগ নামক পুস্তকে ৺কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণামাতার কৃপায় মানুষের মনের কিছু খোরাক (=অন্ন) প্রদত্ত। বলা বাহুল্য বর্ত্তমানে যুগোপযোগী এই ধরণের পুস্তকের অভাব। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মজ্ঞানশিক্ষার বিষয়বস্তুগুলি লিখিত দেবভাষা সংস্কৃতে; আর, বর্ত্তমানের পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্যানুগুলীর অধিকাংশই সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ—এইবিবেচনায় পুস্তকখানি লিখিত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কায়দায়। পুস্তকবাজারে এই ধরণের পুস্তকের অভাব॥ এই অভাব দূরীকরণার্থে পরম কারুণিক পরমেশ প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া কাশীধামের উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রমের সেবক উপনয়ন উপলক্ষে লিখিত কিছু শাস্ত্রবিজ্ঞান সম্মত ধর্ম্মকর্ম্ম কথা পরিবেশন করার সংকল্প ক'রেছেন এই পুস্তকে।এতদ্‌সংলগ্ন ৩য় ভাগের বিষয়বস্তুর তালিকা হইতেই তাহা অনুমিত হইবে। বলা বাহুল্য—"উপনয়নে উপহার" ৩য় ভাগ নামীয় পুস্তকখানি (ক) তথাকথিত দীক্ষাদাতা গুরুমহাশয়দের স্মৃতিসহায় (খ) ধর্ম্ম প্রচারকদেয় প্রিয় সহচর (গ) জ্ঞানপিপাসার্ত্তদের শান্তিবারি, এবং (ঘ) মুমুক্ষুদের আলোক—বর্ত্তিকা; (ঙ) স্বধর্ম্মনিষ্ঠের-নিত্যপ্রয়োজনীয় পুঁথি, (চ) গৃহস্থের উপাসনা গ্রন্থ। ইতি তাং ১লা পৌষ ১৩৭৫, নিবেদক, বিনীত—প্রকাশক।

গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম

# উপনয়নে উপহার তৃতীয় ভাগ

তথা

## স্নাতকোত্তর ব্রাহ্মণ বিভাগ

—: বিষয়বস্তুতালিকা :—



---

# ঘোষণা পত্র

## স্বাস্থ্যধর্ম্মপুস্তকপাঠের অপূর্ব্ব সুযোগ !!

অ নু স ন্ধা ন ক রু নঃ—

( ডাকযোগে )

(১) ৺কাশীধামের "উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রম"
B 4/23 Hanuman Ghat Varanasi U.P.

(২) কালীচরণ মুখার্জ্জী কোং
Strandwarehouse, G.P.O.
Phone 22-4044 Calcutta-1.

উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রম হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ—

১। শিয়াখালার উত্তরবাহিনী-মা—শিয়াখালা গ্রামের বহু প্রাচীন অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ভূমিকা করিয়া তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ কথা—মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য—দু'টী ছবি—"উত্তরবাহিনী"-শব্দের বিশদ ও তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাখ্যা। পৃঃ ৮৭ মূল্য—২৲

২। সরস্বতী পূজার পুঁথি—বিদ্যানুরাগী-বিদ্বান্-বিদুষীদের উপাদেয়; বিদ্যাতালিকা, ভাষা, প্রতিমা, পূজা, পণ্ডিত পরিচয়; সরস্বতী পূজার ইতিহাস এবং বহু তত্ত্বের আলোচনা ( ব্যাকরণ, পরিচয়, মূর্ত্তির বর্ণ, বাহন-বীণা-অক্ষর, শব্দ, ঋতু ও তিথি, পূজা, বিদ্যা, ভাব, রস, অপ্, কর্ম্ম, ভক্তি, শিক্ষাকথা—স্ত্রীশিক্ষা, সহশিক্ষা; সংস্কৃতজ্ঞ সাহেবদের তালিকা। পৃঃ ৮২, মূল্য—২৲

৩। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে শারীরিক-বিজ্ঞানের "অভিভাষণ"—শারীরিকবিজ্ঞানে সূক্ষ্মশরীর : প্রাচীন-ভারতীয় আর্য্যবিজ্ঞানে শরীরতত্ত্ব—শরীর গঠন—শরীরের উপাদান—অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ—মানবশরীরে শব্দ—শরীরসন্তাপ (Body temperature); আহার—শুদ্ধ, বিরুদ্ধ, আমিষ-নিরামিষ, অন্নের পঞ্চাত্মকভাব ইত্যাদি। বিবিধ ব্যবহারবিধিঃ শৌচ-দন্তধাবন—শয়ন ও নিদ্রা, স্নান। যৌনস্বাস্থ্য ও দাম্পত্য-জীবন। শরীরে তাড়িৎ—শরীরে জ্যোতিষ। পৃঃ ৪১ মূল্য—৸৵

৪। (ইংরাজিতে) AN ADDRESS....on ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না—এই নাড়ীত্রয় যোগী-সাধু উপদিষ্ট কষ্টকল্পনা নহে; দেহের মধ্যেই প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করা হ'য়েছে; তবে বৈজ্ঞানিক দেহতত্ত্ববিদ্‌গণেরই মাত্র বোধগম্য। পৃঃ ৬৫, মুল্য—৩৲

৫। "অবসরে আমার খোঁজ"—(সরল আত্মকথা) আত্মার বিজ্ঞান ও দর্শন। পৃঃ ৬২০, মুল্য—১১৲

৬। "উপনয়নে উপহার" ১ম ভাগ (ভিক্ষার ঝুলি)—উপনয়ন ও তাহার উদ্দেশ্য—সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা—গায়ত্রীজপের ফল, গায়ত্রী সন্ধ্যাবন্দনাদি উপাসনার উপায় (নূতন শিক্ষার্থীর পূর্ব্বায়োজন)—সন্ধ্যাদি প্রক্রিয়ার ক্রমিক অগ্রগতি—সংকল্প, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলরূপী নারায়ণের কাছে প্রার্থনা, প্রাণায়াম, গায়ত্রীব্যাখ্যা, অঘমর্ষণ মন্ত্র, সূর্য্যোপস্থান, ধ্যান, জপবিধি...জল রূপী বিষ্ণু ইত্যাদি, বেদের পরিচয়, দিনের কালবিভাগ, গোব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা। পৃঃ ৯৭ মূল্য ৫৲/৪টাঃ

৭। **"বৌভাতের থালা"**—অপর নাম "মেয়ে-মঙ্গল" অর্থাৎ নারী জীবনের যাবতীয় মঙ্গলসূচক তথ্য, তত্ত্ব উপদেশ; বিবাহের পর সর্ব্বস্তরেরই মহিলাদের সুখপাঠ্য সুখবোধ্য এবং রুচিকর কথায় পূর্ণ এবং বিষয় বস্তুগুলি শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সব নারীরই অবশ্য জ্ঞাতব্য। পৃঃ প্রায় ২০০ মূল্য রেশন কণ্ট্রোল

৮। **"পূজায় প্রীতি-উপহার"**—পুস্তিকা। প্রণাম ব্যাখ্যা

৯। **"উপনয়নে উপহার"**-২য় ভাগ—আদর্শ ব্রাহ্মণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু; জ্ঞানের উচ্চস্তরীয় তত্ত্বালোচনা; সূচী দ্রষ্টব্য উঃ উঃ ১ম্ ভাগে ও ২য় ভাগে। পৃঃ ৩০০ মূল্য ৭৶০

**দেশের** বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া যুগোপযোগী এই পুস্তকগুলির বহুপ্রচারে সহায়তা করিবেন—ইহাই আশা করা যায়। পুস্তকে লিখিত মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করিবেন না তাঁহারা। স্থলবিশেষে আবশ্যকবোধে অর্দ্ধমূল্যে বা সিকিমূল্যে বিক্রয় কিংবা বিনামূল্যে বিতরণও হ'তে পারে। অথবা, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাসিক যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ অর্থ পুস্তকভাড়া স্বরূপ আদায় দিয়াও পুস্তকগুলি পাঠে যত্নবান হউন—ইহাই প্রকাশকের বিনীত নিবেদন। আরও—

পুঃ নিঃ—প্রথম সংস্করণ ছাপানো হইল অল্পসংখ্যক; আগ্রহশীল পাঠকদের অনুরোধ-পত্র পাইলে অনতিবিলম্বে ছাপানো হবে অধিক সংখ্যায় এবং মূল্য হবে সস্তা।

শেষে প্রকাশ থাকে "উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রম"এর
আশ্রমীয় জীবনসূত্রাবলীঃ—

১। CLEANLINESS IS GODLINESS

২। "PLAIN LIVING, HIGH THINKING"

৩। কর্ম্মমাত্রই সাধনা। জীবমাত্রই সাধক এবং আত্মস্বরূপের উপলব্ধিই সাধ্য। জাগতিক সমস্ত কর্ম্মের প্রারম্ভেই দেখ ঈশ্বর-কর্ত্তৃত্ব; আর, পারমার্থিক (=সাধনা) কর্ম্মের শেষে দেখ ঈশ্বরকর্ত্তৃত্ব। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সাধনাকর্ম্মে প্রথমেই সাধক নিজেকে হ'তে হবে উদ্যোগী (=আত্মোদ্যোগ)।

৪। বৃথা বাক্যব্যয় বন্ধ দাস্ত করিও না।

---

৫। সমভাবাপন্ন সজ্জনদেরই সহাবস্থান সুখকর এবং স্বাস্থ্যকরও বটে; অন্যথায় হয় অস্বস্তিকর।

---

৬। (জেনে রেখো) জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্ত মূল্যবান্।

৭। তজ্জপস্তদর্থানুভাবনম্।

৮। একত্বের অর্জ্জন? বহুত্বের কর বর্জ্জন।
আর, হও নির্জ্জন!

৯। ধারাবাহিক দেবভাভাবনা দ্বারা,
পাপ-সংস্কার যায় ঢেকে।

১০। বিষয়ে দোষ দর্শনে হয় বিষয়ে অরুচি
বিষয়ে অরুচিতেই, হয় ভগবানে রুচি।

বিনয়াবনত—আশ্রমসেবক

আত্মা নিতান্তই প্রত্যক্ষ ও একান্ত সহজ বস্তু ; সুতরাং অন্ধের মত কিছুই মানিয়া লইবার আবশ্যক নাই ।

"মোহাচ্ছন্ন মানবের চৈতন্যবিকাশই পরমপুরুষার্থ"